অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : ইহিস্কেল

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ইহিস্কেল

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর নবী এবং তাঁর কিতাবের নাম, যা তাঁর তবলিগ লিপিবদ্ধ করেছে, উভয়ের নামই হল ইহিস্কেল। ইহিস্কেল নামের (হিব্রু ইয়েখেজকিহ্) অর্থ "আল্লাহ্ শক্তি দেন" বা "আল্লাহ্ শক্তিশালী করেন"। একজন নবী আপোষহীন বিচারের বাণী এবং পরে ইসরাইলের মাধ্যমে নয় কিন্তু আল্লাহ্র মাধ্যমে তাদের পুনরুদ্ধারের বাণী তবলিগ করার বিষয়টি যথার্থ। নবী ইহিস্কেল ব্যাবিলনে এহুদার নির্বাসিত লোকদের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী বলার কাজ করেছিলেন। তিনি ইমাম পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং বিবাহ করেছিলেন (দেখুন ২৪:১৫-২৪ আয়াত), কিন্তু তাঁর কোন সন্তান ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

যদি নবী ইহিস্কেলের প্রথম দর্শনের সময় তাঁর বয়স ত্রিশ বছর হয়ে থাকে (১:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন), তাহলে কিতাবের শেষ দর্শনের সঙ্গে কিতাবের ধারার একটি সংযোগ তৈরি করে থাকবে যে দর্শনের ঘটনা ঘটেছিল নির্বাসনের পঁচিশতম বছরে (৪০:১) যখন ইহিস্কেলের বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর। শুমারী ৪ অধ্যায় অনুসারে এটি পরিষ্কার যে, ইমামদের সক্রিয়ভাবে কাজ করার বয়স হল ত্রিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর। নির্বাসিত দলের সদস্য হিসেবে ইহিস্কেলের পক্ষে জেরুশালেমের এবাদতখানার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না এবং যখন তিনি দেশের বাইরে থাকবেন তখন তাঁকে ইমাম হিসেবে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে এই বিষয়টি তিনি অনুভব করেন নি। কিন্তু সম্ভবত এই সব দর্শনের সময়ের সঙ্গে বন্দীদশায় যাওয়ার পূর্বে জেরুশালেমে বাস করার সময় ইমাম হিসেবে ইহিস্কেলের পরিচর্যার জীবন কী হবে তার মিল রয়েছে।

ইহুদী নবী কিতাব সমূহের মধ্যকার সম্পর্ক যা তাদের নাম উল্লেখ করে তা জটিল। ইশাইয়া (ইশা ৮:১৬ আয়াত দেখুন) এবং ইয়ারমিয়া (ইয়ার ৩৬ অধ্যায় দেখুন) উভয়ের পক্ষে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে সাক্ষ্য রয়েছে যারা নবীদের কথা সংরক্ষণ করেছিল। নবী ইহিস্কেলের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে নি। এই রকম কোন সাহাবীর নামের উল্লেখ নেই এবং ইহিস্কেলের আত্মজীবনী লেখার পদ্ধতি এই ইঙ্গিত দেয় যে, তাঁর লেখার প্রথা অনুযায়ী এই আত্মজীবনীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যা তাঁর নাম বহন করে। একই সময়ে তাঁর গোটানো কিতাব অতি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করার বিষয়টি তাঁর সাহায্যকারী দলের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয় যারা হয়তো অতিরিক্ত কিছু সম্পাদকীয় বিষয়ের যোগান দিয়েছেন।

সময়কাল

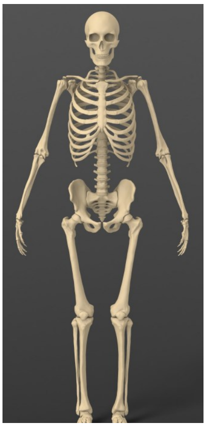

পুরাতন নিয়মের অন্যান্য এই সব নবীদের চেয়ে ইহিস্কেলের দৈববাণী বলার সময়ের উল্লেখ আরও ঘন ঘন করা হয়েছে। কিতাবের প্রথম সময় বা তারিখ পাঠকদের নিয়ে যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৩ অব্দের গ্রীষ্মে, যার পাঁচ বছর পর বন্দীদশার প্রথম দলটি বখতে-নাসারের দ্বারা ব্যাবিলনে বন্দীদশায় যায়। দৈববাণীর পরবর্তী সময় ছিল ৫৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এপ্রিল মাসে, ঐ গ্রীষ্মকালের ২২ বছর পর। কিতাবটি সময়ানুক্রমিক ভাবে তিনটি অংশে সাজানো হয়েছে: ১-২৪ অধ্যায় এবং ৩৩-৪৮ অধ্যায় একটি অনুক্রম গঠন করেছে। ২৫-৩২ অধ্যায়ের অ-ইহুদীদের সম্পর্কে দৈববাণীর সময়ে বিশেষ কথন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে (রূপরেখা দেখুন)।

বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য

নবী ইহিস্কেল সেই সমস্ত মানুষের কাছে কথা বলেছেন যাদের নিজ মাতৃভূমি থেকে বলপূর্বক নির্বাসিত করা হয়েছে। তিনি সেই সব লোকদের কাছে কথা বলেছেন যারা তাদের আল্লাহ্র সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। ইসরাইলের আল্লাহ্র পক্ষে প্রতিনিধি বা মুখপাত্র হিসেবে নবী ইহিস্কেল ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন এবং পবিত্র আল্লাহ্ এর জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। মূলত আল্লাহ্ কেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গির অত্যন্ত জোরালো প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ৩৬:২২-২৩ আয়াতে ("হে ইসরাইল-কুল, আমি তোমাদের জন্য কাজ করছি, তা নয়, কিন্তু আমার সেই পবিত্র নামের অনুরোধে কাজ করছি, যা তোমরা যেখানে গিয়াছ, সেখানে জাতিদের মধ্যে নাপাক করেছ। আমি আমার সেই মহৎ নাম পবিত্র করবো, যা জাতিদের মধ্যে নাপাক করা হয়েছে, যা তোমরা তাদের মধ্যে নাপাক করেছ; আর জাতিরা জানবে যে, আমিই মাবুদ)। এই ভাবে নবী ইহিস্কেলের বাণী প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকদের সামনে আল্লাহ্র মহিমা প্রত্যার্পণ করা, যিনি তাঁর নজরে থাকা জাতির কাছে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু ইসরাইলের নিজেদের মঙ্গল তাদের আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ককে ঘিরে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। তাই নবী ইহিস্কেল তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন: "হে

ইসরাইল-কুল, তোমরা কেন মরবে? কারণ যে মারা যায়, তার মরণে আমার কিছু সন্তোষ নেই, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন" (১৮:৩১-৩২)।

নবী ইহিস্কেলের বাণী ছিল নির্দয়। পুরাতন নিয়মের সমস্ত কিতাবের মধ্যে কেবল মাত্র জবুর শরীফ, ইয়ারমিয়া এবং পয়দায়েশ দীর্ঘতম। ইহিস্কেলের আপোষহীন বাণী সেই সব কিতাবের ভাষার সাথে মিলে যায় যা সচরাচর মনে হয় কঠিন এবং কখনো কখনো আক্রমণাত্মক। যদি তাঁর ভাষায় কোন কোমলতা না থাকে তাহলে অন্তত এই চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাবে যে, ইহিস্কেলের আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হীনতা ও মন্দতা হিসেবে যা পর্যবেক্ষণ করেছেন্ তাতে জাগতিক বাস্তবতা রয়েছে। ইহিস্কেলের কথায় প্রকৃত সাড়া দেওয়ার মানে কেবল হঠাৎ সামান্য পরিবর্তন নয়, কিন্তু মন পরিবর্তন করা এবং আল্লাহ্‌র মহিমার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া।

উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

নবী ইহিস্কেল ইসরাইল জাতির চরম সঙ্কটের সময়ে পরিচর্যা কাজ করেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৭ অব্দে ব্যাবিলনীয়রা এহুদার বাদশাহ্ যিহোয়াখীনকে বন্দীদশায় পাঠায়, যার বয়স সে সময় ছিল মাত্র ১৮ বছর এবং সিংহাসনে তিনি ছিলেন মাত্র তিন মাস। হাজার হাজার জনতার সঙ্গে যিহোয়াখীনকে নির্বাসনে পাঠানো হয় (২ বাদশাহ্ ২৪:১০-১৬) ইহিস্কেল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন; সম্ভবত তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় পঁচিশ বছর। রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুব জটিল। এহুদার একজন বাদশাহ্ নির্বাসিতদের মধ্যে ছিলেন (যিহোয়াখীন), কিন্তু ব্যাবিলনীয়রা একজন পুতুল বাদশাহ্‌কে জেরুশালেমের সিংহাসনে বসিয়েছিল (যিহোয়াখীনের চাচা সিদিকিয়)।

নির্বাসিত উত্তর রাজ্য ইসরাইলের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ছিল এবং এখন আবার দক্ষিণ রাজ্য এহুদার নির্বাসনের দৃষ্টান্ত হল, যে কারণে নবী উদ্ভুত সঙ্কটপূর্ণ সময়ে আল্লাহ্‌র বাণী তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন। এহুদার নির্বাসনের সময় ভবিষ্যদ্বাণী বলার তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইয়ারমিয়া ইহিস্কেলের সমবয়সী ছিলেন এবং ইহিস্কেলের মত তিনিও ইমামীয় পরিবার থেকে এসেছেন। ইহিস্কেল স্পষ্টভাবে ইয়ারমিয়ার বাণী সম্পর্কে জানতেন এবং পূর্বে অন্যান্য কোন কোন নবীদের বক্তব্যও তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে সাক্ষ্য হয়েছিল কি না এ সম্পর্কে জানা যায় নি এবং সম্ভবত ইয়ারমিয়া ইহিস্কেলকে চিনতেন না, যার তবলিগ কাজ ইহিস্কেলের পাঁচ বছর নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত শুরু হয় নি। যদিও নির্বাসনে থাকা সঙ্গীদের নিয়ে ইহিস্কেলের শ্রোতা মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল, কাজেই মনে করা হয় যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী তাদের স্বদেশীদের এহুদায় ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইহিস্কেল সম্ভবত নির্বাসনে তাঁর কর্মময় দিনগুলো কাটিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় বায়তুল মোকাদ্দস দর্শন – যার মধ্যে পুনরায় শুরু করার জন্য একটি নতুন নিয়ম তন্ত্র ছিল। ইসরাইলরা কষ্টের সঙ্গে পাঠ করেছি যে – ইয়ারমিয়া উল্লেখ করেছেন, তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্বাসনে যাবে। যখন ইহিস্কেল তবলিগ শুরু করেন যদি তখন তাঁর বয়স হয়ে থাকে ৩০ বচল তাহলে যখন তিনি এই দর্শন পান তখন তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

ইমাম জিসেবে ইহিস্কেল আল্লাহ্‌র পবিত্রতার সঙ্গে গভী-রভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁর লোকদের গুনাহ্‌র ফল সম্পর্কে অবগত ছিলেন, অর্থাৎ তাদের সব রকম আচরণ যা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছিল। প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মনোযোগী হওয়ার পবিত্রতার বিষয়ে খুঁজে পাওয়ার মত এই একই রকম বিষয়গুলো পৃথক করা কঠিন হবে। ইসরাইলের গুনাহ্‌র সম্পর্কে ইহিস্কেলের গভীর উপলব্ধি তাঁর ইসরাইলেল ইতিহাসের দর্শনে (২০ অধ্যায়) স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি ৪০-৪৮ অধ্যায়ে ইসরাইলের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দর্শন লোকদের গুনাহ্‌র জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এই কারণে তারা পবিত্র আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে বেঁচে থাকতে পারবে। এই বিষয়টি এই ভাবে বিবেচনা করা যায় যে, পঞ্চকিতাবে উল্লিখিত ইমামদের কাজগুলো ইহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে অনেক বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিশেষ করে লেবীয় এবং শুমারীর প্রণীত শরীয়তের থাকা ইমামদের কাজগুলো, একই ভাবে হিজরতের আবাস তাঁবুর সঙ্গে ইহিস্কেলের নতুন বায়তুল মোকাদ্দসের মিল রয়েছে।

ইসরাইল ছিল তাদের জাতিগত আল্লাহ্‌র প্রজা। কিন্তু ইহিস্কেলের আল্লাহ্ উপজাতীয় আল্লাহ্ নন। বরং তিনি হলেন সমস্ত জাতির প্রধান। এই জন্য ব্যাবিলনের ক্ষমতাশালী বাদশাহ্ বখতে-নাসার আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেবলই আল্লাহ্‌র হাতের ক্রীড়নক ছিলেন (উদাহরণস্বরূপ ২১:১৯-২৩; ৩০:২৫ দেখুন)। আল্লাহ্‌র সন্দেহাতীত শ্রেষ্ঠত্বের সুনির্দিষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় চরম শত্রু ইয়াজুজের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে (৩৮-৩৯ অধ্যায়), যেখানে আল্লাহ্ শত্রুপক্ষীয় ইয়াজুজের বিশাল বাহিনীকে সম্পূর্ণ ভাবে একাই ধ্বংস করেছেন।

পবিত্র জীবন যাত্রার জন্য সতকর্তা যা আল্লাহ্ ব্যক্তিগত এবং সমগ্র লোক সমাজ তথা জাতি উভয়ের ক্ষেত্রে দাবী করেছেন। কেউ কেউ ১৮ অধ্যায়ে (তুলনা করুন ইয়ার ৩১:২৯-৩০) ইহিস্কেলের তবলিগে ব্যক্তিগত দায়িত্বের কিতাবী চিন্তার তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক দেখতে পান। লোক সমাজের বাধ্য থাকার আবশ্যকতা সম্পর্কে ইহিস্কেলের স্পষ্ট প্রকাশ এই কারণে অবহেলা করতে পারে না।

কিতাবের প্রকৃত কাঠামো যারা ভ্রান্ত আশাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাদের জন্য বিচারের কথা প্রকাশ করেছে, কিন্তু প্রকৃত আশা তাদের জন্য রয়েছে যারা বিচার বা শাস্তি মেনে নিয়েছে (৩৭:১১)। জেরুশালেমের ধ্বংসের আগে ও পরে ইহিস্কেলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কালাম শোনা গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ কেন্দ্রিক বিচার আ-শার (নাজাত) সঙ্গে অংশী হয়, যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নতুন দিন ও নতুন মনের আল্লাহ্‌র দানের উপর (৩৬:২২-৩২ আয়াত)।

ইসরাইলের শাসনকর্তাদের দোষারোপ (তুলনা করুন ১৯ অধ্যায়; ইহিস্কেল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদশাহ্ উপাধি ব্যবহার করেছেন) সমরূপ আশাপ্রদ বিষয় দেখতে পাওয়া যায় ভবিষ্যতে একজন নেতা সম্পকে প্রতিজ্ঞার মধ্যে যিনি ন্যায়ের দ্বারা শাসন করবেন (৩৪:২৩-২৪) এবং আল্লাহ্ ও লোকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী বিষয়ের উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন (৪৬:১-১৮)।

পদ্ধতি

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কিতাবগুলো সচরাচর বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবহার করে কিন্তু ইহিস্কেল কিতাবে পুনঃপুনঃ সংঘটিত এবং দৃঢ়তাপূর্ণ পদ্ধতি রয়েছে যা অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ কিতাবের লেখার সঙ্গে মিল নেই। এই পদ্ধতি গুলো ব্যাখ্যা করতে অনেক বেশি সাহায্য করে কারণ এই গুলো ভবিষ্যদ্বাণী ভূমিকা এবং উপসংহার নিয়ম অনুযায়ী চিহ্নিত করে। প্রারম্ভিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করেছেন "আমার উপর মাবুদের কালাম নাজেল হল" (৫০ বার) অথবা উল্লেখযোগ্য সংযোগে, "মাবুদের হাত" ইহিস্কেলের উপর ছিল (১:৩; ৩:১৪,২২; ৮:১; ৩৩:২২; ৩৭:১; ৪০:১)। উপসংহার সচরাচর "স্বীকৃত পদ্ধতির" ভিন্নতা বা পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, উদাহরণস্বরূপ "তখন তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ" (৫০ বারের বেশি) এবং পদ্ধতি স্বয়ং কিতাবের প্রধান উদ্দেশ্য নির্দেশক। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বার বার উচ্চারিত হয়েছে "কারণ . . . অতএব" শব্দ দ্বারা গঠিত, যা ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য এবং বার্তাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছে।

ইহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য দিক ভালভাবে জানা অপরিহার্য এবং এটি তাঁর পথ নাটককে বার বার অবলম্বন করার প্রকৃত অবস্থা এবং খুব অদ্ভুত এবং হৃদয়গ্রাহী ধরনের প্রতীকী কাজ (উদাহরণস্বরূপ ৪:১–৫:১৭; ১২:৩-৬; ২৪:১৬-১৮; ৩৭:১৬-১৭)। তিনি বিস্তারিত রূপকের প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন (উদাহরণস্বরূপ ১৫-১৭ অধ্যায়; এবং ১৯; ২১; ২৩ অধ্যায় ইত্যাদি)। বিশেষ করে অ-ইহুদী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর বাণীর জন্য মাধ্যম হয়েছিল মাতম বা শোকবাণী (উদাহরণস্বরূপ ২৭:২; ২৮:১১-১২; ৩২:২ আয়াত দেখুন)।

প্রভাব

এই কিতাব দাঁড়িয়ে আছে কিতাবীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সন্ধিক্ষণে। এটি আংশিকভাবে ব্যবহার হয়েছে শীর্ষে অবস্থান করা প্রাধান্যপূর্ণ নির্বাসপূর্ব বাণীর মধ্যে, যা ভীতিকর বিচার দ্বারা মন পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং নির্বাসন পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণী যা পুনঃপ্রতিষ্ঠান প্রতিজ্ঞার দ্বারা মনপরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার রীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন রহস্য উদঘাটন মূলক সাহিত্যের উৎপত্তি নিয়ে অব্যহত বিতর্ক চলছে তখন ইহিস্কেলের দর্শন এর উন্নতি সাধনে অংশগ্রহণ করার জন্য অবশ্যই ভূমিকা রাখতে হয়েছে। বিশেষ করে চিত্রনাট্য যার মধ্যকার বেহেশতী বাস্তবতার দর্শন যা দেওয়া হয়েছে বেহেশতী ব্যাখ্যাকারী পথ প্রদর্শকের দলের মধ্যে – অতি পরিচিত জাকারিয়া এবং দানিয়াল থেকে একই ভাবে ইঞ্জিল শরীফের প্রকাশিত কালাম কিতাব থেকে – ইহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে এর প্রধান উৎস দেখতে পাওয়া যায়।

ইহিস্কেল তাঁর কিছু কিছু বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী নবীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই সব ব্যবহার ইঞ্জিল শরীফে পরবর্তী আকার দেওয়ার জন্য অংশ নিয়েছিল। এতে "ভাল রাখাল" (৩৪:১৯-২৪) এবং "জীবন্ত পানি" (৪৭:১-১৪; তুলনা করুন প্রকাশিত কালাম ২২:১-২ আয়াত) সম্পর্কে কল্পনার বিশেষ সত্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশিত কালাম কিতাব ইহিস্কেলের অনেক নেতিবাচক উপমা গ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছে – উদাহরণস্বরূপ ইহিস্কেল ১৬ ও ২৩ অধ্যায়ের "বেশ্যাবৃত্তি", শত্রু "ইয়াজুজ ও মাজুজ" (প্রকাশিত কালাম ২০:৮ আয়াতে এই উপমাগুলোর প্রয়োগ হয়েছে, ইহি ৩৮:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন) – এছাড়া ইহিস্কেলের নতুন নগরের দর্শনও এখানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে (প্রকাশিত কালাম ৩:১২; ২১:১–২২:৫)। এখানে পুরাতন নিয়মে পুনরুত্থানের কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, শুকনো অস্থির উপত্যকার দর্শনের ব্যাখ্যায় এর মধ্যে একটি দেখতে পাওয়া যায়। (ইহিস্কেল ৩৭:১২-১৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।) ইহিস্কেলের পাঠকরা এর যে অর্থই প্রকাশ করেন না কেন, কিতাবীয় চিন্তান উন্নতি ঘটাতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

অন্যান্য নবীদের ব্যাবিলনের নির্বাসনের ব্যাখ্যার আহ্বান জানানোর মত ইহিস্কেল গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছেন যে, এটি হল আল্লাহ্‌র কাছে পাওনা লোকদের বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্‌র নতুনীকরণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ব্যর্থতার কারণ। এছাড়া তিনি আরও গুরুত্ব দিয়েছেন যে, চরম বিপদ কিংবা দুর্ভাগ্য ইসরাইলের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি টানবে না। আল্লাহ্ তাদের নৈতিকভাবে এবং রূহানিকভাবে পুনরুদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন এবং

অবশেষে ইসরাইলকে অইহুদীদের কাছে আলো স্বরূপ করবেন। ইহিস্কেল এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত উক্তির সাথে সামান্য কিছু পার্থক্য যোগ করেছেন: ইসরাইলের আহ্বান ছিল আল্লাহ্‌র নামের পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্য, কিন্তু তারা সেই নাম "অপবিত্র" করেছিল (অপবিত্র ভাবে ব্যবহার করেছিল); তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, সকল জাতির সামনে তার কাজে তিনি তার নামের পবিত্রতার সমর্থন দিয়েছেন, তাঁকে জানার জন্য তাদের সমর্থন দিয়েছেন। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইহিস্কেল কিতাব হল কিতাবুল মোকাদ্দসের কিতাবের মধ্যে অন্যতম জটিল একটি কিতাব, কারণ এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে বহু সংখ্যক ঘটনার বিবরণ। শুরুতে এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই কিতাব হল লেখার বিচ্ছিন্ন বা পৃথক অংশ নিয়ে সঙ্কলিত কিতাব। এখানে কোন স্বতন্ত্র কাহিনীর বা গল্পের ধারা নেই। এটি খুব সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ করে সমন্বয় করা হয়েছে (রূপরেখা দেখুন)। বিষয়বস্তু সাধারণ বিন্যাস হল একটি বিষয় যা পুরাতন নিয়মের অন্যান্য বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ কিতাবও অনুসরণ করেছে – অবস্থার সাধারণ পরিবর্তন থেকে (১) নবী নিজের জাতি এহুদার লোকদের বিরুদ্ধে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী (সচরাচর কিতাবে ইসরাইল বলে অভিহিত করা হয়েছে), (২) চারদিকে বেষ্টন করে থাকা অ-ইহুদীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী, (৩) ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী, যারা আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান এনেছে তাদের উপর সুসমাচারে অনুগ্রহ। ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণ গুলো সুবিন্যস্ত। প্রথমত, অধিকাংশ কিতাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দর্শন বিষয় লেখা, যা পাঠকদের কল্পনার জগতে নিয়ে যায়, যেখানে বাস্তবতার নিয়ম অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দর্শনের সাহায্যে কিছু সময়ের জন্য অপসৃত করে রাখে। ইহিস্কেলের কিতাব বুঝতে এবং এর রস আস্বাদন করতে পাঠকদের বাস্তববাদের প্রত্যাশা করা থেকে নিজেদের বিরত রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ইহিস্কেল একটি কৌশল প্রয়োগ করেছেন যা বাস্তবতার প্রতীক হিসেবে বুঝতে পারা যায়। এটি ঘটে যখন লেখক সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দর্শন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার জগতে নিয়ে যান, যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রতীক – আঙ্গুর গাছের প্রতীক, রান্নার পাত্র, এবং শুকনো অস্থিতে পূর্ণ হয়ে থাকা উপত্যকা। তৃতীয়ত, দৈববাণীর নিজস্ব রীতি রয়েছে, দৈববাণীর বিন্যাস (নবীর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা রায়) যা দুটি প্রধান শ্রেণীতে পড়ে – শাস্তির দৈববাণী এবং দোয়ার দৈববাণী। শাস্তির দৈববাণী হল বিদ্রূপের প্রচলিত ধারার উদাহরণ এবং ইহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত বিদ্রূপে তিনটি প্রসঙ্গ রয়েছে: (১) গুনাহ্‌র বর্ণনা, (২) এই গুনাহ্‌র প্রকাশে নিন্দা ও অভিযোগ এবং (৩) সতর্কবাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণী – আল্লাহ্‌র গুনাহ্‌র বিচার করে শাস্তি দেবেন। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রায়ই মহাকাব্য এবং শেষকালীন প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কিত রহস্য উদঘাটন মূলক লেখার সঙ্গে মিলে যায়। এই বিভাগগুলো সচরাচর ইতিহাসের শেষ ঘটনাগুলোর বর্ণনা করে। উপসংহারে পাঠকরা স্পষ্ট এসব উপেক্ষা করতে পারে না – নবী ইহিস্কেল নিজেকে কবিতার ধারায় প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া বাস্তববাদের সামঞ্জস্যের প্রত্যাশা করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি পাঠকদের জন্য বেশ নতুনত্ব উপস্থাপন করেছে। নবী ইহিস্কেল বাস্তব এবং ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে কথা বলেছেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি আক্ষরিক শব্দে ঘটনাগুলো বর্ণনা করেন নি। এর পরিবর্তে তিনি তাঁর নিজস্ব রীতিতে অত্যধিক পরিমাণে দর্শন উপস্থাপিত করেছেন। অতিরিক্ত হিসেবে পাঠকদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার জন্য আগ্রহী থাকা প্রয়োজন, যা সব সময় পরিবর্তন করা উচিত নয়, কিংবা কখনোই এর উপরে অতি দীর্ঘ আলোকপাত করা উচিত নয়। বিচারের দৈববাণীর সর্বোত্তম পন্থা হল বিদ্রূপ সম্পর্কে সাহিত্য বিষয়ক প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা।

ইহিস্কেলের সময়কার নিকট প্রাচ্য

৫৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

নবী ইহিস্কেল যখন ব্যাবিলনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করছিলেন তখন তিনি তাঁর দর্শন এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, যেখানে তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন। ইহিস্কেলের সময় ব্যাপী ব্যাবিলন সাম্রাজ্য কার্যত ভূমধ্য সাগরের পূর্ব দিকের তীরবর্তী সকল অঞ্চল সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করেছিল, এমন কি মিসর দেশকেও অবশেষে জয় করেছিল, যেখানে এহুদার অন্যান্য অনেক লোক পালিয়ে গিয়েছিল।

প্রধান আয়াত: "কারণ আমি জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদেরকে গ্রহণ করবো, নানা দেশ থেকে তোমাদেরকে সংগ্রহ করবো ও তোমাদেরই দেশে তোমাদেরকে উপস্থিত করবো। আর আমি তোমাদের উপরে পবিত্র পানি ছিটাব, তাতে তোমরা পাক-পবিত্র হবে; আমি তোমাদের সকল নাপাকীতা ও তোমাদের সকল মূর্তি থেকে তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করবো। আর আমি তোমাদের নতুন অন্তর দেব ও তোমাদের অন্তরে নতুন রূহ্‌ স্থাপন করবো; আমি তোমাদের মাংস থেকে প্রস্তরময় অন্তর দূর করবো ও তোমাদেরকে মাংসময় অন্তর দেব" (ইহিস্কেল ৩৬:২৪-২৬)।

প্রধান প্রধান স্থান: জেরুশালেম, ব্যাবিলন, মিসর।

প্রধান প্রধান লোক: ইহিস্কেল, ইসরাইলের নেতৃবর্গ, ইহিস্কেলের স্ত্রী, বখতে-নাসার।

কিতাবটির রূপরেখা:

১. ইহিস্কেলের আহ্বান (১:১-৩:২৭)
২. জেরুশালেমের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী (৪:১-২৪:২৭)
৩. জাতিবৃন্দের উপর আল্লাহ্‌র শাসনদণ্ড (২৫:১-৩২:৩২)
৪. আপন প্রজাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি (৩৩:১-৩৭:২৮)
৫. ইয়াজুজ-এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (৩৮:১-৩৯:২৯)
৬. এবাদতখানা ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দর্শন (৪০:১-৪৮:৩৫)

আয়াত	যিহোয়াখীনের বন্দীদশা অনুসারে বছর/মাস/দিন	আধুনিক তারিখ (খ্রীষ্টপূর্ব বছর)	ঘটনাপ্রবাহ
১:২	৫ম বছর / ৪র্থ মাস / ৫ম দিন	জুলাই ৫৯৬ খ্রী.পূ.	প্রথম দর্শন
৮:১	৬ষ্ঠ বছর / ৬ষ্ঠ মাস / ৫ম দিন	সেপ্টেম্বর ৫৯২ খ্রী.পূ.	প্রথম বায়তুল মোকাদ্দস দর্শন
২০:১	৭ম বছর / ৫ম মাস / ১০ম দিন	আগষ্ট ৫৯১ খ্রী.পূ.	অনুসন্ধান করতে বৃদ্ধ নেতাদের আগমন
২৪:১	৯ম বছর / ১০ মাস / ১০ম দিন	জানুয়ারী ৫৮৮ বা ৫৮৭ খ্রী.পূ.	জেরুশালেমের অবরোধ শুরু
২৬:১	১১তম বছর / (?) মাস / ১ম দিন	৫৮৭-৫৮৬ খ্রী.পূ.	ব্যাবিলন অবরোধ করার আগে টায়ারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
২৯:১	১০ম বছর / ১০ম মাস / ১২তম দিন	জানুয়ারী ৫৮৭ খ্রী.পূ.	মিসরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
২৯:৭	২৭তম বছর / ১ম মাস / ১ম দিন	এপ্রিল ৫৭১ খ্রী.পূ.	ব্যাবিলনের টায়ার অবরোধ শেষ হবার মিসর ব্যাবিলনের কাছে হস্তান্তর
৩০:২০	১১তম বছর / ১ম মাস / ৭ম দিন	এপ্রিল ৫৮৭ খ্রী.পূ.	মিসরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
৩১:১	১১তম বছর / ৩য় মাস / ১ম দিন	জুন ৫৮৭ খ্রী.পূ.	মিসরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
৩২:১	১২তম বছর / ১২তম মাস / ১ম দিন	মার্চ ৫৮৫ খ্রী.পূ.	মিসরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
৩২:১৭	১২তম বছর / ১২তম মাস / ১৫তম দিন	এপ্রিল ৫৮৫ খ্রী.পূ.	মিসরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
৩৩:২১	১২তম বছর / ১০ম মাস / ৫ম দিন	জানুয়ারী ৫৮৫ খ্রী.পূ.	ব্যাবিলনে পুনরাগমন
৪০:১	২৫তম বছর / ১ম মাস (?) / ১০ম দিন (?)	এপ্রিল ৫৭৩ খ্রী.পূ.	বায়তুল মোকাদ্দস সম্পর্কে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

খারাপ মেষ-পালক বনাম ভাল মেষ-পালক	
খারাপ মেষ-পালক	**ভাল মেষ-পালক**
তাদের নিজেদের যত্ন নেয়	তাদের মেষ পালের যত্ন নেয়
তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের চিন্তা করে	দুর্বল এবং অসুস্থদেরকে শক্তিশালী করে, হারানোদের খোঁজ করে।
রূঢ় এবং নির্মমভাবে শাসন করে	ভালবেসে শান্তভাবে শাসন করে
মেষদের ত্যাগ করে এবং বিক্ষিপ্ত করে তোলে	মেষদের একত্র এবং রক্ষা করে
তাদের নিজেদের জন্য সবচেয়ে ভালটা রাখে	সবচেয়ে ভালটা মেষদের দেয়

পুরাতন চুক্তি	নতুন চুক্তি
পাথরে লেখা হয়েছে	মানুষের অন্তরে লেখা হয়েছে
আইন ভিত্তিক ছিল	ভালবাসার ইচ্ছা এবং আল্লাহ্‌র সেবা করার উপর ভিত্তি করে হয়েছিল
অবশ্যই শেখাতে হবে	সকলে জানে
আল্লাহ্‌র সাথে আইনগত সম্পর্ক	আল্লাহ্‌র সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক

হযরত ইহিস্কেলের দর্শন

১ [১] ত্রিশ বছরের চতুর্থ মাসের পঞ্চম দিনে,
যখন আমি কবার নদীতীরে নির্বাসিত
লোকদের মধ্যে ছিলাম তখন বেহেশত খুলে
গেল, আর আমি আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করলাম।
[২] বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের নির্বাসনের পঞ্চম
বছরের ঐ মাসের পঞ্চম দিনে, [৩] কল্‌দীয়দের
দেশে কবার নদীতীরে বুষির পুত্র ইহিস্কেল
ইমামের কাছে মাবুদের কালাম নাজেল হল এবং
সেই স্থানে মাবুদ তাঁর উপরে হস্তার্পণ করলেন।
[৪] আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, উত্তর
দিক থেকে ঘূর্ণিবাতাস, বিরাট মেঘ ও তার মধ্যে
বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং তার চারদিকে তেজ ও
তার মধ্যস্থানে আগুনের মধ্যবর্তী জ্বলন্ত ধাতুর
মত ঝক্‌মক করছিল। [৫] আর তার মধ্য থেকে
চারটি প্রাণীর মূর্তি প্রকাশ পেল। তাদের আকৃতি
এই; তাদের রূপ মানুষের মত। [৬] আর
প্রত্যেকের চারটি মুখ ও চারটি পাখা। [৭] তাদের
পা সোজা, পায়ের তলা বাছুরের পায়ের তলার
মত এবং তারা পরিষ্কার করা ব্রোঞ্জের উজ্জ্বলতার
মত উজ্জ্বল। [৮] তাদের চার পাশে পাখার নিচে
মানুষের হাত ছিল; চারটি প্রাণীরই এরকম মুখ
ও পাখা ছিল; [৯] তাদের পাখা পরস্পর সংযুক্ত;
গমন কালে তারা ফিরতো না, প্রত্যেকে

[১:১] দ্বি:বি ২১:১০; ইহি ১১:২৪-২৫।
[১:২] ২বাদশা ২৪:১৫।
[১:৩] ২বাদশা ৩:১৫।
[১:৪] আইউ ৩৮:১।
[১:৫] ইশা ৬:২; প্রকা ৪:৬।
[১:৬] ইহি ১০:১৪।
[১:৭] দানি ১০:৬; প্রকা ১:১৫।
[১:৮] ইহি ১০:৮।
[১:৯] ইহি ১০:২২।

১:১-২৮ আল্লাহ্‌র গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ বায়তুল মোকাদ্দস থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে অনেক দূরে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় এসে (হিজ ২৬:১; ৪০:৩৪; জবুর ২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ২৪:৮-১০; ২৬:৮; ২৯:৯; ৯৬:৬ আয়াত ও নোট দেখুন) হযরত ইহিস্কেল তাঁর নবীয়তীর পরিচর্যা কাজে মাবুদ আল্লাহ্‌র কর্তৃক নিযুক্ত হন (আয়াত ১:১ ও নোট দেখুন) এবং তিনি আল্লাহ্‌র মহিমায় পূর্ণ এক দর্শন লাভ করেন (১:২৮ আয়াত ও নোট দেখুন) – যেভাবে নবী ইশাইয়া মাবুদ আল্লাহ্‌কে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এবং পাশে উড্ডীয়মান সরাফ সহ বেহেশতের দর্শন দেখেছিলেন (ইশা ৬:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন) তাঁর নবী হিসেবে পরিচর্যা কাজ শুরু করার আগে (তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯ আয়াত ও নোট)।

১:১ ত্রিশ বছরের ... পঞ্চম দিনে। নবী ইহিস্কেলের বয়স বোঝানো হয়েছে। শুমারী ৪:৩ আয়াত অনুসারে সাধারণত ৩০ বছর বয়সে একজন ব্যক্তি ইমাম হিসেবে পরিচর্যা কাজ শুরু করতে পারতেন। কিন্তু ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইহিস্কেল আরেকটি মহান দায়িত্ব গ্রহণ করলেন – তিনি মাবুদ আল্লাহ্‌র নবী হলেন। *কবার নদীতীরে।* ব্যাবিলনের দক্ষিণে নিপ্পুর নগরীর কাছে অবস্থিত ফোরাত নদীর একটি খাল। সম্ভবত এটি বন্দীদশায় থাকা লোকদের মুনাজাতেরও একটি স্থান ছিল (জবুর ১৩৭:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত ১৬:১৩ আয়াত)। *আল্লাহ্‌র দর্শন।* একটি বিশেষ শব্দ, যা সাধারণত হিব্রু ভাষায় বহুবচনে ব্যবহার করা হয় এবং তা "আল্লাহ্‌র" শব্দটির সাথে সংযুক্ত থাকে। এই প্রকাশভঙ্গিটি নবী ইহিস্কেল ও অন্য দুই প্রধান নবীর দর্শনে দেখা যায় (৮:৩; ৪০:২ আয়াত দেখুন)।

১:২ নির্বাসনের পঞ্চম বছরে। আয়াত ২-৩ লেখা হয়েছে তৃতীয় ব্যক্তির আদলে (এই কিতাবে এই অংশটিই একমাত্র নাম পুরুষে লেখা হয়েছে), যা ১ আয়াতের সময়কালকে সত্যায়ন করে। *বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীন।* যিনি ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় যেতে বাধ্য হয়েছিলেন (কিতাবটির ভূমিকা: পটভূমি দেখুন)। নবী ইহিস্কেলও তাদের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ৫৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নবী হিসেবে তাঁর আহ্বান লাভ করেন।

১:৩ ইহিস্কেল। নবীর নামটি এই কিতাবে এই আয়াত ছাড়া শুধুমাত্র ২৪:২৪ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) এবং এভাবেই এটি তাঁর কিতাবের প্রথম মূল অংশটির কাঠামো নির্দেশ করেছে। তাঁর নামের অর্থ "আল্লাহ্‌ শক্তিশালী" (তুলনা করুন ৩:১৪ আয়াত), "আল্লাহ্‌ শক্তিশালী করেন" (তুলনা করুন ৩০:২৫; ৩৪:১৬ আয়াত) কিংবা "আল্লাহ্‌ দৃঢ় করেন" (তুলনা করুন ৩:৮ আয়াত)। *ইমাম।* অর্থাৎ ইমাম পরিবারের সদস্য। মাবুদ তাঁর উপরে হস্তার্পণ করলেন। এই কিতাবে সাত বার "মাবুদের হাত" শব্দগুচ্ছটি দেখা যায় (আরও দেখুন ৩:১৪, ২২; ৮:১; ৩৩:২২; ৩৭:১; ৪০:১ আয়াত), যেখানে প্রকাশ পেয়েছে বেহেশতী প্রত্যাদেশের এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা।

১:৪ আমি দৃষ্টিপাত করলাম। এর মধ্য দিয়ে শুরু গয়েছে দর্শনটির প্রথম অংশ: ঘূর্ণিঝড় ও প্রাণী (আয়াত ৪-১৪)। ১৫ আয়াতে আবারও "দৃষ্টিপাত করলাম" কথাটির মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় অংশের সূচনা করা হয়েছে: চাকা এবং মাবুদ আল্লাহ্‌র মহিমা। ঘূর্ণিবাতাস। ঝড়ো মেঘ, যার সাথে ছিল প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাত – যা অনেক সময়ই আল্লাহ্‌র শক্তিময় ও সক্রিয় উপস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে (হিজ ১৯:১৬-১৮; জবুর ১৮:৭-১৫; ৭৭:১৬-১৯ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন আইউব ৩৮:১ আয়াত)।

১:৫ চারটি প্রাণী। "চার" সংখ্যাটি দিয়ে পরিপূর্ণতা বোঝানো হয়ে থাকে (তুলনা করুন পয়দা ১৩:১৪ আয়াতের চারটি দিক এবং ইশা ১১:১২ আয়াতে দুনিয়ার চার প্রকোষ্ঠ), যা কয়েকবার এই অধ্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কিতাবে ৪০ বারের বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। ১০ আয়াতে কারুবী নামে যে জীবন্ত প্রাণীর কথা বলা হয়েছে তা ছিল আল্লাহ্‌র সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান গোলাম (হিজ ২৫:১৮ আয়াত দেখুন)। এখানে (আয়াত ১০ ও নোট দেখুন) তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে প্রতীকী অর্থে প্রকাশ করে একটি প্রতিচিত্রকে পূর্ণতা দান করেছে। এই চারটি প্রাণী (তুলনা করুন ইশা ৬:২-৪ আয়াতের "সরাফ") আবারও প্রকাশিত ৪:৭ আয়াতে দেখা যায়। তাদেরকে অনেক সময় মধ্য যুগীয় বিভিন্ন চিত্রকল্প এবং ভাস্কর্যে দেখা যায়, কিন্তু এখানে পরবর্তী সময়ের চারটি সুসমাচারকে প্রকাশ করা হয়েছে। *তাদের আকৃতি ... মানুষের মত।* দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (আয়াত ১০ ও নোট দেখুন)।

১:৬ চারটি মুখ। আয়াত ১০ ও নোট দেখুন। *চারটি পাখা।* বেহেশতী বাদশাহ্‌র সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান প্রাণী হিসেবে তাদের চলমানতার প্রতীক নির্দেশ করে, কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বদা চলমান।

১:৭ বাছুরটির পায়ের তলার মত। সম্ভবত এখানে দুর্বলতা বা নমনীয়তা বোঝানো হয়েছে (তুলনা করুন জবুর ২৯:৬; মালাখি ৪:২ আয়াত)।

সম্মুখদিকে গমন করতো। ১০ তাদের মুখের
আকৃতি এই; তাদের মানুষের মুখ ছিল, আর
ডানদিকে চারটি সিংহের মুখ এবং বামদিকে
চারটি গরুর মুখ, আবার প্রত্যেকেরই ঈগল
পাখির মুখ ছিল। ১১ উপরিভাগে তাদের মুখ ও
পাখা বিচ্ছিন্ন ছিল, এক একটির দু’টি পাখা
পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং আর দু’টি পাখা দ্বারা
শরীর আচ্ছাদিত ছিল। ১২ আর তারা প্রত্যেকে
সামনের দিকে গমন করতো; যে দিকে যেতে
রূহের ইচ্ছা হত, তারা সেই দিকে গমন করতো;
গমনকালে ফিরতো না। ১৩ এই আকৃতিবিশিষ্ট
প্রাণীদের আভা জ্বলন্ত অঙ্গার ও মশালের আভার
মত; সেই আগুন ঐ প্রাণীদের মধ্যে গমনাগমন
করতো, সেই আগুন তেজোময় ও সেই আগুন
থেকে বিদ্যুৎ বের হত। ১৪ আর ঐ প্রাণীদের দ্রুত
যাতায়াত বিদ্যুতের ঝলকের আভার মত।
১৫ আমি যখন ঐ প্রাণীদেরকে অবলোকন
করলাম, দেখলাম, ভূতলে ঐ প্রাণীদের পাশে চার
মুখের এক একটির জন্য এক একটি চাকা ছিল।
১৬ চারটি চাকার আভা ও কাঠামো বৈদূর্যমণির
মত উজ্জ্বল; চারটির রূপ একই এবং তাদের
আভা ও রচনা চাকার মধ্যেকার চাকার মত ছিল।
১৭ গমনকালে ঐ চারটি চাকা চারপাশে গমন
করতো, গমনকালে ফিরতো না। ১৮ তাদের নেমি
উঁচু ও ভয়ঙ্কর এবং সেই চারটি নেমির চারদিক
চোখে পরিপূর্ণ ছিল। ১৯ আর প্রাণীদের
গমনকালে তাদের পাশে ঐ চাকাগুলোও গমন
করতো; এবং প্রাণীদের ভূতল থেকে উপরে
উঠবার সময়ে চাকাগুলোও উপরে উঠত। ২০ যে
কোন স্থানে রূহের ইচ্ছা হত, সেই স্থানে তারা

[১:১০] প্রকা ৪:৭।
[১:১১] ইশা ৬:২।
[১:১২] ইহি ১০:১৬-১৯।
[১:১৩] ২শামু ২২:৯।
[১:১৩] প্রকা ৪:৫।
[১:১৪] জবুর ২৯:৭।
[১:১৫] দানি ৭:৯।
[১:১৬] হিজ ২৮:২০।
[১:১৮] প্রকা ৪:৬।
[১:২১] ইহি ১০:৯-১২।
[১:২২] ইহি ১০:১।
[১:২৪] জবুর ৪৬:৩; ইহি ৩:১৩।
[১:২৪] ইহি ১০:৫; ৪৩:২; দানি ১০:৬; প্রকা ১:১৫; ১৪:২; ১৯:৬।
[১:২৬] ১বাদশা ২২:১৯; ইশা ৬:১; ইয়ার ৩:১৭।
[১:২৭] ইহি ৮:২।

যেত; সেই দিকেই রূহের যাবার ইচ্ছা হত; আর
তাদের পাশে পাশে চাকাগুলোও উঠতো, কেননা
সেই প্রাণীর রূহ্ ঐ চাকাগুলোর মধ্যে ছিল।
২১ ওরা যখন চলতো, এরাও তখন চলতো; এবং
ওরা যখন থামত, এরাও তখন থামত; আর ওরা
যখন ভূতল থেকে উপরে উঠতো, চাকাগুলোও
তখন পাশা পাশি উপরে উঠতো, কেননা সেই
প্রাণীর রূহ্ ঐ সমস্ত চাকার মধ্যে ছিল।
২২ আর সেই প্রাণীর মাথার উপরে এক
শূন্যস্থানের আকৃতি ছিল, তা ভয়ঙ্কর স্ফটিকের
আভার মত তাদের মাথার উপরে বিছানো ছিল।
২৩ সেই শূন্যস্থানের নিচে তাদের পাখা সকল
পরস্পরের দিকে সোজাভাবে মেলে দেওয়া ছিল,
প্রত্যেক প্রাণীর এই দিকে দুই, ওই দিকে দুই
পাখা ছিল, সেগুলো তাদের শরীর আচ্ছাদন
করেছিল। ২৪ আর তাদের গমনকালে আমি
তাদের পাখাগুলোর ধ্বনিও শুনলাম, তা
মহাজলরাশির কল্লোলের মত, সর্বশক্তিমানের রবের
মত, সৈন্যসামন্তের ধ্বনির মত তুমুল ধ্বনি।
দণ্ডায়মান হবার সময় তারা নিজ নিজ পাখা
শিথিল করতো। ২৫ তাদের মাথার উপরিস্থ
শূন্যস্থানের উপরে একটি শব্দ হচ্ছিল; দণ্ডায়মান
হবার সময়ে তারা নিজ নিজ পাখা শিথিল
করতো।
২৬ আর তাদের মাথার উপরিস্থ শূন্যস্থানের
উপরে একটি সিংহাসনের, নীলকান্তমণির মত
আভাবিশিষ্ট একটি সিংহাসনের মূর্তি ছিল; সেই
সিংহাসন-মূর্তির উপরে মানুষের আকৃতির মত
একটি মূর্তি ছিল, তা তার উপরে ছিল। ২৭ তাঁর
কোমরের আকৃতি থেকে উপরের দিকে আমি

১:১০ তাদের মানুষের মুখ ছিল। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা (পয়দা ১:২৬-২৮; জবুর ৮:৩-৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সিংহ।* ইসরাইল ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে হিংস্র বন্য প্রাণী এবং এটি সব সময়ই সবচেয়ে শক্তিশালী মাংসাশী প্রাণী হিসেবে পরিচিত (কাজী ১৪:১৮ আয়াত দেখুন)। *চারটি গরুর মুখ।* এখানে ষাঁড় বোঝানো হয়েছে, যা গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। *ঈগল পাখি।* সবচেয়ে শক্তিশালী পাখি। তুলনা করুন প্রকাশিত ৪:৭ আয়াত ও নোট।

১:১২ সামনের দিকে গমন করতো ... গমনকালে ফিরতো না। তারা তাদের চলমানতার দিক থেকে ছিল বিভিন্নমুখী (আয়াত ১৪ দেখুন)। *রূহ্।* কারুবীদের মধ্যে থাকা দিক নির্দেশনা দানকারী সত্তার উপস্থিতি (আয়াত ২০ দেখুন)।

১:১৩ জ্বলন্ত অঙ্গার। তুলনা করুন জবুর ১৮:৮ আয়াত। *মশালের আভার মত।* তুলনা করুন পয়দা ১৫:১৭ আয়াত।

১:১৫ চাকা। এটিও চলমানতার চিহ্ন নির্দেশ করে (১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১৬ বৈদূর্যমণি। এই পাথরটির সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য অজানা। হিজ ২৮:২০ আয়াত ও নোট দেখুন, যেখানে এই পাথরটি মহা ইমামের বুকপাটায় বসানোর কথা বলা হয়েছে। *চাকার মধ্যেকার চাকার মত।* সম্ভবত দুটি চাকা সঠিক কোণ অনুসারে বসানো ছিল যেন তা চার দিকে যেতে পারে (আয়াত ১৭ দেখুন)। এই প্রতীকী চিত্র আল্লাহ্‌র সর্বত্র বিরাজমানতা নির্দেশ করে।

১:১৮ চারদিক চোখে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে আল্লাহ্‌র সর্বত্র বিস্তৃত দৃষ্টির কথা নির্দেশ করা হয়েছে (তুলনা করুন জাকা ৩:৯; ৪:১০ আয়াতের নোট)।

১:২২ এক শূন্যস্থানের আকৃতি। এই একই শব্দ ১:৬-৮ আয়াতে পাওয়া যায়, যা সেখানে নিচের পানি থেকে উপরের পানিকে পৃথক করার শূন্য স্থান হিসেবে বলা হয়েছে। এখানে এই স্থানটি প্রাণীগুলোকে পৃথক করেছে আল্লাহ্‌র গৌরব থেকে। *ভয়ঙ্কর স্ফটিকের আভার মত।* তুলনা করুন প্রকাশিত ৪:৬ আয়াত ও নোট; ১৫:২ আয়াত।

১:২৫ পাখা সকল পরস্পরের দিকে সোজাভাবে মেলে দেওয়া ছিল। ঠিক যেন মাবুদ আল্লাহ্‌র সিংহাসন থেকে কোন হুকুম আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

১:২৬ শূন্যস্থানের উপরে একটি সিংহাসন। তুলনা করুন হিজ ২৪:১০ আয়াত। *মানুষের আকৃতির মত একটি মূর্তি ছিল।* নবী ইহিস্কেল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়া তাঁর দর্শনের কথা জানাচ্ছেন, কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে তিনি এ কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন যে, তিনি সরাসরি আল্লাহ্‌কে দেখেছেন (পয়দা ১৬:১৩; হিজ ৩:৬; কাজী ১৩:২২ আয়াত দেখুন)।

BACIB
International Bible
CHURCH

জ্বলন্ত ধাতুর মত আভা দেখলাম; আগুনের আভা
যেন তার মধ্যে চারদিকে ছিল; এবং তাঁর
কোমরের আকৃতি থেকে নিচের দিকে আগুনের
মত আভা দেখলাম এবং তাঁর চারদিকে তেজ
ছিল। ২৮ বৃষ্টির দিনে মেঘে উৎপন্ন ধনুকের যেমন
আভা, তাঁর চারদিকের তেজের আভা সেরকম
ছিল। এ মাবুদের মহিমার মূর্তির আভা। আমি
তা দেখামাত্র উবুড় হয়ে পড়লাম এবং কথা
বলছে এমন এক জন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে
পেলাম।

হযরত ইহিস্কেলের আহ্বান

২ ১ তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের সন্তান
তুমি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও; আমি তোমার
সঙ্গে আলাপ করবো। ২ যে সময়ে তিনি আমার
সঙ্গে কথা বললেন, তখন রূহ্ আমাতে প্রবেশ
করে আমাকে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করালেন;
তাতে যিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন, তাঁর
কালাম আমি শুনলাম। ৩ তিনি আমাকে বললেন,
হে মানুষের সন্তান, আমি বনি-ইসরাইলদের
কাছে, বিদ্রোহী জাতিদের কাছে তোমাকে প্রেরণ
করছি; তারা আমার বিদ্রোহী হয়েছে, তারা ও
তাদের পূর্বপুরুষেরা আমার বিরুদ্ধে গুনাহের
কাজ করে আসছে, আজ পর্যন্তও করছে। ৪ সেই
সন্তানেরা উদ্ধত ও কঠিনচিত্ত, আমি তাদের
কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি; তুমি তাদেরকে
বলো, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন। ৫ আর
তারা শুনুক বা না শুনুক– তারা তো
বিদ্রোহীকুল– তবুও জানতে পারবে, তাদের
মধ্যে এক জন নবী উপস্থিত হল। ৬ হে মানুষের
সন্তান, তুমি তাদেরকে ভয় পেয়ো না, তাদের
কথাকে ভয় পেয়ো না; কাঁটাঝোপ ও কাঁটা
তোমার কাছে আছে বটে এবং তুমি বৃশ্চিকের
মধ্যে বাস করছো, তবুও তাদের কথায় ভয়
করো না ও তাদের মুখ দেখে ভয় পেয়ো না,
তারা তো বিদ্রোহীকুল। ৭ তুমি তাদের কাছে
আমার কালামগুলো বলো, তারা শুনুক বা না
শুনুক; তারা তো অত্যন্ত বিদ্রোহী।
৮ হে মানুষের সন্তান, আমি তোমাকে যা বলি,
তুমি শোন; তুমি সেই বিদ্রোহীকুলের মত
বিদ্রোহী হয়ো না; তোমার মুখ খোল, আমি
তোমাকে যা দিই, তা ভোজন কর। ৯ পরে আমি
দেখলাম, আর দেখ, একখানি হাত আমার প্রতি
বাড়িয়ে দেওয়া হল, আর দেখ, তার মধ্যে
একখানি গুটিয়ে রাখা কিতাব ছিল। ১০ তিনি
আমার সম্মুখে তা মেলে ধরলেন, সেই
কিতাবখানির ভিতরে বাইরে লেখা, আর মাতম,

[১:২৮] পয়দা ৯:১৩; প্রকা ১০:১।
[২:১] আইউ ২৫:৬; জবুর ৮:৪; ইহি ১:২৬; দানি ৭:১৩; ৮:১৫।
[২:২] ইহি ৩:২৪; দানি ৮:১৮।
[২:৩] ইয়ার ৩:২৫; ইহি ৫:৬; ২০:৮-২৪; ২৪:৩।
[২:৪] হিজ ৩২:৯; ইশা ৯:৯; ইহি ৩:৭।
[২:৫] ইয়ার ৫:৩; ইহি ৩৩:৩৩; ইউ ১৫:২২।
[২:৬] দ্বি:বি ৩১:৬; ২বাদশা ১:১৫।
[২:৭] ইয়ার ৭:২৭।
[২:৮] শুমারী ২০:১০-১৩; ইশা ৮:১১।
[২:৯] জবুর ৪০:৭।
[২:১০] ইশা ৩:১১; প্রকা ৮:১৩।

১:২৮ মেঘে উৎপন্ন ধনুকের যেমন আভা। ২৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *মাবুদের মহিমা।* দেখুন ১:১-২৮ আয়াত ও নোট। যখন আল্লাহ্‌র গৌরব প্রতীকীভাবে প্রকাশ পায়, তখন তা এক অতি উজ্জ্বল আলোয় রূপ নেয় (হিজ ৪০:৩৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ইশা ৬:৩ আয়াত দেখুন)। নবী ইহিস্কেলের অভিজ্ঞতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, আল্লাহ্‌র গৌরবের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত রয়েছে জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস (দেখুন ১ বাদশাহ্ ৮:১১; জবুর ২৬:৮; ৬৩:২; ৯৬:৬; ১০২:১৬ আয়াত)। এখন আল্লাহ্ তাঁর বায়তুল মোকাদ্দস ছেড়ে গেছেন এবং আবারও ব্যাবিলনে বন্দীদশায় থাকা তাঁর লোকদের কাছে ফিরে আসছেন – যা নবী ইহিস্কেলের কিতাবের প্রথমার্ধের মূল বার্তা (১০:৪; ১১:২৩ আয়াত দেখুন)। নবী ইহিস্কেল পুনস্থাপিত জেরুশালেমের দর্শনে মাবুদ আল্লাহ্‌র গৌরবের প্রত্যাবর্তন দেখেছেন (৪৩:২)। *আমি তা দেখামাত্র উবুড় হয়ে পড়লাম।* দেখুন পয়দা ১৭:৩; হিজ ৩:৬; তুলনা করুন ইশা ৬:৫ আয়াত।

২:১–৩:১৫ আল্লাহ্ তাঁর নিয়মে আবদ্ধ লোকদেরকে কখনো ত্যাগ করেন না, এমনকি তারা দীর্ঘকাল ধরে মাবুদের অবাধ্য হয়ে ও গুনাহে পূর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র শাস্তি হিসেবে তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরও আল্লাহ্ ঠিকই আবারও তাদের কাছে ফিরে এসেছেন। নবী ইহিস্কেলের মাধ্যমে তিনি যখন আবারও বন্দীদশায় থাকা তাঁর লোকদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, সে সময় তিনি তাঁর লোকদের নিয়মের নাম "ইসরাইল" বলে সম্বোধন করেছেন (২:৩; ৩:৪-৫, ৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৮:১১ আয়াত ও নোট)। বন্দীদশায় থাকা লোকদের কাছে নবী ইহিস্কেলের পরিচর্যা নবী ইয়ারমিয়ার পরিচর্যার সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ইয়ারমিয়া ছিলেন আরেকজন নবী যাঁকে ইমাম পরিবার থেকে নবী হিসেবে আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু হয়েছিল ইসরাইল জাতি জেরুশালেম ও তাকে কেন্দ্র করে অবস্থান করা কালেই।

২:১ হে মানুষের সন্তান। এই কথাটি নবী ইহিস্কেলের কিতাবে ৯৩ বার উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় তিনি নিজেকে মানবীয় অবস্থানে রেখে বিবেচনা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথনের বিষয়টি মাথায় রেখেছেন (জবুর ৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। দানি ৭:১৩ ও ৮:১৭ আয়াত হচ্ছে আরও দুটি স্থান যেখানে এই শব্দগুচ্ছটিকে পুরাতন নিয়মে শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ঈসা মসীহ্ অনেক বার নিজের কথা বলতে গিয়ে এই সম্বোধনটি ব্যবহার করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, তিনিই দানি ৭:১৩ আয়াতের সেই বিশেষ ব্যক্তি সত্তা (উদাহরণস্বরূপ দেখুন মার্ক ৮:৩১ আয়াত ও নোট)।

২:২ রূহ্ আমাতে প্রবেশ করে আমাকে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করালেন। আল্লাহ্‌র রূহ্ নবীর সমগ্র পরিচর্যা কাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন ও শক্তি যুগিয়েছেন (দেখুন আয়াত ১১:৫; ৩৬:২৭; ৩৭:১৪; ৩৯:২৯; এর সাথে দেখুন ৩:১২ আয়াত ও নোট)।

২:৩ বিদ্রোহী জাতিদের কাছে। এটি এমন একটি বিষয়বস্তু যা নবী ইহিস্কেলের প্রচারের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

২:৬ কাঁটাঝোপ ও কাঁটা ... বৃশ্চিকের মধ্যে বাস করছো। যারা নবীর জীবন ধারণকে কষ্টকর করে তুলেছে তাদের প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

২:১০ ভিতরে বাইরে। অর্থাৎ দুদিকেই; সাধারণত প্রাচীন লিপিগুলো পাতার এক পাশে লেখা হত। হিজ ৩২:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *মাতম, খেদোক্তি ও সন্তাপের কথা।* যদিও নবী ইহিস্কেলকে পরবর্তীতে আশার কথা তবলিগ করতে বলা হয়েছিল (৩৩:১–৪৮:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন), তাঁর

ইহিস্কেল

ইহিস্কেল নামের অর্থ, মাবুদ শক্তিশালী করবেন। একজন মহান নবী এবং ইমাম, তাঁর পিতার নাম বুষি, (ইহি ১:৩)। তিনি নির্বাসিত ইহুদীদের একজন ইমাম। তিনি কবার নদীর তীরে "কল্দীয়দের দেশ" বা তেল-আবিবে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৭ অব্দে তিনি যিহোয়াখীনের সাথে বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে আসেন (ইহি ১:২; ২ বাদশাহ্ ২৪:১৪-১৬)। যিহোয়াখীনের শাসনকালে ইহুদীদের বন্দীদশার পাঁচ বছর চলাকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৪) তিনি নবী পদে অভিষিক্ত হন। নির্বাসনে থাকাকালে সেই স্থানে তাঁর একটি ঘর ছিল, তাঁর নির্বাসনের নবম বছরে সেখানেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়, (ইহি ৮:১; ২৪:১৮)। নির্বাসনে থাকলেও সেখানে তিনি একটি সম্মানজনক অবস্থানে ছিলেন, ফলে সে দেশের নেতারা প্রায়ই তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন (ইহি ৮:১; ১১:২৫; ১৪:১; ২০:১)। তিনি ২৩ বছরেরও বেশি সময় (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৫-৫৭৩) তাঁর দায়িত্ব পালন করেন (ইহি ২৯:১৭)। তিনি হযরত দানিয়াল, হযরত ইয়ারমিয়া এবং হযরত ওবদিয়ের সমসাময়িক ছিলেন (দানি ১৪:১৪; ২৮:৩)। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে তাঁর কবরটি বেশ নামকরা, যা বাগদাদের কাছে কেফিল নামক স্থানে অবস্থিত।

ইহিস্কেল নবীর কিতাবে মূলত তিন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখা যায়: (১) তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তারাই জেরুশালেম ধ্বংস করবে। জেরুশালেমের বিশালত্ব কিভাবে ধূলিস্যাৎ হবে সে ব্যাপারে প্রতীকী চিহ্ন প্রকাশ করেছেন; এতে বোঝা যায় তিনি লেবীয় আইনে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। (২) তিনি পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন: অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে, মোয়াবীয়দের বিরুদ্ধে, ইদোমীয়দের বিরুদ্ধে, ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে, টায়ার ও সিডনের বিরুদ্ধে, এবং মিসরীয়দের বিরুদ্ধে। (৩) বাদশাহ্ বখ্তে-নাসার জেরুশালেমের বায়তুল-মোকাদ্দস ধ্বংস করলে পর তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন: ইসরাইলের বিজয় ও এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র রাজ্য প্রতিষ্ঠা, মসীহের সময় এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, আল্লাহ্‌র আহ্বানে একজন নবী।
- নানা রকম দর্শন দেখেছেন ও শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।
- ইসরাইল যখন ব্যাবিলনে বন্দি ছিল তখন আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক হিসাবে তাদের সেবা করেছেন।
- আল্লাহ্ তাঁর চরিত্র নির্মাণ করেছেন যেন তাঁর মিশন কার্যকরী করতে পারেন– তিনি শক্তিশালী ও সাহসী লোক ছিলেন যাতে শক্তগ্রীব লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র কথা বলতে পারেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যদিও ইসরাইলরা বার বার ব্যর্থ হয়েছে তবুও আল্লাহ্ এই পৃথিবীর জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন তা পূর্ণ হতে কোন বাধা পায় নি।
- প্রত্যেক লোক তার অনন্তকালীন জীবনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী।
- যদিও কোন আশা দেখা যায় না, তবুও আল্লাহ্ কোন না কোন লোক ঠিক করে রাখেন তাঁর কাজ করার জন্য।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** ব্যাবিলন
- **কাজ:** যেসব ইহুদীরা ব্যাবিলনে বন্দি ছিল তাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেওয়া
- **আত্মীয়-স্বজন:** বাবা: বূষি, স্ত্রী: নাম জানা যায় না
- **সমসাময়িক:** যিহোয়াখীন, ইয়ারমিয়া, যিহোয়াকীম, বখতে-নাসার

মূল আয়াত: "আরও তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের সন্তান আমি তোমাকে যা যা বলি, সেসব কালাম তুমি অন্তরে গ্রহণ কর, কান দিয়ে শোন। আর যাও, ঐ নির্বাসিত লোকদের, তোমার স্বজাতি সন্তানদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বল; তারা শুনুক বা না শুনুক, তবুও তাদেরকে বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন" (ইহিস্কেল ৩:১১)।

ইহিস্কেলের ঘটনার কথা ইহিস্কেল কিতাবে ও ২ বাদশাহ্ ২৪:১০-১৭ আয়াতে পাওয়া যায়।

খেদোক্তি ও সন্তাপের কথা তাতে লেখা ছিল।
৩ ১ পরে তিনি আমাকে বললেন, হে
মানুষের সন্তান, তোমার কাছে যা উপস্থিত,
তা ভোজন কর, এই কিতাবখানি ভোজন কর
এবং ইসরাইল-কুলের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে
কথা বল। ২ তখন আমি মুখ খুললাম, আর তিনি
আমাকে সেই কিতাব ভোজন করালেন; ৩ আর
তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের সন্তান, আমি
তোমাকে যে কিতাব দিলাম, তা খেয়ে উদর
পরিপূর্ণ কর। তখন আমি তা ভোজন করলাম;
আর তা আমার মুখে মধুর মত মিষ্ট লাগল।
৪ পরে তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের
সন্তান, তুমি যাও, ইসরাইল-কুলের কাছে গিয়ে
তাদেরকে আমার কালামগুলো বল। ৫ কারণ
তুমি দুর্বোধ্য ও কঠিন ভাষাবাদী কোন জাতির
কাছে প্রেরিত হও নি, কিন্তু ইসরাইল-কুলের
কাছে প্রেরিত হচ্ছ। ৬ যাদের কথা তোমার
বোধের অগম্য, এমন দুর্বোধ্য ও কঠিন ভাষাবাদী
অনেক জাতির কাছে তুমি প্রেরিত হও নি; আমি
তাদের কাছে তোমাকে পাঠালে তারা তোমার
কথা অবশ্য শুনতো। ৭ কিন্তু ইসরাইল-কুল
তোমার কথা শুনতে সম্মত হবে না, যেহেতু তারা
আমার কথা শুনতে সম্মত নয়, কারণ ইসরাইল-
কুলের সকলেই উদ্ধত ও কঠিনচিত্ত। ৮ দেখ,
আমি তাদের মুখের বিপরীতে তোমার মুখ এবং
তাদের কপালের বিপরীতে তোমার কপাল দৃঢ়
করলাম। ৯ যে হীরক চক্‌মকি পাথর থেকেও
শক্ত, তার মত আমি তোমার কপাল শক্ত
করলাম; যদিও তারা বিদ্রোহীকুল, তবুও
তাদেরকে ভয় করো না ও তাদের মুখ দেখে ভয়
পেয়ো না। ১০ আরও তিনি আমাকে বললেন, হে
মানুষের সন্তান আমি তোমাকে যা যা বলি,
সেসব কালাম তুমি অন্তরে গ্রহণ কর, কান দিয়ে
শোন। ১১ আর যাও, ঐ নির্বাসিত লোকদের,
তোমার স্বজাতি সন্তানদের কাছে গিয়ে তাদেরকে
বল; তারা শুনুক বা না শুনুক, তবুও তাদেরকে বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন।

কবার নদীতীরে হযরত ইহিস্কেল

১২ পরে রূহ্‌ আমাকে তুলে নিলেন এবং আমি
আমার পেছন দিকে এই কালাম মহাকল্লোলের
শব্দের মত তাঁর স্থান থেকে শুনলাম, ‘ধন্য
মাবুদের মহিমা।’ ১৩ আর ঐ প্রাণীদের
পরস্পরের পাখা চালানোর আওয়াজ, তাদের
পাশে চাকার আওয়াজ, এই মহাকল্লোলের
আওয়াজ শুনলাম। ১৪ আর রূহ্‌ আমাকে তুলে
নিয়ে গেলে আমি মনে দুঃখ পেয়ে গমন করলাম;
আর মাবুদের হাত আমার উপরে বলবৎ ছিল।
১৫ আমি টেল্‌-আবীবে অবস্থিত নির্বাসিত
লোকদের, কবার নদীতীরবাসীদের কাছে এলাম
এবং তারা যে স্থানে বাস করতো, সেই স্থানে
সাত দিন স্তব্ধ থেকে তাদের মধ্যে বসে রইলাম।

বনি-ইসরাইলকে সতর্ক করা

[৩:৩] জবুর ১৯:১০; প্রকা ১০:৯-১০।
[৩:৪] ইহি ১১:৪, ২৫।
[৩:৫] ইশা ২৮:১১; ইউ ১:২।
[৩:৬] ইউ ৩:৫-১০; মথি ১১:২১-২৩; প্রেরিত ১৩:৪৬-৪৮।
[৩:৭] ইশা ৪৮:৪; ইয়ার ৩:৩; ইহি ২:৪; ইউ ১৫:২০-২৩।
[৩:৮] ইয়ার ১:১৮; ১৫:২০।
[৩:৯] ইশা ৪৮:৪।
[৩:১০] আইউ ২২:২২।
[৩:১১] ইশা ৬:৯।
[৩:১২] আয়াত ১৪; ইহি ৮:৩; ৪৩:৫।
[৩:১৩] ইহি ১:১৫।
[৩:১৪] ১বাদশা ১৮:১২।
[৩:১৫] পয়দা ৫০:১০।
[৩:১৬] ইয়ার ৪২:৭।

প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল (জেরুশালেম নগরীর পাতনের আগ পর্যন্ত) জেরুশালেম ও সমগ্র এহুদার লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও তাঁর আসন্ন বিচারের সুনিশ্চয়তার কথা ঘোষণা করা।

৩:১ এই কিতাবখানি ভোজন কর। নবী ইহিস্কেল মাবুদের যে কালাম বন্দীদশায় থাকা লোকদের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন তা তাঁকে অবশ্যই আগে আত্মস্থ করতে হবে, যেন তা তাঁর নিজের একটি অংশ হয়ে ওঠে (তুলনা করুন ইয়ার ১৫:১৬ আয়াত ও নোট)।

৩:৩ তা আমার মুখে মধুর মত মিষ্ট লাগল। নবী ইয়ারমিয়া আবেগিকভাবে যা অনুভব করেছিলেন (ইয়ার ১৫:১৬) তা নবী ইহিস্কেল যেন আরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে অনুভব করলেন: আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নির্গত কালামের স্বাদ মিষ্ট (জবুর ১৯:১০; ১১৯:১০৩ আয়াত দেখুন) – এমনকি সেই কালামের বিষয়বস্তু তিক্ত হলেও (প্রকাশিত ১০:৯-১০ আয়াত দেখুন)।

৩:৬ আমি তাদের কাছে তোমাকে পাঠালে তারা তোমার কথা অবশ্য শুনতো। অন্য জাতির লোকেরা মাবুদ আল্লাহ্‌র কালাম শোনার জন্য ও তাতে মন দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল, দেখুন ইউনুস ৩:৫; মালাখি ১:১০-১; মথি ১১:২০-২৪; রোমীয় ১০:২০-২১ আয়াত।

৩:৯ যে হীরক ... তার মত আমি তোমার কপাল শক্ত করলাম। একজন নবীর জন্য শক্তি ও সাহস খুবই প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, বিশেষ করে যখন তিনি শেষ বিচার তবলিগ করবেন। নবী ইয়ারমিয়াও একইভাবে বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিলেন (ইয়ার ১:১৮ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইশা ৫০:৭)।

৩:১০ অন্তরে গ্রহণ কর, কান দিয়ে শোন। নবীকে এমন লোকদের কাছে গিয়ে কথা বলতে হবে যারা কথা শুনতে চায় না।

৩:১১ যাও, ঐ নির্বাসিত ... স্বজাতি সন্তানদের কাছে। নবী ইহিস্কেলের পরিচর্যা কাজ ছিল বন্দীদশায় থাকা লোকদের কাছে, যাদের অধিকাংশই এ কথা বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ জেরুশালেমে ও বায়তুল মোকাদ্দস ত্যাগ করবেন। জেরুশালেমের পতনের পর অবশ্য তারা সকলেই মারাত্মকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

৩:১২-১৫ নবী ইহিস্কেলের আহ্বানের এক নাটকীয় পরিসমাপ্তি, যা শেষ করা হয়েছে তাঁর প্রারম্ভিবক দর্শনের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে।

৩:১২ রূহ্‌ আমাকে তুলে নিলেন। দেখুন আয়াত ১৪; ৮:৩; ১১:১, ২৪; ৩৭:১; ৪৩:৫; এর সাথে তুলনা করুন ২:২ আয়াত ও নোট।

৩:১৪ মনে দুঃখ পেয়ে। নবী ইহিস্কেল মাবুদ আল্লাহ্‌র বেহেশতী অনুভূতি, বিশেষ করে তাঁর ক্রোধ অনুভব করতে পেরেছিলেন। *মাবুদের হাত আমার উপরে বলবৎ ছিল।* ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৫ টেল-আবীব। একমাত্র এই আয়াতেই বন্দীদশার কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাবিলনীয় ভাষায় এই নামের অর্থ “প্রাচুর্যের ঢিবি” এবং সাধারণত এই নামটি দিয়ে নির্দেশ করা হয় এমন প্রাচীন নগরী বা সভ্যতাকে যা নেহায়েত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আমরা

১৬ সাত দিন গত হলে পর মাবুদের এই
কালাম আমার কাছে নাজেল হল, ১৭ হে মানুষের
সন্তান, আমি তোমাকে ইসরাইল-কুলের জন্য
প্রহরী নিযুক্ত করলাম; তুমি আমার মুখে কথা
শুনবে এবং আমার নামে তাদেরকে চেতনা
দেবে। ১৮ যখন আমি দুষ্ট লোককে বলি, তুমি
মরবেই মরবে, তখন তুমি যদি তাকে চেতনা না
দাও এবং তার প্রাণরক্ষার জন্য চেতনা দেবার
জন্য সেই দুষ্ট লোককে তার কুপথের বিষয় কিছু
না বল, তবে সেই দুষ্ট লোক নিজের অপরাধে
মরবে, কিন্তু তার রক্তের প্রতিশোধ আমি তোমার
হাত থেকে নেব। ১৯ কিন্তু তুমি দুষ্টকে চেতনা
দিলে, সে যদি তার নাফরমানী ও কুপথ থেকে না
ফেরে, তবে সে নিজের অপরাধে মরবে, কিন্তু
তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করলে। ২০ আবার, কোন
ধার্মিক লোক যদি তার ধার্মিকতা থেকে ফিরে
অন্যায় করে, আর আমি তার সামনে বাধা রাখি,
তবে সে মরবে; তুমি তাকে চেতনা না দিলে সে
নিজের গুনাহে মরবে এবং তার কৃত ধর্মকর্ম আর
স্মরণে আসবে না; কিন্তু আমি তোমার হাত দিয়ে
তার রক্তের প্রতিশোধ নেব। ২১ আর তুমি ধার্মিক
লোককে গুনাহ্ না করতে চেতনা দিলে সে যদি
গুনাহ্ না করে, তবে সচেতন হওয়াতে সে অবশ্য
বাঁচবে; আর তুমিও তোমার প্রাণ রক্ষা করলে।

[৩:১৭] ইশা ৫৮:১; ইয়ার ১:১৭; ইহি ১১:৪; হবক ২:১।
[৩:১৮] পয়দা ২:১৭; ইউ ৮:২১, ২৪।
[৩:১৯] জবুর ৭:১২।
[৩:২০] লেবীয় ২৬:৩৭; ইশা ৮:১৪; ইহি ৭:১৯।
[৩:২১] প্রেরিত ২০:৩১।
[৩:২২] প্রেরিত ৯:৬।
[৩:২৩] পয়দা ১৭:৩।
[৩:২৪] ইয়ার ১৫:১৭।
[৩:২৫] ইহি ৪:৮।
[৩:২৬] জবুর ২২:১৫।
[৩:২৭] প্রকা ২২:১১।

২২ পরে সেই স্থানে মাবুদ আমার উপরে হস্তার্পণ
করলেন, আর তিনি বললেন, উঠ, বের হয়ে
সমতল ভূমিতে যাও, আমি সেখানে তোমার
সঙ্গে কথা বলবো। ২৩ তাতে আমি উঠে সমতল
ভূমিতে গেলাম, আর দেখলাম, সেই স্থানে
মাবুদের সেই মহিমা দণ্ডায়মান, কবার নদীতীরে
যে মহিমা দেখেছিলাম; তখন আমি উবুড় হয়ে
পড়লাম। ২৪ পরে রূহ্ আমাতে প্রবেশ করে
আমাকে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করালেন; আর
তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে আমাকে বললেন,
যাও, তুমি তোমার বাড়ির দরজা বন্ধ করে
ভিতরে থাক। ২৫ কিন্তু হে মানুষের সন্তান, দেখ,
লোকেরা দড়ি দিয়ে তোমাকে বাঁধবে, তাতে তুমি
বাইরে তাদের মধ্যে যেতে পারবে না। ২৬ আর
আমিও তোমার জিহ্বা মুখের তালুতে আট্‌কে
দেব, তাতে তুমি বোবা হবে, তাদের কাছে
দোষবক্তা হবে না, কেননা তারা বিদ্রোহীকুল।
২৭ কিন্তু যখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি,
তখন তোমার মুখ খুলে দেব, তাতে তুমি
তাদেরকে এই কথা বলবে, সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন; যে শুনে সে শুনুক, যে না শুনে সে
না শুনুক; কেননা তারা বিদ্রোহীকুল।

জেরুশালেম ঘেরাওয়ের ছবি

আধুনিক ইসরাইলের তেলআবিব নামে যে নগরটি চিনি তার নামের অর্থ হচ্ছে "নতুন বৃদ্ধির পাহাড়" (তুলনা করুন হিজ ১২:২ আয়াত ও নোট)। *সাত দিন।* শোক পালনের প্রচলিত সময়কাল (পয়দা ৫০:১০; ১ শামু ৩১:১৩ আয়াত দেখুন)। *স্তব্ধ থেকে।* কারণ এহুদার আসন্ন ধ্বংসের কারণে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন (তুলনা করুন উযা ৯:৩-৪; আইউব ২:১৩ আয়াত ও নোট; দানি ৮:২৭ আয়াত)।

৩:১৬-২১ নবী ইহিস্কেলকে ইসরাইলের উপরে একজন "প্রহরী" হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল – যা তাঁর শহুরে জীবন থেকে প্রতীকী অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রহরী হিসেবে তাঁর বিশেষ দায়িত্বের কথা এখানে বলা হয়েছে; সেই সাথে ১৮ অধ্যায়ে এই দায়িত্বের গুরুত্বের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩:১৭ আমি তোমাকে ... প্রহরী নিযুক্ত করলাম। প্রাচীন ইসরাইলে প্রহরীদেরকে নগরীর দেয়ালের উপরে নিযুক্ত করা হত যেন তারা নগরীর চারপাশে নজর রেখে পাহারা দিতে পারে (২ শামু ১৮:২৪-২৭; ২ বাদশাহ্ ৯:১৭-২০; সোলায়মান ৩:৩; ৫:৭; ইশা ৫২:৮; ৬২:৬ আয়াত দেখুন), বিশেষ করে যেন কোন বিপদ দেখলে তারা আগে থেকে সংকেত দিতে পারে (৩৩:২-৩, ৬; জবুর ১২৭:১; ইশা ২১:৬; ৫৬:১০; ইয়ার ৬:১৭; হোসিয়া ৯:৮ আয়াত দেখুন)।

৩:২০ আমি তার সামনে বাধা রাখি। যারা ধার্মিকতা পরিত্যাগ করেছে এবং মন্দতাকে গ্রহণ করেছে তাদেরকে মাবুদ আল্লাহ্ নিজে বিচারে দাঁড় করাবেন (১৪:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ১৩:৩; ২ শামু ২৪:১ আয়াত ও নোট; ২ খান্দান ৩২:৩১; জবুর ৬৬:১০ আয়াত ও নোট; এর সাথে আরও দেখুন মথি ৬:১৩ আয়াত)।

৩:২২-২৭ নবী ইয়ারমিয়ার পরিচর্যা কাজের সামনে মাবুদ আল্লাহ্ বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা রেখেছিলেন, কারণ মাবুদ জানতেন বন্দীদশায় থাকা লোকেরা তাঁর সাবধান বাণীতে কান দেবে না।

৩:২২ মাবুদ আমার উপরে হস্তার্পণ করলেন। ১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:২৫ লোকেরা দড়ি দিয়ে তোমাকে বাঁধবে। বা অন্যভাবে বলতে গেলে "তুমি দড়িতে বাঁধা পড়বে" – অনেক সময় হিব্রু ভাষায় যে বক্তব্য রাখা হয় তা কর্তৃবাচ্যে বলা হলেও কর্মবাচ্যে শোনায়। এখানে মূলত নবী ইহিস্কেলের চলাফেরায় আল্লাহ্ নিজেই বাধা সৃষ্টি করবেন বলে বোঝানো হয়েছে (তুলনা করুন ৪:৮ আয়াত)।

৩:২৬ তুমি বোবা হবে। আয়াত ২৬-২৭ এ কথা বোঝায় যে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সরাসরি কোন কালাম না পেলে নবী ইহিস্কেল কথা বলতে পারবেন না। তাঁর এই বলপূর্বক নীরবতা আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণে ইসরাইলের লোকদের অস্বীকৃতি ও একগুয়েমিকেই প্রকাশ করে। আর এ কারণে আল্লাহ্ তাঁর বিদ্রোহী জাতির লোকদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছেন (আয়াত ৭:২৬ ও নোট দেখুন; ২০:৩, ৩১ দেখুন)। কেবলমাত্র জেরুশালেমের পতনের পর এই অবস্থার উন্নতি ঘটে (২৪:২৭; ৩৩:২২)। এই সময় থেকে নবী ইহিস্কেল আশার বাণী প্রচার করতে শুরু করেন, যা তিনি বন্দীদশায় থাকা তাঁর সহবন্দীদের কাছে শেষ সময় পর্যন্ত বলেছেন।

৪:১ একখানি ইট নিয়ে তোমার সম্মুখে রাখ। নবী তাঁর প্রথম প্রতীকী কাজটি সম্পন্ন করলেন। একটি আর্দ্র মাটির ইটের উপরে জেরুশালেম নগরীর ছবি আঁকার পর নবী ইহিস্কেল এর চারপাশে বিভিন্ন প্রতিকৃতি তৈরি করে বসালেন যা দিয়ে একটি

BACIB International Bible CHURCH

৪ ১ আর হে মানুষের সন্তান, তুমি একখানি
ইট নিয়ে তোমার সম্মুখে রাখ ও তার উপরে
একটি নগর অর্থাৎ জেরুশালেমের ছবি আঁক।
২ আর তা সৈন্যে বেষ্টিত কর, তার বিরুদ্ধে
অবরোধ দেয়াল গাঁথ, তার বিপরীতে জাঙ্গাল
বাঁধ, স্থানে স্থানে তার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর
ও তার বিরুদ্ধে চারদিকে প্রাচীর-ভেদক যন্ত্র
স্থাপন কর। ৩ আর একখানা লোহার পাত্র নিয়ে
তোমার ও নগরের মধ্যস্থলে লোহার প্রাচীরের
মত তা স্থাপন কর এবং তোমার মুখ তার দিকে
রাখ, তাতে তা অবরুদ্ধ হবে ও তুমি তা অবরোধ
করে থাকবে। ইসরাইল-কুলের জন্য এটি
চিহ্নস্বরূপ হবে।
৪ পরে তুমি বাম পাশে শয়ন করে ইসরাইল-
কুলের অপরাধ তার উপরে রাখ; যতদিন তুমি
তাতে শয়ন করবে, ততদিন তাদের অপরাধ বহন
করবে। ৫ আমি তাদের অপরাধ-বছরের সংখ্যা
তোমার জন্য দিনের সংখ্যা, অর্থাৎ তিনশত
নব্বই দিন রাখলাম; এভাবে তুমি ইসরাইল-
কুলের অপরাধ বহন করবে। ৬ সেসব সমাপ্ত
করার পর তুমি তোমার ডান পাশে শয়ন করবে
এবং এহুদা-কুলের অপরাধ বহন করবে; আমি
চল্লিশ দিন, এক এক বছরের জন্য এক এক দিন,
তোমার জন্য রাখলাম। ৭ আর তুমি তোমার মুখ
জেরুশালেমের অবরোধের দিকে রাখবে, তোমার
বাহু অনাবৃত করবে ও তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
বলবে। ৮ আর দেখ, আমি দড়ি দিয়ে তোমাকে
বেঁধে রাখব, তাতে তুমি যতদিন তোমার
অবরোধের দিন সমাপ্ত না করবে, ততদিন পর্যন্ত
এক পাশ থেকে অন্য পাশে ফিরবে না।
৯ আর তুমি নিজের কাছে গম, যব, মাষ, মসুর
ডাল, কঙ্গু ও জনার নিয়ে সকলই একটি পাত্রে
রাখ এবং তা দিয়ে রুটি প্রস্তুত কর; যতদিন
পাশে শয়ন করবে, ততদিন, অর্থাৎ তিনশত
নব্বই দিন, তা ভোজন করো। ১০ তোমরা খাদ্য
পরিমাণপূর্বক, অর্থাৎ প্রতিদিন বিশ তোলা করে
ভোজন করতে হবে; তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে
তা ভোজন করবে। ১১ আর পানিও
পরিমাণপূর্বক, অর্থাৎ হিনের ষষ্ঠাংশ করে পান
করতে হবে; তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে তা পান
করবে। ১২ আর ঐ খাদ্যদ্রব্য যবের পিঠার মত
করে ভোজন করবে এবং তাদের দৃষ্টিতে মানুষের
বিষ্ঠা দিয়ে তা পাক করবে। ১৩ আর মাবুদ
বললেন, আমি বনি-ইসরাইলদেরকে যে
জাতিদের মধ্যে দূর করে দেব, তাদের মধ্যে
থাকবার সময়ে তারা এভাবে নিজ নিজ নাপাক
রুটি খাবে। ১৪ তখন আমি বললাম, আহা,
সার্বভৌম মাবুদ, দেখ, আমার প্রাণ নাপাক হয়
নি; আমি বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত স্বয়ং মৃত
কিংবা পশু দ্বারা বিদীর্ণ কিছুই খাই নি, ঘৃণ্য
গোশ্‌ত কখনও আমার মুখে যায় নি। ১৫ তখন
তিনি আমাকে বললেন, দেখ, আমি মানুষের
বিষ্ঠার পরিবর্তে তোমাকে গোবর দিলাম, তুমি
তা দিয়ে তোমার রুটি পাক করবে।
১৬ আর তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের
সন্তান, দেখ, আমি জেরুশালেমে খাদ্য সরবরাহ
বন্ধ করবো, তাতে তারা পরিমাণপূর্বক ভাবনা
সহকারে অন্ন ভোজন করবে, পরিমাণপূর্বক ও

[৪:২] ইয়ার ৬:৬; ইহি ১৭:১৭; দানি ১১:১৫।
[৪:৩] লেবীয় ২:৫।
[৪:৩] ইশা ৮:১৮; ২০:৩; ইয়ার ১৩:১-৭; ১৮:১-৪; ১৯:১-২; ইহি ৫:১-৪; ১২:৩-৬।
[৪:৬] শুমারী ১৪:৩৪; দানি ৯:২৪-২৬; ১২:১১-১২।
[৪:৭] ইহি ৬:২; ১৩:১৭।
[৪:৮] ইহি ৩:২৫।
[৪:৯] ইশা ২৮:২৫।
[৪:১০] হিজ ৩০:১৩।
[৪:১১] আয়াত ১৬।
[৪:১২] ইশা ৩৬:১২।
[৪:১৩] হোশেয় ৯:৩; আমোস ৭:১৭।
[৪:১৪] হিজ ২২:৩১; দ্বি:বি ১৪:৩; ৩২:৩৭-৩৮; দানি ১:৮; হোশেয় ৯:৩-৪।
[৪:১৬] লেবীয় ২৬:২৬; ইশা ৩:১; ইহি ১২:১৯।
[৪:১৭] মাতম ৫:৪; ইহি ৫:১৬; ১২:১৮-

নগরী অবরুদ্ধ হওয়ার পরিবেশ বোঝানো সম্ভব হয় (আয়াত ২)। এর পর তিনি তাঁর নিজের ও নগরীর মাঝখানে একটি লোহার পাত্র রাখলেন (আয়াত ৩) যা দিয়ে এই বোঝানো হল যে, এই অবরোধ থেকে এত সহজে রেহাই পাওয়া যাবে না।

৪:৩ তুমি তা অবরোধ করে থাকবে। অবরোধের প্রতীকী দৃশ্যে নবী ইয়ারমিয়ার নিজের উপস্থিতি এ কথা প্রকাশ করে যে, এই অবরোধ আসলে মাবুদ আল্লাহ্‌ নিজেই সম্পাদন করবেন। *চিহ্নস্বরূপ।* তা নবী ইহিস্কেলের জন্যও চিহ্নস্বরূপ হবে, দেখুন ১২:৬, ১১; ২৪:২৪, ২৭ আয়াত ও নোট। “চিহ্ন” সম্পর্কে এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে কিতাবে আক্ষরিকভাবে পট পরিবর্তনের কথা নির্দেশ করা হয়েছে (১২:১-২৮; ২৪:১৫-২৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৪ তাদের অপরাধ বহন করবে। এখানে প্রতিনিধি হিসেবে বোঝানো হয়েছে, তাদের পরিবর্তে অপরাধ বহন করার কথা বলা হয় নি। নবী ইহিস্কেলের কাজের মধ্য দিয়েই বোঝানো হয়েছে যে, ইসরাইলের লোকেরা তাদের নিজেদের গুনাহ্‌র জন্য শাস্তি ভোগ করবে; এতে করে তাদের গুনাহ্‌ মুছে যাবে না।

৪:৫ তিনশত নব্বই দিন রাখলাম। এই ৩৯০ বছর বলতে (আয়াত ৬ দেখুন) সম্ভবত নবী সোলায়মানের সময় থেকে জেরুশালেমের পতনের সময়কাল পর্যন্ত ইসরাইলীয়রা যে সমস্ত অবিশ্বস্ততা ও গুনাহ্‌গারিতায় নিমজ্জিত হয়েছে সেই সময়কালের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত ৬ আয়াতের চল্লিশ বছর দিয়ে বোঝানো হয়েছে বাদশাহ্‌ মানাশা মন পরিবর্তন করার আগে তাঁর রাজত্বকাল (২ বাদশাহ্‌ ২১:১১-১৫; ২৩:২৬-২৭; ২৪:৩-৪; ২ খান্দান ৩৩:১২-১৩ আয়াত দেখুন)।

৪:৬ তোমার ডান পাশে। বাম পাশে ফিরে (আয়াত ৪) তিনি সম্ভবত জেরুশালেমের দিকে মুখ করেছিলেন (আয়াত ৭) এবং সে সময় নবী ইহিস্কেল প্রতীকী নগরীটির উত্তর পাশে ছিলেন (আয়াত ১); ডান পাশে ফেরার কারণে নিশ্চয়ই তিনি সে সময় দক্ষিণ দিকে ফিরে ছিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে যথাক্রমে উত্তরের রাজ্য ও দক্ষিণের রাজ্যের কথা বোঝানো হয়েছে।

৪:৭ তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলবে। তাঁর প্রতীকী কাজের মধ্য দিয়ে।

৪:৯ গম, যব, মাষ, মসুর ডাল, কঙ্গু ও জনার। অবরুদ্ধ নগরীতে খুব মেপে একেবারে নিরামিষ খাবার খাওয়ার বিষয়টি এই কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

৪:১৫ গোবর। আমাদের দেশের মত মধ্য প্রাচ্যেও গরুর গোবর ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হত, এমনকি আজও গ্রামাঞ্চলে এর ব্যবহার দেখা যায়। আবারও নবী ইহিস্কেল এখানে শরীয়তী নাপাকীতা সম্পর্কে তাঁর সংবেদনশীলতা প্রকাশ করেছেন (আয়াত ১:৩ ও নোট দেখুন) এবং আল্লাহ্‌ নবী ইহিস্কেলের এই আপত্তি অনুসারে মানুষের বিষ্ঠা ব্যবহার করা থেকে রেহাই দিয়েছেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

বিস্ময় সহকারে পানি পান করবে; ১৭ যেন তারা
খাদ্য ও পানির অভাবে পরস্পর বিস্ময়াপন্ন ও
নিজ নিজ অপরাধে ক্ষীণ হয়।

জেরুশালেমের বিরুদ্ধে তলোয়ার

৫ ১ আর, হে মানুষের সন্তান, তুমি একখানা
ধারালো অস্ত্র নিয়ে অর্থাৎ নাপিতের ক্ষুর
নিয়ে, তোমার মাথা ও দাড়ি ক্ষৌরি করবে; পরে
নিক্তি নিয়ে সেই চুলগুলো ভাগ ভাগ করবে।
২ পরে নগরের অবরোধ কাল শেষ হলে তার
তৃতীয়াংশ নগরের মধ্যে আগুনে পুড়িয়ে দেবে
এবং তৃতীয়াংশ নিয়ে নগরের চারদিকে তলোয়ার
দ্বারা কাটাকুটি করবে, অপর তৃতীয়াংশ বায়ুতে
উড়িয়ে দেবে, পরে আমি তাদের পিছনে
তলোয়ার কোষমুক্ত করবো। ৩ আবার তুমি তার
অল্পসংখ্যক চুল নিয়ে তোমার কাপড়ে ভাঁজে
গুঁজে রাখবে। ৪ পরে তারও কিছু নিয়ে আগুনের
মধ্যে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে দেবে, তা থেকেই
আগুন বের হয়ে সমস্ত ইসরাইল-কুলে লাগবে।
৫ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, এ হল
জেরুশালেম; আমি একে জাতিদের মধ্যে স্থাপন
করেছি এবং এর চারদিকে নানা দেশ রয়েছে;
৬ কিন্তু সে দুষ্কর্ম করার জন্য ঐ জাতিদের চেয়ে
আমার অনুশাসনগুলোর ও নিজের চারদিকের
দেশের লোকের চেয়ে আমার বিধিকলাপের
বিদ্রোহী হয়েছে; কারণ এরা আমার অনুশাসন
অগ্রাহ্য করেছে এবং আমার বিধিপথে চলে নি।

১৯; আমোস ৪:৮।
[৫:১] শুমারী ৬:৫।
[৫:২] জাকা ১৩:৮।
[৫:৩] ২বাদশা :১২; জবুর ৭৪:১১; ইয়ার ৩৯:১০।
[৫:৪] ইহি ১০:৭; ১৫:৭।
[৫:৫] দ্বি:বি ৪:৬; মাতম ১:১; ইহি ১৬:১৪।
[৫:৬] ২বাদশা ১৭:১৫; নহি ৯:১৭; ইয়ার ১১:১০; জাকা ৭:১১।
[৫:৮] ইয়ার ২১:৫, ১৩; ২৪:৯; জাকা ১৪:২।
[৫:৯] দানি ৯:১২; মথি ২৪:২১।
[৫:১০] লেবীয় ২৬:২৯; মাতম ২:২০।
[৫:১১] শুমারী ১৪:২১।
[৫:১২] ১৭; জবুর ১০৭:৩৯; ইয়ার ১৫:২; ২১:৯; আমোস ৯:৪; জাকা ১৩:৮; প্রকা ৬:৮।
[৫:১৩] ২খান্দান

৭ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তোমরা চারদিকের জাতিদের থেকে বেশি
গণ্ডগোল করেছ, আমার বিধিপথে গমন কর নি,
আমার অনুশাসনগুলো পালন কর নি এবং
তোমাদের চারদিকের জাতিদের শাসন
অনুসারেও চল নি। ৮ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, দেখ, আমি, আমিই তোমার
বিপক্ষ; আমি জাতিদের সাক্ষাতে তোমার মধ্যে
বিচার সাধন করবো। ৯ যা কখনও করি নি এবং
যার মত আর কখনও করবো না, তা-ই তোমার
ঘৃণার কাজগুলোর জন্য তোমার মধ্যে করবো।
১০ এজন্য তোমার মধ্যে পিতারা সন্তানদেরকে
ভোজন করবে ও সন্তানেরা নিজ নিজ পিতাকে
ভোজন করবে এবং আমি তোমার মধ্যে বিচার
সাধন করবো ও তোমার সমস্ত অবশিষ্টাংশকে
সমস্ত বায়ুর দিকে উড়িয়ে দেব। ১১ অতএব,
সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার জীবনের কসম,
তুমি যখন তোমার সকল জঘন্য বস্তু ও ঘৃণার
কাজ দ্বারা আমার পবিত্র স্থান নাপাক করেছ,
তখন আমিও নিশ্চয় সংহার করবো, চক্ষুলজ্জা
করবো না, আমি কিছু দয়াও করবো না।
১২ তোমার তৃতীয়াংশ লোক মহামারীতে মরবে,
অথবা তোমার মধ্যে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ক্ষয় পাবে;
অপর তৃতীয়াংশ তোমার চারদিকে তলোয়ারের
আঘাতে মারা পড়বে; এবং শেষ তৃতীয়াংশকে
আমি সমস্ত বায়ুর দিকে উড়িয়ে দিয়ে তাদের

৫:১-১৭ আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচারে জেরুশালেমের লোকদের পরিণতির কথা এখানে প্রকাশ করা হয়েছে – কেবল খুব সামান্য কিছু লোক অবশিষ্ট থাকবে (তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩০-৩১; ইশা ১:৯; ১০:২০-২২ আয়াতের নোট)।

৫:১ একখানা ধারালো অস্ত্র নিয়ে। যা নবী ইশাইয়া রূপকার্থে প্রকাশ করেছেন (ইশা ৭:২০ আয়াত দেখুন) তা নবী ইহিস্কেল এখানে প্রতীকী ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

৫:২ তলোয়ার কোষমুক্ত করবো। দেখুন আয়াত ১২:১৪; ২১:৩-৫; ৩০:২৫; ৩২:১০; জবুর ৭:১২-১৩ আয়াত ও নোট।

৫:৫ এ হল জেরুশালেম। কোন কথা না বলে নীরবে প্রতীকী কাজের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করার পর (যা শুরু হয়েছে ৪:১ আয়াত থেকে) নবী ইহিস্কেল এই সকল কাজের বেহেশতী ব্যাখ্যা লাভ করলেন এবং তিনিও নিজেও সমস্ত কাজগুলোকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। *একে জাতিদের মধ্যে স্থাপন করেছি।* আল্লাহ্‌ তাঁর জাতি ইসরাইলের জন্য এবং তাঁর দুনিয়াবী এবাদতখানার জন্য এমন একটি স্থান নির্বাচন করেছেন যা আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যকার একটি চমৎকার সঙ্গমস্থল এবং এর মধ্য দিয়ে জাতিগণের কাছে দৃঢ়ভাবে এই সাক্ষ্য প্রকাশিত হয় যে, মাবুদ আল্লাহ্‌ একমাত্র প্রকৃত আল্লাহ্‌ এবং একমাত্র তাঁর কাছে আসলেই পাওয়া যাবে জীবন ও অনুগ্রহ। এতে করে ইসরাইলের দায়িত্ব এবং বিচার আরও বেশি গুরুতর হয়ে উঠেছিল (এর সাথে ৩৮:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫:৬ চারদিকের দেশের লোকের চেয়ে ... বিদ্রোহী হয়েছে। আয়াত ৭; ১৬:৪৭-৪৮; ২ বাদশাহ্‌ ২১:৯; আমোস ৩:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:৮ আমিই তোমার বিপক্ষ। নবী ইহিস্কেল অনেক সময় আল্লাহ্‌র বিচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন (দেখুন আয়াত ১৩:৮; ২১:৩; ২৬:৩; ২৮:২২; ২৯:৩, ১০; ৩০:২২; ৩৪:১০; ৩৫:৩; ৩৮:৩; ৩৯:১; এর সাথে দেখুন ইয়ার ২৩:৩০-৩২; ৫০:৩১; ৫১:২৫; নাহূম ২:১৩; ৩:৫ আয়াত)। *জাতিদের সাক্ষাতে তোমার মধ্যে বিচার সাধন করবো।* ঠিক যেভাবে তিনি ইসরাইলের মুক্তি সাধনের জন্য ও তাঁর লোকদের সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করেছেন (দেখুন লেবীয় ২৬:৪৫; ইউসা ২:১১; ৫:১ আয়াত; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫২:১০ আয়াত)।

৫:১০ পিতারা সন্তানদেরকে ভোজন করবে। জেরুশালেম নগরী অবরুদ্ধ থাকাকালে লোকেরা নরখাদক হয়ে উঠেছিল (২ বাদশাহ্‌ ৬:২৮ আয়াত দেখুন), যা ছিল আল্লাহ্‌র সাথে সাধিত নিয়ম ভঙ্গ করার মত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি অপরাধ (দ্বি.বি. ২৮:৫৩; আরও দেখুন ইয়ার ১৯:৯ আয়াত ও নোট; মাতম ২:২০; জাকা ১১:৯ আয়াত ও নোট)।

৫:১১ আমার জীবনের কসম। মাবুদ আল্লাহ্‌র ওয়াদা, যা তাঁর অপরিবর্তনীয় সঙ্কল্প নির্দেশ করে। এই কথাটি ইহিস্কেল কিতাবে মাঝে মাঝেই দেখা যায় (দেখুন ১৪:১৬, ১৮, ২০; ১৬:৪৮; ১৭:১৬, ১৯; ১৮:৩; ২০:৩, ৩১, ৩৩; ৩৩:১১, ২৭; ৩৪:৮; ৩৫:৬, ১১ আয়াত; আরও দেখুন ইব ৬:১৩ আয়াত ও নোট)। *আমার পবিত্র স্থান নাপাক করেছ।* দেখুন অধ্যায় ৮।

৫:১৩ আমার ক্রোধ চরিতার্থ করে শান্ত হব। এই কিতাবে প্রায়শই মাবুদ আল্লাহ্‌ এ ধরনের কথা বলেছেন (দেখুন ৬:১২;

পিছনে তলোয়ার কোষমুক্ত করবো।
১৩ এইভাবে আমার ক্রোধ সম্পন্ন হবে এবং
আমি তাদের উপরে আমার ক্রোধ চরিতার্থ করে
শান্ত হব; তাদের উপর আমার গজব ঢেলে
দেওয়া হলে পর তারা জানতে পারবে যে, আমি
মাবুদ আমার অন্তর্জ্বালায় এই কথা বলেছি।
১৪ আর আমি তোমাকে চারদিকের জাতিদের
মধ্যে, পথিকমাত্রের দৃষ্টিতে, উৎসন্ন-স্থান ও
উপহাসের পাত্র করবো। ১৫ হ্যাঁ, তুমি তোমার
চারদিকের জাতিদের কাছে উপহাসের, কটুবাক্য,
উপদেশ ও বিস্ময়ের বিষয় হবে; কেননা আমি
ক্রোধ, গজব ও ভীষণ শাস্তি দ্বারা তোমার মধ্যে
বিচার সাধন করবো, আমি মাবুদই এই কথা
বললাম। ১৬ আমি সেখানকার লোকদের প্রতি
দুর্ভিক্ষরূপ ভয়ংকর তীরগুলো নিক্ষেপ করবো,
সেগুলো বিনাশার্থক তীর, আমি তোমাদেরকে
বিনষ্ট করার জন্য সেসব নিক্ষেপ করবো; এবং
তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষের ভার বৃদ্ধি করবো ও
তোমাদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করবো। ১৭ আর
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও হিংস্র জন্তুদের
পাঠাব; তারা তোমাকে নিঃসন্তান করবে; আর
মহামারী ও রক্ত তোমার মধ্য দিয়ে গমনাগমন
করবে, আর আমি তোমার বিরুদ্ধে তলোয়ার
আনাবো; আমি মাবুদই এই কথা বললাম।

জেনাকারী ইসরাইলের বিচার

৬ ১ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান, তুমি
ইসরাইলের পর্বতমালার দিকে মুখ রেখে তাদের
কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বল। ৩ এই কথা বল, হে
ইসরাইলের পর্বতমালা, তোমরা সার্বভৌম
মাবুদের কালাম শোন। সার্বভৌম মাবুদ
পর্বতমালাকে, উপপর্বত-মালাকে, জলপ্রণালী ও
উপত্যকাগুলোকে এই কথা বলেন, দেখ, আমি,
আমিই তোমাদের উপরে একটি তলোয়ার
আনবো ও তোমাদের উচ্চস্থলীগুলো বিনষ্ট
করবো। ৪ তোমাদের কোরবানগাহ্‌ সব ধ্বংস ও
সূর্য মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হবে; এবং আমি
তোমাদের নিহত লোকদের তোমাদের
মূর্তিগুলোর সম্মুখে নিক্ষেপ করবো। ৫ আমি
বনি-ইসরাইলদের লাশ তাদের মূর্তিগুলোর
সম্মুখে রাখবো এবং তোমাদের
কোরবানগাহ্‌গুলোর চারদিকে তোমাদের অস্থি
ছড়িয়ে দেব। ৬ তোমাদের সমস্ত বসতি-স্থানে
নগরগুলো উৎসন্ন হবে, উচ্চস্থলীগুলো ধ্বংস
হবে; যেন তোমাদের কোরবানগাহ্‌গুলো উৎসন্ন
ও ধ্বংস হয় এবং তোমাদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে
ফেলা হয়, আর না থাকে, আর তোমাদের
ধূপগাহ্‌গুলো উচ্ছিন্ন হয় এবং তোমাদের তৈরি
বস্তুগুলো লোপ পায়। ৭ আর তোমাদের মধ্যে
লোকেরা নিহত হয়ে পড়ে থাকবে;
তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।
৮ তবুও আমি একটি অবশিষ্টাংশ রাখবো, বস্তুত
দেশ বিদেশে তোমাদের ছিন্নভিন্ন হবার সময়ে
তোমাদের কোন কোন লোক জাতিদের মধ্যে
তলোয়ার থেকে রক্ষা পাবে। ৯ আর তোমাদের
সেই রক্ষা পাওয়া লোকেরা যাদের কাছে

১২:৭; আইউ ২০:২৩। [৫:১৪] লেবীয় ২৬:৩২; নহি ২:১৭; জবুর ৭৪:৩-১০; ৭৯:১-৪; ইশা ৬৪:১১; দানি ৯:১৬; মীখা ৩:১২। [৫:১৫] ইশা ৪৩:২৮। [৫:১৬] লেবীয় ২৬:২৬; দ্বি:বি ৩২:২৪। [৫:১৭] ইহি ১৪:১৫। [৬:২] ইহি ১৮:৬; মীখা ৬:১। [৬:৩] লেবীয় ২৬:৩০। [৬:৪] ২খান্দান ১৪:৫। [৬:৫] শুমারী ১৯:১৬; জবুর ৫৩:৫; ইয়ার ৮:১-২। [৬:৬] হিজ ১২:২০। [৬:৭] ইহি ১১:১০-১২। [৬:৮] পয়দা ১১:৪; জবুর ৪৪:১১; ইশা ৬:১৩; ইয়ার ৪৪:১৪; ইহি ৭:১৬; ১২:১৬; ১৪:২২। [৬:৯] জবুর ১৩৭:৬;

৭:৮; ১৩:১৫; ২০:৮, ২১ আয়াত)। *তারা জানতে পারবে যে, আমি মাবুদ ... এই কথা বলেছি।* দেখুন ১৭:২১; ৩৬:৩৬; ৩৭:১৪ আয়াত; এর সাথে ৬:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:১৫ উপহাসের, কটুবাক্য, উপদেশ ও বিস্ময়ের বিষয়। চার ধরনের অবস্থার কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১:৫ ও নোট দেখুন)।

৫:১৬-১৭ এই আয়াতগুলোতে দ্বি.বি. ৩২:২২-২৫ আয়াতে আল্লাহ্‌র নিয়ম তথা শরীয়তের প্রতি অবিশ্বস্ততার জন্য সাধিত বিচারের কথা বলে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষত দেখুন আল্লাহ্‌র বিচারের "তীর" হচ্ছে প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে মানুষের মৃত্যুর প্রধান চারটি কারণ: দুর্ভিক্ষ, মহামারী, তলোয়ার (মানুষ কর্তৃক নৃশংস মৃত্যু) এবং বন্য পশু (আয়াত ১৪:১২-২১ দেখুন)।

৫:১৬ ভয়ংকর তীরগুলো নিক্ষেপ করবো। আল্লাহ্‌র বিচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রায়শই তীরের কথা বলা হয়েছে (পয়দা ৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১-১৪ জেরুশালেমের উপরে আল্লাহ্‌র বিচার ঘোষণা করার পর (অধ্যায় ৪-৫) নবী ইহিস্কেলকে বলা হল তিনি যেন পুরো দেশটির উপরে আল্লাহ্‌র বিচারের কথা ঘোষণা করেন; "ইসরাইলের পর্বতমালা" ছিল কেন্দ্রস্থিত পার্বত্য অঞ্চল (জবুর ১০৪:১৩-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন), যা বাল দেবতার পূজা করার জন্য প্রধান কেন্দ্রস্থলও ছিল। এখানে নবী ইহিস্কেল কর্তৃক ঘোষিত আসন্ন বিচারের সাথে লেবীয় ২৬:২৭-৩৯ আয়াতের মিল রয়েছে।

৬:৩ উচ্চস্থলী। প্রাচীন কেনানে এ ধরনের উঁচু পর্বতের চূড়ায় খোলা জায়গায় দেবতাদের পূজা করা হত, যা পুরাতন নিয়মে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই উচ্চস্থলী সহ "কোরবানগাহ," "ধূপ কোরবানগাহ্‌" এবং "মূর্তি" মিলে মোট চারটি উপকরণ ছিল যা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে (১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৬:৪ কোরবানগাহ্‌। পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি করা প্রায় দুই ফুট উঁচু বেদী যাতে কোরবানী দেওয়া হত এবং সাধারণত সেখানে বিভিন্ন প্রাণী ও কেনানীয় দেবতাদের প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকতো। *সূর্য মূর্তি।* এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি মূলত ব্যঙ্গার্থক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে (লেবীয় ২৬:৩০) এবং তা বিশেষভাবে নবী ইহিস্কেল ব্যবহার করেছেন (৩৮ বার, যেখানে পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানে মাত্র ৯ বার এই শব্দটি দেখা যায়)।

৬:৭ তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ। ৩৬:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। ইতিহাসে মাবুদ আল্লাহ্‌র এই বিশেষ কাজ (ইসরাইল জাতির সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং তাদেরকে বিচার ও উদ্ধার করার সমস্ত বিষয়গুলো) ইসরাইল জাতির কাছে তাঁকে আবারও সর্বজন স্বীকৃত করে তুলবে এবং অন্যান্য জাতিরা তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারবে, যে বিষয়ে আমরা ৬-৩৯ আয়াতে আরও জানতে পারব।

৬:৯ রক্ষা পাওয়া লোকেরা ... আমাকে স্মরণ করবে। আল্লাহ্‌ যে বিচার তাদের উপরে নিয়ে আসবেন সেখান থেকে তিনি

বন্দীরূপে নীত হবে, সেই জাতিদের মধ্যে
আমাকে স্মরণ করবে; দেখবে তাদের যে
জেনাকারী অন্তর আমাকে ত্যাগ করে গেছে ও
তাদের যে চোখ নিজ নিজ মূর্তিগুলোর পিছনে
চলে জেনা করেছে, তা আমি ভেঙ্গে ফেলেছি;
তাতে তারা নিজ নিজ ঘৃণ্য আচার-ব্যবহার দ্বারা
যেসব দুষ্কর্ম করেছে, সেজন্য নিজেদের দৃষ্টিতে
নিজেদের ঘৃণা করবে।

১০ আর তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ;
আমি তাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটাবার
কথা বৃথা বলি নি।

১১ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি করে
করাঘাত কর ও ভূমিতে পদাঘাত কর এবং
ইসরাইল-কুলের সমস্ত ঘৃণ্য দুষ্কর্মের জন্য
হাহাকার কর, কেননা তারা তলোয়ারে, দুর্ভিক্ষে
ও মহামারীতে মারা পড়বে। ১২ দূরবর্তী লোক
মহামারীতে মরবে, নিকটবর্তী লোক তলোয়ারের
আঘাতে মারা পড়বে এবং অবশিষ্ট ও রক্ষা
পাওয়া লোক দুর্ভিক্ষে মরবে; এভাবেই আমি
তাদের উপর আমার গজব ঢেলে দেব। ১৩ যখন
সমস্ত উঁচু পাহাড়ে, পর্বতের চূড়ায়, সবুজ গাছের
তলে তাদের কোরবানগাহ্‌র চারদিকে মূর্তিগুলোর
মধ্যে তাদের নিহত লোকেরা থাকবে এবং
প্রত্যেক ঝোপাল এলা গাছের তলে, যে স্থানে
তারা নিজ নিজ মূর্তিগুলোর উদ্দেশে খোশবুযুক্ত
নৈবেদ্য উৎসর্গ করতো, সেই স্থানেও থাকবে
তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।
১৪ আর আমি তাদের উপরে আমার হাত বাড়িয়ে
দেবো এবং তাদের সমস্ত বসতি-স্থানে, মরুভূমি
থেকে দিব্‌লা পর্যন্ত দেশ জনশূন্য ও ধ্বংসস্থান
করবো; তাতে তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

ইসরাইলের শেষ পরিণাম উপস্থিত

৭ ১ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান,
সার্বভৌম মাবুদ ইসরাইল দেশের বিষয়ে এই
কথা বলেন, শেষ পরিণাম; দেশের চার দিক
থেকে শেষ পরিণাম আসছে। ৩ এখন তোমার
শেষ পরিণাম উপস্থিত; আমি তোমার উপরে
আমার গজব ঢেলে দেব, তোমার আচার
অনুসারে বিচার করবো, তোমার সমস্ত ঘৃণার
কাজের ফল তোমার উপরে রাখবো। ৪ আমি
তোমার প্রতি চক্ষুলজ্জা করবো না, দয়াও করবো
না, কিন্তু তোমার সমস্ত চালচলনের জন্য ও
তোমার সমস্ত ঘৃণার কাজের জন্য তোমাকে
শাস্তি দেব;
তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।
৫ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, অমঙ্গল, একা অমঙ্গল আসছে।
৬ শেষ পরিণাম আসছে; সেই শেষ পরিণাম
আসছে;
তা তোমার বিরুদ্ধে জেগে উঠছে;
দেখ, তা আসছে।
৭ হে দেশ-নিবাসী লোক, তোমার পালা আসছে,
কাল আসছে, দিন সন্নিকট হচ্ছে; সে
কোলাহলের দিন, পর্বতমালার উপরে
আনন্দধ্বনির দিন নয়। ৮ আমি এখন অবিলম্বে
তোমার উপরে আমার গজব ঢেলে দেব, তোমার
প্রতি আমার ক্রোধ সাধন করবো, তোমার আ-
চারানুসারে বিচার করবো, তোমার সমস্ত ঘৃণার
কাজের ফল তোমার উপরে রাখবো। ৯ আমি
চক্ষুলজ্জা করবো না দয়াও করবো না, কিন্তু
তোমার সমস্ত চালচলনের জন্য ও তোমার সমস্ত
ঘৃণার কাজের জন্য তোমাকে শাস্তি দেব; তাতে
তোমরা জানবে যে, আমি মাবুদই আঘাত করি।
১০ ঐ দেখ, সেদিন; দেখ, তা আসছে; তোমার
পালা উপস্থিত, দণ্ড পুষ্পিত, অহংকার বি-
কশিত হয়েছে। ১১ দৌরাত্ম্য বেড়ে নাফরমানীর
দণ্ড হয়ে উঠছে; তাদের কেউই থাকবে না,

জাকা ১০:৯। [৬:১০] দ্বি:বি ২৮:৫২; ইয়ার ৪০:২। [৬:১১] ইয়ার ৪২:২২; ইহি ২১:১৪, ১৭; ২২:১৩; ২৫:৬। [৬:১২] আইউ ২০:২৩। [৬:১৩] লেবীয় ২৬:৩০। [৬:১৪] হিজ ৭:৫; আইউ ৩০:২১; ইয়ার ৬:১২; ৫১:২৫; ইহি ২০:৩৪। [৭:২] আমোস ৮:২, ১০। [৭:৩] পয়দা ৬:১৩। [৭:৪] ইয়ার ১৩:১৪; ইহি ৫:১১। [৭:৫] ২বাদশা ২১:১২। [৭:৬] ইহি ৩৯:৮। [৭:৭] আইউ ১৮:২০; ইশা ২:১২; আমোস ৫:১৮-২০। [৭:৮] ইশা ৪২:২৫; ইহি ৯:৮; ১৪:১৯; ২২:২২; হোশেয় ৫:১০; নহূম ১:৬। [৭:৯] দ্বি:বি ৩২:৩৫। [৭:১০] জবুর ৮৯:৩২; ইশা ১০:৫। [৭:১১] জবুর ৫৫:৯; ইশা ৫৮:৪।

কয়েকজনকে অবশিষ্ট রাখবেন (আয়াত ১০ দেখুন)। *তাদের যে জেনাকারী অন্তর ... মূর্তিগুলোর পিছনে চলে জেনা করেছে।* হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬:১১ তুমি করে করাঘাত কর ও ভূমিতে পদাঘাত কর। নবী ইহিস্কেলকে এই কাজটি করতে বলা হয়েছিল প্রতীকী অর্থে বিচার সাধন করার জন্য (২১:১৪, ১৭ আয়াত দেখুন) – যা ২৫:৬ আয়াতে বর্ণিত ইসরাইলের দুশমনদের অভিসন্ধি থেকে বেশ আলাদা। *তলোয়ারে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে।* ৫:১৬-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬:১৪ আমি তাদের উপরে আমার হাত বাড়িয়ে দেবো। এই প্রকাশভঙ্গিটি নবী ইহিস্কেলের কিতাবে প্রায়শ দেখা যায় (দেখুন ১৪:৯, ১৩; ১৬:২৭; ২৫:৭; ৩৫:৩)। *দিব্‌লা।* সম্ভবত ইয়ার ৪৮:২২ আয়াতের বৈৎ দিব্লাথয়িম, মোয়াবের একটি নগর; কিংবা রিবলাহ্‌, অরন্টোস নদীর তীরে দামেস্কের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি নগরী।

৭:১-২৭ "ইসরাইলের পর্বতমালায়" আল্লাহ্‌র বিচারের কালাম (৬:২; দেখুন অধ্যায় ৬ ও ৬:১-১৪ আয়াতের নোট) এখানে বিধৃত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ এ কথা ঘোষণা করছেন যে, ইসরাইলের একগুঁয়েমি ও বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছেন না: "শেষ পরিণাম ... শেষ পরিণাম আসছে" (আয়াত ২; আরও দেখুন আয়াত ৩, ৬, ২৪; ইয়ার ৫১:১৩; মাতম ৪:১৮; এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৭:৮; ৮:২)।

৭:৭ দিন সন্নিকট হচ্ছে। মাবুদ আল্লাহ্‌র গজবের দিন (আয়াত ১৯), অর্থাৎ যে দিন আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের মধ্যে যারা মন্দ তাদের উপরে ধার্মিকতার বিচার সম্পন্ন করবেন (এর সাথে ১০, ১২ আয়াতও দেখুন)। নবী ইহিস্কেল সম্ভবত "মাবুদের দিন" সম্পর্কে অন্য নবীদের চেয়ে কিছুটা বেশিই বলেছেন (আমোস ৫:১৮ ও নোট দেখুন)। *আনন্দধ্বনির দিন নয়।* বরং ভয়ের দিন। তুলনা করুন আমোস ৫:২০ ("অন্ধকার, আলো নয়")।

৭:৮ আমার গজব ঢেলে দেব। নবী ইহিস্কেলের কিতাবে এই প্রকাশভঙ্গিটি প্রায়শই দেখা যায় (দেখুন আয়াত ৯:৮; ১৪:১৯; ২০:৮, ১৩, ২১; ২২:৩১; ৩০:১৫; ৩৬:১৮)।

তাদের লোকারণ্য বা তাদের ধন থাকবে না;
তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতাও থাকবে না। ১২ কাল
আসছে, দিন সন্নিকট হল; ক্রেতা আনন্দ না
করুক, বিক্রেতা শোক না করুক; কেননা,
সেখানকার সমস্ত লোকারণ্যের উপরে গজব
উপস্থিত। ১৩ বস্তুত উভয়ে জীবিত অবস্থায়
থাকলেও বিক্রেতা বিক্রি হয়ে যাওয়া অধিকারের
কাছে ফিরে যাবে না, কেননা এই দর্শন
সেখানকার সমস্ত লোকারণ্য বিষয়ক; কেউ ফিরে
যাবে না; তাদের জীবনের অপরাধে কেউ তাদের
জীবাত্মা সবল করতে পারবে না।
১৪ তারা তূরী বাজিয়ে সবকিছু প্রস্তুত করেছে,
কিন্তু কেউ যুদ্ধে গমন করে না, কেননা আমার
ক্রোধ সেখানকার সমস্ত লোকারণ্যের প্রতি
উপস্থিত। ১৫ বাইরে তলোয়ার এবং ভিতরে
মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। যে ব্যক্তি ক্ষেতে থাকবে, সে
তলোয়ারের আঘাতে মরবে; যে নগরে থাকবে,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাকে গ্রাস করবে। ১৬ কিন্তু
তাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা রক্ষা
পাবে, তারা পর্বতমালার উপরে থেকে উপত্যকাস্থ
ঘুঘুর মত হবে, সকলে নিজ নিজ অপরাধের
কারণে মাতম করবে। ১৭ সকলের হাত দুর্বল
হবে, সকলের হাঁটু পানির মত দ্রব হবে। ১৮ তারা
কোমরে চট বাঁধবে, মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হবে,
সকলের মুখে চুন পড়বে, তাদের সকলের মাথায়
টাক পড়বে। ১৯ তারা নিজ নিজ রূপা চকে ফেলে
দেবে, তাদের সোনা নাপাক বস্তু হবে; মাবুদের
ক্রোধের দিনে তাদের সোনা বা রূপা তাদেরকে
রক্ষা করতে পারবে না; তা তাদের প্রাণ তৃপ্ত,
কিংবা তাদের উদর পূর্ণ করবে না কেননা তা-ই
তাদের উচোট খাইয়ে গুনাহের মধ্যে ফেলে
দিয়েছে। ২০ তারা তাদের সুন্দর গহনার জন্য
গর্ব করতো এবং তা দিয়ে তাদের ঘৃণ্য
বস্তুগুলোর মূর্তি ও জঘন্য বস্তু গড়তো, এই
কারণ আমি তা তাদের নাপাক বস্তু করলাম।
২১ আর আমি তা শিকারের বস্তু হিসেবে
বিদেশীদের হাতে ও লুটদ্রব্য হিসেবে দুনিয়ার
দুষ্ট লোকদের হাতে তুলে দেব, তারা তা নাপাক
করবে। ২২ আর আমি তাদের থেকে আমার মুখ
ফিরাব, তাতে আমার পবিত্র স্থান নাপাক হবে,
দস্যুরা তার মধ্যে প্রবেশ করে তা নাপাক
করবে।
২৩ তুমি শিকল প্রস্তুত কর, কেননা দেশ
রক্তপাতরূপ অপরাধে পরিপূর্ণ এবং নগর জোর-
জুলুমে পরিপূর্ণ। ২৪ সেজন্য আমি জাতিদের
মধ্যে দুষ্ট লোকদেরকে আনবো, তারা ওদের
বাড়িগুলো অধিকার করবে; আমি বলবান
লোকদের গর্ব চূর্ণ করবো; আর তাদের পবিত্র
স্থানগুলো নাপাক হবে। ২৫ সংহার আসছে, তারা
শান্তির খোঁজ করবে, কিন্তু তা মিলবে না।
২৬ বিপদের উপরে বিপদ ঘটবে, জনরবের
উপরে জনরব হবে; আর তারা নবীর কাছে
দর্শনের চেষ্টা করবে, কিন্তু ইমামের শরীয়তের
জ্ঞান ও প্রাচীন লোকদের মন্ত্রণা লোপ পাবে।
২৭ বাদশাহ্‌ শোকাকুল ও শাসনকর্তা উৎসন্নতা-রূপ
পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হবে ও দেশের লোকদের
হাত কাঁপবে; আমি তাদের প্রতি তাদের আচার
অনুসারে ব্যবহার করবো; তাতে তারা জানবে
যে, আমিই মাবুদ।

বায়তুল-মোকাদ্দসে মূর্তিপূজা

[৭:১২] ইশা ২৪:২।
[৭:১৩] লেবীয় ২৫:২৪-২৮।
[৭:১৪] আইউ ৩৯:২৪।
[৭:১৫] দ্বি:বি ৩২:২৫; মাতম ১:২০।
[৭:১৬] ইশা ১০:২০।
[৭:১৭] ২বাদশা ১৯:২৬।
[৭:১৮] জবুর ৫৫:৫।
[৭:১৯] মাতম ৪:১।
[৭:২০] ইশা ২:২০; ৩০:২২।
[৭:২১] শুমারী ১৪:৩।
[৭:২২] ইয়ার ২:২৭।
[৭:২৩] ২বাদশা ২১:১৬; ইশা ১:১৫।
[৭:২৪] ২খান্দান ৭:২০; ইহি ২৮:৭।
[৭:২৫] ইয়ার ৬:১৪; ৮:১১।
[৭:২৬] দ্বি:বি ২৯:২১; ৩১:১৭।
[৭:২৭] জবুর ১০৯:১৯; ইহি ২৬:১৬।
[৮:১] ২বাদশা ৬:৩২; ইহি ১৪:১।

৭:১২ ক্রেতা আনন্দ না করুক। প্রভু ঈসা মসীহ্‌ এ ধরনেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন (মথি ২৪:১৭-১৮ আয়াত দেখুন)।

৭:১৫ তলোয়ার … মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। দেখুন ৫:১৬-১৭ আয়াত ও নোট।

৭:১৭ সকলের হাত দুর্বল হবে। দেখুন ২১:৭; ৩০:২৫; ইশা ১৩:৭ আয়াত ও নোট; ইয়ার ৬:২৪; ৪৭:৩ ও নোট; ৫০:৪৩; সফ ৩:১৬ ও নোট।

৭:১৮ তারা কোমরে চট বাঁধবে … তাদের সকলের মাথায় টাক পড়বে। প্রচণ্ড শোকের চিহ্ন (পয়দা ৩৭:৩৪; আইউব ১:২০; ইশা ১৫:২; প্রকা ১১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:১৯ নিজ নিজ রূপা চকে ফেলে দেবে। ইশা ২:২০ আয়াত দেখুন।

৭:২০ সুন্দর গহনা। হিজ ৩২:২-৪ আয়াত দেখুন।

৭:২২ আমার পবিত্র স্থান। জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস।

৭:২৩ রক্তপাতরূপ অপরাধে … জোর-জুলুমে পরিপূর্ণ। দেখুন ৯:৯; ১১:৬; ১২:১৯; আরও দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২১:১৬; ২৪:৪; ইয়ার ১৯:৪; ২২:১৭; মাতম ৪:১৩; মিকাহ্‌ ৩:১০; হাবা ১:২-৪ আয়াত; তুলনা করুন হাবা ২:৮, ১২, ১৭ আয়াত।

৭:২৪ বলবান লোকদের গর্ব। জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস, যা এখানে "গর্ব" নামে প্রকাশ করা হয়েছে (দেখুন ২৪:২১; ৩৩:২৮ আয়াত)।

৭:২৬ নবী … ইমাম … প্রাচীন লোক। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন হুকুম বা প্রাচীন লোকদের কাছ থেকে কোন নির্দেশনা পাওয় যাবে না (১ শামু ২৮:৬; আমোস ৮:১১-১২ আয়াত দেখুন ও ৮:১১ আয়াতের নোট দেখুন; মিকাহ্‌ ৩:৬-৭; আরও দেখুন ইয়ার ১৮:১৮ আয়াত ও নোট)।

৭:২৭ বাদশাহ্‌ … শাসনকর্তা। এখানে এই দুটি উপাধি দিয়ে সম্ভবত একই ব্যক্তির কথা, অর্থাৎ বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের কথা বোঝানো হয়েছে। *উৎসন্নতারূপ পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হবে।* জবুর ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। *দেশের লোকদের।* এহুদার সমস্ত মূল অধিবাসীরা, অর্থাৎ এহুদায় যাদের পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে বা যারা এহুদা থেকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দান করেছে; দেখুন ১২:১৯; ৪৫:১৬, ২২; ৪৬:৩ আয়াত।

৮:১ ষষ্ঠ বছরের ষষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিনে। ১৭ই সেপ্টেম্বর ৫৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ – নবী ইহিস্কেলের কিতাবে উল্লিখিত ১৩টি তারিখের মধ্যে দ্বিতীয়টি। এই তারিখটি ১:২ ও ৪০:১ আয়াতের মত একটি দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। *আমার বাড়িতে বসে ছিলাম।* বন্দীদশায় থাকা লোকেরা তাদের নিজেদের জন্য ঘর বানিয়ে নিতে পারতো (ইয়ার ২৯:৫ আয়াত দেখুন)। *এহুদার প্রাচীনবর্গরা আমার সম্মুখে বসে ছিল।* তাদেরও চলাফেরা, একত্রিত হওয়া ও এবাদত করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল (আয়াত ১৪:১; ২০:১ আয়াত দেখুন)। নবী ইহিস্কেল তাঁর প্রথম দর্শন

৮ ১ ষষ্ঠ বছরের ষষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিনে আমি
আমার বাড়িতে বসে ছিলাম এবং এহুদার
প্রাচীনবর্গরা আমার সম্মুখে বসে ছিল, এমন
সময়ে সার্বভৌম মাবুদ সেই স্থানে আমার উপরে
হস্তার্পণ করলেন। ২ তাতে আমি দৃষ্টিপাত
করলাম, আর দেখ, আগুনের আকারের মত
একটি মূর্তি; তাঁর কোমরের আকৃতি থেকে নিচের
দিকে আগুনের মত এবং কোমর থেকে উপরের
দিকে যেন জ্যোতির আকৃতি ও জ্বলন্ত ধাতুর
উজ্জ্বলতা। ৩ তিনি এক হাত বাড়িয়ে আমার
মাথার চুল ধরলেন, তাতে রূহ্‌ আমাকে তুলে
দুনিয়া ও আসমানের মধ্যপথে নিয়ে গেলেন এবং
আল্লাহ্‌র দেওয়া দর্শনের মধ্যে জেরুশালেমে
উত্তরমুখী ভিতর-দ্বারের প্রবেশ-স্থানে বসালেন;
সেই স্থানে অন্তর্জ্বালাজনক অন্তর্জ্বালার মূর্তি
স্থাপিত ছিল। ৪ আর দেখ, সমতল ভূমিতে যে
দৃশ্য আমি দেখেছিলাম সে স্থানে ইসরাইলের
আল্লাহ্‌র সেরকম মহিমা রয়েছে।
৫ তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের সন্তান,
তুমি চোখ তুলে উত্তরদিকে দৃষ্টি দাও; তাতে
আমি উত্তর দিকে চোখ তুললাম, আর দেখ
কোরবানগাহ্‌র দ্বারের উত্তরে, প্রবেশ-স্থানে ঐ
অন্তর্জ্বালার মূর্তি রয়েছে। ৬ আর তিনি আমাকে
বললেন, হে মানুষের সন্তান, এরা কি করে, তুমি
কি দেখছ? ইসরাইল-কুল আমার পবিত্র স্থান
থেকে আমাকে দূর করার জন্য এখানে বেশি
ঘৃণার কাজ করছে। কিন্তু এর পরেও তুমি আবার
আরো অনেক ঘৃণার কাজ দেখবে।
৭ তখন তিনি আমাকে প্রাঙ্গণের দ্বারে আনলেন
এবং আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ,
দেয়ালের মধ্যে একটি ছিদ্র। ৮ তখন তিনি
আমাকে বললেন, হে মানুষের সন্তান, এই
দেয়াল খোঁড়; যখন আমি সেই দেয়াল খুঁড়লাম,
দেখ, একটি দরজা। ৯ তিনি আমাকে বললেন,
তুমি ভিতরে গিয়ে দেখ, তারা এখানে কি কি
ঘৃণার কাজ করছে। ১০ তাতে আমি ভিতরে গিয়ে
দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, সমস্ত রকম
সরীসৃপ ও ঘৃণ্য পশুর আকৃতি এবং ইসরাইল-
কুলের সমস্ত মূর্তি চারদিকে দেয়ালের শরীরে
চিত্রিত রয়েছে; ১১ আর তাদের সম্মুখে ইসরাইল-
কুলের প্রাচীনদের সত্তর জন পুরুষ দণ্ডায়মান
এবং তাদের মধ্য স্থানে শাফনের পুত্র যাসনিয়
দণ্ডায়মান, আর প্রত্যেকের হাতে এক এক
ধূনাচি; আর ধূপের ধোঁয়ার মেঘের সৌরভ উপর

[৮:২] ইহি ১:৪, ২৬-২৭।
[৮:৩] হিজ ২৪:১০।
[৮:৪] হিজ ২৪:১৬।
[৮:৫] জবুর ৭৮:৫৮; ইয়ার ৪:১; ৩২:৩৪।
[৮:৬] হোশেয় ৫:৬।
[৮:১০] কাজী ১৭:৪-৫; ইহি ২৩:১৪।
[৮:১১] হিজ ৩:১৬।
[৮:১২] ২বাদশা ২১:১৬; জবুর ১০:১১; ইশা

ও তবলিগের এক বছর দুই মাস পরে এই দর্শন পান। অনেকে মনে করেন সে সময় এবাদতখানায় এবাদত ও মুনাজাত চলছিল। *সার্বভৌম মাবুদ ... আমার উপরে হস্তার্পণ করলেন।* ১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৮:২ আগুনের আকারের মত একটি মূর্তি। একজন ফেরেশতা, যা ১:২৬-২৭ আয়াতে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে দেখা দর্শনের সাথে মিল রয়েছে। *আগুনের মত ... জ্বলন্ত ধাতুর উজ্জ্বলতা।* এর মধ্য দিয়ে বেহেশতী বার্তাবাহকের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতার কথা বোঝানো হয়েছে (মথি ২৮:৩; এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত ৯:৩ আয়াত)।

৮:৩ রূহ্‌ আমাকে তুলে ... নিয়ে গেলেন। ৩:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *জেরুশালেমে ... বসালেন।* নবী ইহিস্কেলকে এর আগে হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন তিনি জেরুশালেমের বিরুদ্ধে আসন্ন সুনিশ্চিত বিচারের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেন (অধ্যায় ১-৭)। আর এখন আল্লাহ্‌র দর্শনে তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (আয়াত ১১:২৪ দেখুন) এবং এই বিচার কেন সংঘটিত হবে সেই কারণগুলো দেখানো হচ্ছে। *অন্তর্জ্বালাজনক অন্তর্জ্বালার মূর্তি।* বায়তুল মোকাদ্দসে স্থাপিত যে কোন মূর্তিই আল্লাহ্‌র অন্তর্জ্বালা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট ছিল (হিজ ২০:৫ আয়াত ও নোট), কিন্তু এটি সম্ভবত আশেরা মূর্তি ছিল, যা কেনানীয়দের উর্বরতার দেবী। বাদশাহ্‌ ইউসিয়া ৩০ বছর আগে এই মূর্তি ও তার সমস্ত পূজা অর্চণার বিষয়বস্তু দূর করে দিয়েছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৩:৬ আয়াত দেখুন)।

৮:৫ অন্তর্জ্বালার মূর্তি। আয়াত ৩ ও নোট দেখুন।

৮:১০ সমস্ত রকম সরীসৃপ ও ঘৃণ্য পশুর আকৃতি। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে মিসরীয় সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে (তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩১-৩৫ আয়াত)।

৮:১১ যাসনিয়। ১১:১ আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি নন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই নামের অর্থ "মাবুদ শুনছেন," এবং ১২ আয়াতের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি আরও ব্যঙ্গাত্মক হয়ে

হযরত ইহিস্কেল

হযরত ইহিস্কেল নির্বাসনে ৫৯৩-৫৭১ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	ইহিস্কেল এবং তাঁর লোকদেরকে ব্যাবিলনে বন্দি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইহুদীরা অপরিচিত দেশে বিদেশী হয়ে গিয়েছিল যেখানে স্বৈরাচারী সরকার শাসন কর-ছিল।
মূল বার্তা	লোকদের গুনাহের জন্য, আল্লাহ্‌ এহুদা জাতিকে ধ্বংস হতে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তখনও আশা ছিল– যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তাদের কাছে তিনি দেশ ফিরিয়ে দিবেন।
বার্তার গুরুত্ব	যারা আল্লাহ্‌কে মান্য করার জন্য বিশ্বস্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুসন্ধান করে তাদেরকে তিনি ভুলে যান না। তাদের সামনে গৌরবময় ভবিষ্যত রয়েছে।
সমসাময়িক নবীগণ	দানিয়াল (৬০৫-৫৩৬ খ্রীঃপূঃ), হাবাক্কুক (৬১২-৫৮৯ খ্রীঃপূঃ), ইয়ারমিয়া (৬২৭-৫৮৬ খ্রীঃপূঃ)

দিকে উঠছে। [১২] তখন তিনি আমাকে বললেন,
হে মানুষের সন্তান, ইসরাইল-কুলের প্রাচীনবর্গ
অন্ধকারে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ঠাকুর ঘরে, কি কি
কাজ করে, তা কি তুমি দেখলে? কারণ তারা
বলে, মাবুদ আমাদেরকে দেখতে পান না, মাবুদ
দেশ ত্যাগ করেছেন। [১৩] তিনি আমাকে আরও
বললেন, এর পরেও তুমি আবার তাদের কৃত
আরো অনেক ঘৃণার কাজ দেখবে।
[১৪] পরে তিনি মাবুদের গৃহের উত্তর দিকের
দ্বারের প্রবেশ-স্থানে আমাকে আনলেন; আর
দেখ, সেখানে স্ত্রীলোকেরা বসে তম্মুষ দেবতার
জন্য কান্নাকাটি করছে। [১৫] তখন তিনি আমাকে
বললেন, হে মানুষের সন্তান, তুমি কি এটা
দেখলে? এর পরেও তুমি আবার এসবের চেয়ে
আরো অনেক ঘৃণার কাজ দেখবে।
[১৬] পরে তিনি আমাকে মাবুদের গৃহের ভিতর-
প্রাঙ্গণে আনলেন, আর দেখ, মাবুদের বায়তুল-
মোকাদ্দসের প্রবেশ-স্থানে, বারান্দা ও
কোরবানগাহ্‌র মধ্যস্থানে, অনুমান পঁচিশ জন
পুরুষ, তাঁরা মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দসের দিকে
পিছনে ফিরে ও পূর্ব দিকে মুখ করে সূর্যের কাছে
সেজ্‌দা করছে। [১৭] তখন তিনি আমাকে বললেন,
হে মানুষের সন্তান তুমি কি দেখলে? এখানে
এহুদা-কুল যেসব ঘৃণার কাজ করছে, তাদের
পক্ষে কি তা করা লঘু বিষয়? কারণ তারা
দেশকে জোর-জুলুমে পরিপূর্ণ করেছে; এবং
আবার ফিরে আমাকে বিরক্ত করেছে; আর দেখ,
তারা তাদের নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। [১৮] অতএব
আমিও কোপাবেশে কাজ করবো, চক্ষুলজ্জা

২৯:১৫; ইহি ৯:৯; সফ ১:১২।
[৮:১৪] ইহি ১১:১২।
[৮:১৬] যোয়েল ২:১৭।
[৮:১৭] শুমারী ১১:৩৩; ১বাদশা ১৪:৯; ইহি ১৬:২৬।
[৮:১৮] ১শামু ৮:১৮; ইশা ৫৮:৪; ইয়ার ১১:১১।
[৯:২] লেবীয় ১৬:৪; ইহি ১০:২; দানি ১০:৫; ১২:৬; প্রকা ১৫:৬।
[৯:৩] ১শামু ৪:২১; ইহি ১০:৪।
[৯:৪] পয়দা ৪:১৫; হিজ ১২:৭; ২করি ১:২২; প্রকা ৭:৩।
[৯:৫] হিজ ৩২:২৭; ইশা ১৩:১৮।
[৯:৬] ২খান্দান ৩৬:১৭; ইয়ার ২৫:২৯; ইহি ৬:৪;

করবো না, দয়াও করবো না; তারা যদিও আমার
কর্ণগোচরে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে, তবুও
তাদের কথা শুনব না।

মূর্তিপূজাকারীদের হত্যা করা

৯ [১] তখন তিনি আমার কর্ণগোচরে উচ্চরবে
ঘোষণা করে বললেন, হে নগর-ধ্বংসের
জন্য নিযুক্ত লোকেরা কাছে এসো, প্রত্যেকে নিজ
নিজ বিনাশক-অস্ত্র হাতে করে এসো। [২] আর
দেখ, উত্তর দিকস্থ উচ্চতর দ্বার থেকে ছয় জন
পুরুষ আসল, তাদের প্রত্যেক জনের হাতে
সংহারক অস্ত্র ছিল এবং তাদের মধ্যস্থলে
মসীনা-কাপড় পরা এক জন পুরুষ ছিল; এর
কোমরে লিখবার সরঞ্জাম ছিল; তারা ভিতরে
এসে ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌র পাশে দণ্ডায়মান
হল।
[৩] তখন ইসরাইলের আল্লাহ্‌র মহিমা যে কারুবীর
উপরে ছিল, তা থেকে উঠে এবাদতখানার
গোবরাটের কাছে গেল; এবং তিনি ঐ মসীনা-
কাপড় পরিহিত পুরুষকে ডাকলেন, যার কোমরে
লিখবার সরঞ্জাম ছিল। [৪] আর মাবুদ তাকে
বললেন, তুমি নগরের মধ্য দিয়ে, জেরুশালেমের
মধ্য দিয়ে যাও এবং তার মধ্যে কৃত সমস্ত ঘৃণার
কাজের বিষয়ে যেসব লোক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ
করে ও কোঁকায়, তাদের প্রত্যেকের কপালে চিহ্ন
দাও। [৫] পরে আমি শুনলাম, তিনি অবশিষ্ট
লোকদের এই হুকুম দিলেন, তোমরা নগর দিয়ে
এর পেছন পেছন যাও এবং আঘাত কর,
চক্ষুলজ্জা করো না, দয়াও করো না; [৬] বৃদ্ধ,
যুবক, কুমারী, শিশু ও স্ত্রীলোকদেরকে নিঃশেষে

উঠেছে।

৮:১৪ তম্মুষ। কিতাবুল মোকাদ্দসের একমাত্র এই স্থানেই ব্যাবিলনীয়দের এই উর্বরতার দেবতার কথা পাওয়া যায়। জেরুশালেমের নারীরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছিল (সাধারণত যা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপে হয়ে থাকতে পারে), কারণ সে সময় প্রতি বছরে গ্রীষ্মকালের অতি উত্তাপের কারণে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ফসল উৎপন্ন হত না। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী বলেন দানি ১১:৩৭ আয়াতে তার কথা বলা হয়েছে ("স্ত্রীলোকদের কামনা"; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:১৬ পঁচিশ জন পুরুষ। এই সংখ্যাটি সমগ্র জেরুশালেমবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছে (১১:১ আয়াত দেখুন)। *মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দসের দিকে পিছনে ফিরে।* প্রাচীনকালের সমস্ত এবাদতখানাই সাধারণত পূর্ব দিকে মুখ করে নির্মিত হত। এ কারণে সূর্য উঠলে পর তার পূজা করতে হলে লোকদের বায়তুল মোকাদ্দসের দিকে পেছন ফিরতে হত। *সূর্যের কাছে সেজ্‌দা করছে।* সূর্য দেবতার পূজা সম্পর্কে আরও দেখুন দ্বি.বি. ৪:১৯; ১৭:৩; ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৫, ১১ আয়াত; তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১৭:১৬; ২১:৩, ৫; ইয়ার ৪৩:১৩ আয়াত।

৮:১৭ দেশকে জোর-জুলুমে পরিপূর্ণ করেছে। ৭:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *তারা তাদের নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।* পৌত্তলিক পূজার অর্চণার একটি আনুষ্ঠানিক বিষয় যা কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্য কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।

৯:১-১১ দেখুন ৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট।

৯:১ উচ্চরবে। আল্লাহ্‌র বজ্রধ্বনি (হিজ ১৯:১৯ আয়াত ও দেখুন; এর সাথে জবুর ২৯ আয়াতও দেখুন)।

৯:২ উত্তর দিকস্থ উচ্চতর দ্বার থেকে ছয় জন পুরুষ আসল। নগরীর ছয় জন রক্ষী ফেরেশতা। এদের সাথে সপ্তম আরেকজন ছিলেন মসীনা বা লিনেন কাপড়ের পোশাক পরা, যিনি এসেছিলেন সেই সথান থেকে যেখানে অন্তর্জ্বালার মূর্তিটি রাখা হয়েছিল (৮:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৯:৩ আল্লাহ্‌র মহিমা ... গোবরাটের কাছে গেল। আল্লাহ্‌ বায়তুল মোকাদ্দস ছেড়ে যেতে শুরু করলেন, তাঁর মহিমা ধীরে ধীরে দরজার কাছ পর্যন্ত চলে গেল (৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৪ চিহ্ন দাও। তাও (taw) হিব্রু বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ, যা দেখতে মূলত ইংরেজী বর্ণ এক্স (x) এর মত (প্রকা ৭:২-৪ আয়াত দেখুন ও ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ১৩:১৬ আয়াত ও নোট)। *যেসব লোক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে ও কোঁকায়।* অবশিষ্ট লোকেরা (১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৮ আয়াত দেখুন)।

৯:৫ আঘাত কর, চক্ষুলজ্জা করো না, দয়াও করো না। মাতম ২:২১ আয়াত দেখুন।

৯:৬ আমার পবিত্র স্থান থেকে আরম্ভ কর। কারণ এটি ছিল জেরুশালেমে ছড়িয়ে পড়া সমস্ত মন্দতা ও নাপাকীতার

BACIB International Bible CHURCH

হত্যা কর, কিন্তু যাদের কপালে চিহ্নটি দেখা যায়,
তাদের কারো কাছে যেও না; আর আমার পবিত্র
স্থান থেকে আরম্ভ কর। তাতে তারা
এবাদতখানার সম্মুখস্থিত প্রাচীন নেতৃবর্গদের
থেকে আরম্ভ করলো। ৭ পরে তিনি তাদের
বললেন, এবাদতখানা নাপাক কর, সমস্ত প্রাঙ্গণ
নিহত লোকে পরিপূর্ণ কর; বের হও। তাতে
তারা গিয়ে নগরের মধ্যে আঘাত করতে লাগল।
৮ তারা যখন আঘাত করছিল, আর আমি অবশিষ্ট
রইলাম, তখন উবুড় হয়ে কেঁদে কেঁদে বললাম,
আহা, সার্বভৌম মাবুদ! তুমি জেরুশালেমের
উপরে তোমার গজব ঢেলে দেবার সময়ে কি
ইসরাইলের সমস্ত অবশিষ্টাংশকে নষ্ট করবে?
৯ তখন তিনি আমাকে বললেন, ইসরাইল ও
এহুদাকুলের অপরাধ অতি ভারী; এবং দেশ রক্তে
পরিপূর্ণ ও নগর অত্যাচারে পরিপূর্ণ; কারণ তারা
বলে, মাবুদ দেশ ত্যাগ করেছেন, মাবুদ দেখতে
পান না। ১০ অতএব আমিও চক্ষুলজ্জা করবো না,
দয়াও করবো না; তাদের কাজের ফল তাদের
উপরে বর্তাব।
১১ আর দেখ, মসীনা-কাপড় পরিহিত পুরুষ,
যার কোমরে লিখবার সরঞ্জাম ছিল, সে এই
সংবাদ দিল, আপনি যেমন আমাকে হুকুম
করেছিলেন, আমি তেমনি করেছি।

আল্লাহ্‌র মহিমা বায়তুল-মোকাদ্দস ত্যাগ করলো

১০ ১ পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর
দেখ, কারুবীদের মাথার উপরিস্থ
শূন্যস্থানে যেন নীলকান্তমণি বিরাজমান,
সিংহাসনের মূর্তিবিশিষ্ট একটি আকৃতি তাদের
উপরে প্রকাশ পেল। ২ পরে তিনি ঐ মসীনা-
কাপড় পরা ব্যক্তিকে বললেন, তুমি ঐ ঘূর্ণায়মান
চাকাগুলোর মধ্যস্থানে কারুবীর নিচে প্রবেশ কর
এবং কারুবীদের মধ্যস্থান থেকে দু'হাত ভরে
জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে নগরের উপরে নিক্ষেপ কর;
তাতে সেই ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে সেখানে
প্রবেশ করলো। ৩ যখন সেই পুরুষ প্রবেশ
করলো, তখন কারুবীগণ এবাদতখানার দক্ষিণ
পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ মেঘে
পরিপূর্ণ ছিল। ৪ আর মাবুদের মহিমা কারুবীর
উপর থেকে উঠে এবাদতখানার গোবরাটের
উপরে দাঁড়াল এবং এবাদতখানা মেঘে পরিপূর্ণ
ও প্রাঙ্গণ মাবুদের মহিমার তেজে পরিপূর্ণ হল।
৫ আর কারুবীদের পাখার আওয়াজ বাইরের
প্রাঙ্গণ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল, সেটি সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌র কথা বলার আওয়াজের মত।
৬ আর তিনি যখন ঐ মসীনা-কাপড় পরা
পুরুষকে এই হুকুম দিলেন, 'তুমি এই ঘূর্ণায়মান
চাকাগুলোর মধ্য থেকে, কারুবীদের মধ্যস্থান
থেকে, আগুন নাও,' তখন সে প্রবেশ করে
একটি চাকার পাশে দাঁড়ালো। ৭ তখন এক জন
কারুবী তাদের মধ্য থেকে কারুবীদের মধ্যস্থিত
আগুন পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে তার কিছু নিয়ে ঐ
মসীনার পোশাক পরা পুরুষের অঞ্জলিতে দিল,
আর সে তা নিয়ে বাইরে গেল। ৮ আর
কারুবীদের পাখাগুলোর নিচে মানুষের হাতের
আকৃতি প্রকাশ পেল।
৯ পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, এক
জন কারুবীর পাশে একটি চাকা, অন্য কারুবীর
পাশে অন্য চাকা, এভাবে চার জন কারুবীর
পাশে চারটি চাকা; ঐ চাকাগুলোর আভা
বৈদুর্যমণির প্রভার মত। ১০ তাদের আকৃতি এই,
চারটির রূপ একই ছিল; যেন চাকার মধ্যে চাকা
রয়েছে। ১১ গমনকালে তারা নিজেদের চার
পাশে গমন করতো; গমনকালে ফিরতো না; যে

১পিতর ৪:১৭।
[৯:৮] ইউসা ৭:৬।
[৯:৯] জবুর ৫৮:২; ইয়ার ১২:১; ইহি ২২:২৯; হবক ১:৪।
[৯:১০] ইশা ২২:৫; ৬৫:৬; ইহি ১১:২১; ২৩:৪৯।
[১০:১] প্রকা ৪:২।
[১০:২] প্রকা ৮:৫।
[১০:৪] হিজ ২৪:১৬; ইহি ৯:৩; ৪৪:৪।
[১০:৫] আইউ ৪০:৯।
[১০:৫] ইহি ৩:১৩।
[১০:৬] দানি ৭:৯।
[১০:৭] ইহি ৫:৪।
[১০:৮] ইহি ১:৮।
[১০:৯] হিজ ২৮:২০; প্রকা ২১:২০।
[১০:১২] প্রকা ৪:৬-৮।
[১০:১২] ইহি ১:১৫-২১।

উৎসস্থল (অধ্যায় ৮ দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ১ পিতর ৪:১৭ আয়াতে এর প্রতিফলন।

৯:৮ কেঁদে কেঁদে বললাম। ১১:১৩ আয়াত দেখুন। যারা এর আগে আল্লাহ্‌ ও তাঁর জাতির লোকদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছেন তাদের মত নবী ইহিস্কেলও আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচারের কারণে তাঁর লোকদের হয়ে কথা বলছেন (হিজ ৩২:৩১; শুমারী ১৪:১৩-১৯; ১ শামু ১২:২৩; ইয়ার ১৪:১৯-২১; ১৫:১; আমোস ৭:২, ৫ আয়াত দেখুন)।

৯:৯ দেশ রক্তে পরিপূর্ণ। ৭:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:১০ তাদের কাজের ফল তাদের উপরে বর্তাব। দেখুন আয়াত ১৬:৪৩; ইয়ার ৫০:১৫; মেসাল ২৬:২৭ আয়াত ও নোট।

১০:১-২২ দেখুন ৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট।

১০:১ আমি দৃষ্টিপাত করলাম। ১০ অধ্যায়ে ১ অধ্যায়ের কথা প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে কবার নদীর তীরে নবী ইহিস্কেলের দেখা দর্শনের সাথে তাঁর এখন দেখা দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করা হয়েছে (আয়াত ৮:৪ দেখুন)। ১ অধ্যায়ের প্রাণীদেরকে এখানে কারুবী বলা হয়েছে (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:২ জ্বলন্ত অঙ্গার। ১:১৩ আয়াতে জীবন্ত প্রাণীগুলোকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দেখাচ্ছিল, আর এখানে সত্যিকার জ্বলন্ত অঙ্গার রয়েছে। *নগরের উপরে নিক্ষেপ কর।* আগুনের দ্বারা সাধিত বিচার (পয়দা ১৯:২৪; আমোস ৭:৪ আয়াত দেখুন)।

১০:৩ মেঘ। এই মেঘের মধ্যে মাবুদের মহিমা আবৃত ছিল (আয়াত ৪), কারণ মাবুদের মহিমা উন্মুক্ত হলে তা মানুষের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিত (দেখুন ১:৪; হিজ ১৬:১০; ২৪:১৫-১৭; ৪০:৩৪-৩৫, ৩৮; শুমারী ৯:১৫-১৬; ১৬:৪২; দ্বি.বি. ৫:২৩; ১ বাদশাহ্‌ ৮:১০-১২; হগয় ২:৭ আয়াত ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন মথি ১৩:৫; ২৪:৩০; ২৬:৬৪; মার্ক ৯:৭; ১৩:২৬; ১৪:৬২; লূক ৯:৩৪-৩৫; ২১:২৭; প্রেরিত ১:৯; প্রকা ১:৭; ১৪:১৪-১৬ আয়াত দেখুন)।

১০:৭ এক জন কারুবী ... হাত বাড়িয়ে। যদিও মসীনা কাপড় পরা লোকটিকে মূলত জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল (আয়াত ২), কিন্তু তার হয়ে দুই জন কারুবী সেই অঙ্গার নিয়ে আসলো (আয়াত ১:৮)। *সে তা নিয়ে বাইরে গেল।* এর পরে আর কোন বর্ণনা দেওয়া হয় নি, তবে সম্ভবত এর পরেই জেরুশালেমে ধ্বংস সাধন করা হয়।

স্থান মাথার সম্মুখ, সেই স্থানে তারা তার পিছনে
গমন করতো, গমনকালে ফিরতো না। ১২ আর
তাদের সর্বাঙ্গ, তাদের পিঠ, হাত ও পাখা এবং
চাকাগুলোর চারদিকে চোখে পরিপূর্ণ ছিল,
চারটির চাকায় চোখ ছিল। ১৩ আর আমি
শুনলাম, সেই চাকাগুলোকে কেউ উচ্চৈঃস্বরে
বললো, ঘূর্ণায়মান চাকা। ১৪ প্রত্যেক প্রাণীর
চারটি মুখ; প্রথম কারুবীর মুখ, দ্বিতীয় মানুষের
মুখ, তৃতীয় সিংহের মুখ ও চতুর্থ ঈগল পাখির
মুখ।
১৫ তখন কারুবীরা উপরে উঠে গেল। আমি
কবার নদীর তীরে সেই প্রাণীকে দেখেছিলাম।
১৬ কারুবীদের গমনকালে চাকাগুলোও তাদের
পাশে পাশে যেত; এবং কারুবীরা যখন ভূতল
থেকে উপরে উঠে যাবার জন্য নিজ পাখা উঠাত,
চাকাগুলোও তখন তাদের পাশ ছাড়তো না।
১৭ ওরা দাঁড়ালে এরাও দাঁড়াত এবং ওরা উঠলে
এরাও একসঙ্গে উঠত, কেননা ঐ চাকাগুলোতে
সেই প্রাণীর রূহ্‌ ছিল।
১৮ পরে মাবুদের মহিমা গৃহের গোবরাটের
উপর থেকে প্রস্থান করে কারুবীদের উপরে
দাঁড়ালো। ১৯ তখন কারুবীরা আমার দৃষ্টিগোচরে
প্রস্থানকালে পাখা মেলে ভূতল থেকে উপরে
দিকে গমন করলো; এবং তাদের পাশে
চাকাগুলোও গমন করলো; পরে কারুবীরা
মাবুদের গৃহের পূর্বদ্বারের প্রবেশ-স্থানে দাঁড়াল;
তখন ইসরাইলের আল্লাহ্‌র মহিমা উর্ধ্বে তাদের
উপরে ছিল।
২০ আমি কবার নদীর কাছে ইসরাইলের
আল্লাহ্‌র বাহন সেই প্রাণীকে দেখেছিলাম; আর
এরা যে কারুবী, তা জানলাম। ২১ প্রত্যেক প্রাণীর
চারটি মুখ ও চারটি পাখা এবং তাদের পাখার

[১০:১৪] ১বাদশা ৭:৩৬।
[১০:১৫] ইশা ৬:২।
[১০:১৭] ইহি ৩:১৩।
[১০:১৮] ১শামু ৪:২১।
[১০:১৯] ইহি ১১:১, ২২।
[১০:২০] ইহি ১:১।
[১০:২১] ইহি ৪১:১৮।
[১০:২২] ইহি ১:১।
[১১:১] ইয়ার ৫:৫।
[১১:২] ইশা ২৯:২০; নহূম ১:১১।
[১১:৩] ইয়ার ১:১৩; ইহি ২৪:৩।
[১১:৪] ইহি ৩:৪, ১৭।
[১১:৫] জবুর ২৬:২; ইয়ার ১৭:১০।
[১১:৬] ইহি ৭:২৩; ২২:৬।
[১১:৭] ইহি ২৪:৩-১৩; মীখা ৩:২-৩।
[১১:৮] লেবীয় ২৬:২৫; ইয়ার ৪২:১৬।
[১১:৯] জবুর

নিচে মানুষের হাতের মূর্তি ছিল। ২২ আমি কবার
নদীর কাছে যে যে মুখ দেখেছিলাম, সেগুলো
এদেরই মুখের মূর্তি; এরা তাদেরই
আকৃতিবিশিষ্ট; বাস্তবিক এরা সেই প্রাণী;
প্রত্যেক প্রাণী সম্মুখ দিকেই গমন করতো।

ইসরাইলের কর্মকর্তাদের শাস্তি

১১ ১ আবার রূহ্‌ আমাকে উঠিয়ে মাবুদের
গৃহের পূর্বদ্বারের কাছে আনলেন যেটি
পূর্বমুখী ছিল; আর দেখ, সেই দ্বারের প্রবেশ-
স্থানে পঁচিশ জন পুরুষ; এবং তাদের মধ্যস্থানে
আমি অসূরের পুত্র যাসনিয় ও বনায়ের পুত্র
প্লটিয়– লোকদের কর্মকর্তা এই দু'জনকে
দেখলাম। ২ তখন তিনি আমাকে বললেন, হে
মানুষের সন্তান, এই নগরের মধ্যে এরা অধর্মের
সঙ্কল্পকারী ও কুমন্ত্রণাদায়ক; ৩ এরাই বলে,
বাড়িগুলো তৈরি করার সময় সন্নিকট হয় নি;
এই নগর হাঁড়ি ও আমরা মাংস। ৪ অতএব
এদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বল; হে মানুষের
সন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী বল।
৫ তখন মাবুদের রূহ্‌ আমার উপরে নেমে
আসলেন, আর তিনি বললেন, তুমি বল, মাবুদ
এই কথা বলেন; হে ইসরাইল-কুল, তোমরা
অমুক অমুক কথা বলেছ; তোমাদের মনে যা যা
উঠেছে, সেসব আমি জানি। ৬ তোমরা এই
নগরে নিজেদের নিহত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি
করেছ, তোমরা নিহত লোকে এখানকার
রাস্তাগুলো পরিপূর্ণ করেছ। ৭ এই কারণে
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তোমাদের যে
নিহত লোকদের তোমরা নগরের মধ্যে রেখেছ,
তারাই মাংস এবং এই নগর হাঁড়ি; কিন্তু
তোমাদের এর মধ্য থেকে বের করা যাবে।
৮ তোমরা তলোয়ারের ভয় করেছ, আর আমি

১০:১৪ প্রথম কারুবীর মুখ। ১:১০ আয়াতের বর্ণনা অনুসারে এখানে মানুষের মুখ, সিংহের মুখ এবং ঈগল পাখির মুখ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু গরুর মুখের পরিবর্তে এখানে কারুবীর মুখের কথা বলা হয়েছে (পয়দা ৩:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:১৫ কবার নদী। ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

১০:১৯ পূর্বদ্বারে ... তখন ইসরাইলের আল্লাহ্‌র মহিমা উর্ধ্বে তাদের উপরে ছিল। আল্লাহ্‌ মহিমা দ্বিতীয়বারের মত স্থান বদল করলেন এবং এবারও পূর্ব দিকেই সরে গেলেন (৯:৩; ১০:৪ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট)। ৪৩ অধ্যায়ে পূর্ব দিক থেকে মাবুদের মহিমা আবারও বায়তুল মোকাদ্দসে ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে (৪৩:১-১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:১-১৩ দেখুন ৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট।

১১:১ রূহ্‌ আমাকে উঠিয়ে ... আনলেন। ৩:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *পঁচিশ জন পুরুষ।* ৮:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন। যাসনিয়। ৮:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *প্লটিয়।* এই নামের অর্থ "মাবুদ উদ্ধার করেন।"

১১:৩ বাড়িগুলো তৈরি করার সময় সন্নিকট হয় নি। অর্থাৎ "আমরা না সেদিন মাত্র আমাদের বাড়িগুলো তৈরি করলাম?" জেরুশালেমের যে সকল অধিবাসীদেরকে ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয় নি, তারা নিজেদেরকে খুব নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করতো, কারণ তারা ভাবতো তাদের আর ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। *হাঁড়ি।* যেমনটা ২৪ অধ্যায়ে দেখা যায়, জেরুশালেমকে এখানে রান্নার হাঁড়ির সাথে তুলনা করা হয়েছে। যারা জেরুশালেমে অবশিষ্ট ছিল তারা নিজেদেরকে "মাংসের" সাথে তুলনা করেছিল, কারণ তারা নিজেদেরকে বেছে নেওয়া লোক বলে মনে করতো – অন্য দিকে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া লোকদেরকে তারা মনে করতো এঁটোকাটা (আয়াত ১৫ দেখুন)।

১১:৫ মাবুদের রূহ্‌ আমার উপরে নেমে আসলেন। আয়াত ২:২ ও নোট দেখুন।

১১:৬ নিহত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ ... এখানকার রাস্তাগুলো পরিপূর্ণ করেছ। ৭:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

১১:৭ যে নিহত লোকদের তোমরা নগরের মধ্যে রেখেছ, তারাই মাংস। নবী ইহিস্কেল এখানে নতুন করে যারা মাংস তাদেরকে নির্ধারণ করেছেন। বস্তুত যারা বর্তমানে

তোমাদের বিরুদ্ধে তলোয়ারই আনবো, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ৯ আর আমি
তোমাদেরকে এর মধ্য থেকে বের করে
বিদেশীদের হাতে তুলে দেব এবং তোমাদের
মধ্যে বিচার সাধন করবো। ১০ তোমরা
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে; আমি
ইসরাইলের সীমাতে তোমাদের বিচার করবো;
তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ;
১১ এই নগর তোমাদের জন্য হাঁড়ি হবে না
এবং তোমরা এর মধ্যস্থিত মাংস হবে না;
১২ আমি ইসরাইলের সীমাতে তোমাদের বিচার
করবো; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ;
কেননা তোমরা আমার বিধিপথে চল নি, আমার
অনুশাসন পালন কর নি, কিন্তু তোমাদের
চারদিকের জাতিদের নিয়ম অনুসারে কাজ
করেছ।
১৩ আর আমি ভবিষ্যদ্বাণী বলছিলাম, এমন
সময়ে বনায়ের পুত্র প্লটিয় মারা গেল। তখন
আমি উবুড় হয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি
করলাম, বললাম, হায়, সার্বভৌম মাবুদ! তুমি কি
ইসরাইলের অবশিষ্টাংশকে নিঃশেষে সংহার
করবে?

আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে পুনঃস্থাপন করবেন

১৪ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১৫ হে মানুষের সন্তান, তোমার
ভাইয়েরা, হ্যাঁ, তোমার ভাইয়েরা, তোমার
জ্ঞাতিরা ও ইসরাইলের সমস্ত কুল, এদের
সকলকে জেরুশালেম নিবাসীরা বলে, তোমরা
মাবুদের কাছ থেকে দূরে যাও, এই দেশ অধিকার
হিসেবে আমাদেরকেই দেওয়া হয়েছে।
১৬ অতএব তুমি বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, আমি যদিও তাদেরকে জাতিদের কাছে
দূর করেছি, যদিও দেশ-বিদেশে ছিন্নভিন্ন করেছি,
তবুও তারা যেসব দেশে গেছে, সেসব দেশে
আমি কিয়ৎকাল তাদের পবিত্র স্থান হয়েছি।
১৭ অতএব তুমি বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, আমি জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদেরকে
সংগ্রহ করবো ও তোমরা যেসব দেশে ছিন্নভিন্ন
হয়েছ, সেসব দেশ থেকে একত্র করবো এবং
ইসরাইল দেশ তোমাদের দেব। ১৮ তারা সে
দেশে যাবে, সেখানকার সমস্ত জঘন্য পদার্থ ও
সেখানকার সমস্ত ঘৃণ্য বস্তু সেখান থেকে দূর
করবে। ১৯ আমি তাদেরকে একই হৃদয় দান
করবো ও তোমাদের হৃদয়ে একটি নতুন রূহ্‌
স্থাপন করবো; আর তাদের মাংস থেকে
প্রস্তরময় হৃদয় দূর করবো, তাদেরকে মাংসময়
হৃদয় দেব, ২০ যেন তারা আমার বিধিপথে চলে
এবং আমার অনুশাসনগুলো মান্য ও পালন
করে; আর তারা আমার লোক হবে এবং আমি
তাদের আল্লাহ্‌ হব। ২১ কিন্তু যাদের হৃদয়
তাদের জঘন্য পদার্থগুলোর দিকে ও তাদের
ঘৃণার বস্তুগুলোর পিছনে চলে, তাদের কাজের
ফল আমি তাদেরই মস্তকে বর্তাব, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
২২ পরে কারুবীগণ নিজ নিজ পাখা মেলে দিল,
তখন চাকাগুলোও তাদের পাশে ছিল এবং
ইসরাইলের আল্লাহ্‌র মহিমা উর্ধ্বে তাদের উপরে
ছিল। ২৩ পরে মাবুদের মহিমা নগরের মধ্য
থেকে উপরে উঠে নগরের পূর্ব পাশের পর্বতের
উপরে গিয়ে থামল। ২৪ আর রূহ্‌ আমাকে তুলে
দর্শনযোগে আল্লাহ্‌র রূহের প্রভাবে কল্‌দীয়দের
দেশে নির্বাসিত লোকদের কাছে আনলেন; আর
আমি যা দর্শন করেছিলাম, তা আমাকে ছেড়ে
চলে গেল। ২৫ পরে মাবুদ আমাকে যেসব বিষয়
দেখিয়েছিলেন, সে সমস্তই আমি নির্বাসিত
লোকদের বললাম।

১০৬:৪১।
[১১:৯] দ্বি:বি ২৮:৩৬; ইহি ৫:৮।
[১১:১০] ২বাদশা ১৪:২৫।
[১১:১১] ইহি ২৪:৬।
[১১:১২] লেবীয় ১৮:৪; ইহি ১৮:৯।
[১১:১৩] ইহি ৯:৮; আমোস ৭:২।
[১১:১৫] ইহি ৩৩:২৪।
[১১:১৬] জবুর ৩১:২০; ৯০:১; ৯১:৯; ইশা ৪:৬।
[১১:১৭] নহি ১:৯; ইয়ার ৩:১৮; ২৪:৫-৬; ৩১:১৬; ইহি ২০:৪১; ২৮:২৫; ৩৪:১৩; ৩৬:২৮।
[১১:১৮] ইহি ৫:১১।
[১১:১৯] ২খান্দান ৩০:১২; জবুর ৮৬:১১।
[১১:২০] জবুর ১:২।
[১১:২১] ইয়ার ১৬:১১।
[১১:২২] হিজ ২৪:১৬।
[১১:২৩] জাকা ১৪:৪।
[১১:২৪] ইহি ৩৭:১; ৪৩:৫।
[১১:২৫] ইহি ৩:৪, ১১।
[১২:২] জবুর ৭৮:৪০; ইয়ার

জেরুশালেমে ক্ষমতায় রয়েছে তারা নয়, কিন্তু যে সমস্ত নির্দোষ লোককে হত্যা করা হয়েছে তারাই মূলত এই নগরীর মাংস।

১১:১২ ইসরাইলের সীমাতে। রিব্লাতে (২ বাদশাহ্‌ ২৫:২০-২১ আয়াত দেখুন)।

১১:১৩ চিৎকার করে কান্নাকাটি করলাম। ৯:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১৪-২১ দেখুন ৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট।

১১:১৬ আমি কিয়ৎকাল তাদের পবিত্র স্থান হয়েছি। ইহিস্কেল কিতাবের অন্যতম একটি মূল আয়াত। যদিও বন্দীদশায় থাকা লোকদেরকে জেরুশালেম থেকে ও তার পবিত্র স্থান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে তাঁর পবিত্র উপস্থিতি), তথাপি আল্লাহ্‌ নিজেই তাদের পবিত্র স্থান হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর পবিত্র উপস্থিতি তাদের সকলকে ধরে রেখেছে এবং তিনি তাদেরকে দোয়া করেছেন।

১১:১৯ একই হৃদয় ... নতুন রূহ্‌। রূহের আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক রূপান্তর যা মাবুদ ও তাঁর ইচ্ছাকে সকলের মনে এক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে (৩৬:২৬ আয়াত দেখুন)। *প্রস্তরময় হৃদয় দূর করবো ... মাংসময় হৃদয় দেব।* অর্থাৎ ইসরাইল জাতিকে একটি নতুন হৃদয় দেওয়া হবে যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকবে (২ করি ৩:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১১:২০ আমার লোক ... আমি তাদের আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌র নিয়মের ওয়াদার মূল বক্তব্য (হিজ ৬:৭; ইয়ার ৭:২৩; জাকা ৮:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১১:২১ তাদের কাজের ফল আমি তাদেরই মস্তকে বর্তাব। ৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২২-২৫ দেখুন ৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট।

১১:২৩ মাবুদের মহিমা ... উপরে উঠে ... পর্বতের উপরে গিয়ে থামল। আল্লাহ্‌র মহিমার সর্বশেষ পূর্বমুখী যাত্রা, যা শেষ হল জৈতুন পর্বতের উপরে গিয়ে এবং এর মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌র মহিমা তাঁর বায়তুল মোকাদ্দস ত্যাগ করলো (দেখুন ৯:৩; ১০:৪, ১৯; আরও দেখুন ৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট)। ৪৩ অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র মহিমা আবারও ফিরে এসেছে।

১১:২৪ এর সাথে দেখুন ৮:৩ আয়াতের নোট।

১২:১-২৮ নবী ইহিস্কেলকে জেরুশালেমের আসন্ন বন্দীদশাকে কয়েকটি কাজের মধ্য দিয়ে দেখানোর দ্বারা দর্শনের প্রথম খণ্ডটি

চিহ্নের মধ্য দিয়ে নির্বাসনের বর্ণনা

১২ ১ পরে মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান,
তুমি একটা বিদ্রোহী-কুলের মধ্যে বাস করছো;
দেখবার চোখ থাকলেও তারা দেখে না, শুনবার
কান থাকলেও শোনে না, কেননা তারা বিদ্রোহী-
কুল। ৩ অতএব, হে মানুষের সন্তান, তুমি নিজের
জন্য নির্বাসনে যাবার জিনিসপত্র প্রস্তুত কর,
দিনের বেলা তাদের সাক্ষাতে নির্বাসনে যাবার
জন্য প্রস্থান কর ও নির্বাসনে যাবার জন্য তাদের
সাক্ষাতে স্বস্থান থেকে অন্য স্থানে যাও; হয় তো
তারা বুঝতে পারবে যে, তারা বিদ্রোহী-কুল।
৪ তুমি দিনের বেলা তাদের সাক্ষাতে নির্বাসনে
যাবার জিনিসপত্রের মত তোমার জিনিসপত্র বের
করবে; লোকে যেমন নির্বাসনে যাবার জন্য প্রস্থান
করে, তেমনি সন্ধ্যাবেলা তাদের সাক্ষাতে প্রস্থান
করবে। ৫ তুমি তাদের সাক্ষাতে দেয়ালে গর্ত
করে তা দিয়ে সেই জিনিসপত্র বের করো।
৬ তাদের সাক্ষাতে তা কাঁধে তুলে অন্ধকার সময়ে
নিয়ে যাবে; তোমার মুখ আচ্ছাদন করবে, যেন
ভূমি দেখতে না পাও; কেননা আমি তোমাকে
ইসরাইল-কুলের জন্য চিহ্নস্বরূপ করে রেখেছি।
৭ তখন আমি সেই হুকুম অনুসারে কাজ
করলাম; নির্বাসনে যাবার জিনিসপত্রের মত
আমার জিনিসপত্র দিনের বেলা বের করলাম,
পরে সন্ধ্যাবেলা নিজের হাতে দেয়ালে গর্ত
করলাম, অন্ধকার সময়ে তা আমার কাঁধে তুলে
তাদের সাক্ষাতে সকলই নিয়ে গেলাম।
৮ পরে খুব ভোরে মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ৯ হে মানুষের সন্তান,
ইসরাইল-কুল সেই বিদ্রোহী-কুল কি তোমাকে
বলে নি, 'তুমি কি করেছ?' ১০ তাদের বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, এই দৈববাণী
দ্বারা জেরুশালেমের শাসনকর্তাকে ও ওরা যার
মধ্যবর্তী, সেসব ইসরাইল-কুলকে বুঝায়।
১১ তুমি বল, আমি তোমাদের পক্ষে চিহ্ন; আমি
যেমন করলাম, তেমনি তাদের প্রতিও করা
যাবে; তারা নির্বাসিত হয়ে বন্দীত্বস্থানে যাবে।
১২ আর তাদের মধ্যবর্তী শাসনকর্তা অন্ধকার
সময়ে ভার কাঁধে করে বহির্গমন করবে, লোকে
জিনিসপত্র বের করার জন্য প্রাচীর খুঁড়বে, সে
তার মুখ আচ্ছাদন করবে, যাতে সে চোখে মাটি
দেখতে না পায়। ১৩ আর আমি তার উপরে
আমার জাল পাতব, তাতে সে আমার ফাঁদে ধৃত
হবে; আমি কল্‌দীয়দের দেশ ব্যাবিলনে তাকে
নিয়ে যাব; তবুও সে তা দেখতে পাবে না, অথচ
সেই স্থানে মরবে। ১৪ আমি তার চারদিকে তার
সহকারী সমস্ত লোকজন ও তার সমস্ত
সৈন্যদলকে সমস্ত বায়ুর মুখে উড়িয়ে দেব এবং
তাদের পিছনে তলোয়ার কোষমুক্ত করবো।
১৫ আর তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ, যখন
আমি তাদের জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করবো ও
নানা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেব। ১৬ তবুও আমি
তাদের কতকগুলো লোককে তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ
ও মহামারী থেকে অবশিষ্ট রাখবো; যেন তারা
যে জাতিদের কাছে যাবে, তাদের মধ্যে
নিজেদের সমস্ত ঘৃণার কাজ প্রচার করে; তাতে
তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

৪২:২১।
[১২:৩] ইহি ৩:২৭; ২তীম ২:২৫-২৬।
[১২:৪] ইয়ার ৩৯:৪।
[১২:৫] ইয়ার ৫২:৭; আমোস ৪:৩।
[১২:৬] ইশা ৮:১৮; ২০:৩।
[১২:৭] ইহি ২৪:১৮; ৩৭:১০।
[১২:৯] ইহি ১৭:১২; ২০:৪৯; ২৪:১৯।
[১২:১১] ইশা ৮:১৮; জাকা ৩:৮।
[১২:১২] ইয়ার ৩৯:৪।
[১২:১৩] ইহি ১৭:২০; ১৯:৮; ৩২:৩; হোশেয় ৭:১২।
[১২:১৩] ইহি ১:৩।
[১২:১৪] ইয়ার ২১:৭; ইহি ৫:১০, ১২; ১৭:২১।
[১২:১৫] লেবীয় ২৬:৩৩।
[১২:১৬] ইয়ার ২২:৮-৯; ইহি ৬:৮-১০; ১৪:২২; ৩৬:২০।
[১২:১৮] মাতম ৫:৯।

শেষ করা হয়েছে। এভাবেই দ্বিতীয় দর্শনের শেষে রয়েছে (২৪:১৫-২৭) নবী ইহিস্কেলের স্ত্রীর মৃত্যুবরণ এবং জেরুশালেমের পতনের প্রতীকী চিহ্ন। আয়াত ১-২ এবং ২৮ এর মাধ্যমে অধ্যায়টিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে; জেরুশালেমের লোকেরা যে দুটি কথার মধ্য দিয়ে নিজেদের অসার গর্ব ধরে রেখেছিল (আয়াত ২১-২৫, ২৬-২৭) তার আগে ও পরে রয়েছে দুটি প্রতীকী বিচার সাধনের কাজ (আয়াত ৩-৬, ১৭-২০)।

১২:২ দেখবার চোখ থাকলেও তারা দেখে না। নবী ইশাইয়াকে মাবুদ আল্লাহ্‌ কঠিন হৃদয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে যা বলেছিলেন (ইশা ৬:৮-১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। জেরুশালেমের ইসরাইলীয়রা এ কথা বুঝতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল যে, তাদের ধ্বংস খুব কাছে এসে গেছে (আয়াত ২৮; ৭:২-৬ দেখুন)।

১২:৩ তুমি নিজের ... জিনিসপত্র প্রস্তুত কর। আরেকটি প্রতীকী কাজ, যা ৪-৫ অধ্যায়ের মত একটি দর্শনের পরে ঘটেছে। *হয় তো তারা বুঝতে পারবে।* আল্লাহ্‌ কিছুটা হলেও আশা করছিলেন যে, তাদের মন পরিবর্তন হবে।

১২:৫ দেয়ালে গর্ত করে ... বের করো। পাথর দিয়ে তৈরি কয়েক ফুট পুরু নগর প্রাচীর নয়, বরং নবী ইহিস্কেলের নিজ বাসগৃহের রোদে শুকানো ইট দিয়ে তৈরি দেয়াল।

১২:৬ চিহ্নস্বরূপ। অনেক সময় নবীরদেরকে প্রতীকী চিহ্ন কাজ করতে হুকুম দেওয়া হত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন আয়াত ১১; ২৪:২৪, ২৭; তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ১১:২৯-৩১; ১৩:২৩-৩২; ২০:৩৫-৪৩; ইশা ৮:১৮; ইয়ার ১৩:১-১১; ১৬:১-৯; ১৯:১-৫; ২৭:২–২৮:১৪; ৩২:৬-১৫ আয়াত)।

১২:৮ খুব ভোরে। নবী ইহিস্কেল "সেই হুকুম অনুসারে কাজ" করার পর (আয়াত ৭)। আবারও বেহেশতী প্রত্যাদেশের প্রেক্ষিতে নবীর প্রশ্নাতীত বাধ্যতা আমরা দেখতে পাই (৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:৯ তুমি কি করেছ? নবী প্রতীকী কাজের প্রতি লোকদের প্রতিক্রিয়ার কথা কিতাবটিকে এই প্রথম দেখা গেল।

১২:১০ জেরুশালেমের শাসনকর্তা। বাদশাহ্‌ সিদিকিয়।

১২:১৩ কল্‌দীয়। ২৩:২৩; উযা ৫:১২; আইউব ১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *সে তা দেখতে পাবে না।* বখতে-নাসারের সৈন্যরা বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের চোখ উপড়ে ফেলেছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৭ আয়াত দেখুন)।

১২:১৪ তলোয়ার কোষমুক্ত করবো। ৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১২:১৫ তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ। আয়াত ১৬, ২০ দেখুন; ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১৬ তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। ৫:১৬-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

১২:১৮ তুমি কাঁপতে কাঁপতে তোমার রুটি ভোজন কর। আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিহ্ন। নবী ইহিস্কেলের এই কম্পন

১৭ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১৮ হে মানুষের সন্তান, তুমি কাঁপতে
কাঁপতে তোমার রুটি ভোজন কর এবং উদ্বেগ ও
চিন্তার সঙ্গে তোমার পানি পান কর। ১৯ আর
দেশের লোকদের এই কথা বল, ইসরাইল দেশস্থ
জেরুশালেম-নিবাসীদের বিষয়ে সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, তারা চিন্তার সঙ্গে নিজ নিজ
রুটি ভোজন করবে, বিস্ময়ের সঙ্গে নিজ নিজ
পানি পান করবে; কেননা সেখানকার নিবাসীদের
দৌরাত্ম্যের কারণে তাদের দেশের ও তার
মধ্যেকার সর্বস্ব ধ্বংস হবে। ২০ আর বসতিবিশিষ্ট
নগরগুলো উৎসন্ন হবে ও দেশ ধ্বংসস্থান হবে;
তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।
২১ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২২ হে মানুষের সন্তান, এ কেমন
প্রবাদ, যা ইসরাইল দেশে তোমাদের মধ্যে
প্রচলিত, যথা, 'কাল বিলম্ব হচ্ছে, প্রত্যেক দর্শন
বিফল হল?' ২৩ তুমি তাদের বল, সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, আমি এই প্রবাদ মুছে ফেলবো;
এটি প্রবাদ হিসেবে ইসরাইলের মধ্যে আর চলবে
না; কিন্তু তাদের বল, কাল সন্নিকট ও সমস্ত
দর্শনের কথা সফল হবে। ২৪ কারণ মিথ্যা দর্শন
কিংবা চাটুবাদের মন্ত্রতন্ত্র ইসরাইল-কুলের মধ্যে
আর থাকবে না। ২৫ কেননা আমি মাবুদ, আমি
কথা বলবো; আর আমি যে কালাম বলবো, তা

[১২:১৯] ইয়ার ১০:২২; ইহি ৬:৬-১৪; মীখা ৭:১৩; জাকা ৭:১৪।
[১২:২০] ইশা ৭:২৩-২৪; ইয়ার ৪:৭; ২৫:৯।
[১২:২২] ইশা ৫:১৯; ইহি ১১:৩; আমোস ৬:৩; ২পিতর ৩:৪।
[১২:২৩] জবুর ৩৭:১৩; ইহি ১৮:৩; যোয়েল ২:১; সফ ১:১৪।
[১২:২৫] হবক ২:৩।
[১২:২৭] ইহি ১১:৩; দানি ১০:১৪; মথি ২৪:৪৮-৫০; ২পিতর ৩:৪।
[১৩:২] ইশা ৯:১৫।
[১৩:৩] মাতম ২:১৪; হোশেয় ৯:৭।
[১৩:৫] ইশা ৫৮:১২; ইহি ২২:৩০।
[১৩:৬] ইয়ার ২৮:১৫; ২৯:৯; ইহি

অবশ্য সফল হবে, বিলম্ব আর হবে না; কারণ,
হে বিদ্রোহী-কুল, তোমাদের বর্তমান সময়েই
আমি কথা বলবো এবং তা সফলও করবো, এই
কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
২৬ আবার মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২৭ হে মানুষের সন্তান, দেখ,
ইসরাইল-কুল বলে, ঐ ব্যক্তি যে দর্শন পায়, সে
অনেক বিলম্বের কথা; সে দূরবর্তী কালের বিষয়ে
ভবিষ্যদ্বাণী বলছে। ২৮ এজন্য তুমি তাদেরকে
বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, আমার
সমস্ত কালাম সফল হতে আর বিলম্ব হবে না;
আমি যে কালাম বলবো তা সফল হবে; এই
কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

মিথ্যা নবীদের দণ্ড

১৩ ১ পরে মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের
সন্তান, ইসরাইলের যে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী বলে,
তুমি তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বল; এবং যারা
নিজ নিজ অন্তর থেকে ভবিষ্যদ্বাণী বলে,
তাদেরকে বল, তোমরা মাবুদের কালাম শোন।
৩ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, ধিক্ সেই
নির্বোধ নবীদেরকে, যারা নিজ নিজ রূহের
পিছনে চলে, কিছুই দেখে নি। ৪ হে ইসরাইল,
তোমার নবীরা উৎসন্ন স্থানের শিয়ালদের মত।
৫ তোমরা কোন ফাটলে উঠ নি এবং মাবুদের

নিশ্চয়ই খুব ভয়ানক ছিল, কারণ "কাঁপা" শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে সাধারণত অন্যান্য স্থানে ভূমিকম্প বোঝানো হয়ে থাকে (১ বাদশাহ্‌ ১৯:১১; আমোস ১:১ আয়াত দেখুন)।

১২:১৯ দেশের লোক। ৭:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। *দৌরাত্ম্যের কারণে।* ৭:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

১২:২২ ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে নবী ইয়ারমিয়া জেরুশালেম পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু নগরীটি তখনও স্বস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কারণে জেরুশালেমের অধিবাসীরা নবী ইয়ারমিয়ার সাবধান বাণীতে আর কান দিতে চাইত না (আয়াত ২)। উপরন্তু তারা অন্যান্য ভণ্ড নবীদের প্ররোচণায় নবী ইয়ারমিয়াকে কেন্দ্র করে একটি ব্যঙ্গাত্মক প্রবাদ তৈরি করেছিল (অধ্যায় ১৩; ইয়ার ২৩:৯-৪০; ২৮ দেখুন), যার মূল ভাব ছিল এই: দিন তো চলে যাচ্ছে, কিন্তু এত যে ধ্বংসের দর্শনের কথা বলা হচ্ছে তার কিছুই তো ঘটলো না, কাজেই এ সব কথা ভুলে যাও।

১২:২৩ আসন্ন বিচার সম্পর্কে নবীর কথাগুলোকে ইসরাইলীয়রা অবজ্ঞা করে যে সমস্ত কথা বলেছিল (আয়াত ২২) সেগুলোকে মাবুদ আল্লাহ্‌ তিরস্কার করলেন।

১২:২৪ মিথ্যা দর্শন কিংবা চাটুবাদের মন্ত্রতন্ত্র। এই সকল ঘটনার কারণে ভণ্ড নবীরা নীরব হবে, যাদের দর্শন ও মন্ত্র একান্তই মিথ্যা (১৩:৬ আয়াত দেখুন)।

১২:২৭ ইসরাইলীয়দের মধ্যে আরেকটি প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল (২৩ আয়াতের নোট দেখুন), যেটি সম্ভবত বন্দীদশায় থাকা লোকদের মধ্য শুরু হয়েছিল। এখানে নবী ইহিস্কেলের "দর্শনগুলো" সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের বর্তমান প্রজন্মে বা আগামী কয়েক প্রজন্মেও এ ধরনের কোন কিছু ঘটবে না।

১২:২৮ আমার সমস্ত কালাম সফল হতে আর বিলম্ব হবে না। মাবুদ আল্লাহ্‌ আবারও তাঁর বিদ্রোহী জাতির লোকদের সমস্ত কথা (আয়াত ২৭) মিথ্যা প্রমাণ করতে চলেছেন (আয়াত ২; দেখুন ১২:১-২৮ আয়াতের নোট)।

১৩:১-২৩ নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ভণ্ড নবীদেরকে মাবুদ আল্লাহ্‌ তিরস্কার ও দোষারোপ করলেন – যেভাবে তিনি জেরুশালেমে নবী ইয়ারমিয়ার মধ্য দিয়ে করেছিলেন (ইয়ার ২৩:৯-৪০; ২৮) সেভাবে তিনি এখন ব্যাবিলনে নবী ইহিস্কেলের মধ্য দিয়ে করছেন। এর মধ্য দিয়ে এহুদার উপরে মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচার সম্পর্কিত এক গুচ্ছ সাবধান বাণী শুরু হয়েছে এবং তা শেষ হয়েছে জেরুশালেম সম্পর্কে একটি রূপক দৃশ্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে, যার সাথে আগুনে পোড়ানো কড়াইয়ের তুলনা করা হয়েছে (২৪:১-১৪)।

১৩:২ নিজ নিজ অন্তর থেকে ভবিষ্যদ্বাণী বলে। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ২৩:১৬, ২৬-৩২ আয়াত।

১৩:৩ যারা ... কিছুই দেখে নি। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন প্রত্যাদেশ পায় নি (এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ২৩:১৮, ২২ আয়াত এবং ২৩:১৮ আয়াতের নোট)।

১৩:৪ শিয়ালদের মত। এই প্রাণীটি দল বেঁধে চলে এবং মৃত পশুর মাংস খায় – যা অত্যন্ত নেতিবাচক একটি চিত্র (জবুর ৬৩:১০; মাতম ৫:১৮)।

১৩:৫ ইসরাইল-কুলের জন্য প্রাচীরও দৃঢ় কর নি। একজন প্রকৃত নবীর কাজ এখানে বর্ণিত হয়েছে (তুলনা করুন ২২:৩০; জবুর ১০৬:২৩ আয়াত)। *মাবুদের দিনে।* ৭:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৬ তারা মিথ্যা দর্শন পেয়েছে। এই ভণ্ড নবীদের দর্শনগুলো

BACIB
International Bible
CHURCH

দিনে যুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ইসরাইল-কুলের জন্য
প্রাচীরও দৃঢ় কর নি। ৬ তারা মিথ্যা দর্শন
পেয়েছে, মিথ্যা মন্ত্র পড়েছে, তারা বলে, ‘মাবুদ
বলেন,’ অথচ মাবুদ তাদের প্রেরণ করেন নি;
আর তারা আশা করেছে যে, সেই কালাম সিদ্ধ
হবে। ৭ তোমরা কি মিথ্যা দর্শন পাও নি? মিথ্যা
কথারূপ মন্ত্র কি পড় নি? কেননা আমি না
বললেও তোমরা বলছো, মাবুদ এই কথা বলেন।
৮ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তোমরা মিথ্যা কালাম বলেছ ও মিথ্যা কথারূপ
দর্শন পেয়েছ; এজন্য দেখ, আমি তোমাদের
বিপক্ষ, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
৯ বস্তুত আমার হাত সেই নবীদের বিপক্ষ উঠবে,
যারা মিথ্যা দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; তারা
আমার লোকদের সভায় থাকবে না এবং
ইসরাইল-কুলের খান্দাননামায় তাদের নাম
উল্লিখিত হবে না, আর ইসরাইল দেশে প্রবেশ
করবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই
সার্বভৌম মাবুদ।
১০ শান্তি না হলেও তারা ‘শান্তি’ বলে আমার
লোকদেরকে ভ্রান্ত করেছে; এবং কেউ দেয়াল
নির্মাণ করলে, দেখ, তারা চুন দিয়ে তা লেপন
করে। ১১ এজন্য যারা চুন দিয়ে তা লেপন করে,
তাদেরকে বল, তা পড়ে যাবে, প্লাবনকারী বৃষ্টি
আসবে; হে বড় বড় শিলাবৃষ্টি, তোমরা পড়বে
এবং প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস সজোরে বইবে।
১২ দেখ, সেই দেয়াল যখন পড়ে যাবে, তখন এই
কথা কি তোমাদেরকে বলা যাবে না, তোমরা যা
দিয়ে লেপন করেছ, সেই প্রলেপ কোথায়?
১৩ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,

১২:২৪-২৫; ২২:২৮। [১৩:৭] ইশা ৩০:১০। [১৩:৮] ইয়ার ২১:১৩। [১৩:৯] দ্বি:বি ১৩:৩। [১৩:১০] ইয়ার ২৩:১৩; ৫০:৬। [১৩:১১] ইউসা ১০:১১। [১৩:১৩] ইউসা ১০:১১; প্রকা ১১:১৯; ১৬:২১। [১৩:১৪] মীখা ১:৬। [১৩:১৬] ইশা ৫৭:২১; ইয়ার ৬:১৪; ইহি ৭:২৫। [১৩:১৭] ইহি ৪:৭; ২৫:২; ২৮:২১। [১৩:১৭] হিজ ১৫:২০; প্রকা ২:২০। [১৩:১৯] ইয়ার ৪৪:২৬; ইহি ২০:৩৯; ২২:২৬; ৩৬:২০; ৩৯:৭। [১৩:২০] জবুর ১২৪:৭।

আমিই আমার ক্রোধে প্রচণ্ড ঝড় দ্বারা তা বিদীর্ণ
করবো, আমার কোপে প্লাবনকারী বৃষ্টি আসবে
ও আমার ক্রোধে বড় শিলাবৃষ্টি তা বিনাশ
করবে। ১৪ এই ভাবে তোমরা চুন দিয়ে যে
দেয়াল লেপন করেছ, তা আমি ভেঙ্গে ফেলবো,
ভূমিসাৎ করবো, তাতে তার মূল অনাবৃত হবে,
তা পড়বে; আর তার মধ্যে তোমাদের বিনাশ
হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।
১৫ যেভাবে আমি সেই দেয়ালে এবং যারা তা
লেপন করেছে তাদের উপরে আমার গজব ঢেলে
দেব; আর আমি তোমাদের বলবো, সেই দেয়াল
আর নেই এবং তার লেপনকারীরাও নেই;
১৬ অর্থাৎ যারা জেরুশালেমের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী
বলে এবং শান্তি না হলেও তার জন্য শান্তির
দর্শন পায়, ইসরাইলের সেই নবীরা নেই; এই
কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১৭ আর হে মানুষের সন্তান, তোমার জাতির যে
কন্যারা নিজ নিজ অন্তর থেকে ভবিষ্যদ্বাণী বলে,
তুমি তাদের বিরুদ্ধে তোমার মুখ রাখ এবং
তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বল; ১৮ তুমি বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, ধিক্ সেই
স্ত্রীলোকদেরকে, যারা প্রাণের শিকার করার
জন্যই সমস্ত কনুইয়ের জন্য বালিশ সেলাই করে
ও সর্ব আকৃতির লোকের মাথার জন্য আবরণী
প্রস্তুত করে; তোমরা কি আমার লোকদের প্রাণ
শিকার করে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করবে?
১৯ তোমরা তো কয়েক মুষ্টি যব বা কয়েক টুকরা
রুটির জন্য আমার লোকদের মধ্যে আমাকে
নাপাক করেছ, ফলত যে সমস্ত প্রাণী হত্যার
যোগ্য নয়, তাদেরকে হত্যা করার জন্য ও যে

সত্যি কি না তা কারও জানা নেই, কিন্তু দাবী করে যে তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দর্শন পেয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তারা সেগুলোই বলতো যা তাদের শ্রোতারা শুনতে চাইতো (১২:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ইশা ৩০:১০; ইয়ার ২৩:৯-১৭; ২ তীম ৪:৩)।

১৩:৮ আমি তোমাদের বিপক্ষ। ৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৩:৯ লোকদের সভায় থাকবে না ... নাম উল্লিখিত হবে না ... প্রবেশ করবে না। তিন স্তরে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, যার ফলে তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত হবে। *আমার লোকদের সভা।* দেখুন জবুর ১১১:১ আয়াত ও নোট। *ইসরাইল-কুলের খান্দাননামা।* উযা ২:৬২; তুলনা করুন দানি ১২:১; এর সাথে দেখুন জবুর ৬৯:২৮ আয়াত ও নোট।

১৩:১০ ‘শান্তি’ বলে ... ভ্রান্ত করেছে। এখানে খুব সম্ভবত ইমামদের দোয়াবাণী প্রতিফলিত হয়েছে (শুমারী ৬:২৪-২৬ আয়াত দেখুন ও ৬:২৬ আয়াতের নোট দেখুন), যার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে “শান্তি” দানের ওয়াদা করেছেন যখন তারা তাঁর বাধ্য ও অনুগত থাকবে। *শান্তি না হলেও।* আয়াত ১৬ দেখুন; ইয়ার ৬:১৪ আয়াত ও নোট; ৮:১১ আয়াত দেখুন। *চুন দিয়ে তা লেপন করে।* আয়াত ১১, ১৪-১৫; ২২:২৮ দেখুন; একটি বিশেষ শব্দ যা কেবল ইহিস্কেল ব্যবহার করেছেন এবং সম্ভবত ইয়ারমিয়া ২৩:১২ আয়াতের ভণ্ড নবীদের সম্পর্কে ব্যক্ত “অসঙ্গত ব্যাপার” এবং মাতম ২:১৪ আয়াতের “মূর্খতা ও অধর্ম” শব্দগুলোর সাথে মিল রেখে একটু অন্যভাবে তিনি শব্দ চয়ন করেছেন।

১৩:১১ প্লাবনকারী বৃষ্টি আসবে। আল্লাহ্‌র বিচারের ভয়ঙ্কর ঝড় (যা পুরাতন নিয়মে প্রায়ই রূপক আকারে বর্ণিত হয়েছে) তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে (এর সাথে দেখুন জবুর ১৮:৭-১৫; ৭৭:১৭১৮; ৮৩:১৫; ইশা ২৮:১৭; ৩০:৩০; ইয়ার ২৩:১৯; ৩০:২৩ আয়াত)।

১৩:১৮ কনুইয়ের জন্য বালিশ সেলাই করে। বস্তুত এই স্ত্রীলোকেরা কী করেছিল সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তারা কোন ধরনের তুকতাক বা জাদুমন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসে এ ধরনের জাদুটোনা এবং বদ রূহের সাহায্যে যে কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

১৩:১৯ আমাকে নাপাক করেছ। লেবীয় ১৮:২১ আয়াতের নোট দেখুন। *কয়েক মুষ্টি যব বা কয়েক টুকরা রুটির জন্য।* সামান্য লাভের জন্য ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াকে কিতাবুল মোকাদ্দসে সব সময়ই নিষেধ করা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ইয়ার ৬:১৩; ৮:১০; মিকাহ্ ৩:৫, ১১; প্রেরিত ৮:৯-২৪; ২ করি ২:১৭; তীত ১:১১)। এ সংক্রান্ত যথাযথ আচরণ বিষয়ে নির্দেশনা দেখুন ২ করি ১১:৭; ২ থিষ ৩:৮; ১ তীম

সমস্ত প্রাণী বাঁচবার যোগ্য নয়, তাদেরকে বাঁচাবার
জন্য, তোমরা আমার সেই লোকদেরকে মিথ্যা
কথা বলে থাক, যারা মিথ্যা কথা শুনে থাকে।
২০ অতএব সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, তোমাদের যে যে বালিশ দ্বারা তোমরা
পাখি শিকারের মত প্রাণ শিকার করে থাক, আমি
সেই সবের বিপক্ষ; আমি তোমাদের বাহু থেকে
সেসব বালিশ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলবো; এবং তোমরা
যাদেরকে পাখির মত শিকার করে থাক, আমি
সেসব প্রাণকে মুক্ত করবো; ২১ আর আমি
তোমাদের আবরণী ছিঁড়ে ফেলবো ও তোমাদের
হাত থেকে আমার লোকদেরকে উদ্ধার করবো;
তারা শিকারে ধরা পড়বার জন্য তোমাদের হাতে
আর থাকবে না; তাতে তোমরা জানবে যে,
আমিই মাবুদ। ২২ আমি যে ধার্মিককে বিষণ্ন করি
নি, তোমরা মিথ্যা কথা দ্বারা তার অন্তঃকরণ
দুঃখার্ত করেছ এবং দুষ্ট লোকের হাত সবল
করেছ, যেন সে জীবন পাবার জন্য নিজের কুপথ
থেকে না ফেরে; ২৩ এজন্য তোমরা মিথ্যা দর্শন
আর দেখবে না, মন্ত্র আর পড়বে না; এবং আমি
তোমাদের হাত থেকে আমার লোকদের উদ্ধার
করবো; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই
মাবুদ।

গুনাহ্‌র শাস্তির আবশ্যকতা

১৪ ১ পরে ইসরাইলের কয়েকজন প্রাচীন
আমার কাছে এসে আমার সম্মুখে
বসলো। ২ তখন মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ৩ হে মানুষের সন্তান, ঐ
লোকেরা নিজ নিজ মূর্তিকে নিজ নিজ হৃদয়ে ঠাঁই
দিয়েছে ও নিজ নিজ দৃষ্টির সম্মুখে রেখেছে যাতে
উচোট খেয়ে গুনাহ্‌ করে; আমি কি কোন মতে
ওদেরকে আমার কাছে অনুসন্ধান করতে দেব?
৪ অতএব তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ করে
ওদেরকে বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
ইসরাইল-কুলের যে কোন ব্যক্তি নিজের মূর্তিকে
হৃদয়ে ঠাঁই দেয় ও আমার দৃষ্টির সম্মুখে নিজের
অপরাধজনক বিঘ্ন রাখে এবং নবীর কাছে আসে,
সেই ব্যক্তিকে আমি মাবুদ তার যত মূর্তি আছে
সেই অনুসারে সেই বিষয়ে উত্তর দেব; ৫ যেন
আমি ইসরাইল-কুলকে তাদের হৃদয়রূপ ফাঁদে
ধরি, কেননা নিজ নিজ মূর্তিগুলোকে ভালবেসে
তারা সকলে আমার কাছ থেকে দূরে সরে
গেছে।
৬ অতএব তুমি ইসরাইল-কুলকে বল, সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা ফের, তোমাদের
মূর্তিগুলো থেকে বিমুখ হও, তোমাদের সমস্ত
ঘৃণার কাজ থেকে বিমুখ হও। ৭ কেননা
ইসরাইল-কুলের মধ্যে ও ইসরাইলে প্রবাসকারী
বিদেশীদের মধ্যে যে কেউ আমার কাছ থেকে
নিজেকে পৃথক করে, তার মূর্তিগুলোকে হৃদয়ে
স্থান দেয় ও তার দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করে যাতে
উচোট খেয়ে গুনাহ্‌ করে, সে যদি আমার কাছে
অনুসন্ধান করার জন্য নবীর কাছে আসে, তবে
আমি মাবুদ নিজে তাকে উত্তর দেব। ৮ ফলত
আমি সেই মানুষের বিরুদ্ধে মুখ রাখবো এবং
তাকে চিহ্ন ও প্রবাদের জন্য বিস্ময়াস্পদ করবো
এবং আমার লোকদের মধ্য থেকে তাকে মুছে
ফেলব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই
মাবুদ।
৯ কোন নবী যদি প্ররোচিত হয়ে কথা বলে, তবে
জেনো, আমিই মাবুদ সেই নবীকে প্ররোচনা
করেছি; আমি তার বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়িয়ে
আমার লোক ইসরাইলের মধ্য থেকে তাকে মুছে
ফেলব। ১০ এভাবে তারা নিজ নিজ অপরাধ

[১৩:২১] জবুর ৯১:৩।
[১৩:২২] ইশা ৯:১৫।
[১৩:২৩] নহি ৬:১২।
[১৪:১] ইহি ৮:১; ২০:১।
[১৪:৩] ইশা ১:১৫; ইহি ২০:৩১।
[১৪:৫] দ্বি:বি ৩২:১৫; ইহি ১৬:৪৫; হোশেয় ৫:৭; জাকা ১১:৮।
[১৪:৬] নহি ১:৯; ইয়ার ৩:১২; ৩৫:১৫।
[১৪:৭] হিজ ১২:৪৮; ২০:১০।
[১৪:৮] শুমারী ১৬:৩৮।
[১৪:৯] ১বাদশা ২২:২৩; ২খান্দান ১৮:২২; জাকা ১৩:৩।
[১৪:১১] ইশা ৫১:১৬।

৩:৩। *তাদেরকে হত্যা করার জন্য।* স্ত্রীলোকেরা তাদের বদ রূহের শক্তি দিয়ে অন্যায্য কাজ করেছে, এমনকি জীবন ও মৃত্যুর বিধানকেও তারা তাদের মত করে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছে।

১৪:১-১১ ইসরাইলীয়দের মধ্যকার যে মূর্তিপূজাকে আল্লাহ্‌ নিষিদ্ধ করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত রূপ নিল মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র এবাদতের পাশাপাশি ইসরাইলের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দেবতাদের পূজা করায় (পয়দা ২০:৯; হিজ ৩৪:১৫ আয়াত দেখুন)। লোকেরা মনে করেছিল সমস্ত দেবতাদেরকেই তাদের গুরুত্বের সাথে মান্য করা উচিত – যা ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র সাথে ইসরাইল জাতির নিয়মের প্রধান লঙ্ঘন (হিজ ২০:৩-৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। যারা জেরুশালেমে তখনও বসবাস করতো তাদের মধ্যেই শুধু এই চর্চা সীমাবদ্ধ থাকে নি; এই মিশ্র এবাদতের চর্চা বন্দীদশায় থাকা ইসরাইলীয়দের মধ্যেও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৪:১ ইসরাইলের কয়েকজন প্রাচীন। সম্ভবত এই উক্তির সাথে "এহুদার প্রাচীনবর্গ" কথাটিকে মেলানো যায় (৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:৩ নিজ নিজ মূর্তি। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *যাতে উচোট খেয়ে গুনাহ্‌ করে।* এখানে মূর্তিগুলোর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। *অনুসন্ধান করতে দেব?* এখানে নবীর কাছ থেকে আগত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বলা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১:১৬; ৩:১১; ৮:৮ আয়াত দেখুন)।

১৪:৪ আমি মাবুদ ... সেই বিষয়ে উত্তর দেব। কোন নবীর মধ্য দিয়ে নয়, বরং তিনি সরাসরি কাজ করবেন। মূর্তিপূজার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড (দ্বি.বি. ১৩:৬-১৮)।

১৪:৬ তোমরা ফের। নবী ইহিস্কেলের কাছ থেকে আসা মন ফেরানোর তিনটি আহ্বানের মধ্যে প্রথমটি। অন্য দুই বারে তিনি আল্লাহ্‌র এমন বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন যা থেকে কেউ রেহাই পাবে না (১৮:৩০; ৩৩:১১ আয়াত দেখুন)।

১৪:৯ প্ররোচনা করেছি। এখানে আল্লাহ্‌র লোকদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার বিষয়ে বলা হয়েছে (৩:২০ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯-২৩ আয়াত)।

১৪:১১ মূর্তিপূজার গুনাহে নিমজ্জিত ইসরাইলের উপরে আসন্ন বিচারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে: যেন ইসরাইল জাতি আবার আল্লাহ্‌র নিয়মের বিশ্বস্ততায় ফিরে আসে (২০:৩২-৪৪; এর সাথে তুলনা করুন ৩৩:১১ আয়াত)। *আমার লোক ... আমি তাদের আল্লাহ্‌।* নিয়মের বিশেষ একটি উক্তি (১১:২০

বহন করবে; অনুসন্ধান করতে আসা ঐ ব্যক্তি ও
নবী উভয়ের সমান অপরাধ হবে; ১১ যেন
ইসরাইল-কুল আর আমা থেকে বিপথগামী না
হয় এবং নিজেদের সমস্ত অধর্ম দ্বারা আর
নিজেদের নাপাক না করে; কিন্তু তারা যেন
আমার লোক হয় ও আমি তাদের আল্লাহ্‌ হই,
এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১২ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১৩ হে মানুষের সন্তান, কোন দেশ
বিশ্বাস ভঙ্গ দ্বারা আমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করলে
যখন আমি তার বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়িয়ে
দেই, তার খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করি ও তার মধ্যে
দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করে সেখানকার মানুষ ও পশু
উচ্ছিন্ন করি; ১৪ তখন তার মধ্যে যদি নূহ্‌,
দানিয়াল ও আইউব, এই তিন ব্যক্তি থাকে, তবে
তারা নিজ নিজ ধার্মিকতায় নিজ নিজ প্রাণমাত্র
রক্ষা করবে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১৫ আমি যদি দেশের সর্বত্র হিংস্র পশুদের প্রেরণ
করি ও তারা লোকদের নিঃসন্তান করে এবং দেশ
ধ্বংসস্থান ও পশুর ভয়ে পথিক-বিহীন হয়, অথচ
তার মধ্যে ঐ তিন ব্যক্তি থাকে, ১৬ সার্বভৌম
মাবুদ বলেন, আমার জীবনের কসম, তারাও পুত্র
কিংবা কন্যাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না,
কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে, কিন্তু দেশ
ধ্বংসস্থান হয়ে যাবে। ১৭ অথবা যদি আমি
দেশের বিরুদ্ধে তলোয়ার এনে বলি, ‘দেশের
সর্বত্র তলোয়ার গমন করুক,’ ১৮ আর সেখানকার
মানুষ ও পশু উচ্ছিন্ন করি, অথচ তার মধ্যে ঐ
তিন ব্যক্তি থাকে, সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার
জীবনের কসম, তারাও পুত্র কিংবা কন্যাদেরকে
উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার
পাবে। ১৯ অথবা আমি যদি সেই দেশে মহামারী
প্রেরণ করি এবং সেখানকার মানুষ ও পশু
উচ্ছিন্ন করার জন্য তার উপরে আমার গজব
ঢেলে রক্ত বইয়ে দিই, ২০ অথচ দেশের মধ্যে
নূহ্‌, দানিয়াল ও আইউব থাকে, সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, আমার জীবনের কসম, তারাও
পুত্র কিংবা কন্যাকে উদ্ধার করতে পারবে না;
নিজ নিজ ধার্মিকতায় নিজ নিজ প্রাণমাত্র উদ্ধার
করবে।
২১ কারণ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, এমন
যদি হয়, তবে আমি মানুষ ও পশু উচ্ছিন্ন করার
জন্য জেরুশালেমের বিরুদ্ধে আমার চারটি
ভয়ংকর শাস্তি, অর্থাৎ তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র
পশু ও মহামারী প্রেরণ করলে কি না ঘটবে?
২২ তবুও দেখ, তার মধ্যে কতকগুলো রক্ষা
পাওয়া লোক, পুত্র ও কন্যা, বাইরে আনা হবে;
দেখ, তারা তোমাদের কাছে আসবে এবং
তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ
দেখবে; তাতে আমি জেরুশালেমের উপরে
যেসব অমঙ্গল ঘটিয়েছি, তার উপর যা কিছু
উপস্থিত করেছি, সেই বিষয়ে তোমরা সান্ত্বনা
পাবে। ২৩ বস্তুত ওরা তোমাদেরকে সান্ত্বনা
দেবে; কেননা তাদের আচার-ব্যবহার ও
ক্রিয়াকলাপ দেখে তোমরা বুঝবে, আমি তার
মধ্যে যা করেছি, তার কিছুই অকারণে করি নি;
এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

আঙ্গুর গাছের দৃষ্টান্ত

১৫ ১ পরে মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের
সন্তান, অন্য সব গাছের চেয়ে আঙ্গুরলতার গাছ,
বনের গাছগুলোর মধ্যে আঙ্গুরলতার ডাল, কিসে
শ্রেষ্ঠ? ৩ কোন কাজের জন্য কি তা থেকে কাঠ
গ্রহণ করা যায়? কিংবা কোন পাত্র ঝুলাবার জন্য

[১৪:১৩] মেসাল ১৩:২১।
[১৪:১৪] পয়দা ৬:৯; আইউ ৪২:৯; ইয়ার ১৫:১; ইহি ৩:১৯; ১৮:২০।
[১৪:১৫] লেবীয় ২৬:২২।
[১৪:১৬] পয়দা ১৯:২৯; ইহি ১৮:২০।
[১৪:১৭] লেবীয় ২৬:২৫; ইয়ার ২৫:২৭; ৪২:১৬।
[১৪:১৯] ইশা ৩৪:৩।
[১৪:২০] আয়াত ১৪।
[১৪:২১] ইশা ৩১:৮; ৩৪:৬; ৬৬:১৬; ইহি ২১:৩, ১৯।
[১৪:২২] ইয়ার ৪১:১৬।
[১৪:২৩] ইয়ার ২২:৮-৯; ইহি ৮:৬-১৮; ৯:৯।
[১৫:২] জবুর ৮০:৮-১৬; ইশা ৫:১-৭; ২৭:২-৬; ইয়ার ২:২১; হোশেয় ১০:১; ইউ ১৫:২।
[১৫:৩] ইশা ২২:২৩।
[১৫:৪] ইহি ১৭:৩-১০; ১৯:১৪; ইউ

আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:১২-২৩ ইসরাইল জাতির অবশ্যই এ কথা জানা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌র এই বিচার সাধন করা হচ্ছে অবিশ্বস্ত এক জাতির উপরে, যাকে আর কোন অবস্থাতেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, যা জেরুশালেমের ক্ষেত্রে সত্যি হয়েছিল (তুলনা করুন ইয়ার ১৫:১ আয়াত ও নোট)। এখানে যে চারটি বিচারের কথা বলা হয়েছে তা নবী ইহিস্কেলের কিতাবে মাঝে মাঝেই দেখা যায়: দুর্ভিক্ষ (আয়াত ১৩), বন্য পশু (আয়াত ১৫), তলোয়ার (আয়াত ১৭) এবং মহামারী (আয়াত ১৯; আরও দেখুন আয়াত ২১ এবং ৫:১৬-১৭ আয়াতের নোট)।

১৪:১৪,২০ হযরত নূহ্‌, হযরত দানিয়াল এবং হযরত আইউব। এই তিন প্রাচীন ব্যক্তি বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের ধার্মিকতার কথা ও কাজের জন্য। এখানে সম্ভবত অন্য একজন দানিয়ালের কথা বলা হয়েছে (উগারিত সাহিত্য অনুসারে এখানে একজন সম্মানিত “দানেল” এর কথা বলা হয়েছে) যেহেতু এই কিতাবটি যখন রচনা করা হয় তখনও দানিয়ালের ধার্মিকতার কথা সর্বজন বিদিত হয় নি (দানিয়াল ও ইহিস্কেল সমসাময়িক ছিলেন; দানি ১:১ আয়াত দেখুন)।

১৪:২০ পুত্র কিংবা কন্যাকে। যখন আল্লাহ্‌ কোন জাতিকে বিচার করার জন্য আসেন তখন কেউ অন্যের ধার্মিকতার কারণে নিজে পার পাবে না – এমন কি নিজেদের পিতা মাতার ধার্মিকতাও তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না।

১৪:২৩ তোমাদেরকে। বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ এখানে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় থাকা লোকদের কথা বোঝানো হয়েছে। যখন বন্দীদশায় থাকা লোকেরা জেরুশালেম থেকে ব্যাবিলনে আসা মন্দতা দেখতে পেল তখন তারা বুঝতে পারল তাদের নগরীর উপরে আল্লাহ্‌র সধিত বিচার যথার্থই ন্যায্য ছিল।

১৫:১-৮ আল্লাহ্‌ জেরুশালেমকে তুলনা করেছেন একটি আঙ্গুর ক্ষেতের সাথে (তুলনা করুন জবুর ৮০:৮-১৬ আয়াত ও নোট) যাতে কোন আঙ্গুর ধরে নি এবং সে কারণে সমস্ত আঙ্গুর গাছ জ্বালানী ছাড়া আর কোন কাজেই আসবে না।

১৫:৩ পাত্র ঝুলাবার জন্য কি তা দিয়ে গোঁজ তৈরি করা যায়? ইশা ২২:২৩-২৫ আয়াত দেখুন।

১৫:৪ এর পর কি তা কোন কাজে লাগবে? নবী ইশাইয়া (৫:১-৭) এবং নবী ইয়ারমিয়া (২:২১) ভাল ফল দানে ইসরাইল জাতির ব্যর্থতায় আল্লাহ্‌র হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন, সেখানে নবী ইহিস্কেল ইসরাইল জাতি কোনভাবে কোন কাজে না

BACIB International Bible CHURCH

কি তা দিয়ে গোঁজ তৈরি করা যায়? ৪ দেখ, তা
জ্বালানী কাঠ হিসেবে আগুনে ফেলে দেওয়ার পর
আগুন তার দুই দিক পুড়িয়ে ফেলল; এর
মাঝখানটাও পুড়ে গেল; এর পর কি তা কোন
কাজে লাগবে? ৫ দেখ, অবিকল থাকতে তা কোন
কাজে লাগতো না, তবে যখন আগুন তা খেয়ে
ফেলল, পুড়িয়ে দেওয়া হল, তখন তা কি কোন
কাজে লাগতে পারবে?
৬ অতএব সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
আমি যেমন জ্বালানী কাঠ হিসেবে বনের
গাছগুলোর মধ্যে আঙ্গুরলতার গাছ দিয়েছি,
তেমনি জেরুশালেম-নিবাসী লোকদেরকে
দিলাম। ৭ আমি তাদের বিরুদ্ধে মুখ রাখবো;
আগুন থেকে রক্ষা পেলেও আগুন তাদের গ্রাস
করবে; যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে মুখ রাখি,
তখন তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ। ৮ আর
আমি দেশ ধ্বংসস্থান করবো, কারণ তারা বিশ্বাস
ভঙ্গ করেছে; এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

ইহুদীদের ভ্রষ্টতার বর্ণনা

১৫:৬।
[১৫:৭] লেবীয় ২৬:১৭; জবুর ৩৪:১৬; ইহি ১৪:৮।
[১৫:৮] ইহি ১৭:২০; ১৮:২৪।
[১৬:২] ইশা ৫৭:১২; ইহি ২৩:৩৬।
[১৬:৩] পয়দা ১১:২৫-২৯; ইহি ২১:৩০।
[১৬:৪] হোশেয় ২:৩।
[১৬:৬] হিজ ১৯:৪; ইহি ১৮:২৩, ৩২।
[১৬:৭] দ্বি:বি ১:১০।

১৬
১ পরে মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের
সন্তান, তুমি জেরুশালেমকে তার ঘৃণার
কাজগুলোর কথা জানাও। ৩ তুমি বল, সার্বভৌম
মাবুদ জেরুশালেমকে এই কথা বলেন, তোমার
উৎপত্তি ও জন্মস্থান কেনানীয়দের দেশ, তোমার
পিতা আমোরীয় ও মা হিত্তীয়া। ৪ তোমার
জন্মের বৃত্তান্ত এই; তুমি যেদিন জন্মেছিলে,
তোমার নাড়ি কাটা হয় নি এবং তোমাকে
পরিষ্কার করার জন্য পানিতে গোসল করান হয়
নি, তুমি লবণ মাখানো বা পটিতে বেষ্টিত হও
নি। ৫ তোমার প্রতি কেউ স্নেহদৃষ্টি করে কৃপা
সহকারে এর কোন কাজ করে নি, কিন্তু তুমি
জন্মদিনে তোমার স্বাভাবিক ঘৃণাযুক্ত অবস্থায়
মাঠে নিক্ষিপ্তা হয়েছিলে।
৬ আর আমি তোমার কাছ দিয়ে যাবার সময়
তোমাকে তোমার রক্তের মধ্যে ছটফট করতে
দেখলাম এবং তোমাকে বললাম, ‘তুমি নিজের
রক্তে লিপ্তা হলেও জীবিত হও,’ হ্যাঁ, তোমাকে
বললাম, ‘তুমি নিজের রক্তে লিপ্তা হলেও জীবিত

আসায় দুঃখ প্রকাশ করছেন।

১৫:৭ আগুন থেকে রক্ষা পেলেও। এখানে ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমের বন্দীদশার কথা বলা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ইসরাইল জাতি বন্দীদশায় গিয়েছিল এবং নবী ইহিস্কেলও এর একটি অংশ ছিলেন (১:২; ২ বাদশাহ্‌ ২৪:১০-১৬ আয়াত দেখুন)। *আগুন তাদের গ্রাস করবে।* আরেকটি ধ্বংসাত্মক আক্রমণ – যার কথা নবী ইহিস্কেল ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই তবলিগ করেছিলেন (৫:২, ৪; ১০:২, ৭ আয়াত দেখুন)।

১৬:১-৬৩ জেরুশালেমের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের সম্পূর্ণ ইতিহাসকে চিত্রিত করা হয়েছে একদিকে নগরীটির প্রতি মাবুদের মহানুভবতা ও মহত্ত্বতের কথা ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে এবং অন্য দিকে তাঁর প্রতি নগরীর অধিবাসীদের চূড়ান্ত অবিশ্বস্ততা ও অবাধ্যতার বিষয়গুলো ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে। এখানে জেরুশালেমকে অন্যান্য নগরীর তুলনায় রাজকীয় নগরী হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং তাকে সমস্ত জাতিদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে জেরুশালেম হচ্ছে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্বাচিত নগরী যাকে আল্লাহ্‌ তাঁর এবাদতখানা নির্মাণের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন (১ বাদশাহ্‌ ৯:৩; ২ খান্দান ৭:১-৩; জবুর ৬৮:১৬; ৭৮:৬৮-৬৯; ১৩২:১৩-১৬ আয়াত দেখুন) এবং তিনি তাকে “মহান বাদশাহ্‌র নগরী” হিসেবে উত্থিত করেছেন (জবুর ৪৮:২ আয়াত দেখুন), যা মানুষের উপরে তাঁর বাদশাহী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুনিয়ায় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্থাপিত হবে (৫:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। তিনি প্রতীকী অর্থে তাকে বিয়ে করেছিলেন (আয়াত ৮ ও নোট দেখুন) এবং তাকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। কিন্তু সে মিথ্যা ও অসার দেবতাদের দিকে মন ফেরাল এবং অন্যান্য বড় জাতিদের কাছে গিয়ে সে তার প্রয়োজন মেটাতে চাইল ও তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করল (মিসর, আয়াত ২৬; আশেরিয়া, আয়াত ২৮; এবং ব্যাবিলন, আয়াত ২৯) যেন তারা তাকে নিরাপত্তা দান করে। সে কারণে আল্লাহ্‌ তাকে তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ততার দোষে দোষী করলেন, ঠিক যেন একজন জেনাকারী স্ত্রীর মত (হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৬:৩ তোমার উৎপত্তি ও জন্মস্থান। ইসরাইল জাতির পত্তনের আগেই জেরুশালেমের শতাব্দী প্রাচীন এক ইতিহাস ছিল (পয়দা ১৪:১৮; হেদায়েত ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ইসরাইল জাতির সম্পূর্ণ বিজয় লাভের আগে এই নগরীটি দীর্ঘ কাল অপরাজিত ছিল (ইউসা ১৫:৬৩ আয়াত দেখুন)। বাদশাহ্‌ দাউদ এই নগরীটি জয় করার পরই পুরো কেনান দেশ ইসরাইলীয়দের অধিকারে আসে (২ শামু ৫:৬-৯)। *তোমার পিতা … মা।* এখানে জেরুশালেমের ন-ইসরাইলীয় আদি উৎসের কথা বলা হয়েছে, কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা বোঝানো হয় নি। *আমোরীয়।* তুলনা করুন আয়াত ৪৫। কেনানীয়দের মত আমোরীয়দেরও ইসরাইল জাতির পত্তনের অনেক আগে থেকেই দীর্ঘ ইতিহাস ছিল এবং এরা ছিল কেনানের সেমিটিক বংশোদ্ভূত অধিবাসী (পয়দা ১০:১৬ আয়াত ও নোট; ৪৮:২২; ইউসা ৫:১ আয়াত ও নোট; ১০:৫; কাজী ১:৩৪-৩৬ আয়াত দেখুন)। *হিট্টীয়।* হিট্টীয়রা ছিল কেনানের নন সেমিটিক বংশোদ্ভূত আদি অধিবাসী, যারা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এশিয়া মাইনরে বিস্তার লাভ করে (পয়দা ১০:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৩:১০-২০; ২৬:৩৪; ১ শামু ২৬:৬; ২ শামু ১১:২-২৭; ১ বাদশাহ্‌ ১১:১ আয়াত দেখুন)।

১৬:৪ লবণ মাখানো। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দেও আরবীয় অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের রীতির প্রচলন দেখা যায়। *পটিতে বেষ্টিত।* দেখুন লূক ২:৭ আয়াত।

১৬:৫ মাঠে নিক্ষিপ্তা হয়েছিলে। মৃত্যুবরণ করার জন্য ফেলে রাখা হয়েছিল। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠানে নবজাতকদের প্রতি এ ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য ছিল, যা ইসরাইলীয়দের কাছে ঘৃণ্য কাজ ছিল।

১৬:৬ রক্তের মধ্যে। সন্তান প্রসবের জন্য সৃষ্ট রক্ত। *জীবিত হও।* যা সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর প্রতি আল্লাহ্‌র মৌলিক ইচ্ছা, তা এক কথায় এখানে প্রকাশ করা হয়েছে (১৮:২৩, ৩২; ১ তীমথি ২:৪; ২ পিতর ৩:৯ আয়াত দেখুন)।

হও।' ৭ আমি তোমাকে ক্ষেতের চারার মত
অনেক বড় করে তুললাম, তাতে তুমি বৃদ্ধি পেয়ে
বড় হয়ে উঠলে, খুব সুন্দরী হয়ে উঠলে, তোমার
স্তনযুগল সুগঠিত ও চুল দীর্ঘ হল; কিন্তু তুমি
বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলে।
৮ তখন আমি তোমার কাছ দিয়ে যাবার সময়
তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম, দেখ, তোমার
সময় প্রেমের সময়, এজন্য আমি তোমার উপরে
আমার কাপড় মেলে দিয়ে তোমার উলঙ্গতা ঢেকে
দিলাম; এবং আমি শপথ করে তোমার সঙ্গে
নিয়ম স্থির করলাম, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন, তাতে তুমি আমার হলে। ৯ পরে আমি
তোমাকে পানিতে গোসল করালাম, তোমার
শরীর থেকে সমস্ত রক্ত ধুয়ে দিলাম, আর তেল
লাগিয়ে দিলাম। ১০ আর আমি তোমাকে বিচিত্র
পোশাক পরালাম, শুশুকের চামড়ার জুতা
পরালাম এবং তোমাকে মসীনা কাপড়ে জড়ালাম
ও রেশমের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। ১১ পরে
তোমাকে নানা গহনা দিয়ে সাজালাম, তোমার
হাতে কঙ্কণ ও গলদেশে হার দিলাম। ১২ আমি
তোমার নাকে নথ, কানে দুল ও মাথায় সুন্দর
মুকুট দিলাম। ১৩ এভাবে তুমি সোনা ও রূপা
দিয়ে সাজলে; তোমার কাপড় মসীনা সুতা ও
রেশম দ্বারা তৈরি এবং শিল্পকর্মে বিচিত্র হল, তুমি
মিহি সুজি, মধু ও তেল ভোজন করতে এবং
পরম-সুন্দরী হয়ে অবশেষে রাণীর পদ পেলে।
১৪ আর তোমার সৌন্দর্যের জন্য জাতিদের মধ্যে
তোমার কীর্তি ছড়িয়ে গেল, কেননা আমি
তোমাকে যে শোভা দিয়েছিলাম, তা দ্বারা
তোমার সৌন্দর্য সিদ্ধ হয়েছিল, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১৫ পরে তুমি তোমার সৌন্দর্যে নির্ভর করে
নিজের সুনামের কারণে জেনাকারিণী হলে; যে
কেউ কাছ দিয়ে যেত, তার উপরে তোমার
ব্যভিচাররূপ পানি সেচন করতে; সেটা তারই
ভোগ্য হত। ১৬ আর তুমি তোমার কোন কোন
কাপড় নিয়ে নিজের জন্য চিত্র বিচিত্র উচ্চস্থলী
প্রস্তুত করে তার উপরে পতিতাবৃত্তি করতে;
এরকম হওয়া উচিত ছিল না, হবারও কথাও
ছিল না। ১৭ আর আমার সোনা ও আমার রূপা
দিয়ে তৈরি যেসব গহনা আমি তোমাকে
দিয়েছিলাম তুমি তা নিয়ে পুরুষাকৃতি মূর্তি তৈরি
করে তাদের সঙ্গে জেনা করতে। ১৮ আর তুমি
আমার বিচিত্র পোশাকগুলো নিয়ে তাদেরকে
পরাতে এবং আমার তেল ও ধূপ তাদের সম্মুখে
রাখতে। ১৯ আর আমি তোমাকে আমার যে
খাদ্য দিয়েছিলাম, যে মিহি সুজি, তেল ও মধু
তোমাকে খেতে দিয়েছিলাম, তা তুমি খোশবুর
জন্য তাদের সম্মুখে রাখতে; এ-ই করা হত, এই
কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ২০ আর তুমি,

[১৬:৮] ইয়ার ১১:১০; মালা ২:১৪।
[১৬:৯] রূত ৩:৩।
[১৬:১০] হিজ ২৬:৩৬; ইশা ১৯:৯।
[১৬:১১] পয়দা ৪১:৪২।
[১৬:১২] মেসাল ১:৯; ইশা ৩:১৯।
[১৬:১৩] ইষ্টের ৫:১।
[১৬:১৪] ১বাদশা ১০:২৪।
[১৬:১৫] ইশা ৫৭:৮; ইয়ার ২:২০।
[১৬:১৬] ইশা ৫৭:৭।
[১৬:১৭] হোশেয় ২:১৩।
[১৬:১৮] ইয়ার ৪৪:৫।
[১৬:১৯] হোশেয় ২:৮।
[১৬:২০] জবুর ১০৬:৩৭-৩৮; ইশা ৫৭:৫।

১৬:৮ আমার কাপড় মেলে দিয়ে। এখানে প্রতীকী অর্থে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বোঝানো হয়েছে (দ্বি.বি. ২২:৩০; রূত ৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *নিয়ম।* যেহেতু এই যুবতী নারীটি হচ্ছে জেরুশালেম, সে কারণে এখানে সিনাই পর্বতে স্থাপিত নিয়মের কথা বোঝানো হচ্ছে না, বরং এই প্রতীকী বিয়ের নিয়মকে বোঝানো হয়েছে (মালাখি ২:১৪ আয়াত দেখুন)।

১৬:৯ সমস্ত রক্ত ধুয়ে দিলাম। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার ও পরিপক্কতা লাভের চিহ্ন।

১৬:১০ বিচিত্র পোশাক ... শুশুকের চামড়ার জুতা ... মসীনা কাপড় ... রেশমের কাপড়। এর মধ্য দিয়ে সবচেয়ে দামী ও আরামদায়ক পোশাকের কথা বোঝানো হয়েছে। *বিচিত্র পোশাক।* দেখুন ২৭:১৬, ২৪ আয়াত; রঙ্গিন ও কারুকাজ করা পোশাক যা একজন রাণীকেই মানায় (জবুর ৪৫:১৪ আয়াত দেখুন)। *শুশুকের চামড়ার জুতা।* এই একই ধরনের চামড়া দিয়ে আবাস তাঁবুর আবরণ তৈরি করা হয়েছিল (হিজ ২৫:৫; ২৬:১৪ আয়াত দেখুন)।

১৬:১১ *তোমার হাতে কঙ্কণ।* পয়দা ২৪:২২ আয়াত দেখুন।

১৬:১২ নাকে নথ। এই নথ নাক ফুটো করে পরা হত না, বরং নাকের ত্বকের উপরে চাপ দিয়ে লাগানো যায় এমন অলঙ্কার হিসেবে পরা হত (পয়দা ২৪:৪৭ আয়াত দেখুন)। *দুল।* কানে পরার জন্য গোলাকৃতির অলঙ্কার, যা পুরুষরা পরতো (শুমারী ৩১:৫০)। পয়দা ৩৫:৪; হিজ ৩২:২-৩ আয়াতে এই শব্দটির জন্য যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার সাথে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের পার্থক্য রয়েছে। *মুকুট।* বিয়ের সময় যে পাগড়ী পরা হয় (সোলায়মানের গজল ৩:১১ আয়াতর দেখুন, যেখানে বর এই মুকুট পরেছে)।

১৬:১৩ সোনা ও রূপা। এর সাথে তুলনা করুন হোসিয়া ২:৮ আয়াত। *তেল।* তুলনা করুন হোসিয়া ২:৮ আয়াত। মধু ও তেলের এক সাথে ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন দ্বি.বি. ৩২:১৩ আয়াত। *মিহি সুজি।* সাধারণত এটি কোরবানীর জন্য ব্যবহার করা হত, এজন্য এটি অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল (আয়াত ১৯; ৪৬:১৪ দেখুন)। *পরম-সুন্দরী হয়ে।* এর সাথে তুলনা করুন ইফি ৫:২৭ আয়াত দেখুন।

১৬:১৪ তোমার কীর্তি। বিশেষ করে বাদশাহ্‌ দাউদ ও বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সময়ে।

১৬:১৫ নিজের সুনামের কারণে। বিশেষত প্রতীকী অর্থে যৌন আবেদনের কথা বোঝানো হয়েছে। এই অংশের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু ক্রিয়া পদ ও বিশেষ্য পদ এই অধ্যায়টিতে ২৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। *যে কেউ কাছ দিয়ে যেত।* এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ৩৮:১৪-১৬ আয়াত।

১৬:১৬ কাপড়। এর আগে মাবুদ আল্লাহ্‌ যে সমস্ত দান দিয়েছিলেন সেগুলো দিয়ে জেরুশালেম এই পতিতাবৃত্তি করেছিল। আশেরা দেবীর পূজা করার জন্য বিশেষ কাপড় প্রয়োজন হত (২ বাদশাহ্‌ ২৩:৭ আয়াত দেখুন)। এগুলো দিয়ে পর্দা বা বিছানা প্রস্তুত করতেও ব্যবহার করা হত (আমোস ২:৭-৮ আয়াত দেখুন)।

১৬:২০ তোমার যে পুত্রকন্যাদের ... কোরবানী করেছ। দেখুন ২০:২৬, ৩১ আয়াত ও নোট; ২৩:৩৭; ২ বাদশাহ্‌ ২১:৬; ২৩:১০; ইয়ার ৭:৩১ আয়াত ও নোট; ১৯:৫; ৩২:৩৫ আয়াত। সন্তানদের কোরবানী করা সম্পর্কিত শরীয়ত জানতে দেখুন লেবীয় ১৮:২১; দ্বি.বি. ১৮:১০; এর সাথে তুলনা করুন

আমার জন্য প্রস্তুত তোমার যে পুত্রকন্যাদের, তাদেরকে নিয়ে খাদ্যরূপে ওদের কাছে কোরবানী করেছ। [২১] তোমার জেনা কি ক্ষুদ্র বিষয় যে, তুমি আমার সন্তানদেরকেও জবেহ্ করে কোরবানী করেছ ও আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করিয়েছ? [২২] নিজের সমস্ত ঘৃণার কাজে ও জেনায় মগ্ন হওয়াতে তুমি তোমার যৌবনাবস্থার সেই সময় স্মরণ কর নি, যখন তুমি বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলে, নিজের রক্তে ছট্‌ফট্‌ করছিলে।

[২৩] আর তোমার এসব দুষ্কার্যের পরে— সার্বভৌম মাবুদ বলেন, ধিক্‌, ধিক্‌ তোমাকে। [২৪] তুমি নিজের জন্য উঁচু স্থান নির্মাণ করেছ এবং প্রত্যেক চকে উঁচু স্থান প্রস্তুত করেছ। [২৫] প্রত্যেক পথের মাথায় তুমি তোমার উঁচু স্থান নির্মাণ করেছ, তোমার সৌন্দর্যকে ঘৃণার বস্তু করেছ, প্রত্যেক পথিকের জন্য নিজের পা খুলে দিয়েছ এবং তোমার বেশ্যাক্রিয়া বাড়িয়ে তুলেছ। [২৬] আরও তুমি তোমার প্রতিবেশী স্থূলমাংস মিসরীয়দের সঙ্গে জেনা করেছ এবং আমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য তোমার পতিতাবৃত্তি আরও বাড়িয়েছ। [২৭] এজন্য দেখ, আমি তোমার উপরে হাত বাড়িয়ে তোমার নিরূপিত বৃত্তি খর্ব করলাম; এবং যারা তোমাকে হিংসা করে, যে ফিলিস্তিনীদের কন্যারা তোমার কুকর্মের ব্যবহারে লজ্জিতা হয়েছে, তাদের হাতে তোমাকে তুলে দিলাম। [২৮] আরও তুমি তৃপ্ত না হওয়াতে আসেরীয়দের সঙ্গে পতিতাবৃত্তি করেছ; কিন্তু তাদের সঙ্গে জেনা করলেও তৃপ্ত হও নি। [২৯] আর তুমি বাণিজ্যের দেশ কল্‌দিয়া পর্যন্ত তোমার জেনার কাজ বৃদ্ধি করেছ, কিন্তু এতেও তৃপ্ত হলে না।

[৩০] সার্বভৌম মাবুদ বলেন, তোমার হৃদয় কেমন দুর্বল! তুমি তো এ সব করেছ, এ উদ্ধত পতিতার কাজ; [৩১] তুমি প্রত্যেক পথের মাথায় তোমার উঁচু স্থান নির্মাণ করেছ, প্রত্যেক চকে তোমার উঁচু স্থান প্রস্তুত করেছ; এতে তুমি পতিতার মত হও নি; তুমি তো পণ অবজ্ঞা করেছ। [৩২] জেনাকারীণী স্ত্রী! তুমি তোমার স্বামীর পরিবর্তে পরপুরুষকে গ্রহণ করে থাক। [৩৩] লোকে সব পতিতাকেই টাকা দেয়, কিন্তু তুমি তোমার প্রেমিকমাত্রকেই উপহার দিয়েছ এবং তোমার পতিতাবৃত্তিক্রমে তারা যেন সমস্ত দিক থেকে তোমার কাছে আসে, এজন্য তাদেরকে ঘুষ দিয়েছ। [৩৪] এতে অন্যান্য স্ত্রী থেকে তোমার পতিতাবৃত্তি বিপরীত; বস্তুত লোকেরা জেনা করার জন্য তোমার পিছনে যায় না, আর তুমি কিছু পণ না নিয়ে পণ দিয়ে থাক, এতেই তোমার কাণ্ড বিপরীত।

[৩৫] অতএব, হে পতিতা, মাবুদের কালাম শোন; [৩৬] সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তোমার লজ্জাস্থান খুলে দেওয়া হয়েছে এবং তোমার প্রেমিকদের সঙ্গে তোমার জেনা হেতু তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হয়েছে, সেজন্য এবং তোমার সমস্ত ঘৃণার মূর্তির জন্য, আর তুমি তাদেরকে যে রক্ত দিয়েছ, তোমার সন্তানদের সেই রক্তের জন্য, [৩৭] দেখ, আমি তোমার সেসব প্রেমিককে একত্র করবো, যাদের সঙ্গে তুমি মিলিত হয়েছ এবং যাদেরকে তুমি মহব্বত করেছ ও যাদেরকে হিংসা করেছ; তোমার বিরুদ্ধে চারদিক থেকে তাদেরকে একত্র করবো, পরে তাদের সম্মুখে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত করবো, তাতে তারা তোমার সমস্ত উলঙ্গতা দেখবে। [৩৮] আর সতী ধর্মভ্রষ্টা ও রক্তপাতকারিণী স্ত্রীলোকদের বিচারের মত আমি তোমার বিচার করবো এবং ক্রোধ ও

[১৬:২১] ২বাদশা ১৭:১৭; ইয়ার ১৯:৫।
[১৬:২৪] জবুর ৭৮:৫৮; ইয়ার ২:২০; ৩:২; ৪৪:২১।
[১৬:২৫] মেসাল ৯:১৪।
[১৬:২৬] ইশা ২৩:১৭।
[১৬:২৬] ১বাদশা ১৪:৯; ইহি ৮:১৭।
[১৬:২৭] ২খান্দান ২৮:১৮।
[১৬:২৮] ২বাদশা ১৬:৭।
[১৬:২৯] ইয়ার ৩:১; ইহি ২৩:১৪-১৭।
[১৬:৩০] ইয়ার ৩:৩।
[১৬:৩৩] পয়দা ৩০:১৫।
[১৬:৩৬] ইয়ার ১৯:৫; ইহি ২৩:১০।
[১৬:৩৭] ইশা ৪৭:৩; ইয়ার ১৩:২২; ইহি ২৩:২২; হোশেয় ২:১০; ৮:১০; প্রকা ১৭:১৬।
[১৬:৩৮] পয়দা ৩৮:২৪।
[১৬:৩৯] ইহি ২১:৩১; হোশেয় ২:৩।

লেবীয় ২০:২-৫; দ্বি.বি. ১২:৩১।

১৬:২৪ উঁচু স্থান ... প্রস্তুত করেছ। শুধুমাত্র গ্রাম্য পাহাড়ী এলাকায় নয়, খোদ জেরুশালেম নগরীতেই এ ধরনের পূজার জন্য উঁচু স্থান নির্মিত হয়েছিল।

১৬:২৬-২৯ মিসরীয় ... ফিলিস্তিনী ... আশেরীয় ... কল্‌দিয়া। ক্রমান্বয়ে এই চারটি পরাশক্তির সাথে ইসরাইলের মিত্রতা স্থাপনের ইতিহাস সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৬:২৬ প্রতিবেশী। পুরাতন নিয়মের অন্য আর কোন স্থানে মিসরীয়দেরকে প্রতিবেশী বলা হয় নি। *স্থূলমাংস।* ২৩:২০ আয়াত দেখুন। এই শব্দটির মধ্য দিয়ে জেরুশালেমের স্বধর্ম ত্যাগের কারণে আল্লাহ্‌ ও নবী ইহিস্কেল উভয়ের বিতৃষ্ণার কথা বোঝানো হয়েছে।

১৬:২৭ তোমার নিরূপিত বৃত্তি খর্ব করলাম। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেম অবরোধ করার পর আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ সনহেরীব জেরুশালেমের কিছু অংশ ফিলিস্তিনীদের হাতে তুলে দেন। *তোমার কুকর্মের ব্যবহারে লজ্জিতা হয়েছে।* তুলনা করুন আমোস ৩:৯, ১৩ আয়াত ও নোট।

১৬:২৯ *বাণিজ্যের দেশ কল্‌দিয়া।* প্রকা ১৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে প্রকা ১৮:১১-১৯, ২৩ আয়াত দেখুন।

১৬:৩২ তোমার স্বামী। অর্থাৎ স্বয়ং মাবুদ আল্লাহ্‌ (আয়াত ৮ ও নোট দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৩:১৪; ৩১:৩২; হোসিয়া ২:১৬-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট)।

১৬:৩৩ তুমি তোমার প্রেমিকমাত্রকেই উপহার দিয়েছ। এখানে জেরুশালেমের ভ্রষ্টতাকে জেনার চেয়েও ভয়ঙ্করভাবে প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ৩৪ দেখুন)।

১৬:৩৭ তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত করবো। এখানে বিয়ের ওয়াদাকে বিপরীতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ৮) এবং ৭ আয়াতে যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে সেখানে ফিরে যাওয়া হয়েছে।

১৬:৩৮ আমি তোমার বিচার করবো। শরীয়ত অনুসারে এই বিচারের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড (দেখুন লেবীয় ২০:১০; দ্বি.বি. ২২:২২) যা পাথর ছুঁড়ে মেরে কার্যকর করা হত (দ্বি.বি. ২২:২১-২৪; ইউ ৮:৫-৭ আয়াত দেখুন)। *ক্রোধ ও অন্তর্জ্বালা।* আয়াত ৪২ দেখুন; এর সাথে হিজ ২০:৫; জাকা ১:১৪ আয়াতও দেখুন।

১৬:৩৯ তোমার উঁচু স্থান। দেখুন আয়াত ২৪-২৫।

অন্তর্জ্বালার রক্ত তোমার উপরে উপস্থিত করবো। ৩৯ আর আমি তাদের হাতে তোমাকে তুলে দেব, তাতে তারা তোমার উঁচু স্থান ভেঙ্গে ফেলবে, তোমার উঁচু স্থানগুলো উৎপাটন করবে, তোমাকে বিবস্ত্রা করবে এবং তোমার গহনাগুলো হরণ করবে; তারা তোমাকে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী করে রাখবে। ৪০ আর তারা তোমার বিরুদ্ধে জনসমাজ আনবে, পাথর ছুঁড়ে তোমাকে হত্যা করবে ও নিজ নিজ তলোয়ার দ্বারা বিদ্ধ করবে; ৪১ এবং তোমার বাড়িগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবে ও অনেক স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে তোমাকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেবে; এভাবে আমি তোমার জেনার কাজ বন্ধ করাব; তুমি আর পণ দেবে না। ৪২ আমি তোমার প্রতি আমার ক্রোধ চরিতার্থ করে শান্ত হব, তাতে তোমার উপর থেকে আমার অন্তর্জ্বালা যাবে, আমি ক্ষান্ত হব, আর অসন্তুষ্ট হব না। ৪৩ তুমি তোমার যৌবনাবস্থা স্মরণ কর নি, কিন্তু এসব বিষয়ে আমাকে ক্রুদ্ধ করেছ; এজন্য দেখ, আমিও তোমার কাজের ফল তোমার মাথায় দেব, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন; ঐ সমস্ত ঘৃণার আচরণের পরে তুমি আর কুকর্ম করবে না।

৪৪ দেখ, যে কেউ প্রবাদ ব্যবহার করে, সে তোমার বিরুদ্ধে এই প্রবাদ ব্যবহার করবে, 'যেমন মা তেমনি কন্যা'। ৪৫ তুমি তোমার মায়ের কন্যা, সেও তার স্বামীকে ও সন্তানদেরকে ঘৃণা করতো; এবং তুমি নিজের বোনদের বোন, তারাও নিজ নিজ স্বামী ও সন্তানদেরকে ঘৃণা করতো; তোমাদের মা হিত্তীয়া ও তোমাদের পিতা আমোরীয় ছিল। ৪৬ তোমার বড় বোন সামেরিয়া, সে তার কন্যাদের সঙ্গে তোমার বামদিকে বাস করে; এবং তোমার ছোট বোন সাদুম, সে তার কন্যাদের সঙ্গে তোমার ডানদিকে বাস করে। ৪৭ কিন্তু তুমি যে তাদের পথে চলেছ ও তাদের ঘৃণার কাজ করেছ, তা নয়, বরং সেটি লঘু বিষয় বলে নিজের সমস্ত আচার-ব্যবহারে তাদের থেকেও ভ্রষ্টা হয়েছ। ৪৮ সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার জীবনের কসম, তোমার বোন সাদুম ও তার কন্যারা তোমার মত ও তোমার কন্যাদের মত কাজ করে নি। ৪৯ দেখ, তোমার বোন সাদুমের এই অপরাধ ছিল; তার ও তার কন্যাদের অহংকার, খাদ্য সামগ্রীর পূর্ণতা এবং নিশ্চিন্ততাযুক্ত শান্তি ছিল; আর সে দুঃখী ও দরিদ্রের হাত সবল করতো না। ৫০ তারা অহঙ্কারিণী ছিল ও আমার সাক্ষাতে ঘৃণার কাজ করতো, অতএব আমি তা দেখে তাদেরকে দূর করলাম। ৫১ আর সামেরিয়া তোমার গুনাহ্‌র অর্ধেক গুনাহ্‌ও করে নি, কিন্তু তুমি তোমর ঘৃণার কাজ তাদের থেকেও বেশি বাড়িয়েছ এবং নিজের কৃত সমস্ত ঘৃণার কাজ দ্বারা তোমার বোনদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছ। ৫২ তুমিও নিজের অপমান বহন কর, কেননা তুমি তোমার বোনদের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করেছ; তুমি যেসব গুনাহের কাজ দ্বারা তাদের চেয়ে বেশি ঘৃণার যোগ্য হয়েছ; তাতে তারা তোমার চেয়ে ধার্মিক হয়েছে; তুমিও লজ্জিতা হও, নিজের অপমান বহন কর, কেননা তুমি তোমার বোনদেরকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছ।

৫৩ আমি তাদের বন্দীদশা, সাদুম ও তার কন্যাদের বন্দীদশা এবং সামেরিয়া ও তার কন্যাদের বন্দীদশা ফিরাব এবং তাদের মধ্যে তোমার বন্দীদের বন্দীদশা ফিরাব; ৫৪ যেন তুমি তোমার বোনদের সান্ত্বনার কারণ হয়ে, যা যা করেছ, সেসব কাজের জন্য নিজের অপমান বহন করতে ও অপমানিত হতে পার। ৫৫ আর তোমার বোনেরা, সাদুম ও তার কন্যারা, আগের অবস্থা ফিরে পাবে এবং সামেরিয়া ও তার কন্যারা আগের অবস্থা ফিরে পাবে এবং তুমি ও তোমার কন্যারা আগের অবস্থা ফিরে পাবে।

[১৬:৪০] ইউ ৮:৫, ৭।
[১৬:৪১] দ্বিঃবি ১৩:১৬; ইয়ার ১৯:১৩।
[১৬:৪২] ২শামু ২৪:২৫; ইশা ৪০:১-২; ৫৪:৯।
[১৬:৪৩] হিজ ১৫:২৪; জবুর ৭৮:৪২।
[১৬:৪৪] জবুর ৪৯:৪।
[১৬:৪৫] ইহি ১৪:৫।
[১৬:৪৬] পয়দা ১৩:১০-১৩; ১৮:২০; ইয়ার ৩:৮-১১; প্রকা ১১:৮।
[১৬:৪৭] ইহি ৫:৭।
[১৬:৪৮] পয়দা ১৫:২।
[১৬:৪৮] মথি ১০:১৫; ১১:২৩-২৪।
[১৬:৪৯] ইশা ১:১০।
[১৬:৫০] পয়দা ১৮:২০-২১; ১৯:৫।
[১৬:৫১] ইয়ার ৩:৮-১১।
[১৬:৫২] ইয়ার ৩:১১।
[১৬:৫৩] দ্বিঃবি ৩০:৩।
[১৬:৫৪] ইয়ার ২:২৬।
[১৬:৫৫] ইহি ৩৬:১১; মালা ৩:৪।
[১৬:৫৭] জবুর ১৩৭:৩।

১৬:৪০ দেখুন ২৩:৪৬-৪৭ আয়াত।

১৬:৪৩ আমিও তোমার কাজের ফল তোমার মাথায় দেব। ৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৪৪ যেমন মা তেমনি কন্যা। এখানে জেরুশালেমের ক্রমাগত স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা বলা হয়েছে (তুলনা করুন আয়াত ৩, ৪৫)।

১৬:৪৫ হিত্তীয়া ... আমোরীয়। আয়াত ৩ ও নোট দেখুন।

১৬:৪৬ তোমার বড় বোন সামেরিয়া। ইতিহাস বিচার করলে ৮৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে সামেরিয়া একটি রাজকীয় নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি (১ বাদশাহ্‌ ১৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে এখানে "বড় বোন" বলতে মূলত এই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে যে, জেরুশালেমের তুলনায় সামেরিয়া আরও বড় ভূখণ্ডের উপরে কর্তৃত্ব করতো। *তার কন্যাদের সঙ্গে।* শহরতলী বা দূরবর্তী ছোট শহর।

১৬:৪৭ তাদের থেকেও ভ্রষ্টা হয়েছ। কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রায়শই কোন নগরী বা ব্যক্তিকে সাদুমের সাথে তুলনা করা হয়েছে (আয়াত ৪৬ দেখুন) মন্দতা ও অধঃপতনের মাপকাঠিতে পরিমাপ করতে গিয়ে (পয়দা ১৩:১০ আয়াত ও নোট; দ্বি.বি. ২৯:২৩; ৩২:৩২; ইশা ১:৯-১০ আয়াত নোট; ৩:৯; ইয়ার ২৩:১৪; মাতম ৪:৬; মথি ১০:১৫; ১১:২৩-২৪; এহুদা ৭ আয়াত দেখুন)।

১৬:৪৯ তোমার বোন সাদুমের এই অপরাধ। এখানে যৌন বিকৃতির চেয়ে বরং সামাজিক অন্যায্যতার কথা বোঝানো হয়েছে (পয়দা ১৯ অধ্যায় দেখুন)।

১৬:৫১-৫২ ধার্মিক। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম অপরাধী।

১৬:৫৬ তোমার অহঙ্কারের সময়ে। এখানে নবী ইহিস্কেলের আরও অনেক আগের সময়কার কথা বলা হচ্ছে, যখন জেরুশালেম (একটি ইসরাইলীয় নগরী) তুলনামূলকভাবে কম কলুষিত ছিল – অর্থাৎ বাদশাহ্‌ দাউদের আমলে এবং বাদশাহ্‌ সোলায়মানের আমলের শুরুর দিকে।

১৬:৫৭ অরামের কন্যারা ... তোমাকে তুচ্ছ করে। পুরাতন নিয়মে প্রায়শই ইদোম তথা অরামকে এর জন্য দোষারোপ করা হয়েছে (দেখুন আয়াত ২৫:১২-১৪; ৩৫:৫ ও নোট; ইশা

৫৬ তোমার অহঙ্কারের সময়ে তুমি তোমার বোন
সাদুমের নাম মুখে আনতে না; ৫৭ তখন তোমার
নাফরমানী প্রকাশ পায় নি; যেমন এই সময়ে
অরামের কন্যারা ও তার চারদিকের নিবাসিনী
সকলে, ফিলিস্তিনীদের কন্যারা, তোমাকে
টিটকারি দিচ্ছে; এরা চারদিকে তোমাকে তুচ্ছ
করে। ৫৮ তুমি তোমার কুকর্মের ও তোমার ঘৃণার
আচরণেরই ভার বহন করেছ, মাবুদ এই কথা
বলেন।

চিরকালের নিয়ম স্থির

৫৯ কেননা সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তুমি যেরকম কাজ করেছ, আমি তোমার প্রতিও
সেই রকমক কাজ করবো; তুমি তো শপথ
অবজ্ঞা করে নিয়ম ভঙ্গ করেছ। ৬০ তবুও তোমার
যৌবনকালে তোমার সঙ্গে আমার যে নিয়ম ছিল,
তা আমি স্মরণ করবো এবং তোমার পক্ষে
চিরস্থায়ী একটি নিয়ম স্থির করবো। ৬১ তখন
তুমি তোমার আচার ব্যবহার স্মরণ করে লজ্জিতা
হবে, যখন নিজের বোনদের, নিজের বড় ও ছোট
বোনদের গ্রহণ করবে; আর আমি তাদেরকে
কন্যাদের মত তোমাকে দেব, কিন্তু তোমার নিয়ম
অনুসারে নয়। ৬২ বাস্তবিক আমিই তোমার সঙ্গে
আমার নিয়ম স্থির করবো; তাতে তুমি জানবে
যে, আমিই মাবুদ; ৬৩ অভিপ্রায় এই, আমি যখন
তোমার অন্যায়গুলো মাফ করবো, তখন তুমি
যেন তা স্মরণ করে লজ্জিতা হও ও নিজের
অপমানের দরুন আর কখনও মুখ না খোল, এই
কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

[১৬:৫৮] ইহি ২৩:৪৯।
[১৬:৫৯] ইহি ১৭:১৯।
[১৬:৬০] পয়দা ৬:১৮; ৯:১৫।
[১৬:৬১] ইহি ২০:৪৩; ৪৩:১০; ৪৪:১৩।
[১৬:৬২] ইয়ার ২৪:৭; হোশেয় ২:১৯-২০।
[১৬:৬৩] জবুর ৬৫:৩।
[১৭:২] কাজী ১৪:১২।
[১৭:৩] দ্বি:বি ২৮:৪৯; ইয়ার ৪৯:২২; দানি ৭:৪; হোশেয় ৮:১।
[১৭:৪] ইশা ১০:৩৩।
[১৭:৫] দ্বি:বি ৮:৭-৯; জবুর ১:৩; ইশা ৪৪:৪; ইহি ৩১:৫।
[১৭:৬] ইশা ১৮:৫।
[১৭:৭] ইহি ৩১:৪।
[১৭:৮] আইউ ১৮:১৯; মালা ৪:১।
[১৭:৯] ইয়ার

দু'টি ঈগল পাখি ও একটি লতা

১৭ ১ পরে মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল; ২ হে মানুষের
সন্তান, তুমি ইসরাইল-কুলের কাছে দৃষ্টান্ত-কথা
ও উপমা উপস্থান কর। ৩ তুমি বল, সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, একটি প্রকাণ্ড ঈগল পাখি
ছিল; তার বড় ডানা ও পালকগুলো দীর্ঘ ও
চিত্রবিচিত্র লোমে পরিপূর্ণ; ঐ পাখি লেবাননে
এসে এরস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল নিয়ে গেল;
৪ সে তার উঁচু ডালের অগ্রভাগ কেটে বাণিজ্যের
দেশে নিয়ে গিয়ে বণিকদের একটি নগরে
রাখল। ৫ আর সে ঐ ভূমির একটি বীজ নিয়ে
উর্বর ক্ষেতে লাগিয়ে দিল; সে প্রচুর পানির ধারে
তা রাখল, বাইশী গাছের মত তা রোপণ
করলো। ৬ পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে খর্ব অথচ ছড়িয়ে
পড়া আঙ্গুরলতা হল; তার ডাল ঐ ঈগলের
অভিমুখে ফিরল; ও সেই পাখির নিচে তার মূল
থাকলো; এভাবেই তা আঙ্গুরলতা হয়ে
ডালবিশিষ্ট ও পল্লবিত হল। ৭ কিন্তু বড় ডানা ও
অনেক পালক বিশিষ্ট আর একটি প্রকাণ্ড ঈগল
ছিল, আর দেখ, ঐ আঙ্গুরলতা পানিতে সেচিত
হবার জন্য নিজের রোপন স্থান থেকে তার দিকে
শিকড় বাকিয়ে তারা ডাল বাড়িয়ে দিল। ৮ সে
প্রচুর পানির কাছে উর্বরা ভূমিতে রোপিত

৬৩:১; ওবদিয়া কিতাবের ভূমিকা: ঐক্য ও বিষয়বস্তু; ওবদিয়া ১০-১৪ আয়াত ও নোট)।

১৬:৫৯-৬৩ জেরুশালেমের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন ও পুনঃস্থাপন সম্পর্কে আল্লাহ্‌র শেষ কথায় ইসরাইলের প্রতিনিধি হিসেবে জেরুশালেমের ভূমিকা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১-৬৩ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে তাঁর ওয়াদা স্মরণ করা এবং একটি চিরস্থায়ী নিয়ম স্থাপন করা (আয়াত ৬০; তুলনা করুন আয়াত ৬২) মূলত ইসরাইলের জন্য একই বিষয় নির্দেশ করে (৩৭:২৬; ইশা ৫৫:৩; ইয়ার ৩২:৪০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৬:৫৯ নিয়ম। আয়াত ৮ ও নোট দেখুন।

১৬:৬০ তা আমি স্মরণ করবো। যদিও জেরুশালেম সেই নিয়ম স্মরণ করে নি (আয়াত ৪৩)।

১৬:৬১ স্মরণ করে লজ্জিতা হবে। আয়াত ৬৩ দেখুন। জেরুশালেম (ইসরাইল) তার লজ্জার কথা চিরকাল মনে রাখবে।

১৬:৬৩ আমি যখন তোমার অন্যায়গুলো মাফ করবো। অবিশ্বস্ত ইসরাইল তার নিজের জন্য যা করতে পারে নি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তার প্রতি তাই করবেন (তুলনা করুন রোমীয় ৩:২৩; ১ ইউ ২:২ আয়াত ও নোট)।

১৭:১-২৪ বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রূপকার্থে এখানে বলা হয়েছে, যে কারণে মূলত তাঁর পতন ঘটেছিল। এই রূপকটি ১-১০ আয়াতে লিপিবদ্ধ হয়েছে; এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ১১-২১ আয়াতে; এবং ২২-২৪ আয়াতে আসন্ন উত্তর সময়ের জন্য একটি ওয়াদা করা হয়েছে এই রূপকটিকে উপজীব্য করে।

১৭:৩ প্রকাণ্ড ঈগল পাখি। বখতে-নাসার (আয়াত ১২ দেখুন)। *লেবানন।* জেরুশালেম (আয়াত ১২ দেখুন)। *এরস গাছ।* বাদশাহ্‌ দাউদের সিংহাসন; তাঁর রাজবংশ।

১৭:৪ উঁচু ডালের অগ্রভাগ। বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীন। *বাণিজ্যের দেশে।* ব্যাবিলন (আয়াত ১২ দেখুন; ১৬:২৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বণিকদের একটি নগরে।* ব্যাবিলন।

১৭:৫ ঐ ভূমির একটি বীজ। বাদশাহ্‌ সিদিকিয়, বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার পুত্র; তিনি ছিলেন যিহোয়াহস ও যিহোয়াকীমের ভাই এবং যিহোয়াখীনের চাচা (২ বাদশাহ্‌ ২৩-২৪ অধ্যায় দেখুন)। *রোপণ করলো।* অর্থাৎ তাঁকে বাদশাহ্‌ করা হল (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৭ আয়াত দেখুন)।

১৭:৬ খর্ব অথচ ছড়িয়ে পড়া আঙ্গুরলতা। দীর্ঘকায় এরস গাছ নয়, কারণ এহুদার হাজার হাজার অধিবাসী বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৫-১৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ইয়ার ৫২:২৮ আয়াত)। কিন্তু এর সাথে ১৫:১-৮ আয়াতের নোটও দেখুন।

১৭:৭ আর একটি প্রকাণ্ড ঈগল। একজন মিসরীয় ফেরাউন, হতে পারে দ্বিতীয় সামেটিকাস (৫৯৫-৫৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কিংবা হফরা, যার কথা ইয়ার ৪৪:৩০ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভবত ইনিই সেই ফেরাউন যিনি ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন (ইয়ার ৩৭:৫ আয়াত দেখুন)। যদি ক্রমানুসারে বিচার করলে অধ্যায় ৮ (৫৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সময়কার ঘটনাবলী) এবং অধ্যায় ২০ (৫৯১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সময়কার ঘটনাবলী) এর মধ্যবর্তী স্থানে ১৭ অধ্যায়ের অবস্থান হয়ে থাকে, তাহলে এখানে সামেটিকাস এর কথা বোঝানো হয়েছে। *তার দিকে শিকড় বাকিয়ে।*

হয়েছিল, সুতরাং বহুশাখায় ভূষিতা ও ফলবতী
হয়ে উৎকৃষ্ট আঙ্গুরলতা হতে পারত। ৯ তুমি বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, সে কি কৃতকার্য
হবে? তার শিকড় কি উৎপাটিত হবে না? তার
ফল কি কাটা যাবে না? সে শুকিয়ে যাবে ও তার
ডালের নবীন অগ্রভাগগুলো ম্লান হবে। তার
শিকড় থেকে তাকে তুলে নেবার জন্য শক্তিশালী
হাত ও অনেক সৈন্য লাগবে না। ১০ আর দেখ,
সে রোপিত হয়েছে বলে কি কৃতকার্য হবে?
পূবের বাতাসের আঘাতে সে কি একেবারে
শুকিয়ে যাবে না? সে তার রোপন-স্থানে অবশ্য
শুকিয়ে যাবে।
১১ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১২ তুমি সেই বিদ্রোহী-কুলকে এই
কথা বল, তোমরা কি এর তাৎপর্য জান না?
তাদের বল, দেখ, ব্যাবিলনের বাদশাহ্
জেরুশালেমে এসে তার বাদশাহ্ ও তার
কর্মকর্তাদেরকে নিজের কাছে ব্যাবিলনে নিয়ে
গেল। ১৩ আর সে রাজবংশের একটি বীজ নিয়ে
তার সঙ্গে নিয়ম করলো, শপথ দ্বারা তাকে আবদ্ধ
করলো এবং দেশের পরাক্রমী লোকদের নিয়ে
গেল; ১৪ যেন রাজ্যটি খর্ব হয়, নিজেকে আর উঁচু
করতে না পারে, কিন্তু তার নিয়ম পালন করে
যেন স্থির থাকে। ১৫ কিন্তু সে তার বিদ্রোহী হয়ে
ঘোড়া ও অনেক সৈন্য পাবার জন্য মিসরে দূত
পাঠিয়ে দিল। সে কি কৃতকার্য হবে? এমন কাজ
যে করে, সে কি রক্ষা পাবে? সে তো নিয়ম ভঙ্গ
করেছে, তবু কি উদ্ধার পাবে? ১৬ সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, আমার জীবনের কসম, যে
বাদশাহ্ তাকে বাদশাহ্ করলো, যার শপথ সে
তুচ্ছ করলো ও যার নিয়ম সে ভঙ্গ করলো, সেই
বাদশাহ্‌র বাসস্থানে ও তারই কাছে ব্যাবিলনের
মধ্যে সে মারা যাবে। ১৭ আর ফেরাউন পরাক্রান্ত
বাহিনী ও মহাজনসমাজ দ্বারা যুদ্ধে তার সাহায্য
করবে না, যদিও অনেক লোকের প্রাণ বিনাশ
করার জন্য জাঙ্গাল বাঁধা ও অবরোধ দেয়াল
নির্মাণ করা হয়। ১৮ সে তো শপথ অবজ্ঞা করে
নিয়ম ভঙ্গ করেছে; হ্যাঁ, দেখ, হাত জোড় করার
পরেও সে এসব কাজ করেছে, সে রক্ষা পাবে
না। ১৯ অতএব সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, আমার জীবনের কসম, সে আমার শপথ
অবজ্ঞা করেছে, আমার নিয়ম ভঙ্গ করেছে,
অতএব আমি এর ফল তার মাথায় বর্তাব।
২০ আর আমি আমার জাল তার উপরে পাতব,
সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি তাকে
ব্যাবিলনে নিয়ে যাব এবং সে আমার বিরুদ্ধে যে
বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, সেই কারণে সেখানে আমি
তার বিচার করবো। ২১ তার সকল সৈন্যের মধ্যে
যত লোক পালাবে, সকলেই তলোয়ারে আঘাতে
মারা পড়বে এবং অবশিষ্ট লোকেরা চারদিকে
ছড়িয়ে পড়বে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমি
মাবুদ এই কথা বলেছি।

পরিশেষে ইসরাইলকে উচ্চে তুলে ধরা হবে

২২ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, আমিই
এরস গাছের উঁচু ডালের একটি কলম নিয়ে
রোপণ করবো, তার ডালগুলোর অগ্রভাগ থেকে
অতি কোমল একটি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে উঁচু ও
উন্নত পর্বতে রোপণ করবো; ২৩ ইসরাইলের
উচ্চতর পর্বতে তা রোপণ করবো; তাতে তা বহু
ডালযুক্ত ও ফলবান হয়ে বিশাল এরস গাছ হয়ে
উঠবে; তার তলে সব জাতের সকল পাখি বাসা
করবে, তার ডালের ছায়াতেই বাসা করবে।

৪২:১০; আমোস ২:৯। [১৭:১০] আইউ ১:১৯; হোশেয় ১২:১; ১৩:১৫। [১৭:১২] দ্বি:বি ২১:১০; ২খান্দান ৩৬:১০। [১৭:১৩] হিজ ২৩:৩২। [১৭:১৪] ইহি ২৯:১৪। [১৭:১৫] ইশা ৩০:২। [১৭:১৬] ইয়ার ৫২:১১। [১৭:১৭] ইশা ৩৬:৬; ইয়ার ৩৭:৫। [১৭:১৯] ইয়ার ৭:৯; ইহি ১৬:৫৯; ২১:২৩; হোশেয় ১০:৪। [১৭:২০] ইহি ১২:১৩; ৩২:৩। [১৭:২০] ইয়ার ২:৩৫। [১৭:২১] ২বাদশা :১১। [১৭:২২] ২বাদশা ১৯:৩০; ইশা ৪:২। [১৭:২৩] জবুর ৯২:১২; ইশা ২:২; ইহি ৩১:৬; দানি ৪:১২; হোশেয় ১৪:৫-৭; মথি ১৩:৩২। [১৭:২৪] জবুর ৯৬:১২।

সিদিকিয় মিসরীয়দের কাছ থেকে সামরিক সহায়তা কামনা করেছিলেন (আয়াত ১৫), যা ছিল বখতে-নাসারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহমূলক কাজ (২ বাদশাহ্ ২৪:২০ আয়াত দেখুন)।

১৭:১০ পূবের বাতাস। খামসিন নামে পরিচিত তপ্ত ও শুষ্ক বায়ু ঝড়, যা ফসলের ক্ষতি করে (১৯:১২ আয়াত দেখুন)। এখানে এই কথাটি দিয়ে বাদশাহ্ বখতে-নাসার ও ব্যাবিলনীয় সৈন্য বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।

১৭:১২ সেই বিদ্রোহী-কুল। আয়াত ২:৩ ও নোট দেখুন।

১৭:১৫ নিয়ম ভঙ্গ করেছে, তবু কি নিস্তার পাবে? এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য (আয়াত ১৬, ১৮ দেখুন)।

১৭:১৬ ব্যাবিলনের মধ্যে সে মারা যাবে। ২ বাদশাহ্ ২৫:৭ আয়াত দেখুন।

১৭:১৯ আমার শপথ ... আমার নিয়ম। এহুদার বাদশাহ্‌র উচিত ছিল মাবুদের নামে স্থাপিত নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। তাঁর ওয়াদার মূল বক্তব্য ছিল "আমি যদি মাবুদের নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকি তাহলে যেন তিনি আমাকে বধ করেন" (দেখুন পয়দা ৯:১৩; ১৫:১৭; ১৭:১০ আয়াত)। এ ধরনের ওয়াদা করা এবং পরে তা ভঙ্গ করার অর্থ এই ধারণা প্রকাশ করা যে, মাবুদ আল্লাহ্ শক্তিহীন।

১৭:২২ আমিই। এর পরে রয়েছে মসীহের চিহ্ন প্রকাশকারী একটি চমৎকার ওয়াদা, যা আগেকার সমস্ত রূপক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও অত্যন্ত চমকপ্রদ। *কলম।* বাদশাহ্ দাউদের রাজবংশের একজন সদস্য (তুলনা করুন ইশা ১১:১; জাকা ৩:৮; ৬:১২ আয়াত ও নোট)। *এরস গাছ।* আয়াত ৩ ও নোট দেখুন। *রোপণ করবো।* অর্থাৎ তাঁকে বাদশাহ্ করা হবে (আয়াত ৫ দেখুন)। *উঁচু ও উন্নত পর্বতে।* জেরুশালেম (ইশা ২:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৭:২৩ সকল পাখি ... ডালের ছায়াতেই বাসা করবে। একজন শক্তিশালী বাদশাহ্ সম্পর্কে এ ধরনের রূপকার্থক বক্তব্য আরও দেখুন দানি ৪:১০-১২, ২০-২২ আয়াতে; তুলনা করুন মার্ক ৪:৩২ আয়াত।

১৭:২৪ ক্ষেতের সমস্ত গাছ। দুনিয়ার সমস্ত বাদশাহ্ ও শাসনকর্তারা। *উঁচু গাছকে নিচু ... শুকনো গাছকে সতেজ করেছি।* ১ শামু ২:৪-৮ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ইশা ২:১২-১৮।

১৮:১-৩২ যারা এই অভিযোগ করে থাকে যে, তাদের নিজেদের গুনাহ্‌র কারণে নয় বরং তাদের পূর্বপুরুষদের গুনাহ্‌র কারণে তাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, তাদেরকে নীরব

২৪ তাতে ক্ষেতের সমস্ত গাছ জানবে যে, আমি মাবুদ উঁচু গাছকে নিচু করেছি, নিচু গাছকে উঁচু করেছি, সতেজ গাছকে শুকিয়ে ফেলেছি ও শুকনো গাছকে সতেজ করেছি; আমি মাবুদ এই কথা বললাম, আর এটা করলাম।

যে প্রাণী গুনাহ্ করে সেই মরবে

১৮ ১ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল হল, ২ 'পূর্বপুরুষেরা টক আঙ্গুর ফল খায়, তাই সন্তানদের দাঁত টকে যায়,' এই যে প্রবাদ তোমরা ইসরাইল দেশের বিষয়ে বল, এতে তোমাদের অভিপ্রায় কি? ৩ সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার জীবনের কসম ইসরাইলের মধ্যে তোমাদের এই প্রবাদের ব্যবহার আর করতে হবে না। ৪ দেখ, সমস্ত প্রাণ আমার; যেমন পিতার প্রাণ, তেমনি সন্তানের প্রাণও আমার; যে প্রাণী গুনাহ্ করে, সেই মরবে।
৫ পরন্তু কোন ব্যক্তি যদি ধার্মিক হয় এবং ন্যায় ও সঠিক কাজ করে, ৬ পর্বতের উপরে ভোজন না করে, ইসরাইল-কুলের মূর্তিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ভ্রষ্ট না করে ও ঋতুমতী স্ত্রীর কাছেও না যায়; ৭ এবং কারো প্রতি দৌরাত্ম্য না করে; ঋণীকে বন্ধক ফিরিয়ে দেয়, কারো দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ না করে, ক্ষুধিত লোককে খাদ্য দেয় ও উলঙ্গকে কাপড় পরায়, ৮ সুদের লোভে ঋণ না দেয়, কোন সুদ না নেয়, অন্যায় থেকে নিজের হাত

[১৮:২] আইউ ২১:১৯। [১৮:৩] জবুর ৪৯:৪। [১৮:৪] ২বাদশা ১৪:৬। [১৮:৬] দ্বিঃবি ৪:১৯; আমোস ৫:২৬। [১৮:৬] লেবীয় ১২:২; ১৫:২৪। [১৮:৭] মালা ৩:৫; ইয়াকুব ৫:৪। [১৮:৮] হিজ ১৮:২১; ২২:২৫। [১৮:৯] লেবীয়

করে দেওয়ার জন্য এই কথাগুলো বলা হয়েছে। তাদের গুনাহ্ ও অপরাধ সব সময় যে একান্তই ব্যক্তিগত তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা সামষ্টিক বা জাতিগত গুনাহ্ ও অপরাধ, যা পুরাতন নিয়মে আমরা প্রায়শ দেখতে পাই (উদাহরণস্বরূপ দেখুন হিজ ৭:২৪; ১ বাদশাহ্ ১৪:১৪-১৬ আয়াত ও নোট; এর সাথে দেখুন হিজ ৩৪:৭; ১ বাদশাহ্ ২২:১৬-২০; ২৩:২৬-২৭; ২৪:১-৪; ২ বাদশাহ্ ২১:১০-১৫; ইশা ৫:১-৭; ইয়ার ১:১৫-১৬; ৫:১-১৭; ১৭:১-৪; আমোস ২:৪-১৬; ৫:১২ আয়াত)। কিন্তু যখন জেরুশালেমবাসীরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অবিচারের অভিযোগ তোলে এবং নিজেদেরকে নির্দোষ বলে দাবী করে, তখন তাদের দোষগুলোকে আল্লাহ্ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন – তাদের পূর্বপুরুষদের গুনাহ্‌ময় পথ থেকে তাদের যেভাবে সরে আসা উচিত ছিল সেটা তারা করে নি, যে বিষয়ে ১৪-১৭, ২৭-২৮ আয়াতে বলা হয়েছে। ১৩:১–২৪:১৪ আয়াতে আল্লাহ্‌র যে সকল বার্তা পাওয়া যায় সেগুলোর মূল বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ অনুসারে চলার জন্য ইসরাইল জাতির কাঙ্ক্ষিত জীবনাচরণ (১৩:১-২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২ এই যে প্রবাদ। ইয়ার ৩১:২৯ আয়াত এ কথা নির্দেশ করে যে, প্রবাদটি প্রথমে জেরুশালেমেই উৎপত্তি হয়েছিল। নবী ইয়ারমিয়া এই প্রবাদের সমাপ্তি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং নবী ইহিস্কেল বলছেন এই প্রবাদ শেষ হওয়ার সময় এসেছে। *ইসরাইল-দেশের বিষয়ে।* সেই সাথে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বিষয়েও। *পূর্বপুরুষেরা ... টকে যায়।* এই প্রবাদটির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বিচারকে উপহাস করা হয়েছে এবং আত্ম-করুণা প্রকাশ করা হয়েছে। *টকে যায়।* হিব্রু ভাষায় এই শব্দটির অর্থ "ভোঁতা হয়ে যাওয়া" বা "ক্ষয়ে যাওয়া" (তুলনা করুন হেদায়েত ১০:১০ আয়াত), তবে এর মধ্য দিয়ে তেতো বা টক কোন কিছু খাওয়ার সময় মুখের অবস্থাও বোঝানো হতে পারে।

১৮:৩ আমার জীবনের কসম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৪ যে প্রাণী গুনাহ্ করে, সেই মরবে। কিংবা বলা যায় "কেবল যে ব্যক্তি গুনাহ্ করবে, সেই মরবে।" এখানে নবী ইহিস্কেল বলছেন লোকেরা কীভাবে জন্মগত বা আদি গুনাহ্‌র ধারণাটির ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে (সম্ভবত এখানে হিজ ২০:৫; ৩৪:৭ আয়াতের বক্তব্যকে ভুল ব্যাখ্যার বিষয়ে বলা হয়েছে)। এর পরে রয়েছে তিন ধরনের ব্যক্তির সম্পর্কে কথা, যারা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে, যার মধ্য দিয়ে তিন/চার প্রজন্মের ধারাটিকে ভাঙা হয়েছে।

১৮:৫ ধার্মিক। প্রথম প্রজন্ম, যারা সঠিকভাবে শরীয়ত বা আইন মান্য করতো। এর পরে আমরা দেখি ১৫টি বিশেষ হুকুম যা অংশত আনুষ্ঠানিক কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায়োগিক। হিজ ২০ অধ্যায়ে এবং দ্বি.বি. ৫ অধ্যায়ে দশ হুকুমনামা দেখুন এবং তুলনা করুন জবুর ১৫:২-৫; ২৪:৩-৬; ইশা ৩৩:১৫ আয়াত। আরও দেখুন জবুর ১:৫; ১১৯:১২১ আয়াত। *ন্যায় ও সঠিক কাজ করে।* ১৮ অধ্যায়ে এর উপরে নবী ইহিস্কেল গুরুত্ব দিয়েছেন (আরও দেখুন অধ্যায় ১৯, ২১, ২৭, ৩৩; এর সাথে জবুর ১১৯:১২১ আয়াত দেখুন)।

১৮:৬ পর্বতের উপরে ভোজন না করে। অর্থাৎ ইসরাইলীয়রা অনেক সময় উঁচু স্থানে দেবতাদের প্রতিমার উদ্দেশে বলি দেওয়ার পর সেই পশুর মাংস রান্না করে সেখানে বসেই খেত (দেখুন ৬:৩; হোসিয়া ৪:১৩)। *দৃষ্টিপাত না করে।* অর্থাৎ সাহায্য চাওয়ার কথা বলা হয়েছে (২৩:২৭; ৩৩:২৫; জবুর ১২১:১ আয়াত দেখুন)। *মূর্তি।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। ভ্রষ্ট না করে। এখানে জেনা করার কথা বোঝানো হয়েছে (হিজ ২০:১৪; দ্বি.বি. ২২:২২; লেবীয় ১৮:২০; ২০:১০ আয়াতে এ বিষয়ে শাস্তির কথা বলা হয়েছে) এবং এখানে যুক্ত করা হয়েছে ঋতুস্রাব চলাকালে নিষেধাজ্ঞার কথা (লেবীয় ১৫:১৯-২৪; ১৮:১৯; ২০:১৮), যা এর পরবর্তী দুটি বিষয়ের সাথে উল্লেখ করা হয় নি (তুলনা করুন আয়াত ১১, ১৫)।

১৮:৭ দৌরাত্ম্য না করে। ধনীরা সাধারণত দরিদ্রদের উপরে দৌরাত্ম্য করে থাকে। *ঋণীকে বন্ধক ফিরিয়ে দেয়।* দেখুন হিজ ২২:২৬; দ্বি.বি. ২৪:১২-১৩; আমোস ২:৮ আয়াত। *বলপূর্বক অপহরণ।* হিজ ২০:১৫; দ্বি.বি. ৫:১৯ আয়াতে চুরি করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেখুন। এখানে সাধারণ চুরি করা নয়, বরং ভয় দেখিয়ে জোর করে ডাকাতি করা বোঝানো হয়েছে (দেখুন লেবীয় ১৯:১৩)। *ক্ষুধিত লোককে অন্ন দেয়।* দ্বি.বি. ১৫:৭-১১; মথি ২৫:৩১-৪৬ আয়াত দেখুন।

১৮:৮ সুদের লোভে ঋণ না দেয়। দেখুন ২২:১২; আরও দেখুন হিজ ২২:২৫-২৭ আয়াত ও নোট।

১৮:৯ সেই ব্যক্তি ধার্মিক; সে অবশ্য বাঁচবে। একজন মানুষ যখন হুকুমনামার সবগুলো পালন করবে তখন সে এই দোয়া লাভ করবে (তুলনা করুন জবুর ১৫:৫; ২৪:৫ আয়াত)। বাঁচবে। ১৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন। এই জীবন সাধারণ মানবীয় জীবন নয়, বরং তা আল্লাহ্‌র সাথে সহভাগিতাপূর্ণ জীবন (জবুর ৬৩:৩; ৭৩:২৭-২৮ আয়াত দেখুন)।

বিরত রাখে, মানুষের মধ্যে যথার্থ বিচার করে,
৯ আমার বিধিপথে চলে এবং সত্য আচরণের
উদ্দেশে আমার অনুশাসনগুলো পালন করে, তবে
সেই ব্যক্তি ধার্মিক; সে অবশ্য বাঁচবে; এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১০ কিন্তু সেই ব্যক্তির পুত্র যদি দস্যু ও
রক্তপাতকারী হয় এবং সেই রকম কোন একটা
কাজ করে; সেসব করণীয় কোন কাজ না করে;
১১ যদি পর্বতের উপরে ভোজন করে থাকে ও
নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ভ্রষ্ট করে থাকে,
১২ দুঃখী দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করে থাকে,
পরের দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ করে থাকে, বন্ধক
দ্রব্য ফিরিয়ে না দিয়ে থাকে এবং মূর্তিগুলোর
প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে, ঘৃণার কাজ করে
থাকে; ১৩ যদি সুদের লোভে ঋণ দিয়ে থাকে ও
বৃদ্ধি নিয়ে থাকে, তবে সে কি বাঁচবে? সে বাঁচবে
না; সে এসব ঘৃণার কাজ করেছে; সে মরবেই
মরবে; তার রক্ত তারই উপরে বর্তাবে।
১৪ আবার দেখ, এর পুত্র যদি তার পিতার কৃত
সমস্ত গুনাহ্‌ দেখে বিবেচনা করে ও সেই রকম
কাজ না করে, ১৫ পর্বতের উপরে ভোজন না
করে, ইসরাইল-কুলের মূর্তিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত
না করে, নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ভ্রষ্ট না করে,
১৬ কারো প্রতি দৌরাত্ম্য না করে, বন্ধক দ্রব্য না
রাখে, কারো দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ না করে,
কিন্তু যার খিদে পেয়েছে তাকে খাবার দেয় ও
উলঙ্গকে কাপড় পরায়, ১৭ দুঃখী লোকের প্রতি
জুলুম থেকে নিজের হাত ফিরিয়ে রাখে, সুদ বা
বৃদ্ধি না নেয়, আমার অনুশাসন সকল পালন করে
ও আমার বিধিপথে গমন করে, তবে সে তার
পিতার অপরাধে মরবে না, সে অবশ্য বাঁচবে।
১৮ কিন্তু তার পিতা ভারী জুলুম করতো, ভাইয়ের
দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ করতো, স্বজাতীয়
লোকদের মধ্যে অসৎকর্ম করতো; তাই দেখ, সে
নিজের অপরাধে মারা পড়লো।

১৮:৫; আমোস ৫:৪।
[১৮:১০] হিজ ২১:১২।
[১৮:১২] হিজ ২২:২২; আইউ ২৪:৯; আমোস ৪:১।
[১৮:১৩] হিজ ২২:২৫।
[১৮:১৪] ২খান্দান ৩৪:২১; মেসাল ২৩:২৪।
[১৮:১৫] জবুর ২৪:৪।
[১৮:১৬] ইশা ৫৮:৭।
[১৮:১৭] জবুর ১:২।
[১৮:১৯] ইয়ার ১৫:৪; জাকা ১:৩-৬।
[১৮:২০] শুমারী ১৫:৩১।
[১৮:২১] ইয়ার ১৮:৮।
[১৮:২২] দানি ৪:২৭; মীখা ৭:১৯।
[১৮:২৩] জবুর ১৪৭:১১।
[১৮:২৪] ১শামু ১৫:১১।
[১৮:২৫] ইয়ার ২:২৯।
[১৮:২৭] ইশা ১:১৮।
[১৮:২৮] ইশা ৫৫:৭।
[১৮:৩০] মথি ৩:২।
[১৮:৩১] কাজী ৬:৮।

১৯ কিন্তু তোমরা বলছো, ‘সেই পুত্র কেন পিতার
অপরাধ বহন করে না?’ সেই পুত্র তো ন্যায় ও
সঠিক কাজ করেছে এবং আমার বিধিগুলো
রক্ষা করেছে, সেসব পালন করেছে; সে অবশ্য
বাঁচবে। ২০ যে প্রাণী গুনাহ্‌ করে, সেই মরবে;
পিতার অপরাধ পুত্র বহন করবে না; ও পুত্রের
অপরাধ পিতা বহন করবে না; ধার্মিকের
ধার্মিকতা তার উপরে বর্তাবে ও দুষ্টের
নাফরমানী তার উপরে বর্তাবে।
২১ এছাড়া, দুষ্ট লোক যদি নিজের করা সমস্ত
গুনাহ্‌ থেকে ফেরে ও আমার বিধিগুলো পালন
করে এবং ন্যায় ও সঠিক কাজ করে, তবে সে
অবশ্য বাঁচবে; সে মারা যাবে না। ২২ তার
পূর্বকৃত কোন অধর্ম তার বলে স্মরণে আনা যাবে
না; সে যে সঠিক কাজ করেছে, তাতে বাঁচবে।
২৩ দুষ্ট লোকের মরণে কি আমার কিছু সন্তোষ
আছে? এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন; বরং
সে তার কুপথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতে কি
আমার সন্তোষ হয় না? ২৪ আর ধার্মিক লোক
যদি তার ধার্মিকতা থেকে ফিরে অন্যায় করে ও
দুষ্টের কৃত সমস্ত ঘৃণার কাজ অনুসারে আচরণ
করে, তবে সে কি বাঁচবে? তার কৃত কোন
ধর্মকর্ম স্মরণে আনা যাবে না; সে যে বিশ্বাস ভঙ্গ
করেছে ও যে গুনাহ্‌ করেছে, তাতেই তার মৃত্যু
হবে।
২৫ কিন্তু তোমরা বলছো, ‘প্রভুর পথ সরল নয়’।
হে ইসরাইল-কুল, একবার শোন; আমার পথ
কি সরল নয়? ২৬ তোমাদের পথ কি অসরল
নয়? ধার্মিক লোক যখন তার ধার্মিকতা থেকে
ফিরে অন্যায় করে ও তাতে মারা যায়, তখন
নিজের কৃত অন্যায়েই মারা যায়। ২৭ আর দুষ্ট
লোক যখন নিজের কৃত নাফরমানী থেকে ফিরে
ন্যায় ও সঠিক কাজ করে, তখন তার প্রাণ
বাঁচায়। ২৮ সে বিবেচনা করে নিজের কৃত সমস্ত
অধর্ম থেকে ফিরল, এজন্য সে অবশ্য বাঁচবে;

১৮:১০ পুত্র যদি দস্যু ও রক্তপাতকারী হয়। দ্বিতীয় প্রজন্ম, যা মন্দতায় পূর্ণ। এর পরে আটটি হুকুম বা নিষেধাজ্ঞা একে একে বলা হয়েছে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে নয়।

১৮:১৩ তার রক্ত তারই উপরে বর্তাবে। সে তার নিজের গুনাহ্‌র জন্য নিজেই দায়ী হবে (দেখুন লেবীয় ২০:৯, ১১-১২, ১৬, ২৭ আয়াত)।

১৮:১৪ এর পুত্র। তৃতীয় প্রজন্ম, যা ধার্মিক। এর পরে একে একে বারোটি হুকুম লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১৮:২০ ধার্মিকের ধার্মিকতা তার উপরে বর্তাবে। জবুর ১০৬:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৮:২১ দুষ্ট লোক যদি ... ফেরে ... বিধিগুলো পালন করে ... তবে সে অবশ্য বাঁচবে। আয়াত ১-২০ নির্দেশ করে যে, পিতৃ পুরুষের গুনাহ্‌র শেকল ছিন্ন করা সম্ভব এবং ২১-২৯ আয়াত আমাদেরকে শেখায় যে, একজন ব্যক্তির উপরে জমা হওয়া অপরাধবোধও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

১৮:২৩ দুষ্ট লোকের মরণে কি আমার কিছু সন্তোষ আছে? এই আয়াতে ও ৩২ আয়াতের উত্তরের সাথে দেখুন আয়াত ৩৩:১১; ইউনুস ৪:১১ আয়াত ও নোট; তুলনা করুন ২ পিতর ৩:৯ আয়াত ও নোট।

১৮:২৪ আর ধার্মিক লোক যদি তার ধার্মিকতা থেকে ফিরে। দেখুন ইব ২:৩; ২ পিতর ২:২০-২২ আয়াত, যেখানে ইচ্ছাকৃত থেকে ধার্মিকতা থেকে ফিরে অন্যায় করার বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে।

১৮:২৫ আমার পথ কি সরল নয়? দেখুন আয়াত ৩৩:১৭; তুলনা করুন পয়দা ১৮:২৫ আয়াত ও নোট; দ্বি.বি. ৩২:৪; ইয়ার ১২:১ আয়াত ও নোট।

১৮:২৬ ধার্মিক লোক যখন। আয়াত ২৬-২৯ মূলত ২১-২৫ আয়াতে তৈরি হওয়া বিতর্কটিকে আরও বিধৃত করেছে।

১৮:৩০ অতএব। এখানে সমাপনী বক্তব্যটি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই সমাপনী বক্তব্যের ভাষার সাথে তুলনা করুন ২৪:১৪ আয়াতের শেষ বক্তব্যটি। *তোমাদের প্রত্যেকের।* সমগ্র ইসরাইল জাতি গুনাহে দোষী সাব্যস্ত হলেও

সে মরবে না। ২৯ কিন্তু ইসরাইল-কুল বলছে,
প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইসরাইল-কুল, আমার
পথ কি সরল নয়? তোমাদের পথ কি অসরল
নয়?
৩০ অতএব হে ইসরাইল-কুল, আমি তোমাদের
প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুসারে তোমাদের
বিচার করবো, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
তোমরা ফের, নিজেদের কৃত সমস্ত অধর্ম থেকে
মন ফিরাও, তা না হলে তোমাদের অপরাধ
তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। ৩১ তোমরা
নিজেদের করা সমস্ত অধর্ম নিজেদের থেকে দূরে
ফেলে দাও এবং নিজেদের জন্য নতুন হৃদয় ও
নতুন রূহ্‌ প্রস্তুত কর; কেননা, হে ইসরাইল-কুল,
তোমরা কেন মরবে? ৩২ কারণ যে মারা যায়,
তার মরণে আমার কোন সন্তোষ নেই, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন; অতএব তোমরা মন
ফিরিয়ে বাঁচ।

এহুদার রাজকুলের জন্য মাতম

১৯ ১ আর তুমি ইসরাইলের নেতৃবর্গের
বিষয়ে মাতম কর। ২ বল, তোমার মা
কি ছিল? সে তো সিংহী ছিল; সিংহদের মধ্যে
শয়ন করতো, যুবসিংহদের মধ্যে তার
বাচ্চাগুলোকে প্রতিপালন করতো। ৩ তার
প্রতিপালিত এক বাচ্চা যুবসিংহ হয়ে উঠলো, সে
পশু শিকার করতে শিখল, মানুষদেরকে গ্রাস
করতে লাগল। ৪ জাতিরাও তার বিষয় শুনতে
পেল; সে তাদের গর্তে ধরা পড়লো; আর তারা
তার নাক ফুঁড়ে মিসর দেশে নিয়ে গেল। ৫ সেই
সিংহী যখন দেখলো, সে প্রতীক্ষা করেছিল, কিন্তু
তার প্রত্যাশা বিনষ্ট হল, তখন নিজের আর
একটা বাচ্চাকে যুবসিংহ করে তুললো। ৬ পরে
সে সিংহদের সঙ্গে যাতায়াত করতে করতে
যুবসিংহ হয়ে উঠলো; সে পশু শিকার করতে
শিখল, মানুষদেরকে গ্রাস করতে লাগল। ৭ সে
তাদের অট্টালিকাগুলো ধ্বংস করলো; তাদের
নগরগুলো উৎসন্ন করলো; তার গর্জনের শব্দে
দেশ ও তার সমস্তই স্তম্ভিত হল। ৮ তখন
চারদিকের জাতিরা নানা প্রদেশ থেকে তার
বিপক্ষে দাঁড়াল, তার উপরে নিজেদের জাল
পাতল; সে তাদের গর্তে ধরা পড়লো। ৯ তারা
তার নাক ফুঁড়ে খাঁচায় রাখল, তাকে ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে গেল; ইসরাইলের কোন
পর্বতে যেন তার হুঙ্কার আর শুনতে পাওয়া না
যায়, তাই তাকে দুর্গের মধ্যে রাখল।
১০ তোমার রক্তে তোমার মা পানির ধারে
লাগানো আঙ্গুরলতার মত ছিল, সে অনেক পানি
পেয়ে ফলবান হয়ে উঠলো ও শাখা-প্রশাখায় পূর্ণ
হল। ১১ আর তার শাখাদণ্ড দৃঢ় ও শাসনকর্তাদের
রাজদণ্ড হবার যোগ্য হল; সে দীর্ঘতায় মেঘ
স্পর্শ করে এবং উচ্চতায় ও প্রচুর ডালপালায়

[১৮:৩১] ইশা ১:১৬-১৭।
[১৮:৩২] ইশা ৫৫:৭; মালা ৩:৭।
[১৯:১] আমোস ৫:১।
[১৯:২] পয়দা ৪৯:৯।
[১৯:৪] আইউ ৪১:২।
[১৯:৫] পয়দা ৪৯:৯।
[১৯:৬] ২বাদশা ২৪:৯; ২খান্দান ৩৬:৯।
[১৯:৭] ইহি ২৯:১০; ৩০:১২।
[১৯:৮] ২বাদশা ২৪:২।
[১৯:৯] ২বাদশা ১৯:২৮।
[১৯:১০] পয়দা ৪৯:২২।
[১৯:১১] ইহি ৩১:৩; দানি ৪:১১।
[১৯:১২] দ্বি:বি ২৯:২৮।
[১৯:১৩] ইহি ২০:৩৫; হোশেয় ২:১৪।

আল্লাহ্‌ এক এক করে প্রত্যেককে ধরে বিচার করবেন। *তোমরা ফের।* দ্বিতীয়বার মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে (১৪:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৮:৩১ যা নিঃশর্তভাবে ওয়াদা করা হয়েছিল (১১:১৯; ৩৬:২৬) তা এখানে এমন একটি বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে যা মূল দিয়ে অর্জন করতে হবে (এখানেও ফিলিপীয় ২:১২ ও ২:১৩ আয়াতের মত একটি দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে)।

১৮:৩২ তার মরণে আমার কিছু সন্তোষ নেই। ২৩ আয়াতে সর্বশেষ ও সর্ব প্রধান বক্তব্যটি প্রতিফলিত হয়েছে, যা নবী ইহিস্কেলের কিতাবের অন্যতম একটি মূল বিষয় (১৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:১-১৪ এহুদার রাজপরিবারের পতনের জন্য মাতম, যা দুই স্তর বিশিষ্ট। প্রথম স্তরে বা প্রথম খণ্ডে একটি সিংহী এবং তার গর্ভজাত শাবকদের প্রতীকী চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে (আয়াত ১-৯), এবং দ্বিতীয় খণ্ডে দেখানো হয়েছে এক সময়কার খুব উৎকৃষ্ট ও ফলবান আঙ্গুর ক্ষেত্রের চিত্র (আয়াত ১০-১৪)।

১৯:১ মাতম। মৃত নেতৃবর্গের স্মরণে গাওয়া মাতমের মত করে এটি তৈরি করা হয়েছিল (যেমনটা আমরা ২ শামু ১:১৭-২৭ আয়াত দেখুন), কিন্তু অনেক সময় পুরাতন নিয়মের নবীগণ পরিহাসের সুরে একটি জাতির মৃত্যুর কারণে এ ধরনের প্রহসনমূলক মাতম গেয়েছেন (ইশা ১৪:৪-২১; আমোস ৫:১-৩ আয়াত দেখুন ও ৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)। এর সাথে ২:১০ আয়াত দেখুন। *নেতৃবর্গ।* অর্থাৎ বাদশাহ্‌গণ।

১৯:২ এখানে প্রতীকী অর্থে ইসরাইল জাতির লোকেরা অথবা এহুদা জাতির লোকদের কথা বোঝানো হয়েছে।

১৯:৩ তার প্রতিপালিত এক বাচ্চা। বাদশাহ্‌ যিহোয়াহস (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩১-৩৪; ইয়ার ২২:১০-১২ আয়াত), যিনি মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন। *মানুষদেরকে গ্রাস করতে লাগল।* এখানে তাঁর আগ্রাসী শাসন নীতির কথা বোঝানো হয়েছে।

১৯:৫ নিজের আর একটা বাচ্চাকে। সম্ভবত বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীন (তিনিও মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন, ২ বাদশাহ্‌ ২৪:৮ আয়াত দেখুন), কিন্তু খুব সম্ভব এখানে বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের কথা বলা হয়েছে (৭ আয়াতের বর্ণনা অনুসারে তাঁর কথাই মনে হয়)। দুজনকেই ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (আয়াত ৯)। যদি এখানে বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের কথা বলা হয়ে থাকে (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৫), তাহলে এটি সত্যিকার অর্থেই একটি মাতম; যদি এখানে বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে এটি মাতম নয়, কিন্তু ঘটনাটির ভবিষ্যদ্বাণী (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৭)।

১৯:১০ তোমার মা ... আঙ্গুরলতার মত ছিল। আগে যাকে সিংহীর সাথে তুলনা করা হয়েছে (আয়াত ২) তাকেই এখানে আঙ্গুরলতার সাথে তুলনা করা হচ্ছে (আঙ্গুরলতা বা আঙ্গুর ক্ষেত সম্পর্কে অন্যান্য রূপক চিত্র দেখুন ১৫:১-৮ আয়াতে; এর সাথে ১৭:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৯:১২ পূর্বীয় বায়ু। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার ও তাঁর পরিবার (১৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:১৩ মরুভূমি। ব্যাবিলন – যা সুজলা সুফলা ইসরাইলের কাছে মরুভূমির মতই মনে হয়েছিল (দেখুন ২০:৩৫; ইশা ২১:১ আয়াত ও নোট)।

দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ১২ কিন্তু সে কোপে
উৎপাটিত হল, ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হল; পূর্ব্বীয়
বায়ুতে তার ফল শুকিয়ে গেল; তার দৃঢ়
শাখাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হল ও শুকিয়ে গেল,
আগুন সেগুলো গ্রাস করলো। ১৩ এখন সে
মরুভূমির মধ্যে নির্জল ও শুকনো ভূমিতে রোপিত
হয়েছে। ১৪ তার শাখাদণ্ড থেকে আগুন বের হয়ে
তার ফল গ্রাস করেছে; রাজদণ্ডের জন্য একটি
দৃঢ় শাখাও তাতে নেই। এটা একটা মাতম এবং
এটি মাতমের জন্য থাকবে।

বিদ্রোহী ইসরাইল

২০ ১ সপ্তম বছরের পঞ্চম মাসের দশম
দিনে ইসরাইলের প্রাচীনদের মধ্যে
কয়েকজন পুরুষ মাবুদের ইচ্ছা জানবার জন্য
এসে আমার সম্মুখে বসলো। ২ তখন মাবুদের
এই কালাম আমার কাছে নাজেল হল, ৩ হে
মানুষের সন্তান, তুমি ইসরাইলের প্রাচীনদের সঙ্গে
আলাপ করে তাদেরকে বল, সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, তোমরা কি আমার ইচ্ছা জানতে
এসেছো? সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার
জীবনের কসম, আমি তোমাদেরকে আমার ইচ্ছা
জানতে দেব না। ৪ হে মানুষের সন্তান, তুমি কি
তাদের বিচার করবে? তবে তাদের পূর্বপুরুষদের
ঘৃণার কাজগুলোর কথা তাদের জানাও; ৫ আর
তাদের বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
আমি যেদিন ইসরাইলকে মনোনীত করেছিলাম,
ইয়াকুবের কুল-জাত বংশের পক্ষে শপথ
করেছিলাম, মিসর দেশে তাদের কাছে নিজের
পরিচয় দিয়েছিলাম, যখন তাদের পক্ষে শপথ
করে বলেছিলাম, আমিই তোমাদের আল্লাহ্
মাবুদ; ৬ সেদিন তাদের পক্ষে শপথ করে
বলেছিলাম যে, আমি তাদেরকে মিসর দেশ
থেকে বের করবো এবং তাদের জন্য যে দেশ
অনুসন্ধান করেছি, সর্ব দেশের ভূষণস্বরূপ সেই
দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশে নিয়ে যাব; ৭ আর আমি
তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা প্রত্যেকে নিজের
নিজের চোখে ভাল লাগা ঘৃণার বস্তুগুলো দূর কর
এবং মিসরের মূর্তিগুলো দ্বারা নিজেদের নাপাক
করো না; আমিই তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ।
৮ কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধাচারী হল, আমার
কথা শুনতে অসম্মত হল, নিজ নিজের চোখে
ভাল লাগা ঘৃণার বস্তুগুলো দূর করলো না এবং
মিসরের মূর্তিগুলোকেও ছাড়ল না; তাতে আমি
বললাম, আমি তাদের উপরে আমার গজব ঢেলে

[১৯:১৪] ইহি ২০:৪৭।
[২০:১] পয়দা ২৫:২২।
[২০:৩] ১শামু ২৮:৬; ইশা ১:১৫; আমোস ৮:১২; মীখা ৩:৭।
[২০:৪] ইহি ১৬:২; ২২:২; মথি ২৩:৩২।
[২০:৫] দ্বি:বি ৭:৬।
[২০:৬] হিজ ৬:৮।
[২০:৭] হিজ ২০:৪।
[২০:৮] হিজ ৩২:৭; দ্বি:বি ৯:৭; ইশা ৬৩:১০।
[২০:৯] ইশা ৪৮:১১।

১৯:১৪ আগুন। বিদ্রোহের কথা বোঝানো হয়েছে (দেখুন ২ বাদশাহ্ ২৪:২০ আয়াত)। *তার শাখাদণ্ড।* বাদশাহ্ সিদিকিয়। এটি মাতমের জন্য থাকবে। এখানে মাতমটি পুনরায় ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (জবুর ১৩৭:১ আয়াত দেখুন)।

২০:১-৪৪ এই কালাম (যা ইসরাইলের প্রাচীনদের সামনে বলা হয়েছিল) নবী ইহিস্কেলের কাছে নাজেল হয়েছিল ৫৯১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখে, এর পূর্ববর্তী দর্শনটির সময়কাল থেকে ১১ মাস পর (৮:১ আয়াত দেখুন এবং ৮:১–১১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এই কালামটি শুরু করা হয়েছে ইসরাইল জাতির দীর্ঘকাল ব্যাপী ধর্মত্যাগ ও ভ্রষ্টতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে (আয়াত ১-২৯ দেখুন), যা রূপ নিয়েছে এই জাতির উপরে আল্লাহ্‌র সম্ভাব্য আনীত শাস্তির বর্ণনায়, যাদেরকে তিনি তাদের ভ্রষ্টতার কারণে বিচারের আনবেন (আয়াত ৩০-৪৪)।

২০:১ সপ্তম বছরের পঞ্চম মাসের দশম দিনে। নবী ইহিস্কেলের কিতাবে তৃতীয়বারের মত কোন তারিখ উল্লেখ করা হল (আগের নোটটি দেখুন; ১:২; ৮:১ আয়াত দেখুন)। **ইসরাইলের প্রাচীন**। ৮:১; ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। আয়াত ৩ দেখুন এবং ১৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৩ আমার জীবনের কসম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *আমি তোমাদেরকে আমার ইচ্ছা জানতে দেব না।* আয়াত ৩১ দেখুন; এর সাথে ৩:২৬; ৭:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

২০:৪ তুমি কি তাদের বিচার করবে? ... ঘৃণার কাজগুলোর কথা তাদের জানাও। ইসরাইলের জন্য ঘোষিত আল্লাহ্‌র বিচার সম্পর্কে জানাতে নবী ইহিস্কেলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কাজেই এখন তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন তাদের কোন কোন ঘৃণ্য কাজের জন্য এই বিচারে তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে (দেখুন ২২:২; ২৩:৩৬ আয়াত)।

২০:৫-২৬ এই আয়াতগুলোতে তিনটি অংশের মধ্য দিয়ে ইসরাইলের ভ্রষ্টতার ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে (প্রথম অংশ: আয়াত ৫-৯, মিসর; দ্বিতীয় অংশ: আয়াত ১০-১৭, প্রান্তর বা মরুভূমি, প্রথম খণ্ড; তৃতীয় অংশ: আয়াত ১৮-২৬, প্রান্তর বা মরুভূমি, দ্বিতীয় খণ্ড)। এই অংশগুলোর প্রত্যেকটির চারটি করে দৃশ্য রয়েছে: (১) প্রত্যাদেশ, (২) বিদ্রোহ, (৩) গজব, (৪) পুনর্বিবেচনা। তবে এর সাথে ২৮ আয়াতের নোটও দেখুন।

২০:৫ শপথ করেছিলাম। দেখুন আয়াত ১৫, ২৩, ৪২; পয়দা ১৪:২২ আয়াত ও নোট; হিজ ৬:৮)। *আমিই তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ।* দেখুন হিজ ৩:৬, ১৪-১৫ আয়াত ও নোট।

২০:৬ দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশে। দেখুন হিজ ৩:৮ আয়াত ও নোট। *সর্ব দেশের ভূষণস্বরূপ।* তুলনা করুন দ্বি.বি. ৮:৭-১০; ইয়ার ৩:১৯ আয়াত, যেখানে দেশটির প্রাকৃতির সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাসস্থান হিসেবে মনোনীত হওয়াটাই এই দেশের জন্য সবচেয়ে বড় সৌন্দর্যের বিষয় (দ্বি.বি. ১২:৫, ১১ আয়াত দেখুন)।

২০:৭ মূর্তিগুলো। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৮ আমার বিরুদ্ধাচারী হল। দেখুন আয়াত ১৩, ২১; এর সাথে ইউসা ২৪:১৪ আয়াতও দেখুন। *তাতে আমি বললাম, আমি তাদের উপরে আমার গজব ঢেলে দেব।* দেখুন আয়াত ১৩, ২১; এর সাথে ৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদের প্রতি আমার ক্রোধ সাধন করবো।* ৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৯ আমার নামের অনুরোধে। দেখুন আয়াত ১৪, ২২, ৪৪। নাম ও ব্যক্তি কিতাবুল মোকাদ্দসে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। আল্লাহ্ নাম হচ্ছে তাঁর পরিচয় ও সম্মান – এর মধ্য দিয়েই তিনি সকলের কাছে পরিচিত (জবুর ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে যে শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ "আমার নিজের

দেব, মিসর দেশের মধ্যে তাদের প্রতি আমার
ক্রোধ সাধন করবো। ৯ কিন্তু আমি আমার নামের
অনুরোধে কাজ করলাম; যেন যাদের মধ্যে তারা
বাস করছিল ও যাদের সাক্ষাতে আমি তাদেরকে
মিসর দেশ থেকে বের করে এনে নিজের পরিচয়
দিয়েছিলাম, সেই জাতিদের সাক্ষাতে আমার নাম
নাপাক না হয়।
১০ পরে আমি তাদের মিসর দেশ থেকে বের
করে মরুভূমিতে আনলাম। ১১ আর আমি তাদের,
আমার বিধিকলাপ দিলাম ও আমার শরীয়তগুলো
জানালাম, যা পালন করলে তা দ্বারা মানুষ বাঁচে।
১২ এছাড়া, আমার ও তাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ
আমার বিশ্রাম দিনগুলোও তাদের দিলাম যেন
তারা জানতে পারে যে, আমিই মাবুদ যিনি
তাদের পবিত্র করেন। ১৩ কিন্তু ইসরাইল-কুল
সেই মরুভূমিতে আমার বিরুদ্ধাচারী হল; আমার
বিধিপথে চললো না এবং আমার অনুশাসনগুলো
অগ্রাহ্য করলো, যা পালন করলে তা দ্বারা মানুষ
বাঁচে; আর আমার বিশ্রাম দিনগুলো অতিশয়
নাপাক করলো; তখন আমি বললাম, আমি
তাদেরকে সংহার করার জন্য মরুভূমিতে তাদের
উপরে আমার গজব ঢেলে দেব। ১৪ কিন্তু আমি
আমার নামের অনুরোধে কাজ করলাম, যেন
যাদের সাক্ষাতে তাদেরকে বের করে এনেছিলাম,
সেই জাতিদের সাক্ষাতে আমার নাম নাপাক না
হয়। ১৫ এছাড়া, আমি মরুভূমিতে তাদের
বিপক্ষে শপথ করলাম, বললাম, আমি সর্বদেশের
ভূষণ যে দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশ তাদের দিয়েছি,
সেই দেশে তাদের নিয়ে যাব না; ১৬ কারণ তারা
আমার অনুশাসনগুলো অগ্রাহ্য করতো, আমার
বিধিপথে চলতো না ও আমার বিশ্রামবার নাপাক
করতো, কেননা তাদের অন্তঃকরণ তাদের
মূর্তিগুলোর অনুগামী ছিল। ১৭ কিন্তু তাদের
বিনাশ সাধনে আমার চক্ষুলজ্জা হল, এজন্য
আমি সেই মরুভূমিতে তাদেরকে সংহার করলাম
না।
১৮ আর সেই মরুভূমিতে আমি তাদের
সন্তানদেরকে বললাম, তোমরা তোমাদের
পিতাদের বিধিপথে চলো না, তাদের
অনুশাসনগুলো মান্য করো না ও তাদের
মূর্তিগুলো দ্বারা নিজেদের নাপাক করো না;
১৯ আমিই তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ; আমারই
বিধিপথে চল ও আমারই অনুশাসনগুলো রক্ষা
কর, পালন কর; ২০ আর আমার বিশ্রামবার
পবিত্র কর, তা-ই আমার ও তোমাদের মধ্যে
চিহ্নস্বরূপ হবে, যেন তোমরা জানতে পার যে,
আমিই তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ। ২১ তবুও সেই
সন্তানেরা আমার বিরুদ্ধাচারী হল; তারা আমার
বিধিপথে চললো না এবং আমার অনুশাসনগুলো
পালন করার জন্য সতর্ক হল না, যা পালন
করলে তা দ্বারা মানুষ বাঁচে; তারা আমার
বিশ্রামবারও নাপাক করলো; তখন আমি
বললাম, আমি তাদের উপরে আমার গজব ঢেলে
দেব, মরুভূমিতে তাদের উপর আমার ক্রোধ
সাধন করবো। ২২ তবুও আমি হাত সরিয়ে
রাখলাম, আমার নামের অনুরোধে কাজ করলাম
যেন সেই জাতিদের সাক্ষাতে আমার নাম নাপাক
না হয়, যাদের সাক্ষাতে তাদেরকে বের করে
এনেছিলাম। ২৩ এছাড়া, আমি মরুভূমিতে
তাদের বিপক্ষে শপথ করলাম, বললাম,

[২০:১০] হিজ ১৩:১৮; ১৯:১।
[২০:১১] হিজ ২০:১-২৩; দ্বি:বি ৪:৭-৮; রোমীয় ১০:৫।
[২০:১২] হিজ ২০:১০।
[২০:১৩] জবুর ৭৮:৪০।
[২০:১৪] ইশা ৪৮:১১।
[২০:১৫] দ্বি:বি ১:৩৪।
[২০:১৬] ইয়ার ১১:৮; আমোস ২:৪।
[২০:১৭] ইয়ার ৪:২৭।
[২০:১৮] ২খান্দান ৩০:৭; জাকা ১:৪।
[২০:১৮] জবুর ১০৬:৩৯।
[২০:১৯] হিজ ২০:২।
[২০:২০] হিজ ২০:১০।
[২০:২১] শুমারী ২৫:৩।
[২০:২২] জবুর ৭৮:৩৮।
[২০:২৩] লেবীয় ২৬:৩৩; জবুর ৯:১১।
[২০:২৪] আমোস ২:৪।
[২০:২৫] জবুর

জন্য” (তুলনা করুন ইশা ৩৭:৩৫; ৪৩:২৫)। অতীতে ও ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র উদ্ধারের কাজ তাঁর প্রকৃত সত্তাকে উন্মোচন করে (৩৬:২২; জবুর ২৩:৩ ও নোট দেখুন; ইশা ৪৮:৯ আয়াত দেখুন)। *আমার নাম নাপাক না হয়।* এখানে মূলত হালকাভাবে নেওয়া বা পরিহাস করা অর্থে বোঝানো হয়েছে (শুমারী ১৪:১৫-১৬ আয়াত দেখুন)।

২০:১০ মরুভূমি। দ্বিতীয় অংশ (৫-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:১১ তা দ্বারা মানুষ বাঁচে। দেখুন আয়াত ১৩, ২১; তুলনা করুন আয়াত ২৫। দেখুন ১৬:৬; ১৮:৯ আয়াতের নোট; আরও দেখুন লেবীয় ১৮:৫ আয়াত ও নোট।

২০:১২ চিহ্নস্বরূপ আমার বিশ্রাম দিনগুলো। ইসরাইল কর্তৃক বিশ্রামবার পালন করা ছিল আল্লাহ্‌র পবিত্র লোক হিসেবে স্বীকৃতির একটি চিহ্ন (হিজ ৩১:১৬-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। নবী ইহিস্কেল বিশ্রামবারকে বেশ আলোকপাত করেছেন (দেখুন ২২:৮, ২৬; ২৩:৩৮; ৪৪:২৪; ৪৫:১৭; ৪৬:৩ আয়াত), যেমনটা করেছেন নবী ইশাইয়া (দেখুন ইশা ৪৫:১-৮ আয়াত ও নোট) এবং নবী ইয়ারমিয়া (ইয়ার ১৭:১৯-২৭; তুলনা করুন নহিমিয়া ১৩:১৭-১৮)। পরবর্তী সময়ে ইহুদীদের শরীয়তবাদ বিশ্রামবারের বিধানকে নানাভাবে ক্ষুন্ন করেছিল (মথি ১২:১-১৪ আয়াত দেখুন)।

২০:১৩ আমার বিরুদ্ধাচারী হল। বিশ্রামবার পালন না করার মধ্য দিয়ে (ইশা ১৭:২১-২৩ আয়াত দেখুন) কিংবা যেভাবে ও যে মন নিয়ে আল্লাহ্‌ এই দিন পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে না করার মধ্য দিয়ে (দেখুন আমোস ৮:৫)।

২০:১৫ দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশ। হিজ ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:১৮ আমি তাদের সন্তানদেরকে বললাম। তৃতীয় অংশ (৫-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। মরুভূমিতে দ্বিতীয় প্রজন্মকে সাথে নিয়ে আল্লাহ্‌ নতুন করে যাত্রা শুরু করলেন (শুমারী ১৪:২৬-৩৫ আয়াত দেখুন)।

২০:২৫ যা দ্বারা কেউ বাঁচতে পারে না, এমন অনুশাসনগুলো তাদের দিলাম। যেভাবে আল্লাহ্‌র বিচার তাঁর সৃষ্টিকে বিনষ্ট করে (পয়দা ৬:৯–৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন) এবং মানবীয় সভ্যতার বিনাশ ঘটায় (পয়দা ১১:১-৯ আয়াতের নোট দেখুন), সেভাবে তাঁর বিচারের মধ্য দিয়েই তিনি এক সময় জীবন লাভের যে শরীয়ত দিয়েছিলেন তা ফিরিয়ে নিলেন (দেখুন আয়াত ১২-১৩, ২১ আয়াত এবং ১১ আয়াতের নোট) এবং প্রণয়ন করলেন মৃত্যু দান করে এমন শরীয়ত বা বিধান। এই কথাটি গ্রহণ করা খুবই কঠিন, তবে খুব সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌ চান যেন ইসরাইল জাতি তাঁর কাছে তাদের প্রত্যেক প্রথমজাত সন্তানকে উৎসর্গ করে (হিজ ১৩:২; ২২:২৯)। কিন্তু বাদশাহ্‌ আহস ও মানাশা ইসরাইল জাতির

BACIB
International Bible
CHURCH

তাদেরকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে দেব, নানা
দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেব; ২৪ কারণ তারা আমার
অনুশাসনগুলো পালন করলো না, আমার
বিধিকলাপ অগ্রাহ্য করলো, আমার বিশ্রামবার
নাপাক করলো ও তাদের পিতাদের মূর্তিগুলোর
প্রতি তাদের চোখ আসক্ত থাকলো। ২৫ এছাড়া,
যা মঙ্গলজনক নয়, এমন বিধিকলাপ এবং যা
দ্বারা কেউ বাঁচতে পারে না, এমন অনুশাসনগুলো
তাদের দিলাম। ২৬ তারা গর্ভ উন্মোচক সমস্ত
সন্তানকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করাত, তাই
আমি তাদেরকে নিজ নিজ উপহারে নাপাক হতে
দিলাম, যেন আমি তাদের ধ্বংস করি, যেন তারা
জানতে পারে যে, আমিই মাবুদ।
২৭ অতএব, হে মানুষের সন্তান, তুমি ইসরাইল-
কুলের সঙ্গে আলাপ করে তাদের বল, সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা
আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, এতেই
আমার কুফরী করেছে। ২৮ কারণ আমি তাদের
যে দেশ দেব বলে শপথ করেছিলাম, যখন সেই
দেশে আনলাম, তখন তারা যে কোন স্থানে কোন
উঁচু পর্বত কিংবা কোন ঝোপাল গাছ দেখতে
পেত, সেই স্থানে কোরবানী করতো, সেই স্থানে
আমার অসন্তোষজনক নৈবেদ্য কোরবানী
করতো, সেই স্থানে নিজেদের খোশবুযুক্ত দ্রব্যও
রাখত এবং সেই স্থানে নিজেদের পেয় উৎসর্গ
ঢালত। ২৯ তাতে আমি তাদেরকে বললাম,
তোমরা যে উচ্চস্থলীতে উঠে যাও, সেটি কি?
এভাবে আজ পর্যন্ত তার নাম বামা [উচ্চস্থলী]
হয়ে রয়েছে। ৩০ অতএব তুমি ইসরাইল-কুলকে
বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
কি তোমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিতে নিজেদের
নাপাক করছো? তাদের ঘৃণার বস্তুগুলোর পিছনে
চলে জেনা করছো? ৩১ তোমরা যখন নিজেদের
উপহার দাও, যখন নিজ নিজ সন্তানদের
আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করাও, তখন আজ
পর্যন্ত নিজেদের সমস্ত মূর্তির দ্বারা কি
নিজদেরকে নাপাক করছো? তবে, হে ইসরাইল-
কুল, আমি কি তোমাদের আমার ইচ্ছা জানতে
দেব? সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার জীবনের
কসম, আমি তোমাদেরকে আমার ইচ্ছা জানতে
দেব না। ৩২ আর তোমরা যা মনে করে থাক, তা
কোনক্রমে হবে না; তোমরা তো বলছো, আমরা
জাতিদের মত হব, ভিন্ন ভিন্ন দেশের
গোষ্ঠীগুলোর মত হব, কাঠ ও পাথরের পরিচর্যা
করবো।

আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলকে পুনঃস্থাপন করবেন

৩৩ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, আমার
জীবনের কসম, আমি আমার শক্তিশালী হাত,
বাড়িয়ে দেওয়া বাহু ও গজব ঢেলে দিয়ে
তোমাদের উপরে রাজত্ব করবো। ৩৪ আমি
আমার শক্তিশালী হাত, বাড়িয়ে দেওয়া বাহু ও
গজব ঢেলে দিয়ে জাতিদের মধ্য থেকে
তোমাদেরকে বের করে নিয়ে আসবো এবং
যেসব দেশে তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছ, সেসব
দেশ থেকে তোমাদেরকে একত্র করবো।
৩৫ আমি জাতিগুলোকে মরুভূমিতে এনে
সম্মুখাসম্মুখি হয়ে সেই স্থানে তোমাদের সঙ্গে

৮১:১২; রোমীয় ১:২৮। [২০:২৬] লেবীয় ১৮:২১। [২০:২৭] শুমারী ১৫:৩০; রোমীয় ২:২৪। [২০:২৮] নহি ৯:২৩; জবুর ৭৮:৫৫, ৫৮। [২০:২৯] ইহি ১৬:১৬; ৪৩:৭। [২০:৩০] আয়াত ৪৩। [২০:৩০] কাজী ২:১৬-১৯; ইয়ার ১৬:১২। [২০:৩১] আমোস ৮:১২; জাকা ৭:১৩। [২০:৩৩] ইহি ১৬:২৭। [২০:৩৩] ইয়ার ২১:৫। [২০:৩৪] ২করি ৬:১৭। [২০:৩৫] ১শামু ১২:৭। [২০:৩৬] ১করি ১০:৫-১০। [২০:৩৭] লেবীয় ২৭:৩২। [২০:৩৮] ইহি ৩৪:১৭-২২; আমোস ৯:৯-১০।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর পৌত্তলিক পূজা অর্চণার প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের প্রথমজাত সন্তানকে আক্ষরিক অর্থেই দেবতাদের কাছে কোরবানী করার জঘন্য প্রথা চালু করে (আয়াত ২৬; এর সাথে তুলনা করুন রোমীয় ১:২৪-৩২ আয়াত ও নোট)।

২০:২৬ গর্ভ উন্মোচক সমস্ত সন্তানকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করাত। দেখুন আয়াত ৩১ ও ১৬:২০ আয়াতের নোট। *যেন তারা জানতে পারে যে, আমিই মাবুদ।* আল্লাহ্‌কে যেন তাঁর লোকেরা জানতে পারে সেজন্য তিনি যা কিছু করা প্রয়োজন তা করবেন (৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:২৮ আমি তাদের … যখন সেই দেশে আনলাম। খুব সম্ভবত এখানে ইহিস্কেলের এই ইতিহাসের চতুর্থ অংশের কথা বলা হয়েছে (৫-২৬ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু এখানে একটি বিষয়বস্তুগত ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি।

২০:৩০-৪৪ আয়াত ১-৪৪ ও নোট দেখুন।

২০:৩০ তোমরা কি তোমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিতে নিজেদের নাপাক করছো? আয়াত ৫-২৬ ও নোট দেখুন।

২০:৩১ আমি কি তোমাদের আমার ইচ্ছা জানতে দেব? আয়াত ৩ ও নোট দেখুন।

২০:৩২ আমরা জাতিদের মত হব। ইসরাইল জাতি সব সময়ই তার অনন্য বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য জাতিদের মত সাধারণ একটি জাতিতে পরিণত হওয়ার প্রলোভনে অবস্থান করেছে (১ শামু ৮:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তা কোনক্রমে হবে না।* যারা মিসরে বন্দীদশায় গিয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে (ইয়ার ৪৪:১৫-১৯ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজ নিজ মূর্তিপূজার রীতির মধ্যে ছেড়ে আসবেন না, বরং তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর নিয়মের প্রতি আবারও বিশ্বস্ততায় আবদ্ধ করবেন।

২০:৩৩ শক্তিশালী হাত, বাড়িয়ে দেওয়া বাহু। হিজরতে এ ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে (তুলনা করুন দ্বি.বি. ৪:৩৪; ৫:১৫; ৭:১৯; ১১:২; ২৬:৮ আয়াত)।

২০:৩৫ জাতিগুলোকে মরুভূমিতে এনে। জাতিগণের মধ্যে বন্দীদশা ইসরাইল জাতির জন্য হবে যেন প্রতিজ্ঞাত দেশে পদার্পণ করার আগে তারা যে মরুভূমিতে চল্লিশ বছর ঘুরে বেড়িয়েছিল আবারও সেই মরুভূমিতেই ফিরে যাওয়ার মত (দেখুন হোসিয়া ২:১৪ আয়াত ও নোট)।

২০:৩৭ পাঁচনীর নিচে দিয়ে গমন করাব। যেভাবে একজন রাখাল বা মেষপালক তার মেষগুলোকে গণনা করে বা আলাদা করে (লেবীয় ২৭:৩২; ইয়ার ৩৩:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন মথি ২৫:৩২-৩৩ আয়াত)। *নিয়মরূপ বন্ধনে আবদ্ধ করবো।* যেমনটা তিনি সিনাই মরুভূমিতে করেছিলেন (১৬:৫৯-৬৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:৩৮ সকলকে ঝেড়ে তোমাদের মধ্য থেকে দূর করবো। যেমনটা প্রথমবার প্রান্তরে ভ্রমণ করার সময় ইসরাইল জাতি

BACIB International Bible CHURCH

বিচার করবো। ৩৬ আমি মিসর দেশের
মরুভূমিতে যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে
বিচার করেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে তেমনি বিচার
করবো, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
৩৭ আর আমি তোমাদেরকে পাঁচনীর নিচে দিয়ে
গমন করাব ও নিয়মরূপ বন্ধনে আবদ্ধ করবো।
৩৮ পরে বিদ্রোহী ও আমার বিরুদ্ধে অধর্মাচারী
সকলকে ঝেড়ে তোমাদের মধ্য থেকে দূর
করবো; তারা যে দেশে প্রবাস করে, সেখান
থেকে তাদের বের করে আনবো বটে, কিন্তু তারা
ইসরাইল দেশে প্রবেশ করবে না; তাতে তোমরা
জানবে যে, আমিই মাবুদ।
৩৯ এখন, হে ইসরাইল-কুল, সার্বভৌম মাবুদ
তোমাদের বিষয়ে এই কথা বলেন, তোমরা যাও,
প্রত্যেকে নিজ নিজ মূর্তিগুলোর সেবা কর; কিন্তু
উত্তরকালে তোমরা আমার কথা মান্য করবেই
করবে; তখন নিজ নিজ উপহার ও মূর্তিগুলো
দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর নাপাক করবে না।
৪০ কারণ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
আমার পবিত্র পর্বত, ইসরাইলের উচ্চতর পর্বতে,
ইসরাইলের সমস্ত কুল, তারা সকলেই, দেশের
মধ্যে আমার সেবা করবে; সেই স্থানে আমি
তাদেরকে গ্রাহ্য করবো, সেই স্থানে তোমাদের
সমস্ত পবিত্র বস্তুর সঙ্গে তোমাদের উপহার ও
তোমাদের কোরবানীর অগ্রিমাংশ চাইব। ৪১ যখন
জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদের আনবো এবং
যেসব দেশে তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছ, সেসব
দেশ থেকে তোমাদের একত্র করবো, তখন
আমি খোশবু ধূপের মত তোমাদেরকে গ্রাহ্য
করবো; আর তোমাদের দ্বারা জাতিদের সাক্ষাতে
পবিত্র বলে মান্য হবো। ৪২ আর আমি
তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে দেশ দেব বলে
শপথ করেছিলাম, সেই ইসরাইল দেশে যখন
তোমাদেরকে আনবো, তখন তোমরা জানবে যে,
আমিই মাবুদ।
৪৩ আর সেখানে তোমরা সেই আচার ব্যবহার ও
সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্মরণ করবে, যা দ্বারা
নিজেদের নাপাক করেছ; আর তোমাদের কৃত
সমস্ত কুকর্মের জন্য তোমরা নিজেরাই নিজেদের
ঘৃণা করবে। ৪৪ হে ইসরাইল-কুল, সার্বভৌম
মাবুদ বলেন, আমি যখন তোমাদের মন্দ আচার
ব্যবহার অনুসারে নয় ও তোমাদের দুষ্ট
ক্রিয়াকলাপ অনুসারে নয়, কিন্তু আমার নামের
অনুরোধে তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করবো, তখন
তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

দক্ষিণের অরণ্যের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

৪৫ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ৪৬ হে মানুষের সন্তান, তুমি দক্ষিণ

[২০:৩৯] হিজ ২০:৭; ইহি ১৩:১৯।
[২০:৪০] ইশা ৫৬:৭; মালা ৩:৪।
[২০:৪১] ২করি ২:১৪।
[২০:৪২] ইয়ার ২৩:৮।
[২০:৪৩] লেবীয় ২৬:৪১।
[২০:৪৪] জবুর ১০৯:২১; ইশা ৪৩:২৫; ইহি ৩৬:২২।
[২০:৪৬] ইহি ২১:২; আমোস ৭:১৬।
[২০:৪৭] ইশা ৯:১৮-১৯; ১৩:৮।

দেখেছিল, অনেককেই সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি (দেখুন শুমারী ১৪:২৬-৩৫ আয়াত ও নোট)।

২০:৩৯ তোমরা যাও, প্রত্যেকে নিজ নিজ মূর্তিগুলোর সেবা কর। পরিহাসের সুরে বলা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় আমোস ৪:৪ আয়াতে। *আমার পবিত্র নাম আর নাপাক করবে না।* লেবীয় ১৮:২১ আয়াত ও নোট দেখুন।

২০:৪০ আমার পবিত্র পর্বত। ইহিস্কেল কিতাবে শুধুমাত্র এই আয়াতে দেখা যায়, যার মধ্য দিয়ে জেরুশালেম বা সিয়োনের কথা বোঝানো হয়েছে (জবুর ২:৬; ইশা ২:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬৫; ওবদিয়া ১৬; সফ ৩:১১ আয়াত দেখুন)। *ইসরাইলের সমস্ত কুল।* এখানে উত্তরের রাজ্যের অবশিষ্ট কিছু মানুষের কথা বলা হয়েছে, যার লোকদেরকে ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (১১:১৫; ৩৬:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তোমাদের কোরবানীর অগ্রিমাংশ।* সম্ভবত এখানে বিশেষ কোরবানী উৎসর্গ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইহিস্কেল কিতাবে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ আরও ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তা কেবল ৪৪-৪৮ অধ্যায়ে মধ্যেই দেখা যায়, যেখানে বায়তুল মোকাদ্দস ও ইমামদের জন্য ভূমি পৃথক করার কথা বলা হয়েছে (দেখুন আয়াত ৪৫:১; ৪৮:৮-১০) কিংবা ইমামদের জন্য বিশেষ উপহার (দেখুন ৪৪:৩০ আয়াত)। *উপহার।* যা স্বেচ্ছায় দেওয়া হত।

২০:৪১ খোশবু ধূপের মত। রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় ইফি ৫:২ আয়াতে)। *সেসব দেশ থেকে তোমাদের একত্র করবো।* তুলনা করুন আয়াত ৩৪। *জাতিদের সাক্ষাতে পবিত্র বলে মান্য হবো।* লেবীয় ১০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

২০:৪৩ সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্মরণ করবে ... তোমরা নিজেরাই নিজেদের ঘৃণা করবে। এখানে জাতিগত অনুতাপের কথা বোঝানো হয়েছে (৬:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৬:৬৩; ৩৬:৩১; লূক ১৫:১৭-১৯ আয়াত দেখুন)।

২০:৪৪ আমার নামের অনুরোধে। এখানে পুরো বক্তব্যটির সারসংক্ষেপ করা হয়েছে ও সমাপ্তি টানা হয়েছে (আয়াত ৯ ও নোট দেখুন)।

২০:৪৫–২১:৩২ ব্যাবিলন হবে আল্লাহ্‌র তলোয়ার, যা এহুদা ও জেরুশালেমের উপরে দাবানলের মত ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে (২০:৪৫–২১:২৭), কিন্তু সেই সাথে অম্মোনীয়দের উপরেও সেই শাস্তি আসবে (২১:২৮-২৯) এবং ব্যাবিলনও আল্লাহ্‌র সেই গজবের শিকার হবে (২১:৩০-৩২)।

২০:৪৬ তুমি ... মুখ কর। নবী ইহিস্কেলের কিতাবে আট বার এই ভঙ্গি করার কথা বলা হয়েছে (এই আয়াত ব্যতীত দেখুন ১৩:১৭; ২১:২; ২৫:২; ২৮:২১; ২৯:২; ৩৫:২; ৩৮:২ আয়াত)। *দক্ষিণ দিকে।* অর্থাৎ এহুদা ও জেরুশালেমের দিকে। ব্যাবিলনীয়রা যেভাবেই আক্রমণ করুক না কেন তা ইসরাইল জাতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে সম্পূর্ণভাবে আক্রান্ত করবে (২৬:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২০:৪৭ আগুন জ্বালাবো। আল্লাহ্‌র ভয়ঙ্কর বিচার সম্পর্কে প্রতীকী ভাষা (ইশা ১০:১৬-১৯ আয়াত দেখুন), যা অনেক সময় কোন পরাশক্তির আক্রমণকে বোঝাতে পারে (আমোস ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সমস্ত সতেজ গাছ ও সমস্ত শুকনো গাছ।* অর্থাৎ সমস্ত বনাঞ্চল (তুলনা করুন ১৭:২৪; লূক ২৩:৩১)। *দক্ষিণ থেকে উর পর্যন্ত।* এখানে সমগ্র অঞ্চল বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে, দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। কথাটি অন্যভাবে বলা যায়, “পূর্ব সীমান্ত থেকে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত পুরো ভূখণ্ড।”

দিকে মুখ কর, দক্ষিণ দেশের দিকে কালাম বর্ষণ
কর ও দক্ষিণ মরুভূমিস্থ অরণ্যের বিরুদ্ধে
ভবিষ্যদ্বাণী বল। ৪৭ আর দক্ষিণের অরণ্যকে বল,
তুমি মাবুদের কালাম শোন; সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, দেখ আমি তোমার মধ্যে আগুন
জ্বালাবো, তা তোমার মধ্যে সমস্ত সতেজ গাছ ও
সমস্ত শুকনো গাছ গ্রাস করবে; সেই জ্বলন্ত
আগুন নিভে যাবে না; দক্ষিণ থেকে উর পর্যন্ত
সমুদয় মুখ তা দ্বারা দগ্ধ হবে। ৪৮ তাতে সমস্ত
প্রাণী দেখবে যে, আমি মাবুদ তা জ্বালিয়েছি; তা
কেউ নিভবে না। ৪৯ তখন আমি বললাম, হ্যাঁ,
সার্বভৌম মাবুদ, তারা আমার বিষয়ে বলে, ঐ
ব্যক্তি কি উপমার মধ্য দিয়ে কথা বলে?

আল্লাহ্‌র তলোয়ার

২১ ১ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান, তুমি
জেরুশালেমের দিকে তোমার মুখ রাখ, পবিত্র
স্থানের দিকে কালাম বর্ষণ কর ও ইসরাইল-
দেশের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বল। ৩ তুমি ইসরাইল
দেশকে বল, মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
তোমার বিপক্ষ; আমি কোষ থেকে আমার
তলোয়ার বের করে তোমার মধ্য থেকে ধার্মিক ও
দুষ্ট উভয়কে মুছে ফেলব। ৪ আমি যখন তোমার
মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুষ্ট লোককে মুছে ফেলব,
তখন আমার তলোয়ার কোষ থেকে বের হয়ে
দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর বিরুদ্ধে
যাবে; ৫ তাতে সমস্ত প্রাণী জানবে যে, আমি
মাবুদ কোষ থেকে আমার তলোয়ার বের
করেছি, তা আর ফিরবে না। ৬ আর হে মানুষের
সন্তান, তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কর; কোমর ভেঙ্গে
মনস্তাপপূর্বক তাদের সাক্ষাতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ
কর। ৭ আর যখন, তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা
করবে, 'কেন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছো?' তখন
বল, বার্তার নিমিত্ত, কেননা তা আসছে; তখন
প্রত্যেকটি হৃদয় গলে যাবে, প্রত্যেকটি হাত
দুর্বল হবে, প্রত্যেকটি মন নিস্তেজ হবে ও
প্রত্যেকটি জানু পানির মত হয়ে পড়বে; দেখ,
তা আসছে, তা সফলও হবে, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
৮ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল
হল, ৯ হে মানুষের সন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী বল,
মাবুদ এই কথা বলেন; তুমি বল, তলোয়ার,
তলোয়ার, সেটি শাণিত ও পালিশ করা হয়েছে।
১০ সেটি শাণিত করা হয়েছে, যেন সংহার করে;
পালিশ করা হয়েছে, যেন বিদ্যুতের চমকায়;
তবে আমরা কি আনন্দ করবো? আমার পুত্রের
রাজদণ্ড প্রত্যেক কাঠকে তুচ্ছ করে। ১১ তা
পালিশ করার জন্য দেওয়া হয়েছে, যেন হাত
দিয়ে ধরা যায়; তলোয়ার শাণিত ও পালিশ করা
হয়েছে, যেন হত্যাকারীর হাতে দেওয়া হয়।
১২ হে মানুষের সন্তান, কান্নাকাটি কর ও
হাহাকার কর, কেননা সেটা আমার লোকদের

[২০:৪৮] ইয়ার ৭:২০; ইহি ২১:৫, ৩২; ২৩:২৫।
[২০:৪৯] কাজী ১৪:১২; জবুর ৭৮:২; ইহি ১২:৯; মথি ১৩:১৩; ইউ ১৬:২৫।
[২১:১] ইহি ২০:১।
[২১:২] ইয়ার ২৬:১১-১২; ইহি ২০:৪৬।
[২১:৩] ইশা ২৭:১; ইহি ১৪:২১।
[২১:৪] লেবীয় ২৬:২৫; ইয়ার ২৫:২৭।
[২১:৫] ইশা ৩৪:৫।
[২১:৬] ইশা ২২:৪; ইয়ার ৩০:৬; ইহি ৯:৪।
[২১:৭] আইউ ২৩:২।
[২১:১০] জবুর ১১০:৫-৬; ইশা ৩৪:৫-৬।
[২১:১১] ইয়ার ৪৬:৪।
[২১:১২] ইয়ার ৩১:১৯।
[২১:১৪] আয়াত

২০:৪৯ উপমা। দেখুন ১৭:১-২৪ আয়াত ও নোট; নবীকে উপহাস করার অন্যান্য ঘটনা দেখুন ১২:২১-২৮; ৩৩:৩২ আয়াতে।

২১:২ তোমার মুখ রাখ। ২০:৪৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *পবিত্র স্থানের দিকে কালাম বর্ষণ কর।* ৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

২১:৩-৫ আমার তলোয়ার ... আমার তলোয়ার ... আমার তলোয়ার। ৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন। গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে (ইয়ার ৭:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২১:৩ আমি তোমার বিপক্ষ। ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার তলোয়ার।* তলোয়ার সম্পর্কিত পাঁচটি বক্তব্যের মধ্যে এটি প্রথম (দেখুন আয়াত ৮-১৭, ১৮-২৪, ২৫-২৭, ২৮-৩২)। এখানে তলোয়ার বলতে ব্যাবিলন ও বখতে-নাসারের কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ১৯)। *ধার্মিক ও দুষ্ট উভয়কে।* এখানে ইসরাইল জাতির উপরে আসন্ন বিচারের পরিপূর্ণতার কথা বোঝানো হয়েছে। কেউই এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে না, এমন কি দেশে যারা ধার্মিক থাকবে তারাও নয়। এর সাথে তুলনা করুন হযরত নূহ্‌ (পয়দা ৬:৭-৮) এবং হযরত লূতকে (পয়দা ১৮:২৩; ১৯:১২-১৩) আল্লাহ্‌ কর্তৃক উদ্ধারের ঘটনা।

২১:৪ দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত। দেখুন ২০:৪৭ আয়াত ও নোট।

২১:৬ কোমর ভেঙ্গে মনস্তাপপূর্বক ... দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কর। নবী ইহিস্কেল এই তীব্র মনস্তাপের মধ্য দিয়ে আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিহ্ন প্রকাশ করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে আসন্ন বিচারের আরেকটি নতুন বার্তা ঘোষণা করা হল। এটি নবী ইহিস্কেলের সপ্তম প্রতীকী কাজ।

২১:৭ প্রত্যেকটি জানু পানির মত হয়ে পড়বে। ৭:১৭ আয়াত দেখুন।

২১:৯ তলোয়ার, তলোয়ার। তলোয়ার নিয়ে একটি বিশেষ গজল (আয়াত ৩-৫ ও নোট দেখুন; এর সাথে ৩ আয়াতের নোট দেখুন), সম্ভবত এর সাথে প্রতীকী বিশেষ নাচ উপস্থাপন করা হত। সাধারণত যুদ্ধে যাওয়ার আগে সৈন্যরা এ ধরনের গান গাইতো (২ শামু ১:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২১:১০ তবে আমরা কি আনন্দ করবো ... প্রত্যেক কাঠকে তুচ্ছ করে। ব্যাবিলন জাতি অন্য সব জাতিকে আক্রমণ করলেও এহুদাকে রেহাই দেবে এমনটা ভাবা নেহায়েত বোকামি ছিল। *রাজদণ্ড।* যা ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা রাজত্ব নির্দেশ করে। *আমার পুত্র।* এখানে বাদশাহ্‌ দাউদের রাজবংশের কথা বোঝানো হয়েছে (দেখুন আয়াত ২৫-২৭; জবুর ২:৭ আয়াত ও নোট)। *তলোয়ার।* ব্যাবিলন ও বখতে-নাসার (আয়াত ১৯)।

২১:১১ হত্যাকারী। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার (আয়াত ১৯)।

২১:১২ কান্নাকাটি কর ও হাহাকার কর ... তোমার উরুদেশে আঘাত কর। অষ্টম প্রতীকী কাজ (দেখুন ভূমিকা: সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ)।

২১:১৩ রাজদণ্ড যদি আর না থাকে, তাতে কি? দেখুন আয়াত ১০ ও নোট। এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বাদশাহ্‌ দাউদের রাজবংশের সমাপ্তি নির্দেশ করা হয়েছে, যা ঘটেছিল ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (আয়াত ২৫-২৭ দেখুন)।

বিরুদ্ধে, ওটা ইসরাইলের সমস্ত নেতার বিরুদ্ধে
উপস্থিত হয়েছে; আমার লোকদের সঙ্গে তাদেরও
তলোয়ারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে; অতএব
তুমি তোমার উরুদেশে আঘাত কর। [১৩] কারণ
পরীক্ষা করা হয়েছে; সেই তুচ্ছ রাজদণ্ড যদি আর
না থাকে, তাতে কি? এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন। [১৪] অতএব, হে মানুষের সন্তান, তুমি
ভবিষ্যদ্বাণী বল ও করে করাঘাত কর; সেই
তলোয়ার, আহত লোকদের তলোয়ার, দু'টি বরং
তিনটি তলোয়ার হয়ে উঠুক; এই তলোয়ার
জবেহ্ করার জন্য, অনেককে জবেহ্ করার
জন্যই একটা তলোয়ার; তা চারদিকে তাদেরকে
ঘেরাও করবে। [১৫] আমি তাদের সমস্ত নগর-দ্বারে
তলোয়ারের ত্রাস রাখলাম, যেন তাদের
অন্তঃকরণ গলে যায় ও তাদের অনেকের পতন
হয়। আঃ! তা বিদ্যুতের মত চমকায়, তা হত্যার
জন্য শাণিত হয়েছে। [১৬] হে তলোয়ার, একাগ্র
হয়ে ডান দিকে ফের, প্রস্তুত হয়ে বাম দিকে
যাও; যে দিকে তোমার মুখ রাখা যায়, সেই
দিকে গমন কর। [১৭] আমিও করে করাঘাত
করবো ও আমার ক্রোধ চরিতার্থ করে শান্ত হব;
আমি মাবুদ এই কথা বললাম।
[১৮] আবার মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, [১৯] হে মানুষের সন্তান, ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র তলোয়ার আসবে বলে তুমি দুই পথ
আঁক; সেই দুই পথ একটি দেশ থেকে আসবে;
আর তুমি হস্তাকৃতি একটি চিহ্ন খোদাই কর,
নগরগামী পথের মাথায় তা খোদাই কর।
[২০] তলোয়ারের জন্য অম্মোনীয়দের রব্বা
নগরগামী এক পথ ও এহুদার প্রাচীরবেষ্টিত
জেরুশালেম নগরগামী অন্য পথ আঁক।
[২১] কেননা ব্যাবিলনের বাদশাহ্ গণা-পড়ার জন্য
দুই পথের সঙ্গমস্থানে, অর্থাৎ সেই দুই পথের
মাথায়, দণ্ডায়মান হল; সে গুলিবাট সহকারে
তীর নিক্ষেপ করলো, মূর্তিগুলোর কাছে
অনুসন্ধান করলো ও যকৃৎ নিরীক্ষণ করলো।
[২২] তার ডান দিকে গুলি উঠলো, 'জেরুশালেম,'
সেই স্থানে প্রাচীরভেদী যন্ত্র স্থাপন করতে,
হত্যার হুকুম দিতে, উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করতে,
নগর-দ্বারগুলোর বিরুদ্ধে প্রাচীরভেদী যন্ত্র স্থাপন
করতে, জাঙ্গাল বাঁধতে ও উচ্চগৃহ প্রস্তুত করতে
হবে। [২৩] কিন্তু মন্ত্রটি তাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা মনে
হবে; তারা ওদের কাছে পুনঃ পুনঃ শপথ
করেছিল; কিন্তু তিনি তাদের অপরাধ স্মরণীয়
করেন, যেন তাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়।
[২৪] এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তোমরা নিজ নিজ অপরাধ স্মরণীয় করেছ,
কেননা তোমাদের অধর্মগুলো অনাবৃত হল,
তাই তোমাদের সমস্ত কাজে তোমাদের গুনাহ্
প্রকাশ পাচ্ছে, তোমরা স্মরণীয় হওয়াতে

১৭; শুমারী ২৪:১০।
[২১:১৫] ২শামু ১৭:১০।
[২১:১৭] ইহি ২২:১৩।
[২১:১৯] ইয়ার ৩১:২১।
[২১:২০] দ্বি:বি ৩:১১।
[২১:২১] মেসাল ১৬:৩৩।
[২১:২১] শুমারী ২২:৭; ২৩:২৩।
[২১:২৩] শুমারী ৫:১৫।
[২১:২৫] ইহি ২২:৪।
[২১:২৭] জবুর ২:৬;

২১:১৪ করে করাঘাত কর। ৬:১১ ও নোট দেখুন। *দু'টি বরং তিনটি তলোয়ার হয়ে উঠুক।* তুলনা করুন ২ বাদশাহ্ ১৩:১৮-১৯ আয়াত।

২১:১৭ আমিও করে করাঘাত করবো। যেমনটা নবী ইহিস্কেল ১৪ আয়াতে হুকুম দিয়েছেন।

২১:১৯ ব্যাবিলনের বাদশাহ্। বখতে-নাসার। *একটি দেশ।* ব্যাবিলন, কিংবা খুব সম্ভব অরাম (সিরিয়া)। বাদশাহ্ বখতে-নাসার উত্তর অরামের রিব্‌লাতে তাঁর সৈন্যদের প্রধান শিবির স্থাপন করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ২৫:৬ আয়াত দেখুন)।

২১:২০ রব্বা। অম্মোনের রাজধানী (ইয়ার ৪৯:২ আয়াত দেখুন); আধুনিক আম্মান (জর্ডানের রাজধানী)।

২১:২১ গুলিবাট সহকারে তীর নিক্ষেপ করলো। সামনের যাত্রা পথে ভাল কোন কিছু ঘটবে কি না সে সম্পর্কে চিহ্ন জানার জন্য এই কুসংস্কারমূলক কৌশল অবলম্বন করা হত। কিতাবুল মোকাদ্দসের আর অন্য কোন স্থানে এই প্রথা সম্পর্কে বলা হয় নি। খুব সম্ভবত তীরগুলোতে একেকটি স্থানের নাম লিখে দেওয়া হত (যেমন "রব্বা," "জেরুশালেম")। এই তীরগুলো একজন ব্যক্তিই একে একে নিক্ষেপ করতো। ডান দিকে তীর পড়লে তা ভাল লক্ষণ বলে মনে করা হত (আয়াত ২২)। *মূর্তিগুলো।* পয়দা ৩১:১৯ আয়াতে এই শব্দটিকে বলা হয়েছে গৃহস্থালি দেবতা (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। এই মূর্তির কাছে কোন কিছু জানতে চাওয়া সম্পর্কে দেখা যায় হোসিয়া ৩:৪; জাকা ১০:২ আয়াতে। পয়দা ৩১:১৯-৩৫ আয়াতের গৃহস্থালি দেবতাগুলো ছিল যথেষ্ট ছোট আকৃতির, যা ঘোড়ার বা উটের পিঠে চাপানোর আসনের নিচে লুকিয়ে রাখা যেত, কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা মূর্তিগুলো ছিল পূর্ণাঙ্গ মানুষ আকৃতির (১ শামু ১৯:১৩-১৬)। *যকৃৎ নিরীক্ষণ করলো।* কোরবানী করা ভেড়ার যকৃতের রং ও অবস্থা দেখে ভবিষ্যৎ অনুমান করা প্রাচীন ব্যাবিলন ও রোমের বেশ প্রচলিত একটি রীতি ছিল, কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্য আরও কোথাও এ সম্পর্কে জানা যায় না।

২১:২৩ মন্ত্রটি তাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা মনে হবে। জেরুশালেমের নেতারা, যারা এক সময় বাদশাহ্ বখতে-নাসারের আনুগত্য স্বীকার করলেও এখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে (২ বাদশাহ্ ২৪:২০), তারা আশা করছে এই মন্ত্রবেত্তাদের গণনা (আয়াত ২১-২২) ভুল প্রমাণিত হবে।

২১:২৫, ২৯ তোমার দিন উপস্থিত হল। অম্মোনীয়দের বাদশাহ্‌র ভাগ্যে যা ঘটেছে তা এহুদার বাদশাহ্‌র ভাগ্যেও ঘটবে।

২১:২৫ আহত দুষ্ট ইসরাইল-নরপতি। সিদিকিয় (৭:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২১:২৬ পাগড়ী। শুধুমাত্র এখানে এটি রাজকীয় মুকুট হিসেবে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য স্থানে তা শুধুমাত্র ইমামদের পোশাকের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে (হিজ ২৮:৪, ৩৭, ৩৯; ২৯:৬; ৩৯:২৮, ৩১; লেবীয় ৮:৯; ১৬:৪ আয়াত দেখুন) যা মুকুট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে (হিজ ২৮:৩৬-৩৯; ২৯:৬; ৩৯:৩১; লেবীয় ৮:৯)। এটি তৈরি করা হত উৎকৃষ্ট মসীনা তথা লিনেন কাপড় থেকে (হিজ ২৮:৩৯; ৩৯:২৮ আয়াত দেখুন)। *যা খর্ব তা উঁচু হোক ... যা উঁচু তা খর্ব হোক।* আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপের কারণে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন বোঝাতে কিতাবুল মোকাদ্দসে এ ধরনের কথা প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন ১৭:২৪ আয়াত ও নোট; ১ শামু ২:৭-

তোমাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে। ২৫ আর
হে আহত দুষ্ট ইসরাইল-নরপতি, শেষ অপরাধের
সময়ে তোমার দিন উপস্থিত হল। ২৬ সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, পাগড়ী অপসারণ কর ও
রাজমুকুট দূর কর; যা আছে, তা আর থাকবে না;
যা খর্ব তা উঁচু হোক ও যা উঁচু তা খর্ব হোক।
২৭ আমি বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় নিয়ে আসবা; যা
আছে, তাও থাকবে না, যতক্ষণ তিনি না আসেন,
যাঁর এতে ন্যায্য অধিকার; আমি তাঁকেই এই
সমস্ত দেব।
২৮ আর হে মানুষের সন্তান, তুমি এই
ভবিষ্যদ্বাণী বল, সার্বভৌম মাবুদ অম্মোনীয়দের
বিষয়ে ও তাদের উপহাসের বিষয়ে এই কথা
বলেন; তুমি বল, তলোয়ার, তলোয়ার কোষ
থেকে বের করা হয়েছে, সেটি হত্যা করার জন্য
পালিশ করা হয়েছে, যেন গ্রাস করে, যেন
বিদ্যুতের মত চমকায়। ২৯ এদিকে লোকেরা
তোমার জন্য মিথ্যা দর্শন পায় ও তোমার জন্য
মিথ্যা মন্ত্র পাঠ করে, যেন তোমাকে সেই আহত
দুষ্টদের ঘাড়ের উপরে নিক্ষেপ করে, যাদের দিন
শেষের অপরাধকাল উপস্থিত হয়েছে। ৩০ সেটি
পুনর্বার কোষে রাখ; তুমি যে স্থানে সৃষ্ট ও যে
দেশে উৎপন্ন হয়েছিলে, সেখানে আমি তোমার
বিচার করবো। ৩১ আর আমি তোমার উপরে
আমার গজব ঢেলে দেব; আমি তোমার বিরুদ্ধে
আমার ক্রোধের আগুনে ফুঁ দেব এবং বিনাশ
সাধনে নিপুণ এমন নিষ্ঠুর লোকদের হাতে
তোমাকে তুলে দেব। ৩২ তুমি আগুনের কাঠের
মত হবে; তোমার রক্ত দেশের মধ্যেই পড়বে;
লোকে তোমাকে আর কখনও স্মরণ করবে না;
কেননা আমি মাবুদ এই কথা বললাম।

এহুদা ও জেরুশালেমের গুনাহ্‌ ও দণ্ড

২২ ১ আর মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষ সন্তান,
তুমি কি বিচার করবে? সেই রক্তপাতের নগরীর
বিচার করবে? তবে তার সমস্ত ঘৃণার কাজের
কথা তাকে জানাও। ৩ তুমি বলবে, সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, এ সেই নগরী, যে
নিজের মধ্যে রক্তপাত করে থাকে, যেন তার
কাল উপস্থিত হয়; সে নিজের জন্য মূর্তিগুলোকে
তৈরি করে থাকে, যেন সে নাপাক হয়। ৪ তুমি
যে রক্তপাত করেছ, তা দ্বারা তুমি দণ্ডনীয়া হয়েছ
ও তুমি যেসব মূর্তি তৈরি করেছ, তা দ্বারা
নাপাক হয়েছ; এবং তুমি নিজের দিন সন্নিকট
করেছ ও তোমার আয়ুর শেষ প্রান্তে উপস্থিত
হয়েছ; এজন্য আমি তোমাকে জাতিদের ও

ইয়ার ২৩:৫-৬; ইহি ৩৭:২৪; হগয় ২:২১-২২।
[২১:২৮] পয়দা ১৯:৩৮; সফ ২:৮।
[২১:২৯] ইহি ২২:২৮; ৩৫:৫।
[২১:৩০] ইয়ার ৪৭:৬।
[২১:৩১] জবুর ১৮:১৫; ইশা ১১:৪।
[২১:৩২] ইহি ২০:৪৭-৪৮; মালা ৪:১।
[২২:২] ইহি ২৪:৬, ৯; হোশেয় ৪:২; নহূম ৩:১; হবক ২:১২।
[২২:৩] ইহি ২৩:৩৭, ৪৫; ২৪:৬।
[২২:৪] ২বাদশা ২১:১৬।
[২২:৫] ইশা ২২:২।
[২২:৭] দ্বি:বি ৫:১৬; মীখা ৭:৬।

৮; মেসাল ২৬:২৭ আয়াত ও নোট; লূক ১:৫২-৫৩)।

২১:২৭ বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় ... তাও থাকবে না। তিন বার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে (ইশা ৬:৩; ইয়ার ৭:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *যাঁর এতে ন্যায্য অধিকার।* মসীহ্‌; সম্ভবত এখানে পয়দা ৪৯:১০ আয়াতের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২১:২৮ অম্মোনীয়। আয়াত ২০ দেখুন। জেরুশালেমের উপরে বিচার সাধনের পর তাদেরকেও বিচার করা হবে (দেখুন ২৫:১-৭; এর সাথে দেখুন ইয়ার ৯:২৬; ৪৯:১-৬; আমোস ১:১৩-১৫; সফ ২:৮-১১)। *তাদের উপহাস।* দেখুন ২৫:৩, ৬; তুলনা করুন ৩৬:১৫। *তলোয়ার, তলোয়ার।* বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের তলোয়ার (দেখুন আয়াত ৯, ১৯ ও নোট)।

২১:২৯ মিথ্যা দর্শন ... মিথ্যা মন্ত্র। আপাতদৃষ্টিতে অম্মোনেও এমন অনেক ভণ্ড নবী ছিল যারা শান্তি সম্পর্কে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করতো (দেখুন আয়াত ১০ ও নোট; ১৩:১০; ইয়ার ৬:১৪; ৮:১১-১২)।

২১:৩০-৩২ যখন ব্যাবিলনকে ব্যবহারের পেছনে আল্লাহ্‌র সমস্ত উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন তিনি তাদের সমস্ত মন্দ কাজের জন্য তাদেরকেও বিচারের অধীনে এনে শাস্তি দেবেন (দেখুন ইয়ার ৫০:১৫, ২৭, ২৯, ৩১; ৫১:৬, ৪৯; হাবা ২:৪-২০; তুলনা করুন ইশা ১০:৫-১৯ আয়াত ও ১০:১২ আয়াতের নোট)।

২১:৩০ সেটি। তলোয়ারের কথা বোঝানো হয়েছে। *পুনর্বার কোষে রাখ।* এই কথাটি বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে।

২১:৩১ নিষ্ঠুর লোক। পূর্ব দিকের লোকেরা, যেমনটা ২৫:৪ আয়াতে দেখা যায়।

২১:৩২ আগুনের কাঠের মত। দেখুন ২০:৪৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

২২:১-৩১ নবী ইহিস্কেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তিনি জেরুশালেমের বিরুদ্ধে কথা বলেন (আয়াত ১-১২) এবং এহুদার বিরুদ্ধে কথা বলেন (আয়াত ২৩-২৯)। তিনি তাদের সমস্ত গুনাহ্‌র অপরাধের কথা তাদেরকে জানাবেন, যার জন্য তাদের উপরে আল্লাহ্‌র এই গজব নেমে আসছে (আয়াত ১৩-২২, ৩০-৩১)। বাদশাহ্‌ মানাশা, আমোন ও যিহোয়াকীমের অধীনে জেরুশালেম নগরী হয়ে উঠেছিল মূর্তিপূজক এক নগরী এবং নৈতিক অবক্ষয়ে পতিত এক ভূখণ্ড (২ বাদশাহ্‌ ২১:২-২৬; ইয়ার ২২:১৩-১৭)। এহুদা রাজ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী ছিল তারা দুর্বলদের উপরে অন্যায় ও অত্যাচার করতো।

২২:২ তুমি কি বিচার করবে? তুলনা করুন ২০:৪ আয়াত ও নোট। *সেই রক্তপাতের নগরী।* জেরুশালেম, নবী ইহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণীর মূল কেন্দ্রবিন্দু (৫:৫ আয়াত ও নোট)।

২২:৩ রক্তপাত করে থাকে ... মূর্তিগুলোকে তৈরি করে থাকে। দুই ধরনের গুনাহ্‌ এখানে তৈরি হয়েছে: সামাজিক অন্যায্যতা এবং মূর্তিপূজা। *মূর্তি।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৬ ইসরাইলের নেতৃবর্গ। এখানে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথা বোঝানো হয়েছে, বাদশাহ্‌ নয়; ২১:১২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন ১৯:১ আয়াত।

২২:৭ পিতামাতাকে তুচ্ছ করা হয়েছে। মিকাহ্‌ ৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। দুটো অংশেই আল্লাহ্‌ হিজ ২০:১২ আয়াতে যা হুকুম করেছিলেন তার বিপরীত কাজ করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *বিদেশীর প্রতি ... এতিম ও বিধবার প্রতি।* হিজ ২২:২১-২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ১০:১৮; ১৬:১১, ১৪; ২৪:১৭; ২৭:১৯; জবুর ৬৮:৫-৬ আয়াত ও নোট; ৮২:৩; ইশা ১:১৭ আয়াত ও নোট; ২৩;

সকল দেশের কাছে বিদ্রূপের পাত্র করলাম।
৫ তোমার কাছের কি দূরের সকলে তোমাকে
বিদ্রূপ করবে, তুমি তো অখ্যাত ও কলহপূর্ণা।
৬ দেখ, ইসরাইলের নেতৃবর্গ, প্রত্যেকে তোমার
মধ্যে রক্তপাত করার জন্য নিজ নিজ ক্ষমতা
ব্যবহার করছে। ৭ তোমার মধ্যে পিতা-মাতাকে
তুচ্ছ করা হয়েছে; তোমার মধ্যে বিদেশীর প্রতি
জুলুম করা হয়েছে; তোমার মধ্যে এতিম ও
বিধবার প্রতি দৌরাত্ম্য করা হয়েছে। ৮ তুমি
আমার পবিত্র বস্তুগুলো অবজ্ঞা করেছ ও আমার
বিশ্রামবারগুলো নাপাক করেছ। ৯ রক্তপাত করার
জন্য তোমার মধ্যে কিছু লোক কুৎসা রটনা করে
থাকে; এবং তোমার মধ্যে লোকে পর্বতের উপরে
ভোজন করে; তোমার মধ্যে লোকে কুকর্ম করে;
১০ তোমার মধ্যে লোকে পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত
করে; তোমার মধ্যে লোকে ঋতুমতী নাপাক
স্ত্রীকে বলাৎকার করে; ১১ তোমার মধ্যে কেউ
তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ঘৃণার কাজ করে;
কেউ বা আপন পুত্রবধূর সঙ্গে কুকর্ম করে
নিজেকে নাপাক করে; আর কেউ বা তোমার
মধ্যে নিজের বোনকে, আপন পিতার কন্যাকে,
বলাৎকার করে। ১২ রক্তপাত করার জন্য তোমার
মধ্যে লোকে ঘুষ গ্রহণ করে; তুমি সুদ ও বৃদ্ধি
নেও, লোভে জুলুম করে প্রতিবেশীদের কাছ
থেকে লাভ করেছ এবং আমাকেই ভুলে গিয়েছ,
এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১৩ অতএব দেখ, তুমি যে অন্যায় লাভ করেছ
ও তোমার মধ্যে যে রক্তপাত হয়েছে, সেই
কারণে আমি করে করাঘাত করেছি। ১৪ আমি যে
সময় তোমার কাছ থেকে হিসেব নেব, সেই
সময়ে তোমার অন্তঃকরণ কি সুস্থির থাকবে?
তোমার হাত কি সবল থাকবে? আমি মাবুদ এই
কথা বললাম, আর তা সিদ্ধ করবো। ১৫ আমি
তোমাকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও নানাদেশে
ছড়িয়ে দেব এবং তোমার মধ্য থেকে তোমার
নাপাকীতা দূর করবো। ১৬ তুমি নিজের দোষে
জাতিদের সাক্ষাতে নাপাক হবে; তাতে তুমি
জানবে যে, আমিই মাবুদ।
১৭ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১৮ হে মানুষের সন্তান, ইসরাইল-
কুল আমার কাছে খাদস্বরূপ হয়েছে; তারা
সকলে হাপরের মধ্যে ব্রোঞ্জ, দস্তা, লোহা ও
সীসার মত; তারা রূপার খাদের মত হয়েছে।
১৯ অতএব সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তোমরা সকলে খাদ হয়ে গেছ, এজন্য দেখ,
আমি তোমাদের জেরুশালেমের মধ্যে একত্র
করবো। ২০ যেমন লোকে আগুনে ফুঁ দিয়ে
গলাবার জন্য রূপা, ব্রোঞ্জ, লোহা, সীসা ও দস্তা
হাপরের মধ্যে একত্র করে, তেমনি আমি আমার
ক্রোধে ও প্রচণ্ড কোপে তোমাদের একত্র করবো
এবং সেখানে রেখে গলাব। ২১ হ্যাঁ, আমি
তোমাদের সংগ্রহ করে আমার ক্রোধের আগুনে
ফুঁ দেব, তাতে তোমরা তার মধ্যে গলে যাবে।
২২ যেমন হাপরের মধ্যে রূপা গলানো হয়,
তেমনি তার মধ্যে তোমাদেরকে গলানো হবে;
তাতে তোমরা জানবে যে, আমি মাবুদ
তোমাদের উপরে আমার গজব ঢাললাম।
২৩ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২৪ হে মানুষের সন্তান, তুমি দেশকে
বল, তুমি এমন একটি দেশ, যা পরিষ্কৃত হয় নি
ও ক্রোধের দিনে বৃষ্টিতে সিক্ত হয় নি।
২৫ সেখানকার নেতৃবর্গ সেখানে চাক্রান্ত করে;
তারা এমন গর্জনকারী সিংহের মত, যে শিকার
ছিন্নভিন্ন করে; তারা প্রাণীদেরকে গ্রাস করেছে;
তারা ধন ও বহুমূল্য বস্তু হরণ করে; তারা
সেখানে অনেক স্ত্রীকে বিধবা করেছে।
২৬ সেখানকার ইমামেরা আমার শরীয়তের প্রতি
দৌরাত্ম্য করেছে ও আমার পবিত্র বস্তু সকল
নাপাক করেছে, পবিত্র ও সামান্যের মধ্যে কোন
প্রভেদ রাখে নি, পাক-নাপাকীতার মধ্যে কোন

[২২:৮] হিজ ২০:৮।
[২২:৯] ইশা ৫৯:৩; ইহি ১১:৬; হোশেয় ৪:২; ৬:৯।
[২২:১০] লেবীয় ১৮:৭।
[২২:১১] পয়দা ১১:৩১; লেবীয় ১৮:১৫।
[২২:১২] হিজ ১৮:২১; দ্বি:বি ২৭:২৫; মীখা ৭:৩।
[২২:১৩] শুমারী ২৪:১০; ইহি ২১:১৭।
[২২:১৪] নহূম ১:৬; মালা ৩:২।
[২২:১৫] দ্বি:বি ৪:২৭; জাকা ৭:১৪।
[২২:১৮] জবুর ১১৯:১১৯।
[২২:১৯] জবুর ১১৯:১১৯।
[২২:২০] হোশেয় ৮:১০; মালা ৩:২।
[২২:২১] ইশা ৪০:৭; হগয় ১:৯।
[২২:২২] ইশা ১:২৫।
[২২:২৪] ইহি ২৪:১৩।
[২২:২৫] জবুর ২২:১৩।
[২২:২৬] হোশেয় ৯:৭-৮।
[২২:২৭] সফ ৩:৩; মথি ৭:১৫।

ইয়ার ৭:৬; ২২:৩; ইয়াকুব ১:২৭।

২২:৮ বিশ্রামবারগুলো। নবী ইহিস্কেলের অন্যতম প্রধান গুরুত্বের বিষয় (২০:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২২:৯ পর্বতের উপরে ভোজন করে। ১৮:৬ আয়াত ও নোট। *কুকর্ম করে।* পৌত্তলিক মূর্তি পূজার মধ্য দিয়ে (হোসিয়া ৪:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২২:১০ ঋতুমতী নাপাক স্ত্রীকে বলাৎকার করে। এর সাথে তুলনা করুন ১৮:৬ আয়াত ও নোট।

২২:১১ ঘৃণার কাজ। এই আয়াতে যে সমস্ত গুনাহ্‌র কথা বলা হয়েছে তার সবই শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে (লেবীয় ১৮:৭-২০; ২০:১০-২১; দ্বি.বি. ২২:২২-২৩, ৩০; ২৭:২২)।

২২:১২ তুমি সুদ ও বৃদ্ধি নেও ... প্রতিবেশীদের কাছ থেকে লাভ করেছ। ১৮:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

২২:১৩ আমি করে করাঘাত করেছি। রাগ প্রকাশের জন্য (২১:১৪, ১৭ আয়াত দেখুন)।

২২:১৭-২২ জেরুশালেম হয়ে উঠবে আল্লাহ্‌র "হাপর," যাতে তিনি এর অবশিষ্ট সকলকে এবং পার্শ্ববর্তী সমস্ত নগরকে পুড়িয়ে খাঁটি করবেন ও সমস্ত "খাদ" দূর করে দেবেন (জবুর ১২:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২২:২৫ নেতৃবর্গ। নবী ইহিস্কেল ১৮-২২ আয়াতে "খাদ" সম্পর্কে এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছেন। এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জেরুশালেমের সমস্ত নেতৃবর্গ ও জনতা: নেতৃবর্গ (এই আয়াতে), ইমাম (আয়াত ২৬), কর্মকর্তা (আয়াত ২৭), নবী (আয়াত ২৮), লোকেরা (আয়াত ২৯)। *গর্জনকারী সিংহের মত।* তুলনা করুন আয়াত ২৭; ১৩:৪; সফ ৩:৩।

২২:২৬ পবিত্র ও সামান্যের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখে নি। যা ছিল ইমামদের অন্যতম প্রধান একটি দায়িত্ব (আয়াত ৪৪:২৩ ও নোট দেখুন; এর সাথে লেবীয় ১০:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বিশ্রামবার।* ৮ আয়াতের নোট দেখুন। *আমি তাদের মধ্যে নাপাক হচ্ছি।* লেবীয় ১৮:২১ আয়াত ও নোট দেখুন।

প্রভেদ শিক্ষা দেয় নি ও আমার বিশ্রাম-
বারগুলোর প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছে, আর
আমি তাদের মধ্যে নাপাক হচ্ছি। ২৭ সেখানকার
কর্মকর্তারা সেখানে এমন নেকড়ে বাঘের মত,
যারা শিকার ছিন্নভিন্ন করে; তারা রক্তপাত করে,
প্রাণ বিনাশ করে, যেন অন্যায় লাভ পেতে পারে।
২৮ আর সেখানকার নবীদের তাদের জন্য চুন
দিয়ে দেয়াল লেপণ করেছে, তারা মিথ্যা দর্শন
পায় ও তাদের জন্য মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র পড়ে;
মাবুদ কথা না বললেও তারা বলে, সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন। ২৯ দেশের লোকেরা ভারী
জুলুম করেছে, পরের দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ
করেছে, দুঃখী দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করেছে
এবং বিদেশীর প্রতি অন্যায়পূর্বক জুলুম করেছে।
৩০ আর আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এজন্য
তাদের মধ্যে এমন এক জন পুরুষকে খোঁজ
করলাম, যে তার প্রাচীর সারাবে ও দেশের
নিমিত্ত আমার সম্মুখে তার ফাটলে দাঁড়াবে, কিন্তু
পেলাম না। ৩১ এজন্য আমি তাদের উপরে
আমার গজব বর্ষণ করলাম; আমি আমার
কোপাগ্নি দ্বারা তাদেরকে সংহার করলাম; তাদের
কাজের ফল তাদের মাথায় বর্তালাম, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

অহলা ও অহলীবা

২৩ ১ আর মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান,
দু'টি স্ত্রীলোক ছিল, তারা এক মায়ের কন্যা।
৩ তারা যৌবনকালেই মিসরে জেনা করলো;
সেখানে তাদের স্তন মর্দিত হত, সেখানে
লোকেরা তাদের কৌমার্যকালীন চুচুক টিপতো।
৪ তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম অহলা [তার তাঁবু]
ও তার বোনের নাম অহলীবা [তার মধ্যে আমার
তাঁবু]; তারা আমার হল এবং পুত্রকন্যা প্রসব
করলো। তাদের নামের তাৎপর্য হল এই– অহলা
সামেরিয়া ও অহলীবা জেরুশালেম।
৫ আমার থাকতে অহলা জেনা করলো, নিজের
প্রেমিকদের প্রতি, নিকটবর্তী আসেরীয়দের প্রতি
কামাসক্তা হল; ৬ এরা নীল রংয়ের পোশাক
পরা, শাসনকর্তা ও সেনাপতিরা, সকলেই
মনোহর যুবক ও ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা। ৭ সে
তাদের অর্থাৎ সমস্ত উচ্চপদস্থ আসেরীয়া-
সন্তানের সঙ্গে জেনা করতো এবং যাদের প্রতি
কামাসক্তা হত, তাদের সমস্ত মূর্তি দিয়ে সে
নিজেকে নাপাক করতো। ৮ আবার সে মিসরে
যে জেনা করতো তা এখনও পরিত্যাগ করে নি;
কেননা তার যৌবনকালে লোকে তার সঙ্গে শয়ন
করতো, তারাই তার কৌমার্যকালীন চুচুক
টিপতো ও তার সঙ্গে রতিক্রিয়া করতো।
৯ এজন্য আমি তার প্রেমিকদের হাতে– সে
যাদের প্রতি কামাসক্তা ছিল, সেই আসেরীয়দের
হাতে তাকে তুলে দিলাম। ১০ তারা তার উলঙ্গতা
অনাবৃত করলো, তার পুত্রকন্যাদের হরণ করে
তাকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করলো; এভাবে
স্ত্রীলোকদের মধ্যে তার অখ্যাতি হল, কারণ
লোকেরা তাকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিল।
১১ এসব দেখেও তার বোন অহলীবা তার

[২২:২৮] মাতম ২:১৪; ৪:১৩। [২২:২৯] জবুর ৬২:১০। [২২:৩০] জবুর ১০৬:২৩; ইশা ৬৪:৭; ইয়ার ৫:১। [২২:৩১] হিজ ৩২:১০; ইশা ৩০:২৭; মাতম ৪:১১। [২২:৩১] ইহি ৭:৮-৯; রোমীয় ২:৮। [২৩:২] ইয়ার ৩:৭; ইহি ১৬:৪৫। [২৩:৩] ইউসা ২৪:১৪। [২৩:৪] ইহি ১৬:৪৬। [২৩:৫] ২বাদশা ১৬:৭; হোশেয় ৫:১৩। [২৩:৭] ইশা ৫৭:৮; হোশেয় ৫:৩; ৬:১০। [২৩:৮] হিজ ৩২:৪। [২৩:৯] ২বাদশা ১৮:১১। [২৩:১০] হোশেয় ২:১০। [২৩:১১] ইয়ার ৩:৭। [২৩:১২] ২বাদশা ১৬:৭-১৫।

২২:২৮ চুন দিয়ে দেয়াল লেপণ করেছে। ১৩:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

২২:২৯ দেশের লোকেরা। দেখুন ৭:২৭ আয়াত ও নোট।

২২:৩০ তাদের মধ্যে এমন এক জন পুরুষকে খোঁজ করলাম। তুলনা করুন ইশা ৫৯:১৬; ৬৩:৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার সম্মুখে তার ফাটলে দাঁড়াবে।* আয়াত ১৩:৫ ও নোট দেখুন। অনেকে ব্যাখ্যা করেন এই কাজটি দিয়ে মূলত একজন নবী হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের পক্ষে মধ্যস্থতা করার দায়িত্বের কথা বোঝানো হয়েছে (দেখুন পয়দা ২০:৭; ১ শামু ১২:২৩; ইয়ার ৩৭:৩; ৪২:২)। অন্যরা এটিকে ব্যাখ্যা করেন শিক্ষা দান হিসেবে, বিশেষ করে লোকদেরকে মন পরিবর্তন করার আহ্বান জানানো। এ প্রসঙ্গে দেখুন নবীদের "প্রহরী" হিসেবে দায়িত্ব পালন (৩:১৭-২১; ৩৩:১-৬)।

২২:৩১ তাদের কাজের ফল তাদের মাথায় বর্তালাম। দেখুন মেসাল ২৬:২৭ আয়াত ও নোট।

২৩:১-৪৯ এই অংশটিতে ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌ ভিন্ন ঢংয়ে বর্ণিত হয়েছে (প্রায় একই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় ১৬ অধ্যায়ে), যা ১৩ অধ্যায়ে শুরু হওয়া জেরুশালেম ও এহুদার উপরে আসন্ন বিচারের বর্ণনাকে ক্রান্তিলগ্নে নিয়ে এসেছে (১৩:১-২৩; ১৮:১-৩২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৪ জ্যেষ্ঠা। ১৬:৪৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *অহলা।* এই নামের অর্থ "তার তাঁবু," সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, সামেরিয়ার নিজস্ব অননুমোদিত এবাদতখানা ছিল। *অহলীবা।* এই নামের অর্থ "তার মধ্যে আমার তাঁবু," যা সম্ভবত একথা বোঝায় যে, মাবুদের এবাদতখানা জেরুশালেমে অবস্থিত। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ারমিয়া ৩:৬-১২ আয়াতের দুই বোন এবং এর সাথে দেখুন ৩:৭ আয়াতের নোট।

২৩:৫ জেনা করলো। এখানে জেনা করা বলতে পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী জাতির সাথে রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করা বোঝানো হয়েছে, ১৬ অধ্যায়ে উল্লেখিত মূর্তিপূজা নয় (হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। এই অংশের চিত্রায়িত রগরগে বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্‌ ও নবী ইহিস্কেলের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে, কারণ সুরক্ষিত থাকার জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর না করে ইসরাইল জাতি পৌত্তলিক পরজাতীয় শক্তির উপরে নির্ভর করেছে – যা নিঃসন্দেহে ধর্মীয় জেনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। *আশেরীয়।* ২ বাদশাহ্‌ ১৫:১৯ আয়াত ও নোট।

২৩:৮ মিসরে। তুলনা করুন ২০:৫-৮ আয়াত। ইসরাইল জাতির পুরো ইতিহাসই অবাধ্যতা ও অবিশ্বস্ততায় পূর্ণ। মিসরের প্রতি ইসরাইলের বিশেষ দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে দেখুন হিজ ১৭:৩; শুমারী ১১:৫, ১৮, ২০; ১৪:২-৪; ২১:৫ আয়াত।

২৩:১০ তার উলঙ্গতা অনাবৃত করলো। এখানে ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয়দের কাছে সামেরিয়ার পতন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

কামাসক্তিতে তার চেয়েও, হ্যাঁ, পতিতাবৃত্তিতে
সেই বোনের চেয়েও বেশি ভ্রষ্ট হল। ১২ সে
নিকটবর্তী আসেরীয়দের প্রতি– শাসনকর্তা ও
সেনাপতিদের প্রতি কামাসক্তা হল; তারা
জমকালো পোশাক-পরিহিত ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা,
সকলেই মনোহর যুবক। ১৩ আর আমি দেখলাম,
সে নাপাক, উভয়ে একই পথে চলছে। ১৪ আর
সে তার পতিতাবৃত্তি বাড়াল, কেননা সে দেয়ালে
চিত্রিত পুরুষদেরকে অর্থাৎ কল্‌দীয়দের লাল
রংয়ে আঁকা প্রতিরূপ দেখলো; ১৫ তাদের
কোমরবন্ধনী, তাদের মাথায় রঙীন দীর্ঘ পাগড়ী,
তারা সকলে দেখতে সেনানীদের মত, কল্‌দীয়
দেশজাত ব্যাবিলনীয়দের রূপবিশিষ্ট।
১৬ তাদেরকে দেখামাত্র সে কামাসক্তা হয়ে
কল্‌দীয় দেশে তাদের কাছে দূত প্রেরণ করলো।
১৭ তাতে ব্যাবিলনীয়েরা তার কাছে এসে প্রেমের
বিছানায় শয়ন করলো ও জেনা করে তাকে ভ্রষ্ট
করলো; সে তাদের দ্বারা নাপাক হল, পরে
তাদের প্রতি তার প্রাণে ঘৃণা হল। ১৮ সে তার
পতিতাবৃত্তি প্রকাশ করলো, তার উলঙ্গতা অনাবৃত
করলো; তাতে আমার প্রাণে তার বোনের প্রতি
যেমন ঘৃণা হয়েছিল, তার প্রতিও তেমনি ঘৃণা
হল। ১৯ আর সে তার পতিতাবৃত্তি বাড়িয়ে তুলল,
যে সময়ে মিসর দেশে পতিতাবৃত্তি করতো,
নিজের সেই যৌবনকাল স্মরণ করলো।
২০ কেননা গাধার মত মাংসবিশিষ্ট ও ঘোড়ার মত
রেতোবিশিষ্ট তাদের শৃঙ্গারকারিগণে সে
কামাসক্তা হল। ২১ এভাবে, মিসরীয়েরা যে সময়ে
কৌমার্যকালীন স্তন বলে তোমার চুচুক টিপতো,
তুমি পুনর্বার সেই যৌবনকালীয় কুকর্মের চেষ্টা
করেছ।
২২ এজন্য, হে অহলীবা, সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, দেখ, তোমার প্রাণে যাদের প্রতি
ঘৃণা হয়েছে, তোমার সেই প্রেমিকদের আমি
তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাব, চারদিক থেকে
তাদের তোমার বিরুদ্ধে আনবো।
২৩ ব্যাবিলনীয়েরা এবং কল্‌দীয়েরা সকলে,
পকোদ, শোয়া ও কোয়া এবং তাদের সঙ্গে সমস্ত
আসেরিয়দের আনা হবে; তারা সকলে মনোহর
যুবক, শাসনকর্তা, সেনাপতি, উচ্চপদস্থ লোক,
সকলে যোদ্ধা ও ঘোড়সওয়ার। ২৪ তারা
অস্ত্রশস্ত্র, রথ, ঘোড়ার গাড়ি ও জাতিসমাজ সঙ্গে
নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে আসবে। তারা বর্ম, ঢাল
ও টোপর ধরে তোমার বিরুদ্ধে চারদিকে
উপস্থিত হবে; এবং আমি তাদের হাতে বিচারের
ভার তুলে দেব, তারা নিজেদের অনুশাসন
অনুসারে, তোমার বিচার করবে। ২৫ আর আমি
আমার অন্তর্জ্বালা তোমার বিরুদ্ধে স্থাপন করবো;
তারা তোমার প্রতি কোপে ব্যবহার করবে; তারা
তোমার নাক ও কান কেটে ফেলবে ও তোমার
অবশিষ্ট লোকেরা তলোয়ারে আঘাতে মারা
পড়বে; তারা তোমার পুত্রকন্যাদের হরণ করবে
ও তোমার অবশিষ্ট লোকেরা আগুনে পুড়ে মারা
যাবে। ২৬ তারা তোমাকে বিবস্ত্রা করবে ও
তোমার সুন্দর গহনাগুলো হরণ করবে।
২৭ এভাবে আমি তোমার কুকর্ম ও মিসর দেশ
থেকে কৃত তোমার পতিতাবৃত্তি নিবৃত্ত করবো,
তাতে তুমি ওদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না
এবং মিসরকেও আর স্মরণ করবে না।
২৮ কেননা সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, তুমি যাদেরকে হিংসা করছো, যাদের প্রতি
তোমার প্রাণে ঘৃণা হয়েছে, তাদের হাতে আমি
তোমাকে তুলে দেব। ২৯ তারা তোমার প্রতি
হিংসা করবে ও তোমার সমস্ত শ্রমফল হরণ
করবে এবং তোমাকে উলঙ্গিনী ও বিবস্ত্রা করে
পরিত্যাগ করবে, তাতে তোমার জেনা-ঘটিত
উলঙ্গতা, তোমার কুকর্ম ও তোমার পতিতাবৃত্তি,
অনাবৃত হবে। ৩০ তুমি জাতিদের পিছনে চলে
জেনা করেছ, তাদের মূর্তিগুলো দ্বারা নাপাক
হয়েছ, এজন্য এসব তোমার প্রতি করা যাবে।
৩১ তুমি তোমার বোনের পথে গমন করেছ,
এজন্য আমি তার পানপাত্র তোমার হাতে দেব।
৩২ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি
তোমার বোনের পাত্রে পান করবে, সেই পাত্র

[২৩:১৩] ২বাদশা ১৭:১৯; হোশেয় ১২:২।
[২৩:১৪] ইহি ৮:১০।
[২৩:১৫] ইশা ৫:২৭।
[২৩:১৬] ইশা ৫৭:৯।
[২৩:১৭] ইয়ার ৪০:৯।
[২৩:১৮] ইশা ৫৭:৮।
[২৩:২১] ইহি ১৬:২৬।
[২৩:২২] ইয়ার ৪:৩০।
[২৩:২৩] ২বাদশা ২০:১৪-১৮; ইয়ার ৪০:৯।
[২৩:২৪] ইয়ার ৪৭:৩; ইহি ২৬:৭, ১০; নহূম ২:৪।
[২৩:২৫] দ্বি:বি ২৯:২০।
[২৩:২৬] ইশা ৩:১৮-২৩; ইহি ১৬:৩৯।
[২৩:২৭] ইহি ১৬:৪১।
[২৩:২৮] ইয়ার ৩৪:২০।
[২৩:২৯] মীখা ১:১১।
[২৩:৩০] জবুর ১০৬:৩৭-৩৮; সফ ৩:১।
[২৩:৩১] ২বাদশা ২১:১৩।
[২৩:৩২] জবুর ৬০:৩; ইশা ৫১:১৭; ইয়ার ২৫:১৫।
[২৩:৩৩] ইয়ার ২৫:১৫-১৬।
[২৩:৩৪] জবুর

২৩:১৪ লাল রংয়ে আঁকা প্রতিরূপ। নবী ইয়ারমিয়াও লাল রংয়ের সাজসজ্জাকে অপছন্দ করতেন (ইয়ার ২২:১৪ আয়াত দেখুন)।

২৩:১৫ কোমরবন্ধনী। তুলনা করুন ইশা ৫:২৭ আয়াত, যেখানে প্রায় একই ধরনের আশেরীয় সামরিক উপকরণের কথা পাওয়া যায়।

২৩:২০ মাংসবিশিষ্ট। ১৬:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৩:২৩ ব্যাবিলনীয়েরা এবং কল্‌দীয়েরা। অনেক সময় দুটো নাম দিয়েই একই দেশকে বোঝানো হয়ে থাকে (দেখুন আয়াত ১:৩; ১২:১৩), কিন্তু এখানে আলাদা করে দেখানো হয়েছে (যেমনটা ১৫ আয়াতে দেখা যায়)। সম্ভবত এর কারণ হল, কল্‌দীয়েরা ব্যাবিলনীয়দের একটি নব্য উপগোষ্ঠী ছিল। *পকোদ।* ব্যাবিলনের পূর্ব দিকে বসবাসকারী অরামীয় জাতির লোকেরা। *শোয়া ও কোয়া।* ব্যাবিলনীয়দের মিত্রপক্ষ, যাদের উৎস ও অবস্থান অজ্ঞাত।

২৩:২৪ নিজেদের অনুশাসন। যা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয় (আয়াত ২৫ দেখুন)।

২৩:২৫ অন্তর্জ্বালা ... কোপ। ১৬:৩৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *আগুন।* ১৫:৭; ২০:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২৭ মিসর দেশ থেকে। ৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩১ তার পানপাত্র। যা আল্লাহ্‌র ক্রোধে পূর্ণ হয়েছিল। এটি পান করার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। এই চিত্রটি আরও বিধৃত আকারে দেখুন জবুর ১৬:৫ আয়াত ও নোট; ৭৫:৮; ইশা ৫১:১৭, ২২; ইয়ার ২৫:১৫ আয়াত ও নোট; ৪৯:১২; মাতম ৪:২১; ওবদিয়া ১৬ আয়াত ও নোট; হাবা ২:১৬; মথি ২০:২২; ২৬:৩৯; প্রকা ১৪:১০ আয়াত ও নোট।

২৩:৩৪ নিজের স্তন বিদীর্ণ করবে। বুকে করাঘাত করা ছিল শোকের চিহ্ন (২১:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ইয়ার

গভীর ও বড়; তুমি পরিহাসের বিষয় হবে; সেই
পাত্রে অনেকটা ধরে। ৩৩ তুমি মাতলামী ও খেদে,
বিস্ময়ের ও ধ্বংসের পাত্রে, তোমার বোন
সামেরিয়ার পাত্রে পরিপূর্ণা হবে। ৩৪ তুমি তাতে
পান করবে, গাদও খেয়ে ফেলবে এবং তার
খোলা চাটবে ও নিজের স্তন বিদীর্ণ করবে;
কেননা আমি এই কথা বললাম, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ৩৫ অতএব সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি আমাকে ভুলে
গিয়েছ, আমাকে পিছনে ফেলেছ, সেজন্য তুমি
আবার তোমার কুকর্মের ও পতিতাবৃত্তির ভার
বহন কর।
৩৬ মাবুদ আমাকে আরও বললেন, হে মানুষের
সন্তান, তুমি কি অহলার ও অহলীবার বিচার
করবে? তবে তাদের ঘৃণার কাজগুলোর কথা
তাদেরকে জানাও। ৩৭ কেননা তারা জেনার কাজ
করেছে ও তাদের হাতে রক্ত আছে; তারা তাদের
মূর্তিগুলোর সঙ্গে জেনা করেছে এবং আমার জন্য
প্রসূত তাদের সন্তানদেরকে মূর্তিগুলোর খাবার
হিসেবে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করিয়েছে।
৩৮ তারা আমার প্রতি আরও এই অপকর্ম করেছে,
সেদিন আমার পবিত্র স্থান নাপাক করেছে এবং
তারা আমার বিশ্রামবার নাপাক করেছে।
৩৯ কারণ যখন তারা তাদের মূর্তিগুলোর উদ্দেশে
নিজ নিজ বালকদেরকে জবেহ্ করতো, তখন
সেদিন আমার পবিত্র স্থানে এসে তা নাপাক
করতো; আর দেখ, আমার গৃহের মধ্যে তারা এই
কাজ করেছে।
৪০ এছাড়া, তোমরা দূরস্থ পুরুষদের আনবার
জন্য দূত প্রেরণ করেছ; দূত প্রেরিত হলে, দেখ,
তারা আসল; তুমি তাদের জন্য গোসল করলে,
চোখে অঞ্জন দিলে ও অলঙ্কারে নিজেকে বিভূষিত
করলে; ৪১ পরে রাজকীয় বিছানায় বসে তার
সামনে টেবিল সাজিয়ে তার উপরে আমার ধূপ ও
আমার তেল রাখলে। ৪২ আর তার সঙ্গে নিশ্চিন্ত
লোকারণ্যের কলরব হল এবং সাধারণ লোকদের
সঙ্গে মরুভূমি থেকে মদ্যপায়ীদের আনা হল,
তারা ঐ দুই রমণীর হাতে কঙ্কণ ও মাথায় সুন্দর
মুকুট দিল।
৪৩ তখন জেনার কাজে যে দুর্বল, সেই স্ত্রীর
সম্বন্ধে আমি বললাম, এখন তারা এর সঙ্গে এবং
এ তাদের সঙ্গে জেনা করবে। ৪৪ আর পুরুষেরা
যেমন পতিতার কাছে গমন করে, তেমনি তারা
ওর কাছে গমন করতো; এভাবে তারা অহলার
ও অহলীবার, সেই দুই কুকর্মকারিণী রমণীর
কাছে গমন করতো। ৪৫ আর ধার্মিক ব্যক্তিরাই
জেনাকারীণী ও রক্তপাতকারিণীদের বিচার
অনুসারে তাদের বিচার করবে; কেননা তারা
জেনাকারিণী ও তাদের হাতে রক্ত আছে।
৪৬ বস্তুত সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তাদের বিরুদ্ধে জনসমাজ আন এবং তাদেরকে
ভেসে বেড়াতে ও লুটদ্রব্য হতে দাও। ৪৭ সেই
সমাজ তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে ও
নিজেদের তলোয়ার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করবে; তারা
তাদের পুত্রকন্যাদেরকে হত্যা করবে এবং
তাদের বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ৪৮ এই
ভাবে আমি দেশ থেকে কুকর্ম নিবৃত্ত করবো,
তাতে সমস্ত স্ত্রীলোক শিক্ষা পাবে, তোমাদের
কুকর্মের মত আচরণ করবে না। ৪৯ আর
লোকেরা তোমাদের কুকর্মের বোঝা তোমাদের
উপরে রাখবে এবং তোমরা নিজেদের মূর্তি-
সম্বন্ধীয় সকল গুনাহ্ বহন করবে; তাতে তোমরা
জানবে যে, আমিই সার্বভৌম মাবুদ।

রান্নার হাঁড়ি

২৪ ১ আর নবম বছরের দশম মাসের দশম
দিনে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান, তুমি এই
দিনের, আজকের এই দিনের নাম লিখে রাখ,

১৬:৫। [২৩:৩৫] দ্বি:বি ৩২:১৮; ইশা ১৭:১০। [২৩:৩৬] ইশা ৫৮:১; মীখা ৩:৮। [২৩:৩৮] লেবীয় ১৫:৩১। [২৩:৩৯] ২বাদশা ২১:৪। [২৩:৪০] ইশা ৫৭:৯। [২৩:৪১] ইষ্টের ১:৬; মেসাল ৭:১৭। [২৩:৪২] জবুর ৭৩:৫। [২৩:৪৫] লেবীয় ২০:১০; ইহি ১৬:৩৮। [২৩:৪৬] দ্বি:বি ২৮:২৫। [২৩:৪৭] ২খান্দান ৩৬:১৯; ইয়ার ৩৪:২২। [২৩:৪৮] ইহি ১৬:৪১। [২৩:৪৯] ইহি ৭:৪; ৯:১০; ১৬:৫৮; ২০:৩৮। [২৪:১] ইহি ৮:১; ২৬:১; ২৯:১৭। [২৪:২] ইশা ৩০:৮; হবক ২:২। [২৪:৩] ইশা ১:২; ইহি ২:৩, ৬। [২৪:৪] ইহি ১১:৭।

৩১:১৯; লূক ২৩:৪৮ আয়াত ও নোট), যা এখানে কাব্যিক ঢংয়ে ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে অসহনীয় যন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে।

২৩:৩৫ তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছ। দেখুন ২২:১২; ইয়ার ২:৩২ আয়াত ও নোট।

২৩:৩৭ তাদের সন্তানদেরকে ... আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করিয়েছে। ১৬:২০ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৩:৩৮ আমার পবিত্র স্থান নাপাক করেছে। অধ্যায় ৮ দেখুন। *বিশ্রামবার।* ২২:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৩:৪০ দূরস্থ পুরুষদের আনবার জন্য দূত প্রেরণ করেছ। সম্ভবত বাদশাহ্ সিদিকিয়ের সময়ে জেরুশালেমে অন্যান্য জাতির নেতৃবর্গকে সমবেত হওয়ার জন্য যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সে বিষয়ে বলা হচ্ছে (ইয়ার ২৭ অধ্যায়)। *তুমি।* জেরুশালেম। *চোখে অঞ্জন দিলে।* সাধারণত চোখে কাজল দেওয়ার মধ্য দিয়ে নারীরা নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

২৩:৪১ বিছানায় বসে তার সামনে টেবিল সাজিয়ে। অর্থাৎ রাজকীয় ভোজের জন্য প্রস্তুত করা বোঝানো হয়েছে (ইশা ২১:৫ আয়াত দেখুন; মেসাল ৯:২ আয়াত দেখুন)।

২৪:৩ সেই বিদ্রোহী-কুল। নবী ইহিস্কেলের কিতাবে এই বিশেষ সম্বোধনটি শেষবারের মত এখানেই দেখা যায় (দেখুন আয়াত ২:৫, ৬, ৮; ৩:৯, ২৬-২৭; ১২:২-৩, ৯, ২৫; ১৭:১২)। জেরুশালেমের বিদ্রোহ খুব দ্রুত দমন করা হবে। *দৃষ্টান্তকথা।* তুলনা করুন ১৭:২ আয়াত। *হাঁড়ি।* ১১:৩-১২ আয়াতে এই দৃষ্টান্তটির ব্যবহার আবারও দেখা যায়। এই রান্নার হাঁড়িটি হচ্ছে জেরুশালেম (তুলনা করুন ১১:৩ আয়াত ও নোট)। এর পরে আমরা দেখি হাঁড়িতে মাংস ও হাড় রান্না হচ্ছে (আয়াত ৪-৫) এবং হাঁড়ির নিচে যে সমস্ত অপরিষ্কার দ্রব্য ছিল সেগুলোও আগুনে পুড়ে যাচ্ছে (আয়াত ৬-৮) এবং এরপর চক্রকারে এই কাজটি চলতে থাকলো (আয়াত ৯-১০, হাড় ও মাংস রান্না হচ্ছে; আয়াত ১১-১২, হাঁড়িতে লেগে থাকা ময়লাগুলো পুড়ে যাচ্ছে)।

২৪:৪ উৎকৃষ্ট অস্থিগুলো। জেরুশালেমের লোকেরা যারা ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বন্দীদশায় বন্দীত্ব বরণ করা থেকে রেহাই পেয়ে যাওয়ায় নিজেদেরকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করেছিল

আজকের এই দিনে ব্যাবিলনের বাদশাহ্
জেরুশালেমের কাছে আসল। ৩ তুমি সেই
বিদ্রোহী-কুলের উদ্দেশে একটি দৃষ্টান্তকথা বল,
তাদেরকে বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
হাঁড়ি চড়াও, তার মধ্যে পানিও দাও। ৪ তার
মাংসখণ্ডগুলো, প্রত্যেক উত্তম খণ্ড, ঊরু ও কাঁধ
তার মধ্যে একত্র কর; উৎকৃষ্ট অস্থিগুলো দিয়ে তা
পূর্ণ কর। ৫ পালের মধ্যে যে ভেড়া উৎকৃষ্ট তা
গ্রহণ কর এবং হাঁড়ির নিচে অস্থি সাজাও, তা
সুসিদ্ধ কর এবং তার মধ্যে অস্থি সকলও রান্না
করা হোক।
৬ অতএব সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
ধিক্ সেই রক্তপূর্ণা পুরীকে, সেই হাঁড়িকে, যার
মধ্যে কলঙ্ক আছে ও যার কলঙ্ক তার মধ্য থেকে
বের হয় নি! তুমি খণ্ড খণ্ড করে তার সমুদয় বের
কর, তার বিষয়ে গুলিবাঁট করা হয় নি। ৭ কেননা
তার রক্ত তার মধ্যে আছে; সে শুকনো পাষাণের
উপরে তা রেখেছে, ধূলি দ্বারা আচ্ছাদিত করার
জন্য মাটির উপরে তা ঢালে নি। ৮ ক্রোধ
উৎপাদন করার জন্য, প্রতিশোধ নেবার জন্য,
আমি তার রক্ত শুকনো পাষাণের উপরে রেখেছি,
যেন আচ্ছাদিত না হয়।
৯ অতএব সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
ধিক্ সেই রক্তপূর্ণা পুরীকে! ১০ আমিও বিশাল
রাশি সাজাব। বিস্তর কাঠ দাও, আগুন প্রজ্বলিত
কর, গোশ্‌ত সুসিদ্ধ কর, সুরস ঝোল কর,
অস্থিগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হোক। ১১ পরে হাঁড়ি
শূন্য হলে তার অঙ্গারের উপরে তা স্থাপন কর,
যেন তা তপ্ত হলে তার ব্রোঞ্জ পুড়ে লাল হয় এবং
তার মধ্যে তার নাপাকীতা গলে যায় ও তার
কলঙ্ক নিঃশেষিত হয়। ১২ সে পরিশ্রমে ক্লান্ত
হয়েছে, তবুও তার কলঙ্কের পুরু স্তর তার মধ্য
থেকে পরিস্কার করা যায় নি, সেজন্য তা আগুনে
ফেলে দেওয়া হোক। ১৩ তোমার নাপাকীতার
কুকর্ম আছে; আমি তোমাকে পবিত্র করলেও
তুমি পবিত্র হলে না, এজন্য তুমি তোমার
নাপাকীতা থেকে আর পাক-পবিত্র হবে না,
যতদিন না আমি তোমার উপরে আমার গজব
ঢেলে দিয়ে শান্ত না হবো। ১৪ আমি মাবুদ এই
কথা বললাম; এই কথা সফল হবে, আমি তা
সাধন করবো, ক্ষান্ত হব না, রহম করবো না,
অনুশোচনাও করবো না; তোমার আচরণ ও
তোমার কাজ যেরকম, সেই অনুসারে বিচার
করা যাবে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

হযরত ইহিস্কেলের স্ত্রীর মৃত্যু

১৫ আরও মাবুদের এই কালাম আমার কাছে

[২৪:৫] ইশা ৩৪:১২; ইয়ার ৫২:১০।
[২৪:৬] আইউ ৬:২৭; যোয়েল ৩:৩; ওব ১:১১; নহূম ৩:১০।
[২৪:৭] লেবীয় ১৭:১৩।
[২৪:১১] ইয়ার ২১:১০।
[২৪:১৩] ইয়ার ৬:২৮-৩০; মাতম ১:৯; ইহি ১৬:৪২; ২২:২৪; ২৩:৩৬-৪৯; হোশেয় ৭:১; জাকা ৬:৮।
[২৪:১৪] শুমারী ১১:২৩।
[২৪:১৬] জবুর ৩৯:১০।
[২৪:১৭] হিজ ২৮:৩৯; ইশা ৩:২০।

(১১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৪:৫ হাঁড়ির নিচে অস্থি সাজাও। মূলত এখানে রান্নার জন্য জ্বালানি হিসেবে হাঁড়ির নিচে কাঠ সাজানোর কথা বলা হয়েছে।

২৪:৬ রক্তপূর্ণা পুরী। তুলনা করুন আয়াত ৯; ২২:২-৩ আয়াত। *যার মধ্যে কলঙ্ক আছে।* এখানে জেরুশালেমের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। *তার বিষয়ে গুলিবাঁট করা হয় নি।* ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেম নগরী অবরুদ্ধ করার পর ব্যাবিলনীয়রা সম্ভবত গুলিবাঁট করে বাছাই করেছিল যে, কাদেরকে তারা বন্দীদশায় নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন প্রত্যেককেই নিয়ে যাওয়া হবে।

২৪:৭ তার রক্ত শুকনো পাষাণের উপরে রেখেছি। জেরুশালেম নিষ্পাপ মানুষের যে রক্তপাত করেছে তা সে প্রকাশ্যে উন্মুক্ত রেখেছিল (তুলনা করুন ইশা ৩:৯ আয়াত)। উন্মুক্ত রক্তের ব্যাপারে আরও দেখুন পয়দা ৪:১০; আইউব ১৬:১৮ ও নোট; তুলনা করুন লেবীয় ১৭:১৩-১৪ আয়াত।

২৪:৮ ক্রোধ। আল্লাহ্‌র ক্রোধ। জেরুশালেম যা করেছে তা জেরুশালেমের প্রতিও করা হবে (দেখুন আয়াত ১৬:৪৩ ও নোট; এর সাথে দেখুন ১ বাদশাহ্ ৮:৩২; ইশা ৩:১ আয়াত; তুলনা করুন হিজ ৪:২১; ২১:২৩-২৫ আয়াত; লেবীয় ২৪:১৭-২২; দ্বি.বি. আয়াত ও নোট)।

২৪:১১ হাঁড়ি। জন মানব শূন্য জেরুশালেম নগরীকে বৃথাই পুড়িয়ে খাঁটি করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হবে।

২৪:১৩ নাপাকীতা। দেখুন আয়াত ১৬:১-৬৩; ২৩:১-৪৯ ও নোট।

২৪:১৪ এই কথা সফল হবে। ৭:২-৩ আয়াত দেখুন ও ৭:১-২৭ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার আচরণ ও তোমার কাজ যেরকম, সেই অনুসারে বিচার করা যাবে।* রোমীয় ২:১-১৬; ২:৬-৮; প্রকা ২০:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:১৫-২৭ এহুদার উপরে আল্লাহ্‌র কর্তৃক আসন্ন বিচার সাধনের ভবিষ্যদ্বাণীর পর (১৩:১–২৪:১৪ আয়াত) নবী ইহিস্কেলের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর কাজ আরও প্রকটভাবে প্রকাশ করেছে যে, জেরুশালেমের পতনের কারণে বন্দীদশায় থাকা লোকদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত, ঠিক যেমন এর আগে তাঁর প্রতীকী কাজগুলোর মধ্য দিয়ে জেরুশালেমের বন্দীদশায় থাকা লোকদের প্রতীক হিসেবে বোঝানো হয়েছে (১২:১-২৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। এই দুটি প্রতীকী কাজ নবী ইহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় খণ্ডের একটি রূপরেখা হিসেবে কাজ করেছে।

২৪:১৬ আঘাত। কোন ধরনের দ্রুত সংক্রামক রোগ, যা কখনো কখনো মহামারী পর্যায়ে পৌঁছে যায় (হিজ ৯:১৪; শুমারী ১৪:৩৭)। *তোমার নয়নের প্রীতিপাত্র।* অর্থাৎ ভালবাসার মানুষ (আয়াত ২১, ২৫) – সাধারণত স্ত্রীর প্রতি এ ধরনের সম্বোধন করা হত (তুলনা করুন কাজী ১৪:৩, "আমার দৃষ্টিতে সে খুবই সুন্দরী," আক্ষরিক অর্থে "আমার দৃষ্টিতে সে যথোপযুক্ত"; আরও দেখুন সোলায়মান ৮:১০)।

২৪:১৭ তুমি মাথায় পাগড়ী বাঁধ। সাধারণত যারা শোক করে তারা মাথার পাগড়ী খুলে ফেলে এবং মাথায় ধুলো লাগায় (ইউসা ৭:৬; ১ শামু ৪:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পায়ে জুতা দাও।* পা থেকে জুতা খোলার অর্থ শোক প্রকাশ করা (২ শামু ১৫:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ওষ্ঠাধর ঢেকো না।* মুখের গোঁফ ও দাড়ি ঢেকে ফেলার অর্থ হচ্ছে লজ্জা প্রকাশ করা (মিকাহ্ ৩:৭ আয়াত)। *লোকদের পাঠানো রুটি।* শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় যে খাবার খাওয়া হত (ইয়ার ১৬:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

নাজেল হল, [১৬] হে মানুষের সন্তান, দেখ, আমি
আঘাত দ্বারা তোমার নয়নের প্রীতিপাত্রকে তোমা
থেকে হরণ করবো; তবুও তুমি মাতম বা
কান্নাকাটি করবে না এবং তোমার অশ্রুপাতও
হবে না। [১৭] দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়, নীরব হও, মৃতের
জন্য মাতম করো না; তুমি মাথায় পাগড়ী বাঁধ ও
পায়ে জুতা দাও; তুমি ওষ্ঠাধর ঢেকো না ও
লোকদের পাঠানো রুটি খেয়ো না। [১৮] তখন
আমি খুব ভোরে লোকদের সঙ্গে কথা বললাম;
পরে সন্ধ্যাবেলা আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল; এবং খুব
ভোরে আমি যে হুকুম পেয়ে ছিলাম সেই অনুযায়ী
কাজ করলাম।
[১৯] আর লোকেরা আমাকে বললো, এদের সঙ্গে
আমাদের সম্বন্ধ কি যে, তুমি এরকম করছো? তা
কি আমাদেরকে জানাবে না? [২০] তখন আমি
তাদেরকে বললাম, মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, [২১] তুমি ইসরাইল-কুলকে বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমার
যে পবিত্র স্থান তোমাদের শক্তির গর্ব, তোমাদের
নয়নের প্রীতিপাত্র ও তোমাদের প্রাণের মমতার
বস্তু, তা-ই আমি নাপাক করবো এবং তোমাদের
যে পুত্রকন্যাদেরকে ত্যাগ করেছ, তারা
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে। [২২] তখন
তোমরা আমার এই কাজের মত কাজ করবে,
ওষ্ঠাধর আচ্ছাদন করবে না ও লোকদের প্রেরিত
রুটি খাবে না। [২৩] তোমরা মাথায় পাগড়ী ও
পায়ে জুতা পড়বে, মাতম বা কান্নাকাটি করবে
না, কিন্তু নিজ নিজ অপরাধে ক্ষীণ হয়ে যাবে
এবং এক জন অন্য জনের কাছে কোঁকাবে।
[২৪] এভাবে ইহিস্কেল তোমাদের জন্য চিহ্নস্বরূপ
হবে; সে যা যা করলো, তোমরা সেসবই করবে;
তা যখন ঘটবে, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই
সার্বভৌম মাবুদ।
[২৫] আর, হে মানুষের সন্তান, যেদিন আমি তাদের
শক্তি, তাদের শোভার আমোদ, তাদের নয়নের
প্রীতিপাত্র ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, তাদের
পুত্রকন্যাদেরকে তাদের থেকে হরণ করবো,
[২৬] সেদিন কি তা তোমাকে অবগত করার জন্য
পলাতক ব্যক্তি তোমার কাছে আসবে না?
[২৭] সেদিন পলাতকের কাছে তোমার মুখ খোলা
যাবে, তাতে তুমি কথা বলবে, আর বোবা
থাকবে না; এভাবে তুমি তাদের জন্য চিহ্নস্বরূপ
হবে; তাতে তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

২৫ [১] আর মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, [২] হে মানুষের
সন্তান, তুমি অম্মোনীয়দের দিকে মুখ রাখ ও
তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বল। [৩] তুমি

[২৪:১৮] ইহি ১২:৭। [২৪:১৯] ইহি ১২:৯; ৩৭:১৮। [২৪:২১] লেবীয় ২৬:৩১; ইহি ৭:২৪। [২৪:২২] লেবীয় ১৩:৪৫। [২৪:২৩] হিজ ২৮:৩৯; ইশা ৩:২০। [২৪:২৪] ইশা ২০:৩; ইহি ১২:১১। [২৪:২৫] মাতম ২:৪। [২৪:২৬] ১শামু ৪:১২। [২৪:২৭] দানি ১০:১৫। [২৫:২] ইহি ১৩:১৭; ২৯:২। [২৫:৩] মেসাল ১৭:৫। [২৫:৪] পয়দা

২৪:১৮ সন্ধ্যাবেলা আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল। যেদিন বায়তুল মোকাদ্দস পুড়িয়ে দেওয়া হল সেই দিনই তার মৃত্যু হল (আগষ্ট ১৪, ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে; আয়াত ২৫-২৭; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৪:১৯ আর লোকেরা আমাকে বললো। তৃতীয়বারের মত লোকেরা নবী ইহিস্কেলের আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইল (১২:৯; ২১:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৪:২১ নাপাক করবো। যখন বখতে-নাসার এবাদতখানাটি পুড়িয়ে দেবেন।

২৪:২৪ ইহিস্কেল। এখানে মাবুদ আল্লাহ্‌ তৃতীয় পক্ষ হয়ে নবী ইহিস্কেল সম্পর্কে কথা বলছেন। এছাড়া শুধুমাত্র ১:৩ আয়াতে নবীর নাম দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *চিহ্নস্বরূপ।* আয়াত ২৭ দেখুন ও ১২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:২৬ পলাতক ব্যক্তি। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম বন্দীদশায় যাওয়া মানুষেরা। *অবগত করার জন্য।* অবরোধ সম্পর্কে – এর শুরু (যা সম্পর্কে আমরা ১-২ আয়াতে নিশ্চয়তা পাই) এবং এর শেষ (৩৩:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:২৭ সেদিন। যখন পলাতকেরা জেরুশালেম থেকে এসে পৌঁছালো (৩৩:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আর বোবা থাকবে না।* পরিচর্যা কাজের শুরুতে তাদেরকে বোবা করে রাখা হলেও এখন তা তুলে নেওয়া হবে (৩:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৫:১–৩২:৩২ জাতিগণের বিরুদ্ধে বলা বার্তা। নবীদের কিতাবে প্রায়শই দেখা যায় ইসরাইল জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র বিচারের কথা বলার পর এর সাথে অন্যান্য জাতিদের উপরেও তাঁর বিচারের কথা ঘোষণা করা হয় (ইয়ার ৪৬:১–৫১:৬৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এই বিষয়টি থেকে পরিষ্কার হওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌র নিজ গৃহ থেকে তাঁর বিচার শুরু হলেও (১ পিতর ৪:১৭) পৌত্তলিক জাতিগুলো আল্লাহ্‌র গজব এড়াতে পারবে না। অনেক সময় এই বিচারগুলো হচ্ছে ইসরাইল জাতির নাজাতের বিশেষ ঘোষণা (২৮:২৫-২৬ আয়াত ও নোট দেখুন) যেহেতু বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে মাবুদ আল্লাহ্‌ জয় লাভ করলে তাঁর লোকদের দুশমনেরা দূরীভূত হয় এবং তাদের উপরে অত্যাচারের জন্য সেই সব বিপক্ষেরা শাস্তি লাভ করে। ইহিস্কেল কিতাবে আমরা দেখি সাতটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (এর মধ্যে সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণীটির আবার সাতটি ভাগ রয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে এই শব্দগুচ্ছ রয়েছে: "মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল হল;" দেখুন ভূমিকা: রূপরেখা)। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর কাঠামো অনেকটা এরকম: "কারণ তোমরা এই সকল মন্দ কাজ করেছ ... সে কারণে তোমাদের এই শাস্তি দেওয়া হবে ... তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ" (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ২৫:৩-৭ আয়াত)।

২৫:২ মুখ রাখ। ২০:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন। *অম্মোনীয়।* অম্মোন (যা এখন আধুনিক জর্ডানের একটি প্রদেশ) ছিল ইসরাইলের পূর্ব সীমান্তবর্তী একটি দেশ (২১:২০ আয়াত ও নোট দেখুন; ইয়ার ৯:২৬; ৪৯:১-৬; আমোস ১:১৩-১৫; সফ ২:৮-১১ আয়াতও দেখুন)। এই সময় ও তার পরবর্তী সময়ে অম্মোনীয়দের শত্রুভাবাপন্ন আচরণ সম্পর্কে জানতে দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৪:২; নহিমিয়া ৪:৭ আয়াত।

২৫:৩ বাহবা, বাহবা। প্রচণ্ড আনন্দ প্রকাশের চিহ্ন (তুলনা করুন ২৬:২; ৩৬:২; জবুর ৩৫:২১-২৫ আয়াত)।

অম্মোনীয়দেরকে বল, তোমরা সার্বভৌম মাবুদের
কালাম শোন। সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তুমি আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র করা হয়েছে
দেখে তার বিষয়ে, ইসরাইল-ভূমি ধ্বংস হতে
দেখে তার বিষয়ে এবং এহুদা-কুল বন্দী হয়ে
যাত্রা করেছে দেখে তার বিষয়ে, বলেছ, 'বাহবা,
বাহবা'; ৪ এজন্য দেখ, আমি তোমাকে অধিকার
হিসেবে পূর্বদেশের লোকদের হাতে তুলে দেব,
তারা তোমার মধ্যে তাদের শিবির স্থাপন করবে
ও তোমার মধ্যে তাদের তাঁবু ফেলবে; তারাই
তোমার ফল ভোজন করবে ও তোমার দুধ পান
করবে। ৫ আর আমি রব্বাকে উটের বাথান ও
অম্মোনীয়দের দেশকে ছাগল-ভেড়ার পালের
বিশ্রাম-স্থান করবো; তাতে তোমরা জানবে যে,
আমিই মাবুদ। ৬ কেননা সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, তুমি ইসরাইল দেশের বিরুদ্ধে
হাততালি দিয়েছ, পদাঘাত করেছ ও প্রাণের সঙ্গে
সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভাবে আনন্দ করেছ। ৭ এজন্য
দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার হাত
বাড়িয়েছি, জাতিদের লুটদ্রব্য হিসেবে তোমাকে
তুলে দেব, জাতিদের মধ্য থেকে তোমাকে কেটে
ফেলবো, দেশগুলোর মধ্য থেকে তোমাকে ধ্বংস
করে দেব; আমি তোমাকে মুছে ফেলবো, তাতে
তুমি জানবে যে, আমিই মাবুদ।

২৫:৬; কাজী ৬:৩।
[২৫:৫] দ্বি:বি ৩:১১।
[২৫:৭] সফ ১:৪।
[২৫:৮] পয়দা ১৯:৩৭; দ্বি:বি ২৩:৬; ইশা ১৬:৬।
[২৫:৯] শুমারী ৩৩:৪৯।
[২৫:১০] ইহি ২১:৩২।
[২৫:১১] ইশা ১৫:৯; ১৬:১-১৪; ইয়ার ৪৮:১; আমোস ২:১-৩।
[২৫:১২] ২শামু ৮:১৩-১৪; ২খান্দান ২৮:১৭; ইশা ১১:১৪।
[২৫:১৩] হিজ ৭:৫; ইহি ১৬:২৭।
[২৫:১৪] জবুর ১৩৭:৭; আমোস ১:১১; ওব ১:১, ১০-১৬; মালা ১:৪।
[২৫:১৫] ইউসা ১৩:৩; ২খান্দান ২৮:১৮।

মোয়াবের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

৮ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, মোয়াব ও
সেয়ীর বলছে, দেখ, এহুদা-কুল, অন্য সকল
জাতির মত। ৯ এজন্য দেখ, আমি মোয়াবের
পাশ নগরগুলোর দিকে খুলে দেব, অর্থাৎ তার
চারদিকের সকল নগরে, বিশেষত দেশের ভূষণ
বৈৎ-যিশীমোতে, বাল্-মিয়োনে ও কিরিয়াথয়িমে,
১০ অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে পূর্বদেশের লোকদের
জন্য পথ প্রস্তুত করে দেশ অধিকারের জন্য
দেব, এভাবে জাতিদের মধ্যে অম্মোনীয়দের আর
স্মরণ করা হবে না। ১১ আর আমি মোয়াবকে
বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেব, তাতে তারা জানবে যে,
আমিই মাবুদ।

ইদোমের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

১২ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, ইদোম
প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এহুদা-কুলের প্রতি
কাজ করেছে ও নিতান্ত দণ্ডনীয় হয়েছে, তাদের
প্রতিশোধ নিয়েছে; ১৩ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, আমি ইদোমের উপরে আমার
হাত বাড়িয়ে দেবো, তার মধ্য থেকে মানুষ ও
পশু মুছে ফেলব, আমি তৈমন থেকে তার দেশ
উৎসন্ন স্থান করবো ও দদান পর্যন্ত তার লোক
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে। ১৪ আর
ইদোমের উপরে আমার প্রতিশোধ নেবার ভার

২৫:৪ পূর্বদেশের লোক। সম্ভবত অম্মোনের পূর্ব দিকে মরু অঞ্চলের যাযাবর আদিবাসী গোষ্ঠী, যদিও এর মধ্য দিয়ে বখতে-নাসার ও তার বাহিনীর কথা বোঝানো হতে পারে (২১:৩১ আয়াত দেখুন)।

২৫:৫ রব্বা। ২১:২০ আয়াতের নোট দেখুন। *বাথান ... বিশ্রাম -স্থান।* এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে সাধারণত পুরাতন নিয়মে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী বোঝানো হয়ে থাকে (ইশা ৩৪:১২-১৫; সফ ২:১৩-১৫ আয়াত দেখুন)। নগরী নির্মিত হওয়ার আগে যেমন ছিল সে অবস্থায় এই স্থানগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে মানুষের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি।

২৫:৬ হাততালি দিয়েছ। আয়াত ৬:১১ ও নোট দেখুন।

২৫:৭ আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়িয়েছি। ৬:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *জাতিদের লুটদ্রব্য।* তুলনা করুন ২৬:৫; ৩৪:২৮ আয়াত। *তোমাকে মুছে ফেলবো।* তুলনা করুন আয়াত ১৬।

২৫:৮ মোয়াব। এর অবস্থান ছিল অম্মোনের ঠিক দক্ষিণ দিকে, মৃত সাগরের পূর্ব দিকে (পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াত ও নোট; ইশা ১৫-১৬ অধ্যায়; ইয়ার ৪৮ অধ্যায়; আমোস ২:১-৩; সফ ২:৮-১১ আয়াত দেখুন)। *সেয়ীর।* মোয়াবের দক্ষিণে ও মৃত সাগরেরও দক্ষিন দিকে অবস্থিত একটি দেশ (অধ্যায় ৩৫ দেখুন; বিশেষ করে আয়াত ১৫; ৩৬:৫; ইশা ৩৪:৫-১৭; ৬৩:১-৬; ইয়ার ৪৯:৭-১১; আমোস ১:১১-১২ দেখুন)। *অন্য সকল জাতির মত।* ইসরাইল জাতি অন্য সব জাতির মত হতে চেয়েছিল (২০:৩২ আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু যখন অন্য জাতিরা দেখল এহুদা বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে এবং যখন তারা আর ইসরাইলকে সম্ভ্রমের চোখে দেখলো না, তখন তারা ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌কেও অবজ্ঞা করতে শুরু করলো (তুলনা করুন মাতম ৪:১২)।

২৫:৯ মোয়াবের পাশ নগরগুলো। মৃত সাগরের তীরবর্তী নিচু পাহাড়, যেগুলো জেরুশালেম নগরী থেকে দেখা যেত। *বৈৎ-যিশীমোত।* মোয়াবের সমতলে অবস্থিত একটি নগর। *বাল্‌মিয়োন।* মোয়াবের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী, যার নাম মোয়াবের বাদশাহ্‌ মেশার একটি ভাস্কর্যে ক্ষোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। *কিরিয়াথয়িম।* এই নগরীটির নামও বাদশাহ্‌ মেশার ক্ষোদিত ভাস্কর্যে পাওয়া যায় (তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ৩:৪-৫ আয়াত ও ২ বাদশাহ্‌ ১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৫:১২ ইদোম। ৮ আয়াতের নোট দেখুন ("সেয়ীর")। *প্রতিশোধ নিয়েছে।* ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এহুদা হতে আগত শরণার্থীদের স্থান না দেওয়ার মধ্য দিয়ে (ওবদিয়া ১১-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৫:১৩ তৈমন। মধ্য ইদোমের পেট্রার নিকটবর্তী একটি প্রদেশ (ইয়ার ৪৯:৭, ২০; আমোস ১:১২; ওবদিয়া ৯; হাবা ৩:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *দদান।* দক্ষিণ ইদোমের একটি গোষ্ঠী এবং প্রদেশ (আয়াত ২৭:২০; ৩৮:১৩; ইশা ২১:১৩ ও নোট; ইয়ার ৪৯:৮ দেখুন)।

২৫:১৫ ফিলিস্তিনীরা। এহুদার পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের অধিবাসীরা (১ শামু ৬:১৭; পয়দা ১০:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন) যারা বাদশাহ্‌ দাউদ কর্তৃক পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কেনানের ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করে গিয়েছিল। অবশ্য তাদের সাথে ইসরাইলের শত্রুতা আরও অনেক দিন বজায় ছিল (ইশা ১৪:২৯-৩১; ইয়ার ৪৭; আমোস ১:৬-৮; সফ ২:৪-৭) যে পর্যন্ত না বখতে-নাসার তাদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে যান।

আমার লোক ইসরাইলের হাতে তুলে দেব, তাতে
আমার ক্রোধ অনুসারে ও আমার গজব অনুসারে
তারা ইদোমের প্রতি ব্যবহার করবে, তখন ওরা
জানতে পারবে যে, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি;
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন।

ফিলিস্তীনের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

১৫ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
ফিলিস্তিনীরা প্রতিশোধ নেবার মনোভাব নিয়ে
কাজ করেছে, হ্যাঁ, চিরশত্রুতার কারণে বিনাশ
করার জন্য প্রাণের অবজ্ঞার সঙ্গে প্রতিশোধ
নিয়েছে; ১৬ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, আমি ফিলিস্তিনীদের উপরে আমার
হাত বাড়িয়ে দেব, করেথীয়দেরকে কেটে ফেলব
এবং সমুদ্রের উপকূলের অবশিষ্ট সকলকে বিনষ্ট
করবো। ১৭ আর আমি কোপের কারণে নানা
ভর্ৎসনা দ্বারা তাদের উপরে চরম প্রতিশোধ নেব;
আমি যখন তাদের প্রতিশোধ নেব, তখন তারা

[২৫:১৬] ২খান্দান ২৬:৬; আমোস ১:৮।
[২৫:১৭] শুমারী ৩১:৩।
[২৬:১] ইহি ২৪:১; ২৯:১; ৩০:২০।
[২৬:২] ইউসা ১৯:২৯; ২শামু ৫:১১।
[২৬:৩] আয়াত ১৯; ইশা ৫:৩০; ইয়ার ৫০:৪২; ৫১:৪২।
[২৬:৫] শুমারী ১৪:৩; ইহি ২৯:১৯।
[২৬:৭] উজা ৭:১২।
[২৬:৮] ইয়ার ৬:৬।

জানবে যে, আমিই মাবুদ।

টায়ারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

২৬ ১ আর একাদশ বছরে, মাসের প্রথম
দিনে, মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান,
জেরুশালেমের বিষয়ে টায়ার বলেছে, ‘বাহবা,
জাতিদের তোরণদ্বার ভেঙ্গে গেছে; সে আমার
দিকে ফিরেছে; আমি পূর্ণা হব, সে তো উচ্ছিন্ন
হয়েছে; ৩ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, হে টায়ার, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ;
সমুদ্র যেমন তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তেমনি তোমার
বিপক্ষে আমি অনেক জাতিকে দাঁড় করাব।
৪ তারা টায়ারের প্রাচীর বিনষ্ট করবে, তার
উচ্চগৃহগুলো ভেঙ্গে ফেলবে; এবং আমি সেই
নগরের ধূলি তা থেকে চেঁচে ফেলবো ও তাকে
শুকনো পাষাণ করবো। ৫ সে সমুদ্রের মধ্যে জাল
বিস্তার করার স্থান হবে, কেননা আমিই এই কথা

২৫:১৬ করেথীয়। এরা ফিলিস্তিনী না হলেও তাদের কাছাকাছি আরেকটি গোষ্ঠী (১ শামু ৩০:১৪ আয়াত ও নোট; ২ শামু ৮:১৮; ১৫:১৮; ২০:৭ আয়াত দেখুন)। *উপকূল।* ভূমধ্যসাগরের উপকূল।

২৬:১–২৮:১৯ ফিনিশিয়ার (বর্তমান লেবানন) সর্ব প্রধান সমুদ্র বন্দর টায়ারের বিরুদ্ধে বলা এক গুচ্ছ ভবিষ্যদ্বাণী। টায়ার ছিল একটি দ্বীপ দুর্গ, যার মূল ভূখণ্ডে নিজস্ব একটি বন্দরও ছিল। বখতে-নাসার ৫০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কার্খেমিশে বিজয় লাভ করার পর টায়ার ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করে, কিন্তু ৫৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তারা কয়েকটি রাষ্ট্রের একীভূত সংগঠনের সাথে যুক্ত হয় এবং ব্যাবিলনীয় জোয়ালি ছিন্ন করে (ইয়ার ২৭:৩)। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার প্রায় ১৫ বছর টায়ার অবরুদ্ধ করে রাখেন (তুলনা করুন ২৯:১৮ আয়াত ও নোট) এবং আবারও সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন, কিন্তু তিনি নগরীটি ধ্বংস করেন নি। ৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট সাত মাস ব্যাপী অবরোধের পর অবশেষে নগরীটি সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেন (ইশা ২৩:১; জাকা ৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৬:১ একাদশ বছরে, মাসের প্রথম দিনে। কিতাবটিতে পঞ্চমবারের মত কোন তারিখ উল্লেখ করা হল (দেখুন আয়াত ১:২; ৮:১; ২০:১; ২৪:১)। জানা যায় যে, ম্যাসোরেটিক টেক্সটে (প্রথাগত হিব্রু টেক্সট) “একাদশ বছর” কথাটি থাকলেও মূলত এর অর্থ “বারোতম বছরের একাদশ মাস”। সে অনুসারে এই সময়কাল হচ্ছে ২৩শে এপ্রিল ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৩ই এপ্রিল ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। সেক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সময়কাল বছরের শেষে, অর্থাৎ ১১তম মাসে (১৩ই ফেব্রুয়ারি ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কিংবা ১২তম মাসে (১৫ই মার্চ ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। কিন্তু এই তারিখগুলো নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়: ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে জেরুশালেমের ধ্বংসের কারণে টায়ারের লোকেরা আনন্দ প্রকাশ করছে (আয়াত ২), কিন্তু জেরুশালেম নগরী ধ্বংস হয়েছিল ১৮ই জুলাই ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর (২ বাদশাহ্‌ ২৫:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তা ১৪ই আগষ্ট ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন) – যা জেরুশালেমের ধ্বংসের কারণে টায়ারের আনন্দ প্রকাশের যে তারিখে এখানে দেওয়া হয়েছে তা থেকে আরও কয়েক মাস পরের ঘটনা। এই দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য অনেক ব্যাখ্যাকারী বিশ্বাস করেন যে, মূল হিব্রু টেক্সটের অর্থ হচ্ছে “বারোতম বছরের এগারোতম মাসে, উক্ত মাসের প্রথম দিনে” এবং সেক্ষেত্রে “বারোতম বছরের” কথাটি নিশ্চয়ই কোন একজন অনুলিপিকার ভুলবশত বাদ দিয়ে ফেলেছিলেন। এ কারণে সংশোধনের পর যে তারিখটি দাঁড়ায় তা হচ্ছে ৩রা ফেব্রুয়ারি ৫৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, যা ৩৩:২১ আয়াতের ক্রমানুসারিক বর্ণনার সাথে চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। অন্য দিকে যদি হিব্রু টেক্সটটি আমরা যেভাবে পেয়েছি সেটাই ঠিক হয়, তাহলে মাবুদ আল্লাহ্‌ নবী ইহিস্কেলের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, জেরুশালেমের পতনের কারণে টায়ার কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে এবং এর ফলশ্রুতিতে মাবুদ কীভাবে টায়ারের বিচার করবেন।

২৬:২ টায়ার। টায়ারের বিরুদ্ধে অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জানতে দেখুন ইশা ২৩; ইয়ার ২৫:২২; ৪৭:৪; যোয়েল ৩:৪-৫; আমোস ১:৯-১০; জাকা ৯:২-৪ আয়াত। *বাহ্‌বা!* ২৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *জাতিদের তোরণদ্বার।* জেরুশালেম নগরীটি তার ভৌগলিক অবস্থানের কারণে, এর রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর ভূমিকার কারণে এই নামে আখ্যাত ছিল। ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে সর্ব জাতির সভা এই নগরীতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল (ইয়ার ২৭ অধ্যায় দেখুন)।

২৬:৩ আমি তোমার বিপক্ষ। ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *সমুদ্র যেমন তরঙ্গ সৃষ্টি করে।* এর আগেও আক্রমণকারী সৈন্যদলকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তুলনা করুন ইশা ১৭:১২-১৩ আয়াত। যেহেতু টায়ার ছিল মূলত একটি সুরক্ষিত দুর্গ দ্বীপ, সে কারণে এক্ষেত্রে এই রূপক চিত্রটি পুরোপুরি খাপ খায়।

২৬:৫ জাতিদের লুটদ্রব্য। তুলনা করুন ২৫:৭; ৩৪:২৮ আয়াত।

২৬:৬ তাতে তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ। দেখুন ভূমিকা: বিষয়বস্তুসমূহ।

২৬:৭ উত্তর দিক থেকে। যেখানে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার তাঁর

বললাম, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন; আর
সে জাতিদের লুটদ্রব্য হবে। ৬ আর জনপদে তার
যে কন্যারা আছে, তারা তলোয়ারের আঘাতে
নিহত হবে; তাতে তারা জানবে যে, আমিই
মাবুদ।
৭ কারণ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমিই উত্তর দিক থেকে ঘোড়া, রথ ও
ঘোড়সওয়ারদের এবং জনসমাজের ও অনেক
সৈন্যের সঙ্গে বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারকে আনিয়ে সোরে উপস্থিত
করবো। ৮ সে জনপদে অবস্থানরত তোমার
কন্যাদের তলোয়ারে আঘাতে হত্যা করবে,
তোমার বিরুদ্ধে গড় গাঁথবে, তোমার বিরুদ্ধে
জাঙ্গাল বাঁধবে ও তোমার বিরুদ্ধে ঢাল উত্তোলন
করবে। ৯ আর সে তোমার প্রাচীরে উচ্চগৃহ-
ভেদক যন্ত্র স্থাপন করবে ও তার ধারালো অস্ত্র
দ্বারা তোমার উচ্চগৃহগুলো ভেঙ্গে ফেলবে।
১০ তার এত বেশি ঘোড়া থাকবে যে, তাদের ধূলি
তোমাকে আচ্ছাদন করবে; সে যখন ভগ্নপ্রাচীর
নগরে প্রবেশের মত তোমার দ্বার দিয়ে ভিতরে
যাবে, তখন ঘোড়সওয়ারদের, চাকার ও রথের
শব্দে তোমার প্রাচীর কাঁপবে। ১১ সে তার
ঘোড়াগুলোর খুরে তোমার সমস্ত পথ দলিত
করবে, তলোয়ার দ্বারা তোমার লোকদেরকে
হত্যা করবে ও তোমার পরাক্রমসূচক স্তম্ভগুলো
ভূমিসাৎ হবে। ১২ ওরা তোমার সম্পত্তি লুট
করবে, তোমার বাণিজ্য-দ্রব্য হরণ করবে,
তোমার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে ও তোমার মনোরম
বাড়িগুলো ধ্বংস করবে; এবং তারা তোমার
পাথর, কাঠ ও ধূলি পানির মধ্যে নিক্ষেপ করবে।

[২৬:৯] ইহি ২১:২২।
[২৬:১০] ইয়ার ৪:১৩; ৪৬:৯; ইহি ২৩:২৪।
[২৬:১১] ইশা ৫:২৮।
[২৬:১২] ইশা ২৩:৮; ইয়ার ৪:৭; ইহি ২৭:৩-২৭; ২৮:৮; হবক ১:৮।
[২৬:১৩] ইশা ২৩:৭।
[২৬:১৪] আইউ ১২:১৪; মালা ১:৪।
[২৬:১৫] ইশা ৪১:৫; ইহি ২৭:৩৫।
[২৬:১৬] হিজ ২৬:৩৬।
[২৬:১৭] ইশা ১৪:১২।
[২৬:১৮] জবুর ৪৬:৬; ইয়ার ৪৯:২১।
[২৬:১৯] পয়দা ৭:১১।
[২৬:১৯] ইশা ৮:৭-৮।
[২৬:২০] শুমারী ১৬:৩০; জবুর ২৮:১; ৮৮:৬; আমোস ৯:২; ইউ ২:২, ৬।
[২৬:২১] ইয়ার ৫১:৬৪; দানি

১৩ আর আমি তোমার গানের আওয়াজ বন্ধ করে
দেব; এবং তোমার বীণার ধ্বনি আর শোনা
যাবে না। ১৪ আর আমি তোমাকে শুকনো পাষাণ
করবো; তুমি জাল বিস্তার করার স্থান হবে; তুমি
আর নির্মিত হবে না; কেননা আমি মাবুদ এই
কথা বললাম, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১৫ সার্বভৌম মাবুদ টায়ারকে এই কথা বলেন,
তোমার পতনের শব্দে, তোমার মধ্যে আহত
লোকদের কোঁকানিতে ও ভয়ানক নরহত্যায়
উপকূলগুলো কি কাঁপবে না? ১৬ তখন সমুদ্রের
নেতৃবর্গ সকলে তাদের সিংহাসন থেকে নামবে,
তাদের রাজ-পোশাক, কারুকার্যমণ্ডিত
কাপড়গুলো খুলে ফেলবে; তারা ত্রাস পরিধান
করবে; তারা ভূমিতে বসবে, সর্বক্ষণ ভয়ে
কাঁপবে ও তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হবে।
১৭ আর তারা তোমার বিষয়ে মাতম করে
তোমাকে বলবে, হে সমুদ্র থেকে উৎপন্ন স্থান-
নিবাসিনী, তুমি কেমন বিনষ্ট হলে! সেই বিখ্যাত
পুরী, যে তার নিবাসীদের সঙ্গে সমুদ্রে শক্তিশালী
ছিল, তারা তার সমস্ত অধিবাসীর উপর তাদের
ভয়ানক ক্ষমতা অর্পণ করতো। ১৮ এখন তোমার
পতনের দিনে উপকূলগুলো কাঁপছে, তোমার
শেষগতিতে সমুদ্রস্থিত দ্বীপগুলো ভীষণ ভয়
পাচ্ছে।
১৯ কেননা সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
যখন আমি নিবাসীহীন নগরগুলোর মত তোমাকে
উচ্ছিন্ন নগর করবো, যখন আমি তোমার উপরে
জলধি উঠাবো ও মহৎ জলরাশি তোমাকে
আচ্ছাদন করবে, ২০ তখন আমি তোমাকে
পাতালগামীদের সঙ্গে প্রাচীনকালের লোকদের

সৈন্য বাহিনীকে প্রথম বার আরবীয় মরুভূমির মধ্য দিয়ে না এনে ফোরাত নদীর উপত্যকার পার করে নিয়ে এসেছিলেন ও টায়ারকে অবরুদ্ধ করেছিলেন (তুলনা করুন ইয়ার ১:১৩)। *আমিই ... আনিয়ে ... উপস্থিত করবো।* এর মধ্য দিয়ে জাতিগণের উপরে মাবুদ আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র কর্তৃত্বের কথা প্রকাশ পেল (তুলনা করুন ২৮:৭; ২৯:৮ আয়াত)। *বখতে-নাসার।* নবী ইহিস্কেলের কিতাবে বখতে-নাসার সম্পর্কে এটি চতুর্থ উল্লেখ (২৯:১৮-১৯; ৩০:১০ আয়াত দেখুন)। তিনি ৬০৫ থেকে ৫৬২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁর নামের অর্থ "ও (দেবতা) নাবু, আমার পুত্রকে রক্ষা কর" কিংবা বলা যায় "ও (দেবতা) নাবু, আমার রাজ্যের সীমানা রক্ষা কর।" নবী ইয়ারমিয়া ও নবী ইহিস্কেল উভয়েই ঘোষণা করেছেন যে, এই পৌত্তলিক বাদশাহ্‌কে আল্লাহ্‌ তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন (ইয়ার ২৫:৯ আয়াত ও নোট; ২৭:৬ আয়াত দেখুন)।

২৬:৮ তোমার বিরুদ্ধে গড় গাঁথবে। ২৬:১–২৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১৪ তুমি আর নির্মিত হবে না। ৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা পেয়েছিল (২৬:১–২৮:১৯; ইশা ২৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৬:১৬ সমুদ্রের নেতৃবর্গ। তাদেরকে ২৭:৩৫ আয়াতে বাদশাহ্‌ বলা হয়েছে। সম্ভবত এরা ছিলেন টায়ারের বাণিজ্যকারী বণিক। *তাদের রাজপোশাক ... খুলে ফেলবে।* সাধারণত শোককারীরা তাদের স্বাভাবিক পোশাক খুলে (আইউব ২:১২) চটের কাপড় পরতো, কিন্তু এর সাথে তুলনা করুন নিনেভের বাদশাহ্‌র প্রতিক্রিয়া (ইউনুস ৩:৬)। *তারা ত্রাস পরিধান করবে।* এমন ক্ষমতাধর একটি নগরীর এ ধরনের পতনের কারণে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র আঘাত লেগেছিল (তুলনা করুন ৭:২৭; জবুর ৩৫:২৬; ১০৯:২৯ আয়াত ও নোট)।

২৬:১৭ মাতম করে বলবে। ১৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১৯ তোমার উপরে জলধি উঠাবো। এখানে জলধি বলতে পয়দা ১:২ আয়াতের প্রাগৈতিহাসিক গভীর মহাসমুদ্রকে বোঝানো হয়েছে। টায়ারের সমুদ্রে পতিত হওয়াকে মহাজাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৬:২০ পাতালে। অর্থাৎ কবর, "অধঃস্থান" (জবুর ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *প্রাচীনকালের লোক।* যারা অনেক আগে মৃত্যুবরণ করেছে (জবুর ১৪৩:৩; মাতম ৩:৬ আয়াত দেখুন)। *আর বসতিস্থান পাবে না ... তোমার শোভা আর দেখাবে না।* যা ইসরাইলের ক্ষেত্রে ঘটেছে (৩৭:১-১৪ আয়াত দেখুন)।

২৬:২১ দেখুন আয়াত ২৭:৩৬; ২৮:১৯।

কাছে নামাব এবং পাতালে, চিরকালীন ধ্বংসের
স্থানে, পাতালগামী সকলের সঙ্গে বাস করাব,
তাতে তুমি আর বসতিস্থান পাবে না; এবং
জীবিতদের দেশে তোমার শোভা আর দেখাবে
না। ২১ আমি তোমাকে ত্রাসস্বরূপ করবো, তুমি
আর থাকবে না; লোকেরা তোমার খোঁজ করলেও
আর কখনও তোমাকে পাবে না, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

টায়ারের জন্য শোক প্রকাশ

২৭ ১ আবার মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান,
তুমি টায়ারের বিষয়ে মাতম কর। ৩ টায়ারকে
বল, হে সমুদ্রের প্রবেশস্থান-নিবাসিনী, অনেক
উপকূলবর্তী জাতিদের বণিক, সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, হে টায়ার, তুমি বলছো, আমি
পরমাসুন্দরী। ৪ সমুদ্রগুলোর মধ্যস্থলে তোমার
স্থান আছে; তোমার নির্মাণকারীরা তোমাকে
সৌন্দর্যময়ী করেছে। ৫ তারা সনীরীয় দেবদারু
কাঠ দিয়ে তোমার সমস্ত তক্তা প্রস্তুত করেছে,
তোমার জন্য মাস্তুল প্রস্তুত করার জন্য লেবানন
থেকে এরস গাছ এনেছে। ৬ তারা বাশন দেশীয়
অল্লোন গাছ থেকে তোমার দাঁড় প্রস্তুত করেছে;
সাইপ্রাস উপকূলগুলো থেকে আনা তাশূর কাঠ
দিয়ে খচিত হাতির দাঁত দ্বারা তোমার পাটাতন
নির্মাণ করেছে। ৭ তোমার নিশান হবার জন্য
মিসর দেশ থেকে আনা সূচী-কর্মে চিত্রিত
মসীনা-কাপড় তোমার পাল ছিল; ইলীশার
উপকূলগুলো থেকে আনা নীল ও বেগুনী কাপড়
ছিল তোমার আচ্ছাদন। ৮ সিডন ও অর্বদ-
নিবাসীরা তোমার দাঁড়ী ছিল; হে টায়ার, তোমার
জ্ঞানবানেরা তোমার মধ্যে তোমার নাবিক ছিল।
৯ গবালের প্রাচীনবর্গরা ও জ্ঞানবানেরা তোমার
মধ্যে তোমার মেরামতের মিস্ত্রি ছিল। সমুদ্রগামী
সমস্ত জাহাজ ও তাদের নাবিকরা তোমার
বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করার জন্য তোমার মধ্যে
ছিল। ১০ পারস্য, লূদ ও পূট দেশীয়েরা তোমার
সৈন্যসামন্তের মধ্যে তোমার যোদ্ধা ছিল; তারা
তোমার মধ্যে ঢাল ও শিরস্ত্রাণ টাঙ্গিয়ে রাখত;
তারাই তোমার শোভা সম্পাদন করেছে।
১১ অর্বদের লোক তার সৈন্যসামন্তের সঙ্গে
চারদিকে তোমার প্রাচীরের উপরে ছিল,
যুদ্ধবীরেরা তোমার সকল উচ্চগৃহে ছিল, তারা
চারদিকে তোমার প্রাচীরে তাদের ঢাল টাঙ্গিয়ে
রাখত; তারাই তোমাকে নিখুঁত সৌন্দর্যের
অধিকারী করেছে।
১২ সমস্ত রকম ধনের প্রাচুর্যের দরুন তর্শীশ
তোমার বণিক ছিল; তারা রূপা, লোহা, দস্তা ও
সীসা দিয়ে তোমার পণ্য পরিশোধ করতো।

১১:১৯।
[২৭:৩] জবুর ৮৩:৭।
[২৭:৪] ইহি ২৮:১২।
[২৭:৫] দ্বি:বি ৩:৯।
[২৭:৬] শুমারী ২১:৩৩; জবুর ২৯:৯; ইশা ২২:২০; জাকা ১১:২।
[২৭:৭] হিজ ২৬:৩৬; ইশা ১৯:৯।
[২৭:৮] পয়দা ১০:১৮।
[২৭:৯] ইউসা ১৩:৫।
[২৭:১০] উজা ১:১; দানি ৮:২০।
[২৭:১২] পয়দা ১০:৪।
[২৭:১৩] যোয়েল ৩:৬।
[২৭:১৪] পয়দা ১০:৩।
[২৭:১৫] ১বাদশা ১০:২২; প্রকা ১৮:১২।

২৭:২ মাতম। ১৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৩ আমি পরমাসুন্দরী। ২৮:১২ আয়াতের নোট দেখুন। ২৮:২ আয়াতে প্রায় এ ধরনের একটি অহঙ্কারী উক্তি রয়েছে। যেহেতু টায়ার নগরীকে একটি বিরাটাকার জাহাজের সাথে তুলনা করা হত, সে কারণে অনেকে এই উক্তিটিকে এভাবে বলে থাকেন, "আমি সৌন্দর্যে অতুলনীয় এক জাহাজ।"

২৭:৪ তোমার নির্মাণকারীরা তোমাকে সৌন্দর্যময়ী করেছে। আয়াত ১১ দেখুন।

২৭:৫ সনীর। হর্মোণের আমোরীয় নাম, যা লেবাননের বিপরীতে অবস্থিত পর্বতমালা। এই স্থানটি এরস বা সিডার কাঠের জন্য বিখ্যাত ছিল।

২৭:৬ বাশন। ৩৯:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *সাইপ্রাস।* হিব্রু ভাষায় এর নাম কিত্তীম, যা দক্ষিণ সাইপ্রাসে ফিনিশিয়ার অধীনস্থ একটি নগরী।

২৭:৭ ইলীশা। সাইপ্রাসের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি নগরী; এর পুরাতন নামও হচ্ছে সাইপ্রাস (তবে পয়দা ১০:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৭:৮ সিডন। টায়ারের ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি বন্দর নগরী, যা অনেক সময় রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে টায়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল (২৮:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *অর্বদ।* আরেকটি ফিনিশীয় দ্বীপ নগরী, যা ভূমধ্যসাগরের উপকূলের কাছে এবং সিডনের উত্তরে অবস্থিত ছিল।

২৭:৯ গবাল। সিডন ও অর্বদের উপকূলের মধ্যবর্তী একটি প্রাচীন নগরী (১ বাদশাহ্ ৫:১৮ আয়াত দেখুন)।

২৭:১০ পারস। কিংবা পারসিয়া। *লূদ।* এশিয়া মাইনরের একটি নগরী; লূদীয়রা সাধারণত মিসরীয় বাহিনীর পক্ষে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করার জন্য বেশি পরিচিত ছিল। *পূট।* লিবিয়া, যার অবস্থান ছিল আফ্রিকার উত্তরে, মিসরের পশ্চিম দিকে। *সৈন্যসামন্ত।* এখন আর টায়ারকে বৃহদাকৃতির জাহাজের সাথে তুলনা করা হচ্ছে না, বরং এখন তাকে আক্ষরিক অর্থেই একটি অরক্ষিত নগরী হিসেবে দেখানো হচ্ছে (এই আয়াতে ও ১১ আয়াতে নগরীর প্রাচীর ও দুর্গের উল্লেখ দেখুন), যা পূর্ণতা পেয়েছে বিপুল পরিমাণ সাধারণ জনগণকে নিয়ে তৈরি করা ভাড়া করা সৈন্যের দ্বারা।

২৭:১১ অর্বদ। ৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:১২ তর্শীশ। প্রচলিত প্রথা অনুসারে এই নগরীর অবস্থান ছিল দক্ষিণ স্পেনের উপকূলে, কিন্তু এক্ষেত্রে সার্ডিনিয়া দ্বীপের কথাও বলা হয়ে থাকে। ১ বাদশাহ্ ১০:২২; ইউনুস ১:৩ আয়াতের মত কিছু কিছু অংশ থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, এখান থেকে কেনানীয় উপকূলের অনেক বেশি দূরত্ব ছিল। ১২-১৩ আয়াতে যে স্থানগুলোর নাম পাওয়া যায় সেগুলো পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকের অবস্থান অনুসারে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

২৭:১৩ তুবল ও মেশক। দুটোর অবস্থানই ছিল এশিয়া মাইনরে।

২৭:১৪ বৈৎ-তোগর্ম। পূর্ব এশিয়া মাইনরে ছিল এর অবস্থান, যা বর্তমানে আর্মেনিয়া নামে পরিচিত (৩৮:৬ আয়াত দেখুন)। *যুদ্ধের ঘোড়া।* এশিয়া মাইনর অঞ্চলটি যুদ্ধের উপযোগী ঘোড়ার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল (১ বাদশাহ্ ১০:২৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

২৭:১৫ দদান। এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলের নিকটবর্তী একটি বড় দ্বীপ, যা ছিল এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রবেশপথ। এটি রোড্স দ্বীপপুঞ্জ নামেও পরিচিত। এই স্থানটি বাণিজ্যের অন্যতম একটি কেন্দ্রস্থল হিসেবে সুপরিচিত ছিল

BACIB International Bible CHURCH

১৩ গ্রীস, তূবল ও মেশক তোমার ব্যবসায়ী ছিল;
তারা কেনা-গোলাম ও তৈজসপত্র দিয়ে তোমার
বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করতো। ১৪ বৈৎ-
তোগর্মের লোকেরা ঘোটক, যুদ্ধের ঘোড়া ও
খচ্চর এনে তোমার পণ্যের মূল্য পরিশোধ
করতো। ১৫ দদানের লোকেরা তোমার ব্যবসায়ী
ছিল, অনেক উপকূল তোমার করায়ত্ত হাট ছিল;
তারা হাতির দাতের শিং ও আব্‌লুস কাঠ তোমার
মূল্য হিসেবে আনত। ১৬ তোমার তৈরি প্রচুর
দ্রব্যের দরুন অরাম তোমার বণিক ছিল;
সেখানকার লোকেরা তাম্রমণি, বেগুনে ও বু-
টিদার কাপড়, মসীনার কাপড় এবং প্রবাল ও
পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার পণ্যের মূল্য পরিশোধ
করতো। ১৭ এহুদা এবং ইসরাইল দেশ তোমার
ব্যবসায়ী ছিল; সেখানকার লোকেরা মিন্নীতের
গম, পক্কান্ন, মধু, তেল ও ওষুধ দিয়ে তোমার
বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করতো। ১৮ সমস্ত
রকমের প্রচুর ধন-সম্পদের কারণে ও তোমার
নির্মিত দ্রব্যের প্রাচুর্যের জন্য দামেস্ক তোমার
বণিক ছিল, সেখানকার লোকেরা হিল্‌বোনের
আঙ্গুর-রস ও শুভ্র ভেড়ার লোম আনত। ১৯ বদান
ও গ্রীস উষল থেকে এসে তোমার পণ্যের মূল্য
পরিশোধ করতো; তোমার বিনিময় যোগ্য দ্রব্যের
মধ্যে পিটানো লোহা, দারচিনি ও দারুচিনি
থাকতো। ২০ দদান রথে বিছাবার গালিচা সম্বন্ধে
তোমার ব্যবসায়ী ছিল। ২১ আরব এবং
কায়দারের নেতৃবর্গরা সকলে তোমার অধীনস্ত
বণিক ছিল, ভেড়ার বাচ্চা, ভেড়া ও ছাগ, এসব
বিষয়ে তারা তোমার বণিক ছিল। ২২ সাবার ও
রয়মার ব্যবসায়ীরাও তোমার ব্যবসায়ী ছিল;
তারা সমস্ত রকম শ্রেষ্ঠ গন্ধদ্রব্য ও সমস্ত রকম
বহুমূল্য পাথর এবং সোনা দিয়ে তোমার পণ্য
পরিশোধ করতো। ২৩ হারণ, কন্নী, এদন, সাবার
এই ব্যবসায়ীরা এবং আশেরিয়া ও কিল্‌মদ
তোমার ব্যবসায়ী ছিল। ২৪ এরা তোমার
ব্যবসায়ী ছিল; এরা অপূর্ব পোশাক এবং নীল
রংয়ের ও বুটিদার কাপড় ও শিল্পীত পোশাক,
দড়িতে বাঁধা এরস কাঠের সিন্দুকে করে,
তোমার বিক্রয় স্থানে আনয়ন করতো।
২৫ তর্শীশের জাহাজগুলো দ্রব্য-বিনিময়ে তোমার
কাফেলা ছিল; এভাবে তুমি পরিপূর্ণা ছিলে,
সমুদ্রগুলোর মধ্যস্থলে অতিশয় প্রতাপান্বিতা
ছিলে।
২৬ তোমার দাঁড়ীরা তোমাকে গভীর পানিতে
নিয়ে গেছে; পূর্বীয় বায়ু সমুদ্রগুলোর মধ্যস্থলে
তোমাকে ভেঙ্গে ফেলেছে। ২৭ তোমার ধন,
তোমার পণ্য দ্রব্যগুলো, তোমার বিনিময়যোগ্য
দ্রব্যগুলো, তোমার নাবিকরা, তোমার কর্ণধারেরা,

[২৭:১৭] ১বাদশা ৫:৯।
[২৭:১৮] পয়দা ১৪:১৫; ইহি ৪৭:১৬-১৮।
[২৭:১৯] পয়দা ১০:২৭।
[২৭:২০] পয়দা ১০:৭।
[২৭:২১] ২খান্দান ৯:১৪।
[২৭:২২] প্রকা ১৮:১২।
[২৭:২৩] পয়দা ১১:২৬।
[২৭:২৫] পয়দা ১০:৪; ইশা ২:১৬।
[২৭:২৬] পয়দা ৪১:৬; ইয়ার ১৮:১৭।
[২৭:২৭] মেসাল ১১:৪।
[২৭:২৮] ইয়ার ৪৯:২১।
[২৭:৩০] ইউসা

(প্রেরিত ২১:১ আয়াত দেখুন)।

২৭:১৬ অরাম। আধুনিক সিরিয়া। যেহেতু ১৮ আয়াতে অরামের রাজধানী দামেস্কের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সে কারণে সম্ভবত এখানে ইদোমের কথা বোঝানো হয়েছে (২৫:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৭:১৭ এহুদা এবং ইসরাইল ... তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করতো। অতীতে, যেহেতু ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইসরাইল একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে নি।

২৭:১৮ দামেস্ক। অরামের রাজধানী (১৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ৭:৮ আয়াত দেখুন)। *হিল্‌বোন*। দামেস্কের উত্তরে অবস্থিত একটি নগরী, যা এখনো টিকে রয়েছে এবং সেখানে এখনো আঙ্গুর রস উৎপন্ন করা হয়। নামটি সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসে কেবল এই আয়াতে দেখা যায়।

২৭:১৯ উষল। সম্ভবত হারোণ ও টাইগ্রিস এর মধ্যকার একটি এলাকা। *দারচিনি*। হিজ ৩০:২৪ আয়াতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। *দারুচিনি*। আরেক ধরনের ভেষজ উপাদান।

২৭:২০ দদান। ২৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:২১ আরব এবং কায়দারের নেতৃবর্গরা। সাধারণত এর মধ্য দিয়ে সাধারণত আরবীয় মরুভূমি থেকে আসা অরামীয় যাযাবর গোষ্ঠীর লোকদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। কায়দার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ইশা ২১:১৬ আয়াত ও নোট; ৪২:১১; ৬০:৭; ইয়ার ৪৯:২৮ আয়াত।

২৭:২২ সাবা। ২৩:৪২ আয়াত ও নোট দেখুন। *রয়মা*। দক্ষিণ আরবের একটি নগরী।

২৭:২৩ হারণ। কার্কেমীশের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি নগরী, যা বর্তমান কালের তুরস্কের পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রাচীন কালে এই নগরীটি বাণিজ্যের জন্য এবং চাঁদের দেবতা সীনের পূজার জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল। এখান থেকে সরে হযরত ইব্রাহিম কেনান দেশে চলে আসেন (পয়দা ১১:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন; ১২:৪ আয়াতও দেখুন)। *কন্নী*। এই জায়গাটির অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় না, তবে খুব সম্ভবত এটি মেসোপটেমিয়ায় অবস্থিত ছিল। অনেক সময় এটিকে বলা হয়ে থাকে কালনো বা কালনেহ্ (ইশা ১০:৯; আমোস ৬:২)। *এদন*। হারণের উত্তরে অবস্থিত একটি প্রদেশ, যা ২ বাদশাহ্ ১৯:১২ আয়াতে হারণের সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন আমোস ১:৫ আয়াতের বৈৎ আদন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *সাবা*। ২৩:৪২ আয়াতের নোট দেখুন। *আশেরিয়া*। এর মধ্য দিয়ে আশূর নগরী, আশেরিয়া দেশ বা আশেরীয় জাতির কথা বোঝানো হতে পারে। সম্ভবত এখানে নিনেভের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নগরীটির কথা বোঝানো হয়েছে, যা থেকে আশেরিয়া দেশের নামের উৎপত্তি। *কিল্‌মদ*। সম্ভবত একটি নগরী, কিন্তু এর অবস্থান কোথায় ছিল তা জানা যায় নি। খুব সম্ভবত এটি মেসোপটেমিয়ায় অবস্থিত ছিল। অনেকে মনে করেন এই শব্দটির অর্থ "সমস্ত মাদীয় অঞ্চল"।

২৭:২৫ তর্শীশ। ১২ আয়াতের নোট দেখুন। জাহাজের রূপক চিত্রটি আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে (আয়াত ৩ ও ১০ এবং নোট দেখুন)।

২৭:২৬ পূর্বীয় বায়ু। যা সমুদ্র পথের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক (জবুর ৪৮:৭) এমনকি স্থলের জন্যও (ইয়ার ১৮:১৭)। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বখতে-নাসারকে বোঝানো হয়ে থাকে (যেমনটা দেখা যায় ১৭:১০; ১৯:১২ আয়াতে)।

তোমার জাহাজ মেরামতের মিস্ত্রি ও দ্রব্য
বিনিময়কারীরা এবং তোমার মধ্যবর্তী সমস্ত
যোদ্ধা তোমার মধ্যস্থিত জনসমাজের সঙ্গে
তোমার পতনের দিনে সমুদ্রগুলোর মাঝখানে
ডুবে যাবে। ২৮ তোমার কর্ণধারদের ক্রন্দনের
শব্দে উপনগরগুলো কেঁপে উঠবে। ২৯ আর সমস্ত
দাঁড়ী, নাবিকরা, সমুদ্রগামী সমস্ত কর্ণধার নিজ
নিজ জাহাজ থেকে নেমে স্থলে দাঁড়াবে,
৩০ তোমার জন্য চিৎকার করবে, ভীষণ
কান্নাকাটি, নিজ নিজ মাথায় ধূলা দেবে ও ভস্মে
গড়াগড়ি দেবে। ৩১ আর তারা তোমার জন্য মাথা
মুণ্ডন করবে ও কোমরে চট বাঁধবে এবং তোমার
জন্য মনের দুঃখে কান্না সহকারে তীব্র মাতম
করবে। ৩২ আর তারা শোক করে তোমার জন্য
মাতম করবে, তোমার বিষয়ে এই বলে মাতম
করবে, 'কে সমুদ্রের মধ্যস্থানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া
টায়ারের সঙ্গে তুলনীয়? ৩৩ যখন সমুদ্রগুলো
থেকে তোমার পণ্য দ্রব্য নানা স্থানে যেত, তখন
তুমি বহুসংখ্যক জাতিকে তৃপ্ত করতে; তোমার
ধন ও প্রচুর বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের দরুন তুমি
দুনিয়ার বাদশাহ্‌দেরকে ধনী করতে। ৩৪ এখন
তুমি সমুদ্র দ্বারা গভীর পানিতে ভেঙ্গে গেলে
তোমার বিনিমেয় দ্রব্য ও তোমার সমস্ত সমাজ
তোমার মধ্যে ডুবে গেল। ৩৫ উপকূল-নিবাসীরা
সকলে তোমার অবস্থায় বিস্ময়াপন্ন হয়েছে ও
তাদের বাদশাহ্‌রা ভীষণ ভয় পেয়েছে, ভয়ে
তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ৩৬ জাতিদের
মধ্যবর্তী বণিকরা তোমার বিষয়ে শিস দেয়; তুমি
ত্রাসস্বরূপ হলে এবং তুমি চিরকালের জন্য শেষ

৭:৬; ২শামু ১:২।
[২৭:৩১] লেবীয় ১৩:৪০।
[২৭:৩২] ইশা ২৩:১-৬; ইহি ২৬:৫।
[২৭:৩৩] ইহি ২৮:৪-৫।
[২৭:৩৪] জাকা ৯:৪।
[২৭:৩৫] লেবীয় ২৬:৩২; আইউ ১৮:২০।
[২৭:৩৬] সফ ২:১৫।
[২৮:২] ইশা ১৩:১১।
[২৮:৩] ইহি ১৪:১৪; দানি ১:২০।
[২৮:৪] ইশা ১০:১৩; জাকা ৯:৩।
[২৮:৫] ইশা ২৩:৮।
[২৮:৭] হবক ১:৬।
[২৮:৭] ইয়ার ৯:২৩।
[২৮:৮] জবুর ৫৫:২৩।
[২৮:৯] ইশা ৩১:৩।
[২৮:১০] ১শামু ১৪:৬; ইয়ার ৯:২৬।
[২৮:১২] ইহি ১৯:১।
[২৮:১৩] ইশা

হয়ে যাবে।'

টায়ারের বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে মাবুদের কথা

২৮ ১ আর মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের
সন্তান, তুমি টায়ারের শাসনকর্তাকে বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তোমার অন্তর
গর্বিত হয়েছে, তুমি বলেছ, আমি দেবতা, আমি
সমুদ্রগুলোর মধ্যস্থলে দেবতাদের আসনে বসে
আছি; কিন্তু তুমি তো মানুষ মাত্র, দেবতা নও,
তবুও তোমার অন্তরকে দেবতার অন্তরের মত
বলে মনে করছো। ৩ দেখ, তুমি দানিয়ালের
চেয়েও জ্ঞানী, কোন নিগূঢ় কথা তোমার কাছে
লুকানো নয়; ৪ তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধিতে তুমি
নিজের জন্য ঐশ্বর্য উপার্জন করেছ, তার কোষে
সোনা ও রূপা সঞ্চয় করেছ; ৫ তোমার জ্ঞানের
মহত্ত্বে বাণিজ্য দ্বারা নিজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছ,
তাই তোমার ঐশ্বর্যে তোমার অন্তর গর্বিত
হয়েছে; ৬ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, তুমি নিজের অন্তরকে দেবতাদের মত
বলে মনে করছো; ৭ এজন্য দেখ, আমি তোমার
বিরুদ্ধে বিদেশীদেরকে আনবো, জাতিদের মধ্যে
তারা ভীমবিক্রান্ত, তারা তোমার জ্ঞানসৌন্দর্যের
বিরুদ্ধে তাদের তলোয়ার কোষমুক্ত করবে ও
তোমার আলো নাপাক করবে। ৮ তারা তোমাকে
কুয়ায় নামাবে; তুমি সমুদ্রগুলোর মধ্যস্থলে,
নিহত লোকদের মত মৃত্যুবরণ করবে।
৯ তোমার হত্যাকারীর সাক্ষাতে তুমি বলবে,
'আমি দেবত'? কিন্তু যে তোমাকে বিদ্ধ করবে,
তার হাতে তো তুমি মানুষ মাত্র, দেবতা নও।

২৭:৩০ নিজ নিজ মাথায় ধূলা দেবে। ২৬:১৬ আয়াত দেখুন, যেখানে প্রায় একই ধরনের দৃশ্য রয়েছে। *ভস্মে গড়াগড়ি দেবে।* তুলনা করুন মিকাহ্‌ ১:১০ আয়াত ও নোট।

২৭:৩১ মাথা মুণ্ডন করবে। তুলনা করুন ৭:১৮; ইশা ১৫:২ আয়াত ও নোট; ২২:১২। *চট।* দেখুন পয়দা ৩৭:৩৪; প্রকা ১১:৩।

২৭:৩৬ তুমি ত্রাসস্বরূপ হলে এবং তুমি চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে। দেখুন ২৬:২১; ২৮:১৯; এর সাথে ইশা ২৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:২, ৮ সমুদ্রগুলোর মধ্যস্থল। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে টায়ারের অবস্থান ছিল একটি দুর্গ দ্বীপের উপরে এবং তা সমুদ্র বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতো।

২৮:২ টায়ারের শাসনকর্তা। সম্ভবত এখানে টায়ার নগরীটিকেই শাসনকর্তা হিসেবে বলা হচ্ছে, কিংবা টায়ারের রাজা দ্বিতীয় ইৎবাল এর বিষয়ে বলা হচ্ছে (আয়াত ১২ দেখুন), কিন্তু এর সাথে রাজা প্রথম ইৎবালের কোন সম্পর্ক নেই (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩১ আয়াত দেখুন)। *গর্বিত।* তুলনা করুন ২৭:৩; মেসাল ১১:২ আয়াত ও নোট; ১৬:১৮; প্রেরিত ১২:২১-২৩ আয়াত। *আমি দেবতা।* এর সাথে তুলনা করুন ইশা ১৪:১২-১৫ আয়াতে বর্ণিত ব্যাবিলনের শাসনকর্তার গর্ব (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:৩ দানিয়াল। ১৪:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:৭ বিদেশীদের। ব্যাবিলনীয়রা; এ প্রসঙ্গে আয়াতের পরবর্তী কথাগুলো দেখুন।

২৮:৮ কূপ। তুলনা করুন আইউব ৩৩:২২, ২৪; দেখুন আয়াত ২৬:২০ ও নোট।

২৮:১০ খৎনা-না-করানো লোক। এখানে বর্বর বা অসভ্য জাতির লোক অর্থে বোঝানো হয়েছে। ফিনিশীয়রাও ইসরাইলীয় ও মিসরীয়দের মত খৎনা করানোর রীতি অনুসরণ করতো (৩১:১৮; ৩২:১৯ আয়াত দেখুন)।

২৮:১২ মাতম কর। ১৯:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *টায়ারের বাদশাহ্‌।* তুলনা করুন আয়াত ২, কিন্তু এর সাথে ইশা ১৪:১২-১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তুমি পরিমাণের মুদ্রাঙ্ক।* "মুদ্রাঙ্ক" শব্দটি সম্পর্কে আরও দেখুন হগয় ২:২৩ আয়াত, যেখানে সরুব্বাবিলকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র সীলমোহরের আংটি (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। তীব্র প্রহসনের মধ্য দিয়ে নবী ইহিস্কেল টায়ারের গর্বিত বাদশাহ্‌কে ভর্ৎসনা করেছেন ঠিক যেন প্রথম সৃষ্ট মানুষটির মতই, যে ছিল প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। *সৌন্দর্যে সিদ্ধ।* ২৭:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৮:১৩ তুমি আল্লাহ্‌র বাগান আদনে ছিলে। হযরত আদমের মত (পয়দা ২:১৫ আয়াত দেখুন)। নবী ইহিস্কেল সৃষ্টির চিত্রকল্প ধরেই এই দৃশ্যটি বর্ণনা করছেন এবং তিনি দেখাচ্ছেন কীভাবে টায়ারের বাদশাহ্‌ তার কাঙ্ক্ষিত চরিত্র ধরে রাখতে অসমর্থ হলেন (৩১:৯, ১৬, ১৮ আয়াত দেখুন)। *সব রকম*

১০ তুমি বিদেশীদের হাতে খৎনা-না-করানো
লোকদের মত মরবে, কেননা আমি এই কথা
বললাম, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১১ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১২ হে মানুষের সন্তান, তুমি টায়ারের
বাদশাহ্‌র জন্য মাতম কর ও তাকে বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি পরিমাণের
মুদ্রাঙ্ক, তুমি পূর্ণজ্ঞান, তুমি সৌন্দর্যে সিদ্ধ;
১৩ তুমি আল্লাহ্‌র বাগান আদনে ছিলে; সব রকম
দামী দামী পাথর, চূণি, পীতমণি, হীরক,
বৈদূর্যমণি, গোমেদক, সূর্যকান্ত, নীলকান্তমণি ও
মরকত এবং সোনা তোমার আচ্ছাদন ছিল,
তোমার ঢাক ও বাঁশীর কারুকার্য তোমার মধ্যে
ছিল; তোমার সৃষ্টির দিনে এসব প্রস্তুত হয়েছিল।
১৪ তুমি অভিষিক্ত আচ্ছাদক কারুবী ছিলে, আমি
তোমাকে স্থাপন করেছিলাম, তুমি আল্লাহ্‌র পবিত্র
পর্বতে ছিলে; তুমি আগুনের মত ঝক্‌মক করা
পাথরের মধ্যে চলাচল করতে। ১৫ তোমার সৃষ্টির
দিন থেকে তুমি তোমার আচারে সিদ্ধ ছিলে;
শেষে তোমার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল।
১৬ তোমার প্রচুর বাণিজ্যের দরুন তোমার
অভ্যন্তর জোর-জুলুমে পরিপূর্ণ হল, তুমি গুনাহ্‌
করলে, তাই আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র পর্বত
থেকে তাড়িয়ে দিলাম এবং হে আচ্ছাদক কারুবী,
তোমাকে আগুনের মত ঝক্‌মক করা
পাথরগুলোর মধ্য থেকে সরিয়ে দিলাম।
১৭ তোমার অন্তর তোমার সৌন্দর্যে গর্বিত

১৪:১১; প্রকা ২১:২০।
[২৮:১৪] হিজ ৩০:২৬; ৪০:৯।
[২৮:১৬] পয়দা ৬:১১; হবক ২:১৭।
[২৮:১৭] ইশা ১০:১২; ইহি ১৬:৪৯; ৩১:১০।
[২৮:১৮] মালা ৪:৩।
[২৮:১৯] লেবীয় ২৬:৩২।
[২৮:২১] পয়দা ১০:১৫; ইয়ার ২৫:২২।
[২৮:২২] লেবীয় ১০:৩।
[২৮:২৩] ইহি ৫:১৭; ৩৮:২২।
[২৮:২৪] ইশা ৫:৬; ইহি ২:৬।
[২৮:২৫] জবুর ১০৬:৪৭; ইয়ার ৩২:৩৭।

হয়েছিল; তুমি নিজের আলো হেতু তোমার জ্ঞান
নষ্ট করেছ; আমি তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ
করলাম, বাদশাহ্‌দের সম্মুখে রাখলাম, যেন
তারা তোমাকে দেখতে পায়। ১৮ তোমার
অপরাধের কারণে তুমি নিজের বাণিজ্য-বিষয়ক
অন্যায় দ্বারা নিজের পবিত্র স্থানগুলো নাপাক
করেছ; এজন্য আমি তোমার মধ্য থেকে আগুন
বের করলাম, সে তোমাকে গ্রাস করলো; এবং
আমি তোমাকে দর্শনকারী সকলের সাক্ষাতে ভস্ম
করে ভূমিতে ফেলে দিলাম। ১৯ জাতিদের মধ্যে
যত লোক তোমাকে জানে, তারা সকলে তোমার
বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হল; তুমি ত্রাসস্বরূপ হলে এবং
তুমি চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে।

সিডনের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

২০ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২১ হে মানুষের সন্তান, তুমি
সিডনের দিকে মুখ রাখ ও তার বিরুদ্ধে
ভবিষ্যদ্বাণী বল; ২২ তুমি বল, সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, হে সিডন, দেখ, আমি তোমার
বিপক্ষ; আমি তোমার মধ্যে মহিমান্বিত হব;
তাতে লোকেরা জানবে যে, আমিই মাবুদ,
কেননা আমি সেই নগরকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেব
ও তার মধ্যে পবিত্র বলে মান্য হবো। ২৩ আমি
তার মধ্যে মহামারী ও তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত
প্রেরণ করবো এবং আহত লোকেরা তার মধ্যে
পড়বে, কারণ তলোয়ার চারদিকে তার বিরুদ্ধ
হবে, তাতে তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

দামী দামী পাথর। আদন উদ্যানে হযরত আদম উলঙ্গ অবস্থায় ছিলেন (পয়দা ২:২৫ আয়াত দেখুন), কিন্তু এখানে টায়ারের বাদশাহ্‌কে একজন পূর্ণ সাজে সজ্জিত ও অভিষিক্ত ইমাম হিসেবে সুশোভিত রূপে প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ১৪), যিনি আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থান রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এখানে উল্লেখিত ৯টি পাথর হচ্ছে মহা ইমামের পোশাকে খোদিত ১২টি মূল্যবান পাথরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (হিজ ২৮:১৭-২০ আয়াত দেখুন)। (অবশ্য ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন নিয়মের প্রচলিত গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্টে ১২টি পাথরের নামই এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।) *তোমার আচ্ছাদন ছিল ... কারুকার্য তোমার মধ্যে ছিল।* এই মূল্যবান পাথরগুলোর জন্য। *তোমার সৃষ্টিদিনে এসব প্রস্তুত হয়েছিল।* তুলনা করুন আয়াত ১৫; পয়দা ৫:২।

২৮:১৪ অভিষিক্ত আচ্ছাদক কারুবী। তুলনা করুন আয়াত ১৬। পয়দায়েশ কিতাবের বর্ণনা অনুসারে হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে আদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করার পর উদ্যানের প্রবেশ দ্বারে একাধিক কারুবীকে রক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করা হয় (পয়দা ৩:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আল্লাহ্‌র পবিত্র পর্বত।* তুলনা করুন আয়াত ১৬। এই অংশে পয়দায়েশ কিতাবের মূল বর্ণনা প্রতিফলিত হয় নি। ইশা ১৪:১৩ আয়াতে পর্বতের আল্লাহ্‌ বসবাস সম্পর্কিত রূপক দেখুন। *আগুনের মত ঝক্‌মক করা পাথর।* মূল্যবান পাথরগুলো (আয়াত ১৩; তুলনা করুন প্রকা ৪:১-৬; ২১:১৫-২১ আয়াত)।

২৮:১৫ তুমি তোমার আচারে সিদ্ধ ছিলে। এই অংশের সাথে পয়দা ২-৩ আয়াতের স্পষ্ট মিল রয়েছে (পয়দা ৬:৯ আয়াত ও নোট; ১৭:১ দেখুন)।

২৮:১৬ প্রচুর বাণিজ্য ... জোর-জুলুমে পরিপূর্ণ হল। টায়ারের সবচেয়ে বড় অপরাধ।

২৮:১৭ আমি তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলাম। বেহেশতের উদ্যান থেকে পতিত হওয়ার চিত্রটি এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

২৮:১৯ ত্রাসস্বরূপ হলে ... চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে। ২৭:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:২১ তুমি সিডনের দিকে মুখ রাখ। ২০:৪৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *সিডন।* ২৭:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। কিতাবুল মোকাদ্দসের একমাত্র এই অংশেই টায়ার থেকে সিডনকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে (তুলনা করুন ইশা ২৩:১-৪; ইয়ার ৪৭:৪; যোয়েল ৩:৪; জাকা ৯:২ আয়াত)।

২৮:২২ আমি তোমার বিপক্ষ। খুব সম্ভবত এর কারণ জেরুশালেমে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের সম্মিলন (ইয়ার ২৭:৩; তুলনা করুন ৫:৮ আয়াতের নোট)। *আমি তোমার মধ্যে মহিমান্বিত হব।* সিডনের বিচার ও শাস্তির মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ পাবে। *পবিত্র বলে মান্য হবো।* আয়াত ২৫ দেখুন; লেবীয় ১০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৮:২৪ জ্বালাজনক কোন হুল। অন্যান্য স্থানে ইসরাইলের দুশমনদেরকে কাঁটা বলে উল্লেখ করার বিষয়টি আরও ভালভাবে জানতে দেখুন শুমারী ৩৩:৫৫; ইউসা ২৩:১৩ আয়াত।

২৮:২৫ যখন আমি তাদের সংগ্রহ করবো। নবী ইহিস্কেলের

২৪ তখন ইসরাইল-কুলের জ্বালাজনক কোন
হুল কিংবা ব্যথাজনক কোন কাঁটা তাদের
অবজ্ঞাকারী চারদিকের কোন লোকের মধ্যে আর
উৎপন্ন হবে না; তাতে তারা জানবে যে, আমিই
সার্বভৌম মাবুদ।
২৫ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, যে
জাতিদের মধ্যে ইসরাইল-কুল ছিন্নভিন্ন হয়েছে,
তাদের মধ্যে থেকে যখন আমি তাদের সংগ্রহ
করবো এবং জাতিদের সাক্ষাতে তাদের মধ্যে
পবিত্র বলে মান্য হব, তখন আমি আমার গোলাম
ইয়াকুবকে যে ভূমি দিয়েছি, তারা নিজেদের সেই
ভূমিতে বাস করবে।
২৬ তারা নির্ভয়ে সেখানে
বাস করবে; হ্যাঁ, তারা বাড়ি নির্মাণ করবে ও
আঙ্গুরের বাগান করবে এবং নির্ভয়ে বাস করবে;
কেননা তখন আমি তাদের অবজ্ঞাকারী
চারদিকের সমস্ত লোককে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেব;
তাতে তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ তাদের
আল্লাহ্।

মিসরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

২৯
১ দশম বছরে দশম মাসের দ্বাদশ
দিনের দিন, মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল;
২ হে মানুষের সন্তান, তুমি
মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনের বিরুদ্ধে মুখ রাখ
এবং তার ও সমস্ত মিসরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
বল।
৩ তুমি এই কথা বল, সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, হে মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউন,
দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ; তুমি সেই প্রকাণ্ড
কুমির, যে তার নদীগুলোর মধ্যে শয়ন করে,
বলে, আমার নদী আমারই, আমিই নিজের জন্য
তা উৎপন্ন করেছি।
৪ কিন্তু আমি আকড়া দিয়ে
তোমার চোয়ালে কড়া লাগাব, তোমার স্রোতের
মাছগুলোকে তোমার আঁশের সঙ্গে লাগিয়ে দেব
এবং তোমার স্রোতগুলোর মধ্য থেকে তোমাকে
টেনে তুলে আনব; তোমার স্রোতের মাছগুলো
তখনও তোমার আঁশে লেগে থাকবে।
৫ আর
আমি তোমার স্রোতের সমস্ত মাছসুদ্ধ তোমাকে
মরুভূমিতে ফেলে দেব; তুমি মাঠের উপরে পড়ে
থাকবে, সংগৃহীত বা সঞ্চিত হবে না; আমি
তোমাকে ভূমির পশুদের ও আসমানের
পাখিগুলোর খাদ্য হিসেবে দিলাম।
৬ তাতে
মিসর-নিবাসী সকলে জানবে যে, আমিই মাবুদ,
যেহেতু তারা ইসরাইল-কুলের পক্ষে নলের লাঠি
হয়েছিল।
৭ যখন তারা তোমার হাত ধরতো,
তখন তুমি ফেটে তাদের সমস্ত কাঁধ বিদীর্ণ
করতে; এবং যখন তারা তোমার উপরে নির্ভর
করতো তখন তুমি ভেঙ্গে যেতে ও তাদের সমস্ত

[২৮:২৬] লেবীয় ২৫:১৮; ১বাদশা ৪:২৫; ইয়ার ১৭:২৫।
[২৯:১] ইহি ২৬:১।
[২৯:২] ইশা ১৯:১-১৭; ইয়ার ৪৬:২।
[২৯:৩] ইয়ার ৪৪:৩০।
[২৯:৪] ২বাদশা ১৯:২৮; আইউ ৪১:২।
[২৯:৫] ইয়ার ৭:৩৩; ৩৪:২০; ইহি ৩১:১৩; ৩২:৪-৬; ৩৯:৪।
[২৯:৬] ২বাদশা ১৮:২১।
[২৯:৭] ২বাদশা ১৮:২১; ইশা ৩৬:৬।
[২৯:৮] ইহি ২৫:১৩; ৩২:১১-১৩।
[২৯:৯] ইয়ার ৪৬:৮।
[২৯:১০] ইয়ার

কিতাবে ও তার পরবর্তী সময়ে এই ওয়াদা প্রায়শই দেখা যায় (দেখুন ১১:১৭; ২০:৩৪, ৪১-৪২; ২৯:১৩; ৩৪:১৩; ৩৬:২৪; ৩৭:২১; ৩৮:৮; ৩৯:২৭; শুমারী ১:৯; জাকা ১০:৮, ১০ আয়াত)। *আমার গোলাম ইয়াকুব।* তুলনা করুন ৩৭:২৫ আয়াত। এই ওয়াদা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন পয়দা ২৮:১৩; ৩৫:১২; জবুর ১০৫:১০-১১ আয়াত।

২৮:২৬ তারা নির্ভয়ে সেখানে বাস করবে। প্রত্যাবর্তনের এই ধারণাটি খুবই অর্থবহ ও বিশেষ একটি ওয়াদা হয়ে উঠেছিল (তুলনা করুন ৩৪:২৮; ৩৮:৮, ১১, ১৪; ৩৯:২৬; লেবীয় ২৫:১৮-১৯; ইয়ার ২৩:৬; ৩২:৩৭; ৩৩:১৬ আয়াত)। **বাড়ি ... আঙ্গুরের বাগান।** ভাল জীবন যাপনের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে (তুলনা করুন ইশা ৬৫:২১; ইয়ার ২৯:৫, ২৮; আমোস ৯:১৪)।

২৯:১–৩২:৩২ মিসরের বিরুদ্ধে সাতটি ধারাবাহিক ভবিষ্যদ্বাণী (এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ঘোষণার সময়কাল জানতে নিচের নোটগুলো দেখুন), যার অধিকাংই ঘোষণা করা হয়েছে জেরুশালেমের শেষ বছরগুলোতে, বিশেষ করে যখন মিসরীয় ফেরাউন বাদশাহ্ সিদিকিয়কে বখতে-নাসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সাহস যোগাচ্ছিলেন (১৭:১৫; ইয়ার ৩৭:৫-৮ আয়াত দেখুন)।

২৯:১ দশম বছরে দশম মাসের দ্বাদশ দিনের দিন। ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ৭ই জানুয়ারি; ইহিস্কেল কিতাবে উল্লিখিত ৬ষ্ঠ তারিখ (১:২; ৮:১; ২০:১; ২৪:১; ২৬:১ আয়াত দেখুন)। মিসরের বিরুদ্ধে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে একটি বাদে আর সবগুলোর ঘোষণার সময়কাল পাওয়া যায় (৩০:১ আয়াত দেখুন)।

২৯:২ ফেরাউনের বিরুদ্ধে মুখ রাখ। ২০:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন। *ফেরাউন।* হফরা, ৫৮৯-৫৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (ইয়ার ৪৪:৩০ আয়াত দেখুন)।

২৯:৩ আমি তোমার বিপক্ষ। ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *তুমি সেই প্রকাণ্ড কুম্ভীর।* কিংবা বলা যায় “দানব”। নীল নদে বিশাল আকৃতির প্রচুর কুমিরের আনাগোনা ছিল। আইউব ৪১:১; জবুর ৭৪:১৩-১৪; ইশা ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন। *তার স্রোতঃগুলো।* নীল নদের অববাহিকা ও খালগুলো (তুলনা করুন ইশা ৭:১৮; ১৯:৬; ৩৭:২৫ আয়াত)। *বলে।* মিসরীয় ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর গায়ে ক্ষোদাই করে লেখা বিভিন্ন গর্বাত্মক উক্তি বর্তমানে প্রায় প্রবাদ বাক্যে রূপ নিয়েছে।

২৯:৪ আকড়া। তুলনা করুন ১৯:৪ আয়াত। *তোমার স্রোতের মাছগুলোকে।* মিসরের জয়কৃত ভূখণ্ড কিংবা ভাড়া করা সৈন্যবাহিনী।

২৯:৫ ভূমির পশুদের ও আসমানের পাখিগুলোর খাদ্য। এই ঘোষণা ফেরাউনের নব জীবন লাভের প্রত্যাশার মুখে এক প্রচণ্ড হুমকিস্বরূপ ছিল, যা পিরামিডে ক্ষোদাই করা লিপি থেকে এবং মিসরীয় “মৃতদের গ্রন্থ” থেকে জানা যায়।

২৯:৬ তারা ইসরাইল-কুলের পক্ষে নলের লাঠি হয়েছিল। এর আগেও এই তুলনা দেওয়া হয়েছিল (ইশা ৩৬:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। ফেরাউন হফরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ব্যাবিলনীয়দেরকে জেরুশালেম ঘেরাও করা থেকে বিরত রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে সফল হন নি (ইয়ার ৩৭:১-১০ আয়াত দেখুন)।

২৯:৮ তলোয়ার। বাদশাহ্ বখতে-নাসারের তলোয়ার (৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৯:১০ মিগ্‌দোল। সম্ভবত উত্তর মিসরে এর অবস্থান ছিল (ইয়ার ৪৪:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সিবেনী।* দক্ষিণ মিসরের একটি নগর। “মিগ্‌দোল থেকে সিবেনী” বলতে (৩০:৬) মূলত সমগ্র মিসর দেশকে বোঝানো হয়েছে, ঠিক

কোমর অসার করতে।
৮ সেজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে তলোয়ার আনবো ও
তোমার মধ্য থেকে মানুষ ও পশু মুছে ফেলব।
৯ মিসর দেশ ধ্বংস ও উৎসন্ন স্থান হবে; তাতে
তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ; যেহেতু তুমি
বলতে, নদী আমার, আমিই তা উৎপন্ন করেছি।
১০ এজন্য দেখ, আমি তোমার ও তোমার
স্রোতগুলোর বিপক্ষ; আমি মিগ্‌দোল থেকে
সিবেনী পর্যন্ত ও ইথিওপিয়া দেশের সীমা পর্যন্ত,
মিসর দেশ নিতান্ত উৎসন্ন ও ধ্বংসস্থান করবো।
১১ মানুষ তার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবে না ও
পশু তার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবে না; এবং
চল্লিশ বছর পর্যন্ত সেখানে বসতি হবে না।
১২ আর আমি মিসর দেশকে ধ্বংসপ্রাপ্ত
দেশগুলোর মধ্য ধ্বংসস্থান করবো এবং উচ্ছিন্ন
নগরগুলোর মধ্যে তার নগরগুলো চল্লিশ বছর
পর্যন্ত ধ্বংসস্থান থাকবে; আর আমি
মিসরীয়দেরকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও দেশ
বিদেশে ছড়িয়ে দেব।
১৩ কেননা সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
যেসব জাতির মধ্যে মিসরীয়েরা ছিন্নভিন্ন হবে
তাদের মধ্য থেকে আমি চল্লিশ বছর শেষে
তাদেরকে সংগ্রহ করবো। ১৪ আর মিসরের
বন্দীদশা ফিরাব ও তাদের উৎপত্তিস্থান পথ্রোষ
দেশে তাদেরকে প্রত্যাগমন করাব, সেখানে তারা
দুর্বল একটি রাজ্য হবে। ১৫ অন্যান্য রাজ্যের
চেয়ে তা দুর্বল হবে এবং নিজেকে আর জাতিদের
উপরে বড় করে তুলবে না; আমি তাদেরকে ন্যূন
করবো, তারা আর জাতিদের উপরে কর্তৃত্ব করবে

২১:১৩। [২৯:১১] ইহি ৩২:১৩। [২৯:১২] ইশা ৩৪:১০। [২৯:১৪] ইশা ১১:১১; ইহি ৩০:১৪। [২৯:১৫] জাকা ১০:১১। [২৯:১৬] ২খান্দান ৩২:১০। [২৯:১৬] মাতম ৪:১৭। [২৯:১৭] ইহি ২৪:১; ৩০:২০; ৪০:১। [২৯:১৮] লেবীয় ১৩:৪০; আইউ ১:২০; ইয়ার ৪৮:৩৭। [২৯:১৯] ইশা ১৯:৪। [২৯:২০] ইশা ১০:৬-৭; ৪৫:১; ইয়ার ২৫:৯। [২৯:২১] জবুর ১৩২:১৭; লূক ১:৬৯। [৩০:২] ইশা ১৩:৬; ইয়াকুব ৫:১। [৩০:৩] যোয়েল ১:১৫; ২:১, ১১; ওব ১:১৫। [৩০:৪] পয়দা ১০:৬। [৩০:৫] ২খান্দান

না। ১৬ মিসর আর ইসরাইল-কুলের বিশ্বাসভূমি
হবে না; এরা ওদের দিকে ফিরে গেছে বলে আর
অপরাধ স্মরণ করাবে না; তাতে তারা জানবে
যে, আমিই সার্বভৌম মাবুদ।

ব্যাবিলন মিসরকে আক্রমন করবে

১৭ আর সপ্তবিংশ বছরের প্রথম মাসের প্রথম
দিনে, মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল
হল, ১৮ হে মানুষের সন্তান, ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌
বখতে-নাসার তার সৈন্যসামন্তকে টায়ারের
বিরুদ্ধে ভারী পরিশ্রম করিয়েছে; সকলের মাথার
চুল ও সকলের কাঁধের ছাল-চামড়া উঠে গেছে;
কিন্তু টায়ারের বিরুদ্ধে সে যে পরিশ্রম করেছে,
তার বেতন সে কিংবা তার সৈন্য টায়ার থেকে
পায় নি। ১৯ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-
নাসারকে মিসর দেশ দেব; সে তার লোকদের
নিয়ে যাবে, তার দ্রব্য লুট করবে ও তার সম্পত্তি
অপহরণ করবে; তা-ই তার সৈন্যের বেতন
হবে। ২০ সে যে পরিশ্রম করেছে, তার
বেতনস্বরূপ আমি মিসর দেশ তাকে দিলাম,
কেননা তারা আমারই জন্য কাজ করেছে, এই
কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
২১ সেদিন আমি ইসরাইল-কুলের জন্য একটি
শিং জন্মাতে দেব এবং তাদের মধ্যে তোমার মুখ
খুলে দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই
মাবুদ।

মিসরের জন্য বিলাপ

৩০ ১ আবার মাবুদের এই কালাম
আমার কাছে নাজেল হল, ২ হে
মানুষের সন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী বল, তুমি বল,

যেভাবে এর আগে "দান থেকে বেরশেবা" বলতে সমগ্র ইসরাইল দেশকে বোঝানো হয়েছিল (তুলনা করুন কাজী ২০:১; ১ শামু ৩:২০ আয়াত ও নোট)।

২৯:১১ চল্লিশ বছর। অনেক সময় এই কথাটির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দীর্ঘ ও কষ্টকর সময়কে বোঝানো হয়ে থাকে (তুলনা করুন ৪:৬ আয়াত)।

২৯:১৪ তাদের উৎপত্তিস্থান। দক্ষিণ মিসর অঞ্চল (৩০:১৪; ইশা ১১:১১ আয়াত ও নোট; ইয়ার ৪৪:১, ১৫ আয়াত দেখুন)।

২৯:১৭ মিসরের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী (১ আয়াতের নোট দেখুন)। *সপ্তবিংশ বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে।* ২৬শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; ইহিস্কেল কিতাবে উল্লিখিত সপ্তম তারিখ (দেখুন আয়াত ১; ১:২; ৮:১; ২০:১; ২৪:১; ২৬:১)। এটি ইহিস্কেল কিতাবে উল্লিখিত ক্রমানুসারে সর্বশেষ তারিখ। সে অনুসারে এই ভবিষ্যদ্বাণীটিই মিসরের বিরুদ্ধে ঘোষিত সর্বশেষ ভবিষ্যদ্বাণী এবং অবশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সময়কাল হচ্ছে ৫৮৭-৫৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

২৯:১৮ ভারী পরিশ্রম করিয়েছে। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার টায়ার নগরীকে ৫৮৬ থেকে ৫৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মোট ১৫ বছর অবরুদ্ধ রেখেছিলেন (২৬:৭-১৪)। *সকলের মাথা চুল ... উঠে গেছে।* সম্ভবত চামড়ার তৈরি শিরস্ত্রাণের কারণে।

২৯:১৯ বখতে-নাসারকে মিসর দেশ দেব। সমস্ত জাতির উপরে মাবুদ আল্লাহ্‌র সার্বভৌম কর্তৃত্ব এখানে আরও একবার ঘোষণা করা হল।

২৯:২১ একটি শৃঙ্গ জন্মাতে দেব। এখানে শক্তি ফিরে পাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। এই অংশে মসীহী ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নি। *তোমার মুখ খুলে দেব।* নবী ইহিস্কেল যে আর বোবা হয়ে থাকবেন না সে কথা বলা হয়েছে (৩:২৬; ২৪:২৭), যা ৩৩:২২ আয়াতের পূর্বাভাস দেয়।

৩০:১ মিসরের বিপক্ষে তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী (২৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। কোন তারিখ উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু সম্ভবত এটি ঘোষণা করা হয়েছিল ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে। ২৯:১ আয়াতের সাথে ৩০:২০ আয়াতের তুলনা করুন। এই সময়ে জেরুশালেম নগরী অবরুদ্ধ ছিল।

৩০:২-৩ হায়! সে কেমন দিন! যেদিন মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতির বিচার করতে আসবেন (৭:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। মিসরের উপরে বিচার ঘোষণা করা হয়েছে।

৩০:৩ সেই দিন নিকটবর্তী। দেখুন ৭:২-৩, ৬ আয়াত এবং ৭:১-২৭ আয়াতের নোট; তুলনা করুন ইশা ১৩:৬। *সেই মেঘময় দিন।* তুলনা করুন যোয়েল ২:২; সফ ১:১৫ আয়াত।

৩০:৪ তলোয়ার। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের (২৯:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩০:৫ পূট। তৎকালীন উত্তর আফ্রিকা, তথা বর্তমান মধ্য প্রাচ্যে

সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
হাহাকার করে বল, ‘হায়! সে কেমন দিন!’
৩ কারণ সেই দিন নিকটবর্তী, হ্যাঁ, মাবুদের দিন,
সেই মেঘময় দিন নিকটবর্তী; তা জাতিদের
ধ্বংসে দিন হবে। ৪ মিসরে তলোয়ার প্রবেশ
করবে ও ইথিওপিয়ায় যাতনা হবে; কেননা তখন
মিসরে নিহত লোকেরা মরে পড়ে থাকবে, তার
জনগণ নীত হবে ও তার ভিত্তিমূলগুলো
উৎপাটিত হবে। ৫ ইথিওপিয়া, পূট ও লূদ এবং
সমস্ত মিশ্রিত লোক, আর কূব ও মিত্রদেশীয়
লোকেরা তাদের সঙ্গে তলোয়ারের আঘাতে মারা
পড়বে।
৬ মাবুদ এই কথা বলেন, যারা মিসরের স্তম্ভ
স্বরূপ, তারাও ধ্বংস হবে এবং তার পরাক্রমের
গর্ব খর্ব হবে; সেখানে মিগ্‌দোল থেকে সিবেনী
পর্যন্ত লোকেরা তলোয়ারের আঘাতে মারা
পড়বে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ৭ তারা
ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে ধ্বংস হবে এবং
দেশের সকল নগর উচ্ছিন্ন নগরগুলোর মধ্যে
থাকবে।
৮ যখন আমি মিসরে আগুন লাগাই এবং তার
সহকারীরা সকলে চুরমার হয়ে যাবে তখন তারা
জানবে যে, আমিই মাবুদ।
৯ সেদিন নিশ্চিন্ত ইথিওপিয়াকে ভয় দেখাবার
জন্য দূতেরা নৌকাযোগে আমার কাছ থেকে বের
হবে, তাতে মিসরের ধ্বংসের দিনে যেমন
হয়েছিল, তেমনি তাদের মধ্যে যাতনা হবে;
বস্তুত দেখ, তা আসছে।

৯:১৪।
[৩০:৫] নহূম ৩:৯।
[৩০:৬] ইহি ২৯:১০।
[৩০:৭] ইহি ২৯:১২।
[৩০:৮] ইয়ার ৪৯:২৭; আমোস ১:৪, ৭, ১০; নহূম ১:৬।
[৩০:৯] পয়দা ১০:৬।
[৩০:১০] ইয়ার ৩৯:১।
[৩০:১২] ইশা ১৯:৬।
[৩০:১৩] ইয়ার ৪৩:১২; ইহি ৬:৬।
[৩০:১৪] ইহি ২৯:১৪।
[৩০:১৬] ইউসা ৭:১৫।
[৩০:১৭] পয়দা ৪১:৪৫।
[৩০:১৮] ইয়ার ৪৩:৭।
[৩০:১৯] ইহি ২৮:২২।
[৩০:২০] ইহি ২৬:১; ২৯:১৭; ৩১:১; ৩২:১।
[৩০:২১] ইয়ার

১০ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, আমি
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের হাত দিয়ে
মিসরের লোকারণ্য শেষ করবো। ১১ সে এবং
তার লোকদের, জাতিদের মধ্যে সেই
পরাক্রমশালী লোকদেরকে দেশ বিনাশ করবার
জন্য আনা হবে এবং মিসরের বিরুদ্ধে তারা
তলোয়ার কোষমুক্ত করবে ও মৃত দেহের দ্বারা
দেশ পূর্ণ করবে। ১২ আর আমি স্রোতগুলোকে
শুকনো স্থান করবো, দেশকে দুর্বৃত্তদের হাতে
বিক্রি করবো ও বিদেশীদের হাত দিয়ে দেশ ও
সেখানকার সবকিছুই ধ্বংস করবো; আমি মাবুদ
এই বললাম।
১৩ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, আমি
মূর্তিগুলো বিনষ্ট করবো, নোফ থেকে অবস্তু-
মূর্তিগুলো শেষ করবো, মিসর দেশ থেকে কোন
নেতা আর উৎপন্ন হবে না এবং আমি মিসর
দেশে ভয় জন্মাব। ১৪ আর আমি পথ্রোষকে
ধ্বংস করবো, সোয়নে আগুন লাগাব ও নো-
নগরে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেব। ১৫ আর মিসরের
বলস্বরূপ সীনের উপরে আমার গজব ঢেলে দেব
ও নো-নগরের জনগণকে মুছে ফেলব। ১৬ আমি
মিসরে আগুন লাগাব; যাতনাতে সীন ছট্‌ফট্‌
করবে, নো-নগর ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং নোফে
বিপক্ষ লোকেরা দিনমানে আসবে। ১৭ আবেন ও
পী-বেশতের যুবকেরা তলোয়ারের আঘাতে মারা
পড়বে এবং সেসব পুরী বন্দীদশায় গমন করবে।
১৮ আর তফন্‌হেষে দিন অন্ধকার হয়ে যাবে,
কেননা তখন সেই স্থানে আমি মিসরের

অবস্থিত লিবিয়া (২৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। *লূদ।* ২৭:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *কূব।* সম্ভবত এটি কোন অজ্ঞাত স্থান। *মিত্রদেশীয় লোকেরা।* সম্ভবত মিসরে বসবাসকারী ইহুদীদের কথা বোঝানো হয়েছে (ইয়ার ৪৪ অধ্যায় দেখুন এবং ৪৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:৬ মিগ্‌দোল থেকে সিবেনী পর্যন্ত। ২৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:৮ আগুন লাগাই। ২০:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:৯ দূতেরা নৌকাযোগে ... বের হবে। ইশা ১৮ অধ্যায়ে কূশের বিপক্ষে এ ধরনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছিল, যেখানে নীল নদে করে নৌকাযোগে যাবার কথা ছিল।

৩০:১১ জাতিদের মধ্যে সেই পরাক্রমশালী লোক। ব্যাবিলনীয়দের বোঝাতে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়, যারা বিশেষ বর্বর ও নিষ্ঠুর হিসেবে সুপরিচিত ছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৭ আয়াত দেখুন)।

৩০:১৩ মূর্তিগুলো। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *নোফ।* তথা মেম্‌ফিস, যা কায়রো থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মেম্‌ফিস ছিল মিসরের পূর্বতন রাজধানী এবং এর অন্যতম বৃহত্তম একটি নগরী। এর পরে যে নগরীগুলোর নাম একে একে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ভৌগলিক বিশেষ কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় নি (তুলনা করুন ইশা ১০:৯-১১, ২৭-৩২; মিকাহ্‌ ১:১০-১৫; সফ ২:৪ আয়াত)। *নেতা।* বাদশাহ্‌ বা শাসনকর্তা।

৩০:১৪ পথ্রোষ। উত্তর মিসরের একটি নগরী; ২৯:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *সোয়ন।* নীল নদের অববাহিকা বিধৌত উত্তর পূর্ব মিসরের একটি নগরী; একে টানিসও বলা হত (ইশা ১৯:১১; ৩০:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *থিব্‌স।* উত্তর মিসরের রাজধানী; বর্তমানে এটি পরিচিত লুক্সর এবং কার্নাক নামে।

৩০:১৫ সীন। নীল নদের পূর্ব পাশের অববাহিকায় অবস্থিত একটি দুর্গ।

৩০:১৭ আবেন। হেলিওপলিস; এই গ্রীক নামের অর্থ “সূর্য নগরী” এবং হিব্রু নাম “ওন”, যা কায়রো থেকে ছয় মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। *পী-বেশত।* বুবাস্টিস, যা এক সময় নিম্নতর বা দক্ষিণ মিসরের রাজধানী হিসেবে পরিচিত ছিল; এটি কায়রো থেকে ৪০ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত।

৩০:১৮ অন্ধকার। ধ্বংস, বিনাশ ও মৃত্যু বোঝানো জন্য কিতাবুল মোকাদ্দসে এই শব্দটি প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। *তফন্‌হেষ।* মিসরের উত্তর পূর্ব দিকের সীমান্তবর্তী একটি নগরী। করেহের পুত্র যোহানন এবং তার লোকেরা গদলিয়কে হত্যা করার পর এখানে পালিয়ে এসেছিল (ইয়ার ৪৩:৪-৭ আয়াত দেখুন)। *সে নিজে নিজেই মেঘাচ্ছন্ন হবে।* আয়াত ৩ ও নোট দেখুন; ৩২:৭ আয়াত দেখুন।

৩০:২০ মিসরের বিরুদ্ধে চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী (২৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *একাদশ বছরের প্রথম মাসের সপ্তম দিনে।* ২৯শে এপ্রিল ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; নবী ইহিস্কেলের কিতাবে উল্লেখিত ৮ম তারিখ (দেখুন ১:২; ৮:১; ২০:১; ২৪:১; ২৬:১;

BACIB International Bible CHURCH

জোয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেলবো; তাতে তার মধ্যে
তার পরাক্রমের ছটা শেষ হবে; সে নিজে নিজেই
মেঘাচ্ছন্ন হবে ও তার কন্যারা বন্দীদশায় যাবে।
১৯ এভাবে আমি মিসরকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেব,
তাতে তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

ফেরাউনের বিরুদ্ধে বাণী

২০ একাদশ বছরের প্রথম মাসের সপ্তম দিনে,
মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল হল,
২১ হে মানুষের সন্তান, আমি মিসরের বাদশাহ্
ফেরাউনের বাহু ভেঙ্গেছি, আর দেখ, সুস্থ হবার
জন্য তা পটি দিয়ে বাঁধা হয় নি, যাতে তলোয়ার
ধারণের উপযুক্ত শক্তি পায়। ২২ এজন্য সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি মিসরের
বাদশাহ্ ফেরাউনের বিপক্ষ, আমি তার বলবান ও
ভাঙ্গা উভয় বাহু ভেঙ্গে ফেলবো এবং তার হাত
থেকে তলোয়ার ফেলে দেব। ২৩ আর আমি
মিসরীয়দেরকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও
নানাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেব। ২৪ আর আমি
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র বাহু বলবান করবো ও
তারই হাতে আমার তলোয়ার দেব; কিন্তু
ফেরাউনের বাহু ভেঙ্গে ফেলবো, তাতে সে ওর
সাক্ষাতে আহত লোকের মত কাতরোক্তি করবে।
২৫ আর আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র বাহু বলবান
করবো, কিন্তু ফেরাউনের বাহু ঝুলে পড়বে;
তাতে লোকেরা জানবে যে, আমিই মাবুদ, যখন
আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হাতে আমার
তলোয়ার দেব এবং সে মিসর দেশের বিরুদ্ধে তা
চালনা করবে। ২৬ আর আমি মিসরীয়দেরকে
জাতিদের মধ্য ছিন্নভিন্ন ও নানাদেশে ছড়িয়ে-
ছিটিয়ে দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই
মাবুদ।

লেবাননের এরস গাছ

৪৮:২৫।
[৩০:২২] পয়দা ১৫:১৮; ইয়ার ৪৬:২৫।
[৩০:২৩] ইহি ২৯:১২।
[৩০:২৪] জাকা ১০:৬, ১২; ১২:৫।
[৩০:২৫] ১খান্দান ২১:১২।
[৩০:২৬] ইহি ২৯:১২।
[৩১:১] ইয়ার ৫২:৫।
[৩১:৩] ইয়ার ৫০:১৮।
[৩১:৪] দানি ৪:১০।
[৩১:৫] শুমারী ২৪:৬; ইহি ১৭:৫।
[৩১:৬] ইহি ১৭:২৩; মথি ১৩:৩২।
[৩১:৭] আইউ ১৪:৯।
[৩১:৮] জবুর ৮০:১০।
[৩১:৯] পয়দা ২:৮।
[৩১:১০] ইশা ২:১১; ১৪:১৩-১৪; ইহি ২৮:১৭।
[৩১:১১] দানি ৫:২০।
[৩১:১২] ইহি ২৮:৭।
[৩১:১৩] ইশা ১৮:৬; ইহি ২৯:৫; ৩২:৪।

৩১ ১ একাদশ বছরের তৃতীয় মাসের
প্রথম দিনে, মাবুদের এই কালাম
আমার কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান,
মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনকে ও তার জনগণকে
বল, তুমি তোমার মহিমায় কার তুল্য? ৩ দেখ,
আশেরিয়া লেবাননের এরস গাছের মতই ছিল,
তার সুন্দর ডাল, ঘন ছায়া ও উঁচু লম্বা ছিল; তার
শিখর মেঘমালার মধ্যবর্তী ছিল। ৪ সে পানি
পেয়ে বর্ধিত ও ঝর্ণার পানি পেয়ে উঁচু হয়েছিল;
তার স্রোতগুলো তার বাগানের চারদিকে
প্রবাহিত হত এবং সে ক্ষেতের সকল গাছের
কাছে প্রণালী পানি পাঠাত। ৫ এই কারণে
ক্ষেতের সমস্ত গাছের চেয়ে সে উঁচু হয়ে উঠলো
এবং সে ডাল মেললে প্রচুর পানি পেয়ে সেগুলো
বৃদ্ধি পেল ও তার ডাল লম্বা হল। ৬ তার ডালে
আসমানের সকল পাখি বাসা করতো এবং তার
ডালের নিচে মাঠের সকল পশু প্রসব করতো
এবং তার ছায়াতে সকল মহাজাতি বাস
করতো। ৭ সে তার মহত্ত্বে ও লম্বা লম্বা ডালে
খুব সুন্দর ছিল; কেননা তার মূল প্রচুর পানির
পাশে ছিল। ৮ আল্লাহ্‌র বাগানে এরস গাছগুলো
তাকে গোপন করতে পারতো না, দেবদারু
সকল ডালপালায় তার সমান ছিল না; এবং
অর্মোণ গাছগুলো তার মত ডালবিশিষ্ট ছিল না;
আল্লাহ্‌র বাগানে অবস্থিত কোন গাছ সৌন্দর্যে
তার মত ছিল না। ৯ আমি প্রচুর ডালপালা দিয়ে
তাকে সুন্দর করেছিলাম, আদনে আল্লাহ্‌র
বাগানে অবস্থিত সমস্ত গাছ তার উপরে ঈর্ষা
করতো।
১০ অতএব সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তুমি লম্বায় উঁচু হলে; সেই গাছ মেঘমালার মধ্যে
তোমার শিখর স্থাপন করলো ও উচ্চতায় তার
অন্তঃকরণ গর্বিত হল; ১১ এজন্য আমি তাকে

২৯:১, ১৭ আয়াত)।

৩০:২১ বাহু ভেঙ্গেছি। এখানে এর আগের বছরে বাদশাহ্ বখতে-নাসারের কাছে ফেরাউন হফরার পরাজয়ের কথা বোঝানো হয়েছে (২৯:৬; ইয়ার ৩৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:২৪ তারই হাতে আমার তলোয়ার দেব। ২১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩০:২৫ আমার তলোয়ার। ৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:১ মিসরের বিরুদ্ধে পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী (২৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *একাদশ বছরের তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে।* ২১শে জুন ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; ইহিস্কেল কিতাবে উল্লিখিত ৯ম তারিখ (দেখুন ১:২; ৮:১; ২০:১; ২৪:১; ২৬:১; ২৯:১, ১৭; ৩০:২০ আয়াত)।

৩১:৩ দেখ, আশেরিয়া ...। আশেরিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র হওয়ার পরও তার পতন ঘটেছিল। ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফেরাউন নখো এবং তার সৈন্যবাহিনী মিসরীয়দের দ্বারা আক্রান্ত আশেরীয়দেরকে সাহায্য করার জন্য রওনা করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ইতিহাসের পাতা থেকে আশেরীয়দের নাম মুছে যায়। *এরস গাছের মতই ছিল।* আরেকটি রূপক বক্তব্যের সূচনা (১৭ অধ্যায়ে নবী ইহিস্কেল এরস গাছকে তাঁর রূপক বর্ণনায় কীভাবে ব্যবহার করেছেন তা দেখুন)। *লেবানন।* এই দেশটি এরস বা সিডার গাছের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল (দেখুন ১৫-১৮ অধ্যায়; কাজী ৯:১৫; ১ বাদশাহ্ ৪:৩৩; ৫:৬; ২ বাদশাহ্ ১৪:৯; উযা ৩:৭; জবুর ২৯:৫; ৯২:১২; ১০৪:১৬ আয়াত)।

৩১:৪ পানি। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীকে বোঝানো হয়েছে। *ঝর্ণার পানি।* ২৬:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৬ আসমানের সকল পাখি। ১৭:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:৮ আল্লাহ্‌র বাগানে। তুলনা করুন ২৮:১৩ আয়াত।

৩১:১১ জাতিদের মধ্যে বলবান। সম্ভবত নবোপলেষর, কিংবা বখতে-নাসার। *তার নাফরমানীর জন্য।* অর্থাৎ তার অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য (দেখুন আয়াত ১০; পয়দা ১১:১-৮ আয়াত)।

৩১:১২ পরাক্রমশালী লোকেরা। অর্থাৎ ব্যাবিলনীয়রা (৩০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

জাতিদের মধ্যে বলবানের হাতে তুলে দেব, সে
তার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার করবে; আমি তার
নাফরমানীর জন্য তাকে দূর করলাম। ১২ তাতে
বিদেশীরা, জাতিদের মধ্যে পরাক্রমশালী
লোকেরা, তাকে কেটে ফেললো ও ছেড়ে গেল;
পর্বতমালার উপরে ও উপত্যকাগুলোতে তার
ডাল পড়ে আছে এবং দেশের সকল পানির
স্রোতে তার ডালপালা ভেঙ্গে গেল; দুনিয়ার সমস্ত
জাতি তার ছায়া থেকে প্রস্থান করলো, তাকে
ছেড়ে গেল। ১৩ তার পড়ে যাওয়া কাণ্ডে
আসমানের সকল পাখি বাস করবে এবং তার
ডালের কাছে মাঠের সকল পশু থাকবে; ১৪ এর
অর্থ এই যে, যেন পানির নিকটবর্তী গাছগুলো
নিজ নিজ উচ্চতায় গর্বিত না হয়, নিজ নিজ
শিখর মেঘমালার মধ্যে স্থাপন না করে, পানির
পাশের কোন গাছ যেন স্ব স্ব উচ্চতায় দণ্ডায়মান
না হয়; কেননা তাদের সকলকে মৃত্যুর হাতে,
অধোভুবনে, আদম-সন্তানদের মধ্যে,
পাতালবাসীদের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে।
১৫ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, পাতালে
তার নেমে যাবার দিনে আমি শোক নির্ধারণ
করলাম; আমি তার জন্য গভীর ঝর্ণাকে আচ্ছাদন
করলাম ও তার স্রোতগুলো থামিয়ে দিলাম,
তাতে সমস্ত পানি বন্ধ হয়ে গেল; এবং আমি তার
জন্য লেবাননকে কালো রংয়ের করলাম ও
ক্ষেতের গাছগুলো তার জন্য শুকিয়ে গেল।
১৬ যখন আমি তাকে পাতালবাসীদের কাছে
ফেলে দিলাম, তখন তার পতনের শব্দে
জাতিদেরকে কাঁপিয়ে তুললাম; আর আদনের
সমস্ত গাছ, লেবাননের উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ পানি
পাওয়া সমস্ত গাছ, দুনিয়ার গভীর স্থানে সান্ত্বনা
পেল। ১৭ তার সঙ্গে তারাও পাতালে তলোয়ার
দ্বারা নিহত লোকদের কাছে নেমেছে; তারা তার
বাহুস্বরূপ হয়ে তারই ছায়াতে জাতিদের মধ্যে
বাস করেছিল।
১৮ তুমি প্রতাপে ও মহত্ত্বে আদন বাগানের
গাছগুলোর মধ্যে কার মত? তবুও আদন
বাগানের গাছগুলোর সঙ্গে তোমাকেও দুনিয়ার
গভীর স্থানে আনা হবে; খৎনা-না-করানো
সকলের মধ্যে তলোয়ার দ্বারা নিহত লোকদের
সঙ্গে শয়ন করবে। এ সেই ফেরাউন ও তার
সমস্ত লোক; এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

মিসর ও ফেরাউনের জন্য বিলাপ

৩২ ১ দ্বাদস বছরের দ্বাদস মাসের প্রথম
দিনে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান, তুমি মিসরের
বাদশাহ্‌ ফেরাউনের জন্য মাতম কর, আর তাকে
বল, জাতিদের যুবা সিংহের সঙ্গে তোমার তুলনা
করা হয়েছিল; কিন্তু তুমি নদীর মধ্যেকার
কুমিরের মত; তুমি তোমার নদীগুলোর মধ্যে
আস্ফালন করতে, নিজের পা দিয়ে পানি মলিন
করতে ও সেখানকার নদনদী ঘোলা করতে।
৩ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, আমি বহু
জাতির সমাজ দ্বারা তোমার উপরে আমার জাল
বিস্তার করবো, তারা আমার টানা জালে
তোমাকে তুলবে। ৪ পরে আমি তোমাকে স্থলে
ছেড়ে দেব, তোমাকে মাঠের উপরে ফেলে দেব;
আসমানের পাখিগুলোকে তোমার উপরে বসাব,
সমস্ত ভূতলের পশুরা তোমাকে খেয়ে তৃপ্ত হবে।
৫ আমি পর্বতমালার উপরে তোমার গোশ্‌ত

[৩১:১৪] শুমারী ১৪:১১; জবুর ৬৩:৯; ইহি ২৬:২০; ৩২:২৪।
[৩১:১৫] ২শামু ১:২১।
[৩১:১৬] ইয়ার ৪৯:২১।
[৩১:১৬] ইশা ১৪:৮।
[৩১:১৭] জবুর ৯:১৭।
[৩১:১৮] ইয়ার ৯:২৬।
[৩২:১] ইহি ৩১:১; ৩৩:২১।
[৩২:২] ২শামু ১:১৭; ৩:৩৩; ২খান্দান ৩৫:২৫; ইহি ১৯:১।
[৩২:৩] ইহি ১২:১৩; হবক ১:১৫।
[৩২:৪] ইশা ১৮:৬; ইহি ৩১:১২-১৩; ৩৯:৪-৫, ১৭।
[৩২:৫] ইহি ৩১:১২।
[৩২:৬] ইশা ৩৪:৩।
[৩২:৭] ইশা ১৩:১০; ৩৪:৪; ইহি ৩০:৩; যোয়েল ২:২, ৩১; ৩:১৫; মথি ২৪:২৯; প্রকা ৮:১২।
[৩২:৮] জবুর

৩১:১৪ অধোভুবনে ... পাতালবাসীদের কাছে। জবুর ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৫ গভীর ঝর্ণা। আয়াত ৪ ও নোট দেখুন। *লেবাননকে কালো রংয়ের করলাম।* জবুর ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৬ জাতিদেরকে কাঁপিয়ে তুললাম। যেভাবে টায়ারের পতনে কেঁপেছিল (২৭:৩৫; ২৮:১৯ আয়াত দেখুন)। *সান্ত্বনা পেল।* কারণ লেবাননের উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ পানি পাওয়া সমস্ত গাছ তাদের সাথে পাতালে যোগ দিয়েছিল। জবুর ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৭ তলোয়ার দ্বারা নিহত লোকদের কাছে। অর্থাৎ যারা অকালে মৃত্যুবরণ করেছে।

৩১:১৮ তুমি। মিসরীয় ফেরাউন। *তোমাকেও।* আশেরিয়ার প্রতি যা ঘটানো হয়েছে তা ফেরাউনের প্রতিও ঘটবে। খৎনা-না-করানো। ২৮:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:১ মিসরের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী (২৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *দ্বাদশ বছরের দ্বাদশ মাসের প্রথম দিনে।* ৩রা মার্চ ৫৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; ইহিস্কেল কিতাবে উল্লিখিত দশম তারিখ (দেখুন ১:২; ৮:১; ২০:১; ২৪:১; ২৬:১; ২৯:১, ১৭; ৩০:২০; ৩১:১ আয়াত)। যদি এখানে সেপ্টুয়াজিন্ট (ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) অনুসরণ করা হয়ে থাকে ("একাদশ বছর") তাহলে মিসরীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ধারাবাহিকতা যথাযথভাবে রক্ষিত হয় (সেক্ষেত্রে তারিখটি হচ্ছে ১৩ই মার্চ ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তুলনা করুন ২৯:১; ৩০:২০; ৩১:১ আয়াত; দেখুন ১৭ আয়াতের নোট।

৩২:২ মাতম কর। ১৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। *জাতিদের যুবা সিংহ।* রাজকীয়তা ও আভিজাত্য বোঝানোর জন্য এ কথা বলা হয়েছে (১৯:১-৯ আয়াত দেখুন)। *কুমীর।* ২৯:৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *নদী ... নদনদী।* নীল নদের খালগুলো (২৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:৩ আমার জাল বিস্তার করবো। এর আগে বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের উপরে আল্লাহ্‌ তাঁর জাল বিস্তার করেছিলেন (দেখুন আয়াত ১২:১৩; ১৭:২০; ১৯:৮)।

৩২:৪ তোমাকে মাঠের উপরে ফেলে দেব। আল্লাহ্‌ এখানে যে কাজগুলো করার কথা বলছেন তার সাথে ২৯:৩-৫ আয়াতের বর্ণনার বেশ মিল রয়েছে।

৩২:৭-৮ এখানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা দ্বারা মাবুদের দিনে যে অন্ধকার নেমে আসবে তা বোঝানো হয়েছে (যোয়েল ২:২, ১০, ৩১ আয়াত দেখুন এবং ২:২; ৩:১৫; আমোস ৫:১৮ আয়াত ও নোট; সফ ১:১৫ আয়াত দেখুন)।

ফেলবো ও তোমার দীর্ঘ শবে উপত্যকাগুলো পূর্ণ
করবো। ৬ আর তুমি যেখানে সাঁতার দিচ্ছ, সেই
দেশকে পর্বত পর্যন্ত তোমার রক্তে সিক্ত করবো,
আর পানির প্রবাহগুলো তোমাতে পরিপূর্ণ হবে।
৭ তোমাকে নিভিয়ে ফেলবার সময়ে আমি
আসমান আচ্ছাদন করবো, তার নক্ষত্রগুলো
কালো রংয়ের করবো; আমি সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন
করবো ও চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না। ৮ আসমানে
যত উজ্জ্বল জ্যোতি আছে, সেগুলোকে আমি
তোমার উপরে কালো রংয়ের করবো, তোমার
দেশের উপরে অন্ধকার নিয়ে আসব; এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ৯ আর আমি বহু জাতির
মনে ত্রাস জন্মাব, যখন তোমার অজ্ঞাত নানা
দেশে জাতিদের মধ্যে তোমার ধ্বংস উপস্থিত
করবো। ১০ হ্যাঁ, তোমার বিষয়ে বহু জাতিকে
বিস্ময়াপন্ন করবো, তাদের বাদশাহ্‌রা তোমার
জন্য রোমাঞ্চিত হবে, যখন তাদের সাক্ষাতেই
আমি আমার তলোয়ার চালাব; তোমার পতনের
দিনে তারা নিমিষে নিমিষে কেঁপে উঠবে,
প্রত্যেকে নিজের প্রাণের বিষয়ে কাঁপতে থাকবে।
১১ কেননা সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র তলোয়ার তোমার উপরে
আসবে। ১২ আমি বীরদের তলোয়ার দ্বারা
তোমার সমস্ত লোককে নিপাত করবো; তারা
সকলে জাতিদের মধ্যে পরাক্রমশালী; তারা
মিসরের অহংকার চূর্ণ করবে, তার সমস্ত লোক
ধ্বংস করবে। ১৩ আর আমি প্রচুর পানির পাশ
থেকে তার সকল পশুর পাল মুছে ফেলব; তাতে
মানুষের পা সেগুলোকে আর মলিন করবে না,
পশুদের খুরও সেগুলোকে মলিন করবে না।
১৪ সেই সময় আমি সেখানকার পানি নির্মল
করবো ও সেখানকার নদনদীগুলো তেলের মত
প্রবাহিত করবো, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন। ১৫ যখন আমি মিসর দেশ ধ্বংসস্থান ও

১০২:২৬। [৩২:১০] ইহি ২৬:১৬; ২৭:৩৫; ৩০:৯; প্রকা ১৮:৯-১০। [৩২:১১] ইশা ১৯:৪; ইয়ার ৪৬:১৩। [৩২:১২] ইহি ২৮:৭। [৩২:১৩] ইহি ২৯:৮, ১১। [৩২:১৫] হিজ ৭:৫; ১৪:৪, ১৮; জবুর ১০৭:৩৩-৩৪। [৩২:১৬] পয়দা ৫০:১০; ইহি ১৯:১। [৩২:১৮] ইহি ২৬:২০; ৩১:১৪, ১৬; মীখা ১:৮। [৩২:১৯] আয়াত ২৯-৩০; ইহি ২৮:১০। [৩২:২০] জবুর ২৮:৩। [৩২:২১] ইশা ১৪:৯। [৩২:২৩] নহূম ১:১৪। [৩২:২৪] পয়দা ১০:২২। [৩২:২৫] ইহি ২৮:১০।

উৎসন্ন করবো এবং ভূমির সমস্ত বস্তু যখন
আঘাতপ্রাপ্ত হবে, যখন আমি সেই স্থানের
অধিবাসী সকলকে আঘাত করবো, তখন তারা
জানবে যে, আমিই মাবুদ।
১৬ এ মাতম-গীত; লোকেরা গানের মধ্য দিয়ে
তা গাইবে:
জাতিদের কন্যারা এই গান করবে;
তারা মিসরের ও তার সমস্ত লোকের উদ্দেশে
এই গান করবে;
এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
১৭ আর দ্বাদশ বছরে, সেই মাসের পঞ্চদশ দিনে
মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল হল,
১৮ হে মানুষের সন্তান, তুমি মিসরের লোকদের
বিষয়ে হাহাকার কর এবং তাদের অর্থাৎ সেই
জাতিকে ও বিখ্যাত জাতিদের কন্যাদের দুনিয়ার
গভীর স্থানে পাতালবাসীদের কাছে নামিয়ে
দাও। ১৯ তুমি কার চেয়ে সুন্দর? নেমে যাও,
খৎনা-না-করানোদের সঙ্গে শয়ন কর। ২০ তারা
তলোয়ারের আঘাতে নিহত লোকদের মধ্যে
পড়ে থাকবে; তাকে তলোয়ারের হাতে তুলে
দেওয়া হয়েছে; তোমরা সেই জাতি ও তার
সমস্ত লোককে টেনে নিয়ে যাও। ২১ বলবান
বীরেরা পাতালের মধ্যে থেকে তার ও তার
সহকারীদের সঙ্গে কথা বলবে; সেই খৎনা-না-
করানো লোকেরা, সেই তলোয়ারের আঘাতে
নিহত লোকেরা নেমে গেছে, শুয়ে আছে।
২২ সেই স্থানে আসেরিয়া ও তার সমস্ত জনসমাজ
আছে; তার কবরগুলো তার চারদিকে আছে;
তারা সকলে নিহত, তলোয়ারের আঘাতে মারা
পড়েছে। ২৩ গর্তের গভীর স্থানে তাদের কবর
দেওয়া হয়েছে এবং তার সমাজ তার কবরের
চারদিকে আছে; তারা সকলে নিহত,
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়েছে, যারা
জীবিতদের দেশে ত্রাস জন্মাত।

৩২:৯ বহু জাতির মনে ত্রাস জন্মাব। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে দেখানো হয়েছে যে, একটি বিশ্ব পরাশক্তির যখন পতন ঘটে, তখন ছোট রাষ্ট্রগুলো নিজেদেরকে আরও বেশি ক্ষমতাহীন ও দুর্বল ভাবতে শুরু করে ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এর সাথে তুলনা করুন টায়ারের পতনের কারণে বিভিন্ন জাতির অনুভূতি (২৬:১৬-১৮; ২৭:৩৫; ২৮:১৯ আয়াত দেখুন)।

৩২:১০ আমার তলোয়ার। ৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:১১ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার (তুলনা করুন ২১:১৯ আয়াত)।

৩২:১২ জাতিদের মধ্যে পরাক্রমশালী। ব্যাবিলন (৩০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *মিসরের অহঙ্কার।* মিসর তার সুবিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অহঙ্কার করতো; তুলনা করুন আমোস ৬:৮ আয়াত।

৩২:১৪ নদনদীগুলো তেলের মত প্রবাহিত করবো। সেগুলোতে কোন প্রাণীর স্পর্শ ছিল না।

৩২:১৬ জাতিদের কন্যারা। সাধারণত পেশাদার শোককারীদেরকে এই নামে ডাকা হত (ইয়ার ৯:১৭-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩২:১৭ মিসরের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সপ্তম ও শেষ ভবিষ্যদ্বাণী (২৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *দ্বাদশ বছরে ... পঞ্চদশ দিনে।* কোন মাসের উল্লেখ করা হয় নি (যেমনটা দেখা যায় ২৬:১; ৪০:১ আয়াতে)। পুরো বছরটির সময়কাল ছিল ১৩ই এপ্রিল ৫৮৬ খ্রী.পূ. থেকে ১লা এপ্রিল ৫৮৫ খ্রী.পূ। সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণ অনুসারে এই পঞ্চদশ দিনটির তারিখ হচ্ছে ২৭শে এপ্রিল ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

৩২:১৮ দুনিয়ার গভীর স্থানে। পাতাল, বা দোজখ, যা ৩১:১৫ আয়াতে বলা হয়েছে। *বিখ্যাত জাতিদের কন্যাদের।* ১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:১৯ খৎনা-না-করানোদের সঙ্গে। ২৮:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:২৪ ইলাম। আশেরিয়ার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি দেশ, যা বর্তমান ইরান হিসেবে পরিচিত (ইশা ১১:১১ আয়ত দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

২৪ সেই স্থানে ইলাম ও তার কবরের চারদিকে তার সমস্ত লোকেরা আছে; তারা সকলে নিহত, তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়েছে, তারা খৎনা-না-করানো অবস্থায় দুনিয়ার গভীর স্থানে নেমে গেছে; তারা জীবিতদের দেশে ত্রাস জন্মাত এবং পাতালবাসীদের সঙ্গে নিজেদের অপমান ভোগ করছে। ২৫ নিহত লোকদের মধ্যে তার সমস্ত লোকসহ তার বিছানা পাতা হয়েছে; তার চারদিকে তার কবরগুলো রয়েছে; তারা সকলে খৎনা-না-করানো অবস্থায় তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়েছে; কেননা জীবিতদের দেশে তারা ত্রাস জন্মাত, আর তারা পাতালবাসীদের সঙ্গে নিজেদের অপমান ভোগ করেছে; নিহত লোকদের মধ্যেই তাকে রাখা হয়েছে।

২৬ সেই স্থানে মেশক, তূবল ও তার সমস্ত জনগণ আছে; তার চারদিকে তার কবরগুলো রয়েছে; তারা সকলে খৎনা-না-করানো অবস্থায় তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়েছে; কেননা জীবিতদের দেশে তারা ত্রাস জন্মাত। ২৭ কিন্তু তারা খৎনা-না-করানো মারা যাওয়া সেই বীরদের সঙ্গে শয়ন করবে না, যারা তাদের যুদ্ধের সাজ-পোশাকসুদ্ধ পাতালে নেমে গেছে ও যাদের তলোয়ার তাদের মাথার নিচে রাখা গেছে ও যাদের অপরাধ তাদের অস্থির উপরে রয়েছে, কেননা জীবিতদের দেশে তারা বীরদের ত্রাসভূমি ছিল। ২৮ তুমিও খৎনা-না-করানো লোকদের মধ্যে ভেঙ্গে পড়বে ও তলোয়ারের আঘাতে নিহত লোকদের সঙ্গে শয়ন করবে।

২৯ সেই স্থানে ইদোম, তার বাদশাহ্‌রা ও তার সমস্ত নেতৃবর্গ আছে; পরাক্রান্ত হলেও তলোয়ারের আঘাতে নিহত লোকদের সঙ্গে তাদেরকে রাখা গেছে; তারা খৎনা-না-করানো লোকদের সঙ্গে ও পাতালবাসীদের সঙ্গে শয়ন করবে।

৩০ সেই স্থানে উত্তর দেশীয় নেতৃবর্গরা সকলে ও সীদোনীয় সকল লোক আছে; তারা নিহত লোকদের সঙ্গে নেমে গেছে; নিজেদের পরাক্রমে ভয়ানক হলেও তারা লজ্জিত হয়েছে; তারা তলোয়ারের আঘাতে নিহত লোকদের কাছে খৎনা-না-করানো অবস্থায় শুয়ে রয়েছে এবং পাতালবাসীদের সঙ্গে নিজেদের অপমান ভোগ করছে।

৩১ এই সমস্ত যখন ফেরাউন দেখবে তখন তার সমস্ত লোকদের বিষয়ে সে সান্ত্বনা পাবে– ফেরাউন ও তার সমস্ত সৈন্য তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়েছে; এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ৩২ কেননা আমি জীবিতদের দেশে তার দ্বারা ত্রাস উৎপন্ন করেছি; আর খৎনা-না-করানো লোকদের মধ্যে, তলোয়ারের আঘাতে নিহত লোকদের সঙ্গে, ফেরাউন ও তার সমস্ত লোক শায়িত হবে; এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

প্রহরী হযরত ইহিস্কেল

৩৩ ১ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান, তুমি তোমার জাতির লোকদের সঙ্গে আলাপ কর, তাদের বল, আমি কোন দেশের বিরুদ্ধে তলোয়ার ব্যবহার করলে, যদি সেই দেশের লোকেরা নিজেদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিকে নিয়ে নিজেদের প্রহরী নিযুক্ত করে; ৩ সে তলোয়ারকে দেশের বিরুদ্ধে আসতে দেখলে যদি তূরী বাজিয়ে লোকদের সচেতন করে, ৪ তবে কোন ব্যক্তি যদি তূরীর আওয়াজ শুনেও সচেতন না হয়, যদি তলোয়ার উপস্থিত হয় ও তাকে সংহার করে, তার রক্ত তারই মাথায় বর্তাবে। ৫ সে তূরীর আওয়াজ শুনেও সচেতন হয় নি; তার রক্ত তারই উপরে বর্তাবে; যদি সচেতন হত, তবে প্রাণ বাঁচাতে পারত। ৬ কিন্তু সেই প্রহরী তলোয়ার আসতে দেখলে যদি তূরী না বাজায় এবং লোকদের সচেতন করা না হয়, আর যদি তলোয়ার উপস্থিত হয় ও তাদের মধ্যে কোন প্রাণীকে সংহার করে, তবে তার অপরাধের দরুনই তাকে সংহার করা হবে, কিন্তু আমি সেই প্রহরীর হাত থেকে তার রক্তের

[৩২:২৬] ইহি ২৭:১৩।
[৩২:২৭] ইহি ২৮:১০।
[৩২:২৯] জবুর ১৩৭:৭; ইশা ৩৪:৫-১৫; ইয়ার ৪৯:৭; ইহি ৩৫:১৫; ওব ১:১।
[৩২:৩০] ইশা ১৪:৩১; ইয়ার ২৫:২৬; ইহি ৩৮:৬; ৩৯:২।
[৩২:৩১] ইহি ১৪:২২।
[৩২:৩২] ইয়ার ৪৪:৩০।
[৩৩:২] লেবীয় ২৬:২৫; ইয়ার ১২:১২।
[৩৩:৩] হিজ ২০:১৮; শুমারী ১০:৭; হোশেয় ৫:৮; ৮:১।
[৩৩:৪] লেবীয় ২০:৯; ইয়ার ৬:১৭; জাকা ১:৪; প্রেরিত ১৮:৬।
[৩৩:৫] লেবীয় ২০:৯।
[৩৩:৬] ইশা ৫৬:১০-১১; ইহি ৩:১৮।
[৩৩:৭] ইশা ৫২:৮।
[৩৩:৮] ইশা ৩:১১; ইহি ১৮:৪।
[৩৩:৯] জবুর

৩২:২৬ মেশক ও তূবল। এশিয়া মাইনের লোকেরা ও তাদের ভূখণ্ড (৩৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩২:২৯ ইদোম। দেখুন পয়দা ৩৬:১, ৮; আরও দেখুন ইশা ৩৪:৫; আমোস ১:১১-১২।

৩২:৩০ সীদোনীয়। ২৮:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:১–৪৮:৩৫ এই অংশে ইসরাইলীয়দের জন্য সান্ত্বনা উচ্চারণ করা হয়েছে (দেখুন ভূমিকা: রূপরেখা)।

৩৩:১–৩৭:২৮ জেরুশালেমের পতনের পর সান্ত্বনার বাণী প্রচার ও বার্তা। এর মধ্যে রয়েছে সতর্কতা ও বিচার (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ৩৩:২৩-৩৩; ৩৪:১-১৯; ৩৫)।

৩৩:১-২০ এই অংশে নবী ইহিস্কেলের বক্তব্যে পরিবর্তন দেখা যায় এবং সে কারণে তাঁকে এখন ইসরাইল জাতির "প্রহরী" হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে (৩:১৬-১৯ আয়াত দেখুন ও ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:২ তোমার জাতির লোক। বন্দীদশায় নবী ইহিস্কেলের সঙ্গে থাকা অন্যান্য ইসরাইলীয়রা। *তলোয়ার।* আক্রমণকারী বাহিনী (তুলনা করুন ৫:২ আয়াত ও নোট)। সেই দেশের লোকেরা। ৭:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৩ তূরী। ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরি করা এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র (ইউসা ৬:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন), যা বাজানোর মধ্য দিয়ে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হত (নহি ৪:১৮-২০; ইয়ার ৪:১৯; আমোস ৩:৬)।

৩৩:৪ তার রক্ত তারই মাথায় বর্তাবে। ১৮:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৬ তার রক্ত। তাদের জীবন, যেহেতু রক্তই জীবনকে প্রবাহিত রাখে (পয়দা ৯:৫; ৪২:২২; লেবীয় ১৭:১১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৩:৭-৯ তুলনা করুন ৩:১৭-১৯ আয়াত।

BACIB International Bible CHURCH

পরিশোধ নেব।
৭ হে মানুষের সন্তান, আমি তোমাকেই
ইসরাইল-কুলের প্রহরী নিযুক্ত করলাম; অতএব
তুমি আমার মুখে কালাম শোন ও আমার নামে
তাদেরকে সচেতন কর। ৮ আমি যখন দুষ্ট
লোককে বলি, হে দুষ্ট, তোমাকে অবশ্যই মরতে
হবে, তখন তুমি তার পথের বিষয়ে সেই দুষ্ট
লোককে সচেতন করার জন্য যদি কিছু না বল,
তবে সেই দুষ্ট নিজের অপরাধের জন্য মারা
যাবে; কিন্তু আমি তোমার হাত থেকে তার রক্তের
পরিশোধ নেব। ৯ কিন্তু তুমি সেই দুষ্টকে তার
পথ থেকে ফিরাবার জন্য তার পথের বিষয়ে
সচেতন করলে যদি সে তার পথ থেকে না
ফেরে, তবে সে নিজের অপরাধের কারণেই মারা
যাবে, কিন্তু তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করলে।

আল্লাহ্‌র বিচার ও করুণা

১০ আর, হে মানুষের সন্তান, তুমি ইসরাইল-
কুলকে বল, তোমরা এরকম বলে থাক, আমাদের
অধর্ম ও গুনাহ্‌র ভার আমাদের উপরে আছে
এবং তাতেই আমরা ক্ষয় পাচ্ছি, তবে কেমন
করে বাঁচবো? ১১ তুমি তাদের বল, সার্বভৌম
মাবুদ বলেন, আমার জীবনের কসম, দুষ্ট
লোকের মরণে আমার সন্তোষ নেই; বরং দুষ্ট
লোক যে তার পথ থেকে ফিরে বাঁচে, তাতেই
আমার সন্তোষ। তোমরা ফির, নিজ নিজ কুপথ
থেকে ফির; কারণ, হে ইসরাইল-কুল, তোমরা
কেন মরবে? ১২ আর হে মানুষের সন্তান, তুমি
তোমার জাতির সন্তানদেরকে বল, ধার্মিকের

৭:১২।
[৩৩:১০] লেবীয় ২৬:১৬।
[৩৩:১১] মাতম ৩:৩৩।
[৩৩:১২] ২খান্দান ৭:১৪; ইহি ৩:২০; ১৮:২১।
[৩৩:১৩] ইব ১০:৩৮।
[৩৩:১৪] ইয়ার ২২:৩।
[৩৩:১৫] হিজ ২২:২৬।
[৩৩:১৬] ইশা ৪৩:২৫।
[৩৩:১৮] ইয়ার ১৮:১০।
[৩৩:২০] আইউ ৩৪:১১।
[৩৩:২১] ইহি ২৪:২৬।
[৩৩:২১] ২বাদশা :৪, ১০; ইয়ার ৩৯:১-২; ৫২:৪-৭; ইহি ৩২:১।
[৩৩:২২] ইহি ২৯:২১; লূক ১:৬৪।
[৩৩:২৪] দ্বি:বি

ধার্মিকতা তার অধর্মের দিনে তাকে রক্ষা করবে
না; আবার দুষ্টের যে নাফরমানী, তাতে সে তার
নাফরমানী থেকে ফিরবার দিনে হোঁচট খাবে না;
এবং ধার্মিক লোক গুনাহ্‌ করার দিনে ধার্মিকতা
দ্বারা বাঁচবে না। ১৩ যখন আমি ধার্মিকের
উদ্দেশে বলি, সে অবশ্য বাঁচবে, তখন যদি সে
তার ধার্মিকতায় নির্ভর করে অন্যায় করে, তবে
তার সমস্ত ধর্মকর্ম আর স্মরণ করা হবে না; সে
যে অন্যায় করেছে, তাতেই মরবে। ১৪ আর,
যখন আমি দুষ্টকে বলি, তুমি মরবেই মরবে,
তখন যদি সে তার গুনাহ্‌ থেকে ফিরে ন্যায় ও
সঠিক কাজ করে– সেই দুষ্ট যদি বন্ধক ফিরিয়ে
দেয়, ১৫ অপহৃত দ্রব্য পরিশোধ করে এবং
অন্যায় না করে জীবনদায়ক বিধিপথে চলে–
তবে অবশ্য বাঁচবে, সে মরবে না। ১৬ তার কৃত
সমস্ত গুনাহ্‌ আর তার বলে স্মরণ করা হবে না;
সে ন্যায় ও সঠিক কাজ করেছে, অবশ্য বাঁচবে।
১৭ তবুও তোমার জাতির লোকেরা বলছে, প্রভুর
পথ সরল নয়; কিন্তু আসলে তাদেরই পথ
অসরল। ১৮ ধার্মিক লোক যখন তার ধার্মিকতা
থেকে ফিরে অন্যায় করে, তখন সে তাতেই
মরবে। ১৯ আর দুষ্ট লোক যখন তার নাফরমানী
থেকে ফিরে ন্যায় ও সঠিক কাজ করে, তখন সে
সেকারণেই বাঁচবে। ২০ তবুও তোমরা বলেছো,
প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইসরাইল-কুল, আমি
তোমাদের প্রত্যেকের পথ অনুসারে তোমাদের
বিচার করবো।

জেরুশালেমের পতন

৩৩:১০ আমাদের অধর্ম ও গুনাহ্‌। প্রথমবারের মত বন্দীদশায় থাকা লোকেরা সচেতনভাবে নিজেদের গুনাহ্‌ স্বীকার করলো। এর আগে তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে দোষারোপ করেছে (১৮:২) এমনকি আল্লাহ্‌কেও অভিযুক্ত করেছে (১৮:১৯, ২৫)।

৩৩:১১ আমার জীবনের কসম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার সন্তোষ নেই।* ১৮:২৩ আয়াতের প্রশ্নটি (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) এখানে বক্তব্য আকারে প্রকাশ পেয়েছে। সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্‌র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জীবনের সূচনা, তা ধ্বংস করে দেওয়া তথা মৃত্যু নয় (১৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *ফির।* তৃতীয়বারের মত মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে (১৪:৬; ১৮:৩০ আয়াত দেখুন)।

৩৩:১২-২০ তুলনা করুন ১৮:২১-২৯ আয়াত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:১৪ ন্যায় ও সঠিক কাজ। দেখুন ১৮:৫; জবুর ১১৯:১২১ আয়াতের নোট।

৩৩:১৫ বন্ধক ফিরিয়ে দেয় ... অপহৃত দ্রব্য পরিশোধ করে। ১৮:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *জীবনদায়ক বিধিপথ।* আল্লাহ্‌র শরীয়তের উদ্দেশ্য ছিল জীবনকে আরও সুসংগঠিত ও সুরক্ষিত করা (২০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *তবে অবশ্য বাঁচবে, সে মরবে না।* এই পুরো অংশটিই ১০ আয়াতের হতাশাব্যঞ্জক প্রশ্নের প্রতি নবী ইহিস্কেলের উত্তর।

৩৩:১৭ প্রভুর পথ সরল নয়। ১৮:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:২১-৩৩ যখন জেরুশালেমের পতনের সংবাদ নবী ইহিস্কেলের কানে এসে পৌঁছাল, তখন তিনি আবারও জোর দিয়ে বলতে শুরু করলেন যে, নগরীর উপরে তাঁর কথিত "বিনাশ" (৭:২) উপস্থিত হয়েছে (৭:১-২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এমনকি নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও এখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে।

৩৩:২১ বারো বছরের দশম মাসের পঞ্চম দিনে। ৮ই জানুয়ারি ৫৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস পুড়িয়ে দেওয়ার পাঁচ মাস পরের ঘটনা। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৮ আয়াতের তারিখ দেখুন, যা আধুনিক দিনপঞ্জি অনুসারে ১৪ই আগষ্ট ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। জেরুশালেম থেকে ব্যাবিলনে যেতে সে সময় চার মাস লাগতো (উযা ৭:৯ আয়াত দেখুন)। **এক জন পলাতক।** ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বন্দীদের মধ্যে প্রথম (২৪:২৬ আয়াত দেখুন, "বন্দী"; এর সাথে উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। সে জেরুশালেম নগরীর সমস্ত দুর্যোগ থেকে জীবন্ত অবস্থায় পালাতে পেরেছিল। নগরের পতন হয়েছে। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নবী ইহিস্কেলের পূর্ববর্তী সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে। এর পরে তাঁকে এক নতুন দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে: পালকীয় সান্ত্বনা দানের পরিচর্যা কাজ।

৩৩:২২ আমি আর বোবা রইলাম না। ২৪:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:২৪ যারা সেসব উৎসন্ন স্থানে বাস করে। জেরুশালেমের অধিবাসীরা, যাদেরকে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশায় নেওয়া হয় নি। *ইব্রাহিম মাত্র এক জন লোক ছিলেন ... কিন্তু আমরা*

২১ আর আমাদের নির্বাসনের বারো বছরের
দশম মাসের পঞ্চম দিনে জেরুশালেম থেকে এক
জন পলাতক আমার কাছে এসে বললো, নগরের
পতন হয়েছে। ২২ আর সেই পলাতকের আসার
আগে সন্ধ্যাবেলা মাবুদ আমার উপরে হস্তার্পণ
করেছিলেন এবং খুব ভোরে সেই পলাতকের
উপস্থিত হবার অপেক্ষায় তিনি আমার মুখ খুলে
দিলেন, তখন আমার মুখ খুলে গেল, আমি আর
বোবা রইলাম না।
২৩ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২৪ হে মানুষের সন্তান, ইসরাইল-
দেশে যারা সেসব উৎসন্ন স্থানে বাস করে, তারা
বলছে, ইব্রাহিম মাত্র এক জন লোক ছিলেন, আর
দেশের অধিকার পেয়েছিলেন; কিন্তু আমরা
অনেক লোক, আমাদেরকেই দেশ অধিকার
হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ২৫ অতএব তুমি
তাদেরকে বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
তোমরা রক্তসুদ্ধ গোশ্‌ত ভোজন করে থাক, নিজ
নিজ মূর্তিগুলোর প্রতি চোখ তুলে রক্তপাত করে
থাক; তোমরা কি দেশের অধিকারী হবে?
২৬ তোমরা তোমাদের তলোয়ারের শক্তিতে নির্ভর
করে থাক, ঘৃণার কাজ করে থাক ও প্রত্যেকে
নিজ নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীকে নাপাক করে থাক;
তোমরা কি দেশের অধিকারী হবে? ২৭ তুমি
তাদেরকে এই কথা বলবে, সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, আমার জীবনের কসম, যারা সেসব
উৎসন্ন স্থানে আছে, তারা তলোয়ারের আঘাতে
মারা যাবে; এবং যে কেউ মাঠে আছে, তাকে
আমি খাবার হিসেবে পশুদের কাছে তুলে দিলাম;
এবং যারা দুর্গে বা গুহাতে থাকে, তারা
মহামারীতে মারা যাবে। ২৮ আর আমি দেশকে
ধ্বংস ও বিস্ময়ের স্থান করবো, তার পরাক্রমের
গর্ব নিবৃত্ত হবে এবং ইসরাইলের পর্বতমালা
ধ্বংস হবে, কেউ তা দিয়ে চলাচল করবে না।
২৯ তখন তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ, যখন
আমি তাদের কৃত সমস্ত ঘৃণার কাজের জন্য
দেশকে ধ্বংস ও বিস্ময়ের স্থান করবো।
৩০ আর হে মানুষের সন্তান, তোমার জাতির
লোকেরা দেয়ালের কাছে ও বাড়িগুলোর প্রবেশ
পথে তোমার বিষয়ে কথাবার্তা বলে ও প্রত্যেকে
নিজ নিজ প্রতিবেশীকে ও ভাইকে বলে, চল,
আমরা গিয়ে শুনি, মাবুদের কাছ থেকে যে
কালাম বের হয়, তা কি। ৩১ আর লোকেরা
যেমন আসে, তেমনি তারা তোমার কাছে আসে,
আমার লোক বলে তোমার সম্মুখে বসে ও
তোমার কথাগুলো শোনে, কিন্তু তা পালন করে
না; কেননা মুখে তারা বিলক্ষণ মহব্বত দেখায়,
কিন্তু তাদের অন্তর তাদের লাভের দিকে যায়।
৩২ আর দেখ, তাদের কাছে তুমি মধুর স্বরবিশিষ্ট
নিপুণ বাদ্যকরের সুচারু কাওয়ালীস্বরূপ; তারা

১:১০।
[৩৩:২৫] ইয়ার ৭:২১।
[৩৩:২৬] ইয়ার ৪১:৭।
[৩৩:২৬] ইহি ২২:১১।
[৩৩:২৭] ১শামু ১৩:৬; ইশা ২:১৯; ইয়ার ৪২:২২; ইহি ৭:১৫; ১৪:২১; ৩৯:৪।
[৩৩:২৮] ইশা ৪১:১৫।
[৩৩:২৯] লেবীয় ২৬:৩৪।
[৩৩:৩১] জবুর ৭৮:৩৬-৩৭; ইশা ২৯:১৩; ৩৩:১৫; ইয়ার ৩:১০; ৬:১৭; ইহি ২২:২৭; মথি ১৩:২২; ১ইউ ৩:১৮।
[৩৩:৩২] ১বাদশা ৪:৩২।
[৩৩:৩৩] ১শামু ৩:২০; ইয়ার ২৮:৯; ইহি ২:৫।
[৩৪:২] জবুর

অনেক লোক। মন পরিবর্তন না করা লোকদের অহঙ্কারের কথা, যার সাথে ১১:১৫ আয়াতের মিল রয়েছে (তুলনা করুন লূক ৩:৮ আয়াত)।

৩৩:২৫ রক্তসুদ্ধ গোশ্‌ত ভোজন করে থাক। যা পয়দা ৯:৪ আয়াতের নিষেধ করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে লেবীয় ১৭:১১ আয়াতের নোটও দেখুন)। *নিজ নিজ মূর্তিগুলোর প্রতি চোখ তুলে।* ১৮:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:২৭ আমার জীবনের কসম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *তলোয়ারের আঘাতে ... পশুদের কাছে ... মহামারীতে।* তুলনা করুন ৫:১২; ৭:১৫; ১২:১৬ আয়াতের তিন ধরনের বিপদ এবং ১৪:১২-২১ আয়াতের পূর্বাভাসকৃত বিপদ (৫:১৬-১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:২৯ তখন তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ। দেখুন ভূমিকা: বিষয়বস্তু।

৩৩:৩০-৩৩ নবী ইহিস্কেলের কাছে এই কথাগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু বন্দীদশায় থাকা জেরুশালেমের অবশিষ্টাংশদের প্রতি ভর্ৎসনার ভাষাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩৩:৩১ তোমার সম্মুখে বসে। যেমনটা প্রাচীন ব্যক্তিরা করে থাকে (৮:১; ১৪:১)। তাদের অন্তর তাদের লাভের দিকে যায়। লোকেরা নবী ইহিস্কেলের মুখ থেকে শুনতে চাইছিল যে, এই পরিস্থিতি থেকে তারা নিজেদের জন্য কী লাভ করতে পারে। তারা এই বিষয়টিতে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল না (তুলনা করুন মথি ২০:২০-২৮ আয়াত)।

৩৩:৩২ মধুর স্বরবিশিষ্ট ... কাওয়ালীস্বরূপ। সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, নবী ইহিস্কেল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কাওয়ালীর মত সুরে সুরে ঘোষণা করতেন (২ বাদশাহ্‌ ৩:১৫; ইশা ৫:১ আয়াত দেখুন), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্ভবত মাবুদ এখানে রূপকার্থক ভাষা ব্যবহার করেছেন। *তারা তোমার কথা শোনে, কিন্তু পালন করে না।* দেখুন ইশা ২৯:১৩ আয়াত ও নোট; মথি ২১:২৮-৩২; তুলনা করুন ইয়াকুব ১:২২-২৫ আয়াত।

৩৪:১-৩১ মাবুদ আল্লাহ্‌ বন্দীদশায় থাকা ইসরাইলীয়দেরকে এই আশ্বাস বাণী শোনাচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে তিনি নিজে তাদের পালক হবেন। ১-১০ আয়াতে তিনি ইসরাইলের অপদার্থ পালকদেরকে তিরস্কার করেছেন; ১১-১৬ আয়াতে তিনি ওয়াদা করছেন যে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া পালটিকে তিনি নিজেই খুঁজে একত্রিত করবেন; ১৭-২২ আয়াতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, শক্তিশালী যে মেষেরা দুর্বল মেষদের উপরে জুলুম করেছে তাদের তিনি বিচার করবেন; ২৩-২৩ আয়াতে তিনি ওয়াদা করছেন যে, তাঁর পালের উপরে তিনি তাঁর গোলাম “দাউদকে” দায়িত্ব দেবেন; ২৫-১ আয়াতে তিনি নাটকীয়ভাবে “শান্তির নিয়ম” স্থাপনের কথা বলছেন যা ইসরাইলের শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে নিরাপত্তা দান করবে।

৩৪:২ ইসরাইলের পালক। যারা নেতৃত্ব দানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, বিশেষত বাদশাহ্‌গণ ও তাদের কর্মকর্তাগণ (২ শামু ৭:৭ আয়াত ও নোট; ইয়ার ২৫:১৮-১৯), তবে সেই সাথে নবী ও ইমামদেরকেও বোঝানো হয়েছে (ইশা ৫৬:১১; ইয়ার ২৩:৯-১১ আয়াত দেখুন)। এর আগে নবী ইহিস্কেল বাদশাহ্‌, ইমাম ও নবীদেরকে আলাদা করে ভর্ৎসনা করেছেন (অধ্যায় ২২ দেখুন)। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে বাদশাহ্‌দেরকে প্রায়শই পালক বা রাখাল বলে সম্বোধন করা হত (জবুর ২৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)। দাউদের রাখাল থেকে রাখাল-বাদশাহ্‌

BACIB | International Bible CHURCH

তোমার কথা শোনে, কিন্তু পালন করে না।
৩৩ যখন এসব ঘটবে, আর দেখ তা নিশ্চয়ই
ঘটবে, তখন তারা জানবে যে, তাদের মধ্যে এক
জন নবী রয়েছে।

পালক ও মেষ

৩৪ ১ আবার মাবুদের এই কালাম আমার
কাছে নাজেল হল, ২ হে মানুষের
সন্তান, তুমি ইসরাইলের পালকদের বিরুদ্ধে
ভবিষ্যদ্বাণী বল, ভবিষ্যদ্বাণী বল, তাদেরকে,
অর্থাৎ সেই পালকদেরকে বল, সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, ইসরাইলের সেই পালকদেরকে
ধিক্‌, যারা নিজেদেরকেই পালন করছে।
৩ মেষগুলোকে পালন করা কি পালকদের কর্তব্য
নয়? তোমরা চর্বি খেয়ে থাক, মেষের লোম
পরিধান করে থাক, পুষ্ট মেষ কোরবানী করে
থাক, কিন্তু মেষগুলোকে পালন কর না।
৪ তোমরা দুর্বলদের সবল কর নি, অসুস্থদের
চিকিৎসা কর নি, ভগ্নাঙ্গের ক্ষত বাঁধ নি,
দূরীকৃতকে ফিরিয়ে আন নি, হারানদের খোঁজ
কর নি, কিন্তু বল ও উপদ্রবপূর্বক তাদের শাসন
করেছ। ৫ আর পালকের অভাবে মেষগুলো
ছিন্নভিন্ন হয়েছে; তারা বন্যপশুগুলোর খাদ্য
হয়েছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ৬ আমার মেষেরা
সকল পর্বতে ও সকল উঁচু পাহাড়ের উপরে ভ্রমণ
করছে; সমস্ত ভূতলে আমার মেষগুলো ছিন্নভিন্ন
হয়েছে; তাদের খোঁজ বা সন্ধান করে, এমন কেউ
নেই।
৭ অতএব হে পালকেরা, মাবুদের কালাম
শোন। ৮ সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার জীবনের
কসম, আমার পাল লুটদ্রব্য হয়েছে এবং আমার
মেষগুলো বন্য পশুদের খাদ্য হয়েছে; কেননা
পালক নেই এবং আমার পালকেরা আমার
মেষদের খোঁজ করে নি; বরং সেই পালকেরা
নিজেদেরকেই পালন করেছে, আমার
মেষগুলোকে পালন করে নি; ৯ এজন্য, হে
পালকেরা, তোমরা মাবুদের কালাম শোন।
১০ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
সেই পালকদের বিপক্ষ; আমি তাদের হাত
থেকে আমার মেষগুলোকে উদ্ধার করবো এবং
তাদের পালকের কাজ থেকে চ্যুত করবো, সেই
পালকেরা আর নিজদেরকে পালন করবে না;
আর আমি আমার মেষগুলোকে তাদের মুখ
থেকে উদ্ধার করবো, তাদের খাদ্য হতে দেব
না।

আল্লাহ্‌ সত্যিকারের উত্তম পালক

১১ কারণ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ,
আমি, আমিই আমার মেষদের খোঁজ করবো,
তাদেরকে খুঁজে বের করবো। ১২ পালক তার
ছিন্নভিন্ন মেষের পালের মধ্যে থাকবার দিনে
যেমন তার পাল খুঁজে বের করে, তেমনি আমি
আমার মেষগুলোকে খুঁজে বের করবো এবং
যেসব স্থানে তারা মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় দিনে
ছিন্নভিন্ন হয়েছে, সেসব স্থান থেকে তাদের
উদ্ধার করবো। ১৩ আর আমি জাতিদের মধ্য
থেকে তাদেরকে বের করে আনবো, নানা দেশ
থেকে সংগ্রহ করবো এবং তাদের নিজের ভূমিতে
তাদেরকে আনবো; আর ইসরাইলের
পর্বতগুলোর উপরে, পানি প্রবাহগুলোর কাছে

৭৮:৭০-৭২; ইশা ৪০:১১; ইয়ার ৩:১৫
[৩৪:৩] ইশা ৫৬:১১; আমোস ৬:৪; জাকা ১১:৫।
[৩৪:৪] ইশা ৩:৭।
[৩৪:৫] শুমারী ২৭:১৭।
[৩৪:৬] হোশেয় ৭:১৩; মথি ৯:৩৬; ১৮:১২-১৩; লূক ১৫:৫; ১পিতর ২:২৫।
[৩৪:৮] কাজী ২:১৪।
[৩৪:১০] ইয়ার ২১:১৩।
[৩৪:১১] জবুর ১১৯:১৭৬।
[৩৪:১২] ইশা ৪০:১১; লূক ১৯:১০।
[৩৪:১৩] পয়দা ৪৮:২১।
[৩৪:১৪] ইশা ৬৫:১০; ইহি ৩৬:২৯-৩০; ৩৭:২২; আমোস ৯:১৪; মীখা ৭:১৪।
[৩৪:১৫] সফ ৩:১৩।
[৩৪:১৬] লূক ১৯:১০।

হয়ে ওঠা সম্পর্কে জানতে দেখুন জবুর ৭৮:৭০-৭১ আয়াত। রাখালদের প্রতি অভিযোগ দেখুন, ইয়ার ২৩:১-৪ আয়াত।

৩৪:৩ খেয়ে থাক ... পরিধান করে থাক ... কোরবানী করে থাক। মেষপালকদের ন্যায়সঙ্গত উপহার। তাদের অপরাধ হচ্ছে, তারা তাদের পালের সঠিক যত্ন ও প্রতিপালন করে নি।

৩৪:৪ হারানোদের খোঁজ কর নি। তুলনা করুন ইয়ার ৫০:৬; জাকা ১১:১৫-১৭; মথি ১৮:১২-১৪; লূক ১৫:৪; ১৯:১০ আয়াত।

৩৪:৫ ছিন্নভিন্ন হয়েছে। অনেক সময় ইসরাইল জাতির বন্দীদশা ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া বোঝাতে নবী ইহিস্কেল এই ভাষা ব্যবহার করেছেন (১১:১৬-১৭; ১২:১৫; ২০:২৩, ৩৪, ৪১; ২২:১৫; ২৮:২৫ আয়াত দেখুন)। *পালকের অভাবে।* অর্থাৎ একজন প্রকৃত পালকের অভাবে (তুলনা করুন মার্ক ৬:৩৪ আয়াত)।

৩৪:৮ বন্য পশু। শত্রুভাবাপন্ন পরজাতীয় রাষ্ট্র; তবে এক্ষেত্রে আয়াত ২৮ দেখুন, যেখানে তাদের বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে।

৩৪:১০ আমি সেই পালকদের বিপক্ষ। ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:১১ আমিই আমার মেষদের খোঁজ করবো। অবিশ্বস্ত পালকদের কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে (আয়াত ১-১০) এখন মাবুদ নিজেই তাঁর পালের পালক হবেন বলে কথা দিচ্ছেন (ইয়ার ২৩:৩-৪ আয়াত দেখুন)।

৩৪:১২ সেসব স্থান থেকে। ইসরাইলীয়রা শুধু যে ব্যাবিলনে চলে গিয়েছিল তা নয় (ইয়ার ৪৩:১-৭ আয়াত দেখুন)। *মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় দিনে।* মাবুদের দিন, যা ইসরাইল জাতির উপরে নেমে এসেছিল, যখন ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের গ্রীষ্মে জেরুশালেমের পতন ঘটে (৭:৭; ৩২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৪:১৩ তাদেরকে বের করে আনবো। পুনরুদ্ধারের ওয়াদা – যা শুরু হয়েছে ১১:১৭ আয়াতে এবং পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ২০:৩৪, ৪১-৪২; ২৮:২৫ আয়াতে – ইহিস্কেল কিতাবের এই অংশে (অধ্যায় ৩৩-৩৯) এসে তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হচ্ছে (৩৬:২৪-৩২ আয়াত ও নোট; ৩৮:২১; ৩৮:৮ আয়াত ও নোট; ৩৯:২৭ দেখুন)। *ইসরাইলের পর্বত।* ৬:৩-৭ আয়াতে যে বিচারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার সাথে এই আয়াতের বক্তব্যের তুলনা করে দেখুন (আয়াত ১২ দেখুন)। পর্বতগুলো সম্ভবত নাজাতের দৃশ্যপটকে উপস্থাপনা করছে।

৩৪:১৪ আমি উত্তম চরাণিতে তাদেরকে চরাব। দেখুন ইশা ৪০:১১; ইউহোন্না ১০:১১ আয়াত।

৩৪:১৬ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা অন্য দুর্বল মেষদের প্রতি অত্যাচার করে নিজেরা পুষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে (আয়াত ১৭-২২ দেখুন)।

এবং দেশের সকল বসতি-স্থানে তাদেরকে
চরাব। ১৪ আমি উত্তম চরাণিতে তাদেরকে চরাব
এবং ইসরাইলের উঁচু উঁচু পর্বতে তাদের বাথান
হবে; তারা সেই স্থানে উত্তম বাথানে শয়ন করবে
এবং ইসরাইলের পর্বতমালায় সবুজ চরাণিতে
চরবে। ১৫ আমিই আমার মেষগুলোকে চরাব,
আমিই তাদেরকে শয়ন করাব, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ১৬ আমি হারানো মেষের
খোঁজ করবো, যারা বিপথে গেছে তাদেরকে
ফিরিয়ে আনবো, আহতদের ক্ষত বেঁধে দেব ও
অসুস্থদেরকে সবল করবো এবং হৃষ্টপুষ্ট ও
বলবানকে সংহার করবো; আমি ন্যায়বিচারের
মধ্য দিয়ে তাদেরকে পালন করবো।
১৭ আর তোমাদের বিষয়ে, হে আমার
মেষপাল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ,
আমি মেষ ও মেষের, আবার মেষদের ও ছাগদের
মধ্যে বিচার করবো। ১৮ এ কি তোমাদের কাছে
তুচ্ছ বিষয় মনে হয় যে, উত্তম চরাণিতে চরছো,
আবার নিজেদের অবশিষ্ট ঘাস পদতলে দলিত
করছো? এবং নির্মল পানি পান করছো? আবার
অবশিষ্টকে পদ দ্বারা মলিন করছো? ১৯ আমার
মেষ পালের অবস্থা এই, তোমরা যা পায়ে
মাড়িয়েছ, তারা তা-ই খায় ও তোমরা যা পা
দিয়ে মলিন করেছ, তারা তা-ই পান করে।
২০ অতএব সার্বভৌম মাবুদ তাদেরকে এই
কথা বলেন, দেখ, আমি, আমিই হৃষ্টপুষ্ট মেষের
ও কৃশ মেষের মধ্যে বিচার করবো।
২১ তোমরা পাশ ও কাঁধ দিয়ে দুর্বলদের ঠেলছ,
শিং দিয়ে আঘাত করছে, তাদেরকে বাইরে
ছিন্নভিন্ন না করে ক্ষান্ত হও না। ২২ এজন্য আমি
আমার মেষপালকে রক্ষা করবো, তারা আর
লুটদ্রব্য হবে না; এবং আমি মেষ ও মেষের
মধ্যে বিচার করবো।
২৩ আর আমি তাদের উপরে একমাত্র পালককে
উৎপন্ন করবো, তিনি তাদেরকে পালন করবেন,
তিনি আমার গোলাম দাউদ; তিনিই তাদেরকে
চরাবেন এবং তিনিই তাদের পালক হবেন।
২৪ আর আমি মাবুদ তাদের আল্লাহ্‌ হব এবং
আমার গোলাম দাউদ তাদের মধ্যে নেতা হবেন;
আমি মাবুদই এই কথা বললাম।
২৫ আমি তাদের পক্ষে শান্তির নিয়ম স্থির করবো
ও হিংস্র পশুদেরকে দেশ থেকে শেষ করবো;
তাতে তারা নির্ভয়ে মরুভূমিতে বাস করবে ও
বনে-জঙ্গলে ঘুমাতে পারবে। ২৬ আর আমি
তাদের ও আমার পাহাড়ের চারদিকের
পরিসীমাকে আশীর্বাদস্বরূপ করবো; এবং
যথাসময়ে পানির ধারা বর্ষণ করবো, দোয়ার
ধারা বর্ষিত হবে। ২৭ আর ক্ষেতের গাছ ফল
উৎপন্ন করবে ও ভূমি নিজের শস্য দেবে; এবং
তারা নির্ভয়ে স্বদেশে থাকবে, তাতে তারা
জানবে যে, আমিই মাবুদ। যখন আমি তাদের
জোয়ালের খিল ভেঙ্গে ফেলবো এবং যারা

[৩৪:১৭] মথি ২৫:৩২-৩৩।
[৩৪:১৮] পয়দা ৩০:১৫।
[৩৪:২০] মথি ২৫:৩২।
[৩৪:২১] দ্বি:বি ৩৩:১৭।
[৩৪:২২] জবুর ৭২:১২-১৪; ইয়ার ২৩:২-৩; ইহি ২০:৩৭-৩৮।
[৩৪:২৩] ইশা ৪০:১১।
[৩৪:২৪] জবুর ৮৯:৪৯।
[৩৪:২৫] শুমারী ২৫:১২।
[৩৪:২৭] আইউ ১৪:৯; জবুর ৬৭:৬।
[৩৪:২৮] ইয়ার ৩০:১০; হোশেয় ১১:১১; আমোস ৯:১৫; সফ ৩:১৩; জাকা ১৪:১১।
[৩৪:২৯] ইশা ৪:২।
[৩৪:৩০] ইহি ১৪:১১; ৩৭:২৭।
[৩৪:৩১] জবুর ২৮:৯।

৩৪:১৭ মেষ ও ছাগ। ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী মানুষ, যারা দরিদ্র ইসরাইলীয়দের উপরে অত্যাচার করছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বলা হয়েছে, যা অন্যান্য নবীদের বক্তব্যেও পাওয়া যায় (দেখুন ইশা ৩:১৩-১৫; ৫:৮; আমোস ৫:১২; ৬:১-৭; আরও দেখুন মিকাহ্‌ ২:১-৫ আয়াত ও নোট)। তুলনা করুন ইয়ারমিয়া গোলামদের প্রতি যে ধরনের আচরণ করতে দেখেছেন (ইয়ার ৩৪:৮-১১ আয়াত দেখুন)।

৩৪:২৩-২৪ আমার গোলাম দাউদ। বাদশাহ্‌ দাউদের রাজবংশ থেকে জাত এবং তাঁর মত গুণাবলীর অধিকারী একজন শাসক (জবুর ৮৯:৪, ২০, ২৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইয়ার ২৩:৫-৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৪:২৪ নেতা। মাবুদ আল্লাহ্‌ এমন এক রাজ্যের কথা ঘোষণা করেছেন যেখানে তিনি হবেন বাদশাহ্‌ এবং তাদের দুনিয়াবী বাদশাহ্‌কে বলা হবে "নেতা" তথা শাসনকর্তা (তুলনা করুন ৩৭:২৫; ৪৪:৩; ৪৫:৭, ১৬-১৭, ২২; ৪৬:২-১৮; ৪৮:২১-২২ আয়াত)।

৩৪:২৫ শান্তির নিয়ম। তুলনা করুন ৩৭২৬ আয়াত। আল্লাহ্‌ কর্তৃক স্থাপিত সমস্ত নিয়মই শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে (দেখুন পয়দা ২৬:২৮-৩১; শুমারী ২৫:১২; ইশা ৫৪:১০; মালাখি ২:৫ আয়াত)। এই নিয়মটি ("নতুন নিয়ম" যার কথা নবী ইয়ারমিয়া বলেছেন, ৩১:৩১-৩৪) চূড়ান্ত শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, যার সূচনা করেছেন প্রভু ঈসা মসীহ্‌ (ফিলিপীয় ৪:৭) এবং তা এখনো পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এখানে যে "শান্তির" কথা (হিব্রু শালোম) পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তা মূলত আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর লোকদের সম্পর্কে পুনঃস্থাপন এবং তাদের জীবনকে পূর্ণতা দান ও তাঁর অনুগ্রহে সমৃদ্ধশালী করে তোলা বোঝায়। আল্লাহ্‌র বিচারের কারণে মানুষের জীবনের উপরে যতই হুমকি আসুক না কেন তা এই "শান্তিকে" অবদমিত করতে পারবে না (আয়াত ২৫-২৯ এর সাথে তুলনা করুন ৫:১৬-১৭ আয়াত ও নোট)। *বনে-জঙ্গলে ঘুমাতে পারবে।* যা অনেক সময় বিপজ্জনক ছিল (জবুর ১০৪:২০-২১; ইয়ার ৫:৬ আয়াত দেখুন)।

৩৪:২৬ যথাসময়ে পানির ধারা বর্ষণ করবো। শরতের বৃষ্টি, যা বর্ষাকালের আগমন নির্দেশ করে এবং বসন্তের বৃষ্টি, যা এর শেষে হয়ে থাকে (তুলনা করুন ইয়ার ৫:২৪ আয়াত)। *দোয়ার ধারা বর্ষিত হবে।* জীবনদায়ী রহমত, যা ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ সমস্ত জাতির কাছে দান করার ওয়াদা করেছিলেন (পয়দা ১২:১-৩), তা খুব চমৎকারভাবে বৃষ্টির জীবনদায়ী সিঞ্চনের সাথে প্রতীকী অর্থে তুলনা করা হয়েছে।

৩৪:২৭ তাদের জোয়ালের খিল। জোয়ালের গায়ে ছিদ্র করা গর্তের মধ্যে কাঠের তৈরি খিল ঢোকানো হত এবং তা পশুটির গলায় দড়ির সাহায্যে বেঁধে দেওয়া হত (ইশা ৫৮:৬) যেন তা গলাবন্ধে রূপ নেয় (তুলনা করুন ৩০:১৮; লেবীয় ২৬:১৩; ইয়ার ২৭:২; ২৮:১০-১৩)। পুরো চিত্রটি বৈদেশিক শাসনের নিপীড়ন নির্দেশ করছে।

৩৪:২৯ জাতিদের কৃত অপমান। ২২:৪ আয়াত দেখুন।

৩৪:৩০ তাদের সহবর্তী আল্লাহ্‌ ও তারা আমার লোক। স্থাপিত নিয়মের মূল বক্তব্য (দেখুন ১১:২০; হিজ ৬:৭; হোসিয়া ১:৯;

তাদের গোলামী করিয়েছে, তাদের হাত থেকে
তাদেরকে উদ্ধার করবো। ২৮ তারা আর
জাতিদের লুটদ্রব্য হবে না এবং বন্য পশুগুলো
তাদেরকে আর গ্রাস করবে না; কিন্তু তারা নির্ভয়ে
বাস করবে, কেউ তাদের ভয় দেখাবে না।
২৯ আর আমি তাদের জন্য নাম-করা বাগান
উৎপন্ন করবো; তাতে দেশের মধ্যে ক্ষুধায় তারা
আর মারা যাবে না এবং তারা জাতিদের কৃত
অপমান আর ভোগ করবে না। ৩০ আর তারা
জানবে যে, আমি মাবুদ, তাদের সহবর্তী আল্লাহ্‌
ও তারা আমার লোক ইসরাইল-কুল, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ৩১ আর তোমরা আমার
মেষ, আমার চরাণির মেষ; তোমরা মানুষ,
আমিই তোমাদের আল্লাহ্‌; এই কথা সার্বভৌম
মাবুদ বলেন।

ইদোমের বিনাশ

৩৫ ১ মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান,
তুমি সেয়ীর পর্বতের বিরুদ্ধে মুখ রাখ, তার
বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বল; ৩ আর তাকে বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, হে সেয়ীর
পর্বত, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, আমি তোমার
বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়িয়ে দেব এবং তোমাকে
ধ্বংসের ও বিস্ময়ের পাত্র করবো। ৪ আমি
তোমার নগরগুলোকে উৎসন্ন স্থান করবো এবং
তুমি ধ্বংস হবে, তাতে তুমি জানবে যে, আমিই
মাবুদ। ৫ তোমার চিরন্তন শত্রুভাব আছে এবং
তুমি বনি-ইসরাইলদের তাদের বিপদকালে,
শেষের অপরাধকালে, তলোয়ারের হাতে তুলে
দিয়েছ; ৬ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার
জীবনের কসম, আমি তোমাকে রক্তাক্ত করবো
এবং রক্ত তোমার পিছনে দৌড়াবে; তুমি রক্ত
ঘৃণা কর নি, তাই রক্ত তোমার পিছনে দৌড়াবে।
৭ আমি সেয়ীর পর্বতকে বিস্ময়ের পাত্র ও
ধ্বংসস্থান করবো এবং চলাচলকারী লোককে
তার মধ্য থেকে মুছে ফেলব। ৮ আমি তার
নিহত লোক দিয়ে তার পর্বতগুলো পূর্ণ করবো;
তোমার উপত্যকাগুলোতে ও তোমার সমস্ত
জলপ্রবাহে তলোয়ারের আঘাতে নিহত লোক
পড়ে থাকবে। ৯ আমি তোমাকে চিরস্থায়ী
ধ্বংসস্থান করবো এবং তোমার নগরগুলো
জনবসতিহীন হবে; তাতে তোমরা জানবে যে,
আমিই মাবুদ।
১০ তুমি বলেছ, এই দুই জাতি ও এই দুই দেশ
আমারই হবে এবং আমরা তাদের অধিকারী হব,
তবুও মাবুদ সেই স্থানে ছিলেন; ১১ এজন্য,
সার্বভৌম মাবুদ বলেন, আমার জীবনের কসম,
তুমি যেমন তাদের প্রতি নিজের বিদ্বেষ অনুযায়ী
কাজ করেছ, তেমনি আমি তোমার সেই ক্রোধ
ও ঈর্ষার অনুযায়ী কাজ করবো এবং যখন
তোমার বিচার করবো, তখন তাদের মধ্যে
নিজের পরিচয় দেব।
১২ আর তুমি জানবে যে, আমি মাবুদ তোমার
সেসব নিন্দাবাদ শুনেছি, যা তুমি ইসরাইলের
পর্বতমালার বিষয়ে বলেছ; তুমি বলেছ, সেগুলো
ধ্বংসস্থান, সেগুলো গ্রাস করার জন্যই আমাদের
দেওয়া হয়েছে। ১৩ এভাবে তোমরা আমার
বিপরীতে তোমাদের মুখ দিয়ে তোমরা অহংকার

[৩৫:২] পয়দা ১৪:৬।
[৩৫:৩] ইশা ৩৪:১০; ইহি ২৫:১২-১৪।
[৩৫:৪] ইয়ার ৪৪:২।
[৩৫:৫] জবুর ৬৩:১০।
[৩৫:৬] ইশা ৩৪:৩।
[৩৫:৭] ইয়ার ৪৬:১৯।
[৩৫:৯] ওব ১:১০।
[৩৫:৯] ইশা ৩৪:৫-৬; ইয়ার ৪৯:১৩।
[৩৫:১০] জবুর ৮৩:১২।
[৩৫:১১] জবুর ৯:১৬; ওব ১:১৫; মথি ৭:২।
[৩৫:১২] ইয়ার ৫০:৭।
[৩৫:১৩] দানি ১১:৩৬।
[৩৫:১৪] ইয়ার ৫১:৪৮।
[৩৫:১৫] ইহি ৩৬:৫; ওব ১:১২।
[৩৬:১] ইহি ১৭:২২।
[৩৬:২] ইহি ২৫:৩।

জাকা ৮:৮ আয়াত ও নোট)।

৩৫:১-১৫ মাবুদের লোক হিসেবে ইসরাইল জাতির উদ্ধার লাভের দ্বিতীয় সুফলটি হচ্ছে তার দুশমনদের বিনাশ সাধন – যার প্রতীক হিসেবে এখানে ইদোমের কথা বলা হচ্ছে (৩৬:৫ আয়াত দেখুন)। ইসরাইল ও ইদোমের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিচারে (২ ও ৫ আয়াতের নোট দেখুন) জেরুশালেমের পতনের সময় এহুদার প্রতি ইদোমের আচরণের কারণ সহজে বোধগম্য হয় (দেখুন ইশা ৬৩:১-৬ আয়াত ও নোট; আমোস ৯:১২; ওবদিয়া ৮ আয়াত ও নোট)।

৩৫:২ বিরুদ্ধে মুখ রাখ। ২০:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন। *সেয়ীর পর্বত।* ইদোম (আয়াত ১৫), ইসরাইলের প্রতিবেশী রাষ্ট্র (যেহেতু ইয়াকুব ও ইস জমজ ছিলেন, পয়দা ২৫:২১-৩০) এবং চিরশত্রু, যাদের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে জন্য আহ্বান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে সাড়া দেওয়া হয় নি (তুলনা করুন আমোস ১:১১ আয়াত)। ইসরাইল জাতির জীবনে শান্তি ফিরে আসার আগেই ইদোমকে প্রতিহত করা প্রয়োজন ছিল (তুলনা করুন পয়দা ৩২-৩৩ অধ্যায়)। ২৫:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৫:৩ আমি তোমার বিপক্ষ। ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:৫ চিরন্তন শত্রুভাব। এই শত্রুভাব শুরু হয়েছিল ইসকে ধোঁকা দিয়ে ইসহাকের কাছ থেকে ইয়াকুব বড় সন্তানের দোয়া ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকেই (পয়দা ২৭; বিশেষ করে আয়াত ৪১ দেখুন) এবং এর পর তা চলতেই থাকে (শুমারী ২০:১৪-২১; ২ শামু ৮:১৩-১৪; ১ বাদশাহ্‌ ৯:২৬-২৮)। *তাদের বিপদকালে।* ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইদোম জেরুশালেম নগরী লুটপাট করেছিল (ওবদিয়া ১১-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৫:৬ আমার জীবনের কসম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *রক্তাক্ত করবো ... তোমার পিছনে দৌড়াবে।* পয়দা ৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৫:৯ চিরস্থায়ী ধ্বংসস্থান করবো। মিসরের মত কোন উদ্ধার পাবে না (২৯:১৩-১৬)। *তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।* দেখুন ভূমিকা: বিষয়বস্তু।

৩৫:১০ এই দুই জাতি। ইসরাইল ও এহুদা। *মাবুদ সেই স্থানে ছিলেন।* ৪৮:৩৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৫:১৩ আমার বিপরীতে ... তোমরা অহংকার করেছ। তুলনা করুন ওবদিয়া ১২; সফ ২:৮, ১০; এর সাথে দেখুন জবুর ৩৫:২৬; ইয়ার ৪৮:২৬, ৪২।

৩৬:১-৩৮ যাঁর নাম জাতিগণের মধ্যে অপমানিত হয়েছে, সেই আল্লাহ্‌ কীভাবে তাঁর লোকদেরকে মুক্ত করার সময় তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করবেন: ১-১৫ আয়াতে দেখানো হয়েছে আল্লাহ্‌ কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইসরাইল দেশটিকে করে তুলবেন নতুন ও সমৃদ্ধশালী এবং সেই সাথে তার সমস্ত অপমানও ঘুঁচিয়ে দেবেন; আয়াত ১৬-৩৮ প্রকাশ করেছে কীভাবে আল্লাহ্‌ ইসরাইলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া ও গুনাহ্‌গার মানুষগুলোকে

করেছ এবং আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছ;
আমি তা শুনেছি। ১৪ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, সমস্ত দুনিয়ার আনন্দের দিনে আমি
তোমাকে ধ্বংস করবো। ১৫ তুমি ইসরাইল-
কুলের অধিকার ধ্বংস হতে দেখে যেমন আনন্দ
করেছ, আমি তোমার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার
করবো; হে সেয়ীর পর্বত, তুমি ধ্বংস হবে,
ইদোমের সমস্ত স্থান ধ্বংস হবে; তাতে লোকে
জানবে যে, আমিই মাবুদ।

ইসরাইলের পর্বতমালার প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী

৩৬ ১ আর, হে মানুষের সন্তান, তুমি
ইসরাইলের পর্বতমালার কাছে
ভবিষ্যদ্বাণী বল, তুমি বল, হে ইসরাইলের
পর্বতমালা, মাবুদের কালাম শোন। ২ সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, দুশমন তোমাদের বিরুদ্ধে
বলেছে, 'বাহবা!' আর, 'সেই চিরন্তন
উচ্চস্থলীগুলো আমাদের অধিকার হল;' ৩ এজন্য
তুমি ভবিষ্যদ্বাণী বল, তুমি বল, সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, লোকেরা তোমাদেরকে
জাতিদের অবশিষ্ট অংশের অধিকার করার জন্য
ধ্বংস ও চারদিকে গ্রাস করেছে এবং তোমরা
লোকদের টিটকারির ও নিন্দার পাত্র হয়েছ;
৪ এজন্য, হে ইসরাইলের পর্বতমালা, তোমরা
সার্বভৌম মাবুদের কালাম শোন; সার্বভৌম মাবুদ
সেই পর্বত, উপপর্বত, পানির প্রবাহ ও উপত্যকা
সবকিছুকে এবং সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঁথড়া ও
পরিত্যক্ত নগরগুলোকে এই কথা বলেন, তোমরা
চারদিকের জাতিদের অবশিষ্ট অংশের লুটদ্রব্য ও
হাসির পাত্র হয়েছ; ৫ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, নিশ্চয়ই আমি সেই জাতিদের
অবশিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে, বিশেষত সমস্ত
ইদোমের বিরুদ্ধে আমার অন্তর্জ্বালার আগুনেই
কথা বলেছি, কেননা তারা তাদের সমস্ত অন্তরের
উল্লাসে ও প্রাণের অবজ্ঞায় লুটের আশায় শূন্য
করার জন্য আমার দেশ নিজেদের অধিকার বলে
নির্ধারণ করেছে।
৬ অতএব তুমি ইসরাইল দেশের বিষয়ে
ভবিষ্যদ্বাণী বল এবং সেই পর্বত, উপপর্বত,
পানির প্রবাহ ও উপত্যকার সকলকে বল,
সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
আমার অর্ন্তজ্বালায় ও আমার কোপে বলেছি,
তোমরা জাতিদের কাছে অপমান বহন করেছ;
৭ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, আমি
আমার হাত তুলে শপথ করেছি, তোমাদের
চারদিকে যে জাতিরা আছে, তারাই নিশ্চয়
নিজেদের অপমান বহন করবে।
৮ কিন্তু হে ইসরাইলের পর্বতমালা, তোমরা
নিজেদের শাখা বাড়িয়ে আমার লোক
ইসরাইলকে নিজ নিজ ফল দেবে, কেননা
তাদের আগমন সন্নিকট। ৯ কারণ দেখ, আমি
তোমাদের সপক্ষ; এবং আমি তোমাদের প্রতি
ফিরব, তাতে তোমাদের মধ্যে চাষ ও বীজবপন

[৩৬:৩] ওব ১:১৩।
[৩৬:৪] দ্বি:বি ১১:১১; জবুর ৭৯:৪; ইহি ৩৩:২৮-২৯।
[৩৬:৫] দ্বি:বি ২৯:২০।
[৩৬:৬] জবুর ১২৩:৩-৪; ইহি ৩৪:২৯।
[৩৬:৭] শুমারী ১৪:৩০।
[৩৬:৮] ইশা ৪:২; ২৭:৬; ইহি ৪৭:১২।
[৩৬:৯] আয়াত ৩৪-৩৬; ইয়ার ৩১:২৭।
[৩৬:১০] ইশা ৪৯:১৭-২৩; ইয়ার ৩০:১৮।
[৩৬:১১] পয়দা ১:২২।
[৩৬:১২] ইহি ৪৭:১৪, ২২।

পবিত্রীকৃত করবেন এবং তাদেরকে আবার ফিরিয়ে এনে সমস্ত জাতিদের কাছে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করবেন এবং তাঁর নিজ নামের সম্মান ফিরিয়ে আনবেন।

৩৬:১-১৫ ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদত্ত সান্ত্বনা বাণীর শেষাংশ। ১-৭ আয়াতে জাতিগণের উপরে আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যা ইসরাইল জাতির উপরে বর্তাবে; আয়াত ৮-১৫ ইসরাইল জাতির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করে।

৩৬:২ দুশমন তোমাদের বিরুদ্ধে বলেছে। দেখুন ২৫:৩; ২৬:২ আয়াত। 'বাহবা!' ২৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *চিরন্তন উচ্চস্থলীগুলো।* প্রতিজ্ঞাত দেশ; জর্ডান নদী ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের মধ্যবর্তী উঁচু পার্বত্য অঞ্চলটি ছিল এর কেন্দ্রস্থল।

৩৬:৩ জাতিদের অবশিষ্ট অংশ। অন্য সমস্ত জাতি যারা অতীতে ইসরাইলের বিভিন্ন অংশ অধিকার করে নিয়েছিল তারা এখন ইসরাইলকে পুরোপুরি ভোগ দখল করে নিয়েছে।

৩৬:৪ পর্বত, উপপর্বত, পানির প্রবাহ ও উপত্যকা। ৬:৩ আয়াত দেখুন ও ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৫ আমার অন্তর্জ্বালার আগুনে। মাবুদ আল্লাহ্‌ জাতিদের এই উপহাসে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হয়েছে, কারণ তাঁরই জাতি ও প্রতিজ্ঞাত দেশকে নিয়ে তারা হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করেছে এবং লুটপাট করেছে (এই আয়াতের শেষে "আমার দেশ" কথাটি দেখুন)। *ইদোম।* ইসরাইলের সাথে এই দেশের চির শত্রুতা থাকায় দেশটিকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে (দেখুন ৩৫ অধ্যায়; বিশেষ করে আয়াত ২, ৫ ও নোট দেখুন)।

৩৬:৬ আমার অর্ন্তজ্বালায় ও আমার কোপে। ১৬:৩৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৬:৭ আমার হাত তুলে। ২০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৬:৮ শাখা বাড়িয়ে ... ফল দেবে। ফলবন্ততার প্রতীক (১৭:৮, ২৩ আয়াত দেখুন) এবং সেই সাথে মাবুদের ফিরিয়ে দেওয়া অনুগ্রহের চিহ্ন (লেবীয় ২৬:৩-৫ আয়াত দেখুন); এর সাথে তুলনা করুন ৩৫:৩, ৭, ১৫ আয়াতে ইদোমের ধ্বংসাত্মক পরিণতি। *তাদের আগমন সন্নিকট।* বিচার সাধিত হওয়ার পরও বন্দীদশা থেকে লোকেরা খুব দ্রুত ফিরে আসবে।

৩৬:৯ আমি তোমাদের প্রতি ফিরব। তুলনা করুন লেবীয় ২৬:৯ আয়াত, যেখানে প্রায় একই ধরনের বিষয় পাওয়া যায়।

৩৬:১০ সমস্ত ইসরাইল-কুলকে। এই অধ্যায়ে (৩৭:১৫-২৩ আয়াতের মত) নবী ইহিস্কেল সমগ্র ইসরাইল জাতির উদ্ধার লাভের কথা ঘোষণা করছেন।

৩৬:১১ তারা বৃদ্ধি পাবে ও বহুসংখ্যক হবে। সৃষ্টির সময়কার বেহেশতী দোয়ার সাথে এর মিল রয়েছে (পয়দা ১:২২, ২৮; দেখুন পয়দা ৮:১৭; ৯:১, ৭) এবং এর সাথে যুক্ত রয়েছে অন্যান্য শরীয়তী দোয়া ও রহমত (পয়দা ১৭:৬; ৩৫:১১; ৪৮:৩-৪; হিজ ১:৭ আয়াত)। *তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।* ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন। এ ধরনের ঘোষণা কিতাবটি জুড়ে প্রায়শই দেখা যায়, যা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ ও তাঁর ঘোষিত বিচারকে সত্যায়িত করে। তবে এখানে নাজাত সাধনে আল্লাহ্‌র নিজ ভূমিকা প্রকাশে তা উল্লেখ করা হয়েছে (৩৫:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:১২ তুমি তাদের অধিকার-ভূমি হবে। এখনও ইসরাইলের পর্বতগুলোকে সম্বোধন করা হচ্ছে। *তাদেরকে আর সন্তানহীন*

হবে। ১০ আর আমি তোমাদের উপরে
লোকজনকে, সমস্ত ইসরাইল-কুলকে, তার
সকলকেই বহুসংখ্যক করবো; আর নগরগুলো
বসতিবিশিষ্ট হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া
স্থানগুলো নির্মিত হবে। ১১ আর আমি তোমাদের
উপরে মানুষ ও পশুকে বহুসংখ্যক করবো, তাতে
তারা বৃদ্ধি পাবে ও বহুসংখ্যক হবে; এবং আমি
তোমাদের আগেকার দিনের মত বসতিস্থান
করবো এবং তোমাদের আগের দশার চেয়ে বেশি
মঙ্গল তোমাদের দেব; তাতে তোমরা জানবে যে,
আমিই মাবুদ। ১২ আমি তোমাদের উপর দিয়ে
লোকজনকে, আমার লোক ইসরাইলকে,
যাতায়াত করাব; তারা তোমাকে ভোগ করবে ও
তুমি তাদের অধিকার-ভূমি হবে, এখন থেকে
তাদেরকে আর সন্তানহীন করবে না।
১৩ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তারা
তোমাকে মানুষ গ্রাসকারী ও নিজের জাতির
সন্তাননাশক বলে; ১৪ এজন্য তুমি আর মানুষকে
গ্রাস করবে না এবং তোমার জাতিকে আর
সন্তানহীন করবে না, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন। ১৫ আমি তোমাকে আর জাতিদের
অপমনের কথা শোনাব না, তুমি আর লোকদের
উপহাসের ভার বহন করবে না এবং তোমার
জাতির উচোট খাবার কারণ হবে না, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

[৩৬:১৩] শুমারী ১৩:৩২।
[৩৬:১৫] জবুর ৮৯:৫০-৫১; ইশা ৫৪:৪; ইহি ৩৪:২৯।
[৩৬:১৭] লেবীয় ৫:২; ১২:২।
[৩৬:১৮] ২খান্দান ৩৪:২১।
[৩৬:১৯] দ্বি:বি ২৮:৬৪।
[৩৬:২০] লেবীয় ১৮:২১; ইহি ১৩:১৯; রোমীয় ২:২৪।
[৩৬:২১] জবুর ৭৪:১৮; ইশা ৪৮:৯।
[৩৬:২২] ইশা ৩৭:৩৫; ইহি ২০:৪৪।
[৩৬:২৩] শুমারী ৬:২৭।
[৩৬:২৪] ইশা ৪৩:৫-৬।
[৩৬:২৫] লেবীয় ১৪:৭; ১৬:১৪-১৫;

ইসরাইলকে পবিত্রকরণ

১৬ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১৭ হে মানুষের সন্তান, ইসরাইল-
কুল যখন নিজেদের ভূমিতে বাস করতো, তখন
তাদের আচরণ ও কাজ দ্বারা তা নাপাক করতো;
তাদের আচরণ আমার দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকের মাসিক
ঋতুকালীন নাপাকীতার মত মনে হল।
১৮ অতএব সেই দেশে তাদের রক্তপাতের
কারণে এবং তাদের মূর্তিগুলো দ্বারা দেশ নাপাক
করার কারণে, আমি তাদের উপরে আমার গজব
ঢেলে দিলাম। ১৯ আর আমি তাদেরকে
জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করলাম এবং তারা
নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লো; তাদের আচরণ ও
কাজ অনুসারে আমি তাদের বিচার করলাম।
২০ আর তারা যেখানে গেল, সেখানে জাতিদের
কাছে গিয়ে আমার পবিত্র নাম নাপাক করলো;
কেননা লোকে তাদের বিষয়ে বলতো ওরা
মাবুদের লোক এবং তাঁরই দেশ থেকে বের
হয়েছে। ২১ কিন্তু আমার নামের পবিত্রতা রক্ষার
বিষয়ে আমার মনোযোগ ছিল, কারণ ইসরাইল-
কুল, জাতিদের মধ্যে যেখানে গেছে, সেখানেই
আমার নাম নাপাক করেছে।
২২ অতএব তুমি ইসরাইল-কুলকে বল, সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, হে ইসরাইল-কুল, আমি
তোমাদের জন্য কাজ করছি, তা নয়, কিন্তু

করবে না। পর্বতগুলোকে নাটকীয়ভাবে এমন করে চিত্রায়িত করা হয়েছে যে, তা যেন বন্দীদশার কারণে জনমানবহীন হয়ে পড়েছে। এর মধ্য দিয়ে মনে করা যেতে পারে যে, প্রতিজ্ঞাত দেশের যে কেনানীয় জাতি ও তাদের ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহ ছিল (উচ্চ স্থলী) সেগুলো ইসরাইলীয়দেরকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল এবং সে কারণে তাঁর লোকদের উপরে আল্লাহ্‌র গজব নেমে এসেছিল (৬:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:১৬-৩৮ আল্লাহ্‌ তাঁর গুনাহ্‌গার ও ছিন্ন ভিন্ন লোকদেরকে প্রত্যাবর্তন করালেন। ১৬-২৩ আয়াত ইসরাইল জাতিকে মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের সম্মানে কেবল তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে; ২৪-২৭ আয়াতে কলুষিত ইসরাইলকে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নতুনীকরণ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং এর প্রভাব কী হবে তাও ব্যক্ত করা হয়েছে (আয়াত ২৮-৩২) এবং সেই সাথে জাতিদের পরিণতিও ঘোষণা করা হয়েছে (আয়াত ৩৩-৩৬); ৩৭-৩৮ আয়াতে রয়েছে সমাপনী বক্তব্য।

৩৬:১৮ রক্তপাতের কারণে … মূর্তিগুলো দ্বারা দেশ নাপাক করার কারণে। ইসরাইল জাতির সামাজিক অন্যায্যতা এবং তাদের মূর্তিপূজার চর্চা বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র কাছে অভিযুক্ত হয়েছে (২২:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *মূর্তিগুলো*। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:২০ আমার পবিত্র নাম নাপাক করলো। যেহেতু ইসরাইল জাতিকে তার ভূমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে, সেজন্য জাতিগণ ধরে নিয়েছে তাদের আল্লাহ্‌ তাঁর জাতিকে রক্ষা করতে ও নিরাপত্তা দান করতে অক্ষম (২০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন শুমারী ১৪:১৫-১৬; ২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩২-৩৫; ১৯:১০-১২ আয়াত)।

৩৬:২২ তোমাদের জন্য কাজ করছি, তা নয়। এর অর্থ এই নয় যে, ইসরাইল জাতির ভাল মন্দে আল্লাহ্‌র কিছু এসে যায় না, বরং এর অর্থ হচ্ছে তিনি এখন যা করতে চলেছেন লোকদের জন্য তা তাদের প্রাপ্য নয় (তুলনা করুন দ্বি.বি. ৯:৪-৬ আয়াত)। এ ধরনের বক্তব্যের জন্য নবী ইহিস্কেল হয়ে উঠেছেন মাবুদ আল্লাহ্‌র নিখাদ অনুগ্রহের তবলিগকারী। *আমার সেই পবিত্র নামের অনুরোধে*। ২০ অধ্যায়ে বেহেশতী শাস্তি রহিত করা সম্পর্কে যে কারণ দেখানো হয়েছে (২০:৯, ১৪, ২২) তা এখানে বেহেশতী পুনঃস্থাপনের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৩৬:২৩ জাতিরা জানবে যে, আমিই মাবুদ। ইসরাইল জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র সমস্ত পরিকল্পনার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র দুনিয়াকে এ কথা জানানো যে, তিনিই প্রকৃত ও একমাত্র আল্লাহ্‌ (আয়াত ১১ ও নোট দেখুন)। *তোমাদের কাছে পবিত্র বলে মান্য হব*। লেবীয় ১০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৬:২৪-২৭ প্রতিজ্ঞাত প্রত্যাবর্তনের চারটি উপাদান: (১) বন্দীদশায় থাকা লোকদের ফিরে আসা (আয়াত ২৪), (২) গুনাহ্‌ থেকে পরিষ্কার করা (আয়াত ২৫), (৩) অন্তর নতুন করে তোলা (আয়াত ২৬) এবং (৪) আল্লাহ্‌র রূহে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পথ অনুসারে জীবন যাপন করতে সমর্থ হওয়া (আয়াত ২৭)।

৩৬:২৫ আমি তোমাদের উপরে পবিত্র পানি ছিটাব। পবিত্র হিসেবে অভিষেক দানের ক্ষেত্রে পানির বিশেষ ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন হিজ ৩০:১৯-২০; লেবীয় ১৪:৫১; শুমারী ১৯:১৮ আয়াত; তুলনা করুন জাকা ১৩:১; হাবা ১০:২২

আমার সেই পবিত্র নামের অনুরোধে কাজ করছি,
যা তোমরা যেখানে গিয়াছ, সেখানে জাতিদের
মধ্যে নাপাক করেছ। [২৩] আমি আমার সেই মহৎ
নাম পবিত্র করবো, যা জাতিদের মধ্যে নাপাক
করা হয়েছে, যা তোমরা তাদের মধ্যে নাপাক
করেছ; আর জাতিরা জানবে যে, আমিই মাবুদ,
যখন আমি তাদের সাক্ষাতে তোমাদের কাছে
পবিত্র বলে মান্য হব, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন। [২৪] কারণ আমি জাতিদের মধ্য থেকে
তোমাদেরকে গ্রহণ করবো, নানা দেশ থেকে
তোমাদেরকে সংগ্রহ করবো ও তোমাদেরই দেশে
তোমাদেরকে উপস্থিত করবো। [২৫] আর আমি
তোমাদের উপরে পবিত্র পানি ছিটাব, তাতে
তোমরা পাক-পবিত্র হবে; আমি তোমাদের সকল
নাপাকীতা ও তোমাদের সকল মূর্তি থেকে
তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করবো। [২৬] আর আমি
তোমাদের নতুন অন্তর দেব ও তোমাদের অন্তরে
নতুন রূহ্ স্থাপন করবো; আমি তোমাদের মাংস
থেকে প্রস্তরময় অন্তর দূর করবো ও তোমাদেরকে
মাংসময় অন্তর দেব। [২৭] আর আমার রূহ্‌কে
তোমাদের অন্তরে স্থাপন করবো এবং তোমাদের
আমার বিধিপথে চালাব, তোমরা আমার
অনুশাসনগুলো রক্ষা ও পালন করবে। [২৮] আর
আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দিয়েছি,
সেই দেশে তোমরা বাস করবে; আর তোমরা
আমার লোক হবে এবং আমিই তোমাদের
আল্লাহ্ হব। [২৯] আমি তোমাদের সমস্ত
নাপাকীতা থেকে তোমাদের উদ্ধার করবো; এবং
শস্য আহ্বান করে প্রচুর করে দেব, তোমাদের
উপরে দুর্ভিক্ষ পাঠাব না। [৩০] আমি গাছের ফল
ও ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর করে দেব, যেন
জাতিদের মধ্যে তোমরা আর দুর্ভিক্ষের দরুন
টিটকারি ভোগ না কর। [৩১] তখন তোমরা
নিজেদের মন্দ আচরণ ও অসৎ কাজগুলো স্মরণ
করবে এবং নিজেদের অপরাধ ও জঘন্য কাজের
কারণে নিজেদের দৃষ্টিতে নিজদেরকে অতিশয়
ঘৃণা করবে। [৩২] সার্বভৌম মাবুদ বলেন, তোমরা
জেনো, আমি তোমাদের জন্য এই কাজ করছি,
তা নয়; হে ইসরাইল-কুল, তোমরা নিজেদের
আচরণের কারণেই লজ্জিত ও বিষণ্ন হও।
[৩৩] সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, যেদিন
আমি তোমাদের সকল অপরাধ থেকে
তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করবো, সেদিন
নগরগুলোকে বসতিবিশিষ্ট করবো এবং উৎসন্ন
স্থানগুলো নির্মিত হবে। [৩৪] আর যে দেশ
পথিকদের সাক্ষাতে ধ্বংসস্থান ছিল, সেই

ইব ৯:১৩।
[৩৬:২৫] জাকা ৩:৪; ১৩:২; প্রেরিত ২২:১৬।
[৩৬:২৬] ইয়ার ২৪:৭।
[৩৬:২৭] ইশা ৪৪:৩; যোয়েল ২:২৯; ইউ ৩:৫।
[৩৬:২৮] ইয়ার ৩০:২২; ৩১:৩৩।
[৩৬:২৯] ইহি ৩৪:২৯।
[৩৬:৩০] লেবীয় ২৬:৪-৫।
[৩৬:৩১] ইশা ৬:৫।
[৩৬:৩২] দ্বিঃবি ৯:৫।
[৩৬:৩৩] লেবীয় ১৬:৩০।
[৩৬:৩৫] পয়দা ২:৮।
[৩৬:৩৬] ইয়ার ৪২:১০; ইহি ১৭:২২; ৩৭:১৪; ৩৯:২৭-২৮।
[৩৬:৩৭] জাকা ১০:৬; ১৩:৯।

আয়াত। *আমি ... পাক-পবিত্র করবো।* আয়াত ৩৩; ৩৭:২৩; ইয়ার ৩৩:৮ দেখুন। *সকল মূর্তি।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:২৬-২৭ এই অংশে নতুন স্থাপিত নিয়মের ভাষা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় (ইয়ার ৩১:৩৩-৩৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:২৬ নতুন রূহ্। ১১:১৯; ১৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমাদের অন্তরে নতুন রূহ্ স্থাপন করবো।* অর্থাৎ তোমাদের অন্তর ও মন পরিবর্তিত করবো। এখানে এবং ১১:১৯ আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি একটি পরিবর্তন আনতে চলেছেন। ১৮:৩১ আয়াতে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) তিনি তাঁর লোকদের এই পরিবর্তনে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর লোকদের কাছ থেকে যা চেয়ে থাকেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পন্থা তিনিই তাদেরকে যুগিয়ে থাকেন। *মাংসময় অন্তর।* পুরাতন নিয়মে "মাংস" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতা বোঝানো হয়ে থাকে (ইশা ৩১:৩ আয়াত দেখুন); নতুন নিয়ম তথা ইঞ্জিল শরীফে এই শব্দটি দিয়ে গুনাহ্‌র প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা বোঝানো হয়ে থাকে, যেটি আল্লাহ্‌র স্বভাববিরুদ্ধ (যেমন রোমীয় ৮:৫-৮ আয়াত দেখুন)। এখানে এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে একটি নমনীয় ও শেখার জন্য উপযোগী অন্তর, যা পাথুরে অন্তরের বিপরীত।

৩৬:২৭ *আমার রূহ্।* আল্লাহ্ তাঁর রূহ্ ঢেলে দিয়ে মানুষের রূহ্‌কে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে পরিচালনা করতে চেয়েছেন (৩৭:১৪ আয়াত দেখুন ও ২:২ আয়াতের নোট দেখুন)। ২৫-২৭ আয়াতের সাথে জবুর ৫১:৭-১১ আয়াতের মিল রয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৬:২৮-৩২ ইসরাইল জাতির নতুনীকরণের ফল: তার সমৃদ্ধশালী অবস্থা আবারও ফিরে আসবে (আয়াত ২৮-৩০) এবং সে তার সমস্ত গুনাহ্ গভীরভাবে উপলব্ধি করে অত্যন্ত লজ্জিত হবে (আয়াত ৩১-৩২)।

৩৬:২৮ আমার লোক ... তোমাদের আল্লাহ্। নিয়মের ভাষ (১১:২০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:২৯ তোমাদের সমস্ত নাপাকীতা থেকে। মূর্তিপূজা থেকে এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে উদ্ধার করার কথা বলা হয়েছে (আয়াত ২৫; ৩৭:২৩ দেখুন)।

৩৬:৩০ টিটকারি। ১৫ আয়াত দেখুন।

৩৬:৩১ তখন তোমরা ... স্মরণ করবে। যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের যোগ্য নয় তাদের অবশ্যই মন পরিবর্তন করে নিজেদেরকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে (তুলনা করুন ৬:৯; ১৬:৬৩; ২০:৪৩; জবুর ১৩০:৪ আয়াত ও নোট)।

৩৬:৩২ তোমাদের জন্য এই কাজ করছি, তা নয়। আয়াত ২২ ও নোট দেখুন।

৩৬:৩৩-৩৬ জাতিগণের উপরে ইসরাইলের পুনর্স্থাপনের প্রভাব।

৩৬:৩৩ সেদিন। এখানে পবিত্রীকরণের ওয়াদা (আয়াত ২৪-৩২) এবং পুনরায় জাতি হিসেবে একত্রীকরণের ওয়াদাকে এক করা হয়েছে (আয়াত ৩৩-৩৬)।

৩৬:৩৫ আদন বাগান। তুলনা করুন ২৮:১৩; ৩১:৯ আয়াত। *প্রাচীরবেষ্টিত।* ৩৮:১১ আয়াতের সাথে তুলনা করুন।

৩৬:৩৬ জাতিরা জানতে পাবে। ২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৩৭-৩৮ সংক্ষেপে ইসরাইল জাতির সাথে আল্লাহ্ সম্পর্ক পুরোপুরি আগের মত পুনঃস্থাপিত হবে।

৩৬:৩৭ ইসরাইল-কুলকে আমার কাছে খোঁজ করতে দেব। অর্থাৎ তিনি ইসরাইল জাতিকে আবারও তাঁর কাছে মুনাজাত ও ফরিয়াদ করতে দেবেন, কারণ এর আগে তিনি তাদের মুনাজাত শ্রবণ করেন নি (তুলনা করুন ১৪:৩; ২০:৩, ৩১ আয়াত)।

ধ্বংসিত দেশে কৃষিকর্ম চলবে। ৩৫ আর লোকে বলবে, এই ধ্বংসিত দেশ আদন বাগানের মত হল এবং উচ্ছিন্ন, ধ্বংসিত ও উৎপাটিত নগরগুলো প্রাচীরবেষ্টিত ও বসতিস্থান হল। ৩৬ তখন তোমাদের চারদিকে অবশিষ্ট জাতিরা জানতে পাবে যে, আমি মাবুদ উৎপাটিত স্থানগুলো নির্মাণ করেছি ও ধ্বংসিত স্থান বাগানে পরিণত করেছি; আমি মাবুদ এই কথা বলেছি এবং এ সিদ্ধ করবো।

৩৭ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তাদের পক্ষে তা করার জন্য আমি ইসরাইল-কুলকে আমার কাছে খোঁজ করতে দেব; আমি তাদের ভেড়ার পালের মত লোকজনে বৃদ্ধি করবো। ৩৮ যেমন পবিত্র ভেড়ার পালে, যেমন জেরুশালেমে ঈদের সময়ের ভেড়ার পালে, তেমনি লোকজন দ্বারা এই উচ্ছিন্ন নগরগুলো পরিপূর্ণ হবে; তাতে তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

শুকনো অস্থির উপত্যকা

৩৭ ১ মাবুদের হাত আমার উপরে আসল এবং তিনি তাঁর রূহে আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে উপত্যকার মধ্যে রাখলেন; তা অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল। ২ পরে তিনি চারদিকে তাদের কাছ দিয়ে আমাকে গমন করালেন; আর দেখ, সেই উপত্যকায় বিস্তর অস্থি ছিল; এবং দেখ, সেইগুলো খুবই শুকনো। ৩ পরে তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের সন্তান, এসব অস্থি কি জীবিত হবে? আমি বললাম, হে সার্বভৌম মাবুদ, আপনি জানেন। ৪ তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি এসব অস্থির উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী বল, তাদেরকে বল, হে শুকনো অস্থিগুলো, মাবুদের কালাম শোন। ৫ সার্বভৌম মাবুদ এসব অস্থিকে এই কথা বলেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে নিশ্বাস প্রবেশ করাব, তাতে তোমরা জীবিত হবে। ৬ আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দেব, তোমাদের উপরে মাংস উৎপন্ন করবো, চামড়া দ্বারা তোমাদের আচ্ছাদন করবো ও তোমাদের মধ্যে রূহ্‌ দেব, তাতে তোমরা জীবিত হবে, আর তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

৭ তখন আমি যেমন হুকুম পেলাম, সেই অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী বললাম; আর আমার ভবিষ্যদ্বাণী বলবার সময়ে আওয়াজ হল, আর দেখ, মড় মড় ধ্বনি হল এবং সেসব অস্থির মধ্যে প্রত্যেক অস্থি নিজ নিজ অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত হল। ৮ পরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, তাদের উপরে শিরা হল ও মাংস উৎপন্ন হল এবং চামড়া তাদেরকে আচ্ছাদন করলো, কিন্তু তাদের মধ্যে নিশ্বাস ছিল না। ৯ পরে তিনি আমাকে বললেন, নিশ্বাসের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী বল, হে মানুষের সন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী বল এবং নিশ্বাসকে বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, হে নিশ্বাস চারদিক থেকে বায়ু এসো এবং এই নিহত লোকদের মধ্যে প্রবাহিত হও, যেন তারা জীবিত হয়। ১০ তখন, তিনি আমাকে যে হুকুম দিলেন, সেই অনুসারে আমি ভবিষ্যদ্বাণী বললাম; তাতে রূহ্‌ তাদের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং তারা জীবিত হল ও নিজ

[৩৬:৩৮] ১বাদশা ৮:৬৩; ২খান্দান ৩৫:৭-৯।
[৩৭:১] ইহি ১১:২৪; লূক ৪:১; প্রেরিত ৮:৩৯।
[৩৭:৩] দ্বি:বি ৩২:৩৯; ১শামু ২:৬; ইশা ২৬:১৯; ১করি ১৫:৩৫।
[৩৭:৪] ইয়ার ২২:২৯।
[৩৭:৫] পয়দা ২:৭; জবুর ১০৪:২৯-৩০; প্রকা ১১:১১।
[৩৭:৬] হিজ ৬:২; ইহি ৩৮:২৩।
[৩৭:৯] জবুর ১০৪:৩০; ইশা ৩২:১৫; জাকা ১২:১০।
[৩৭:১০] প্রকা ১১:১১।
[৩৭:১১] আইউ ১৭:১৫; মাতম ৩:৫৪।
[৩৭:১২] দ্বি:বি ৩২:৩৯; ১শামু ২:৬; ইশা ২৬:১৯; ইয়ার ২৯:১৪; হোশেয় ১৩:১৪; আমোস ৯:১৪-১৫; সফ ৩:২০; জাকা ৮:৮।

৩৬:৩৮ যেমন পবিত্র ভেড়ার পালে ... তেমনি ... পরিপূর্ণ হবে। দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৮:৬৩; ১ খান্দান ২৯:২১; ২ খান্দান ৩৫:৭ আয়াত।

৩৭:১-২৮ যদিও এটি নবী ইহিস্কেলের অন্যতম প্রধান একটি দর্শন, তথাপি বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে এর সাথে কোন তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। তবে সম্ভবত ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরপরই কোন এক সময়ে নবী ইহিস্কেল এই দর্শন লাভ করেছিলেন। নবী ইহিস্কেলকে যে প্রতীকী দর্শন দেওয়া হয়েছিল (আয়াত ১-১৫) তার পর পরই আমরা দেখি আরেকটি প্রতীকী কাজ যা ইহিস্কেলকে সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয় (আয়াত ১৬-২৮)। এই দুটোই ইসরাইল জাতির পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করে, যা ৩৪-৩৬ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য।

৩৭:১ মাবুদের হাত। ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁর রূহে আমাকে বাইরে নিয়ে।* ৩:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *উপত্যকা।* ৩:২২-২৩; ৮:৪ আয়াতে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে “সমতল ভূমি” হিসেবে। নবী ইহিস্কেল এখন একটি নতুন আশার বাণী খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে কিনা তিনি আগে শুধুই আল্লাহ্‌র বিচারের ঘোষণা পেয়েছেন। *অস্থি।* ১১ আয়াতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইসরাইলের বন্দীদশার কারণে সৃষ্ট হতাশাপূর্ণ অবস্থা হিসেবে।

৩৭:২ বিস্তর অস্থি। বন্দীদশায় থাকা পুরো ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়েছে। *খুবই শুকনো।* অনেক আগের মরদেহের অস্থি, যাকে পুনরায় জীবনে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ (১ বাদশাহ্‌ ১৭:১৭-২৪; ২ বাদশাহ্‌ ৪:১৮-৩৭; কিন্তু ২ বাদশাহ্‌ ১৩:২১ আয়াত দেখুন)।

৩৭:৪ এসব অস্থির উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী বল। এর আগে নবী ইহিস্কেল জড় বস্তুর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন (পর্বত, ৬:২; ৩৬:১; জঙ্গল, ২০:৪৭); এখন তিনি প্রাণহীন হাড় ও “নিশ্বাস” এর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলছেন (আয়াত ৯)। তুলনা করুন ইউহোন্না ৫:২৫ আয়াত ও নোট।

৩৭:৬ শিরা ... মাংস ... চামড়া ... রূহ্‌। চারটি উপাদানের নাম যা নবী ইহিস্কেলের কিতাবে প্রায়শ দেখা যায় (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:৮ তাদের মধ্যে নিশ্বাস ছিল না। আল্লাহ্‌র লোকদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করার এই দর্শনের মধ্য দিয়ে পয়দা ২:৭ আয়াতে আদমকে সৃষ্টি করার দুটি ধাপ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

৩৭:৯ নিশ্বাস। ৫ আয়াতের নোট দেখুন। *চারদিক।* ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *নিহত।* নবী ইহিস্কেল যেখানে ছিলেন তা ছিল একটি যুদ্ধক্ষেত্র এবং সেখানে মৃত লোকদের অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল (আয়াত ১০ দেখুন)।

৩৭:১১ আমাদের অস্থিগুলো ... একেবারে উচ্ছিন্ন হলাম। হতাশার অনুভূতি, যেখানে এই দর্শনটি আশা যুগিয়েছে।

৩৭:১২ কবরগুলো। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত পরে থাকা মানুষের হাড়ের দৃশ্যপট থেকে সরে এসে (আয়াত ৯) এখন দেখানো

BACIB International Bible CHURCH

নিজ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল; সে এক বিশাল
বাহিনী।
১১ পরে তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের
সন্তান, এ সমস্ত অস্থিগুলো হল ইসরাইল-কুল;
দেখ, তারা বলছে, আমাদের অস্থিগুলো শুকিয়ে
গেছে এবং আমাদের আশা নষ্ট হয়েছে; আমরা
একেবারে উচ্ছিন্ন হলাম। ১২ এজন্য তুমি
ভবিষ্যদ্বাণী বল, তাদেরকে বল, সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, দেখ, আমি তোমাদের
কবরগুলো খুলে দেব, হে আমার লোকবৃন্দ,
তোমাদের কবর থেকে তোমাদের উত্থাপন করবো
এবং ইসরাইল দেশে নিয়ে যাব।
১৩ তখন তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ,
কেননা আমি তোমাদের কবরগুলো খুলে দেব
এবং হে আমার লোকবৃন্দ, তোমাদের কবর
থেকে তোমাদেরকে উত্থাপন করবো। ১৪ আর
আমি তোমাদের মধ্যে আমার রূহ্ দেব, তাতে
তোমরা জীবিত হবে; এবং আমি তোমাদের
দেশে তোমাদের বসাব, তাতে তোমরা জানবে
যে, আমি মাবুদ এই কথা বলেছি এবং তা সিদ্ধ
করেছি; মাবুদ এই কথা বলেন।

দু'খানি কাঠের টুকরা

১৫ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ১৬ হে মানুষের সন্তান, তুমি নিজের
জন্য একখানি কাঠ নিয়ে তার উপরে এই কথা

[৩৭:১৩] হিজ ৬:২।
[৩৭:১৪] আয়াত ৯; ইশা ১১:২; যোয়েল ২:২৮-২৯।
[৩৭:১৬] ১বাদশা ১২:২০; ২খান্দান ১০:১৭-১৯।
[৩৭:১৭] আয়াত ২৪; ইশা ১১:১৩; ইয়ার ৫০:৪; হোশেয় ১:১১।
[৩৭:১৮] ইহি ২৪:১৯।
[৩৭:১৯] জাকা ১০:৬।
[৩৭:২১] আয়াত ১২; ইশা ৪৩:৫-৬; ইহি ২০:৪২; ৩৯:২৭; মীখা ৪:৬।
[৩৭:২২] ইহি ১৭:২২; ৩৪:১৩-১৪।
[৩৭:২৩] ইয়ার ৭:২৪।
[৩৭:২৪] ইশা ৫৫:৪; হোশেয় ৩:৫।

লেখ, 'এহুদার জন্য এবং তার সখা সঙ্গে যুক্ত
বনি-ইসরাইলদের জন্য।' পরে আর একখানি
কাঠ নিয়ে তার উপরে লেখ, 'ইউসুফের জন্য,
তা আফরাহীম ও তার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ইসরাইল-
কুলের কাঠ।' ১৭ পরে সেই দু'খানি কাঠ পরস্পর
জোড়া দিয়ে তোমার জন্য একটি কাঠ কর,
দু'খানি কাঠ তোমার হাতে একীভূত হোক।
১৮ আর যখন তোমার জাতির সন্তানেরা তোমাকে
বলবে, 'এতে আপনার অভিপ্রায় কি, তা কি
আমাদেরকে জানাবেন না?' ১৯ তখন তুমি
তাদের বলো, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আফরাহীমের হাতে ইউসুফের যে কাঠ
আছে, আমি তা গ্রহণ করবো ও তার সঙ্গে যুক্ত
ইসরাইলের বংশদেরকে গ্রহণ করবো, তাদেরকে
ওর অর্থাৎ এহুদার কাঠের সঙ্গে জোড়া দেব এবং
তাদেরকে একটি কাঠ করবো, তাতে সেই সকল
আমার হাতে একীভূত হবে।
২০ আর তুমি সেই যে দু'টি কাঠে লিখবে, তা
তাদের সাক্ষাতে তোমার হাতে থাকবে। ২১ আর
তুমি তাদেরকে বলো, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, বনি-ইসরাইলেরা যেখানে যেখানে
গমন করেছে, আমি সেখানকার জাতিদের মধ্য
থেকে তাদেরকে গ্রহণ করবো এবং চারদিক
থেকে তাদের একত্র করে তাদের দেশে নিয়ে
যাব। ২২ আর আমি সেই দেশে, ইসরাইলের

হচ্ছে বাঁধানো কবরে সজ্জিত একটি কবরস্থানের দৃশ্যপট।

৩৭:১৪ আমি তোমাদের মধ্যে আমার রূহ্ দেব। ৩৬:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমি তোমাদের দেশে তোমাদের বসাব।* এই কথাটির মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মাবুদ আল্লাহ্ এখানে মৃতদের জীবিত করে তোলার কথা বোঝাচ্ছেন না, বরং তিনি ইসরাইলের জাতিগত উদ্ধারের কথা বোঝানো হয়েছে।

৩৭:১৬ একখানি কাঠ নিয়ে। নবী ইহিস্কেলের শেষ প্রতীকী কাজে একটি বস্তুগত উপাদান যুক্ত রয়েছে (তুলনা করুন ৪:১, ৩, ৯; ৫:১ আয়াত)। *তার উপরে এই কথা লেখ।* জাকা ১১:৭ আয়াতটি সম্ভবত ইহিস্কেলের এই অংশটির উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

৩৭:১৮ তা কি আমাদেরকে জানাবেন না? এই প্রতীকী কাজটি যথাযথভাবে মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল (আয়াত ১২:৯; ২১:৭; ২৪:১৯ দেখুন)।

৩৭:১৯ সেই সকল আমার হাতে একীভূত হবে। বাদশাহ্ সোলায়মানের মৃত্যুর পর পৃথক হয়ে যাওয়া দুটি রাজ্যকে আবার এক করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ নবী ইহিস্কেলের এই কাজকে আবারও পুনরায় সাধিত করবেন (১ বাদশাহ্ ১২ অধ্যায় দেখুন্)। ইসরাইলের একত্রীকরণ সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জানতে দেখুন ৩৩:২৩, ২৯; ইয়ার ৩:১৮; ২৩:৫-৬; হোসিয়া ১:১১; আমোস ৯:১১ আয়াত।

৩৭:২২ ইসরাইলের পর্বতগুলো। দেখুন আয়াত ৬:২-৩; ৩৪:১৩; ৩৬:১। *একই বাদশাহ্।* শুধুমাত্র এখানে এবং ২৪ আয়াতে "বাদশাহ্" শব্দটি দিয়ে ভবিষ্যৎ শাসনকর্তাকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণ এক্ষেত্রে "পালক" বা "শাসক" কথাটি ব্যবহৃত হয় (৩৪:২৪ আয়াতের নোট দেখুন), যেমনটা ২৫ আয়াতে দেখা যায়। ৭:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ৪৪:৩; ৪৫:৭-৯ আয়াত দেখুন এবং ৪৫-৪৮ অধ্যায় দেখুন, যেখানে আদর্শ যুগের শাসনকর্তাকে সব সময় পালক বলা হয়েছে।

৩৭:২৩ নিজেদের মূর্তি। সবচেয়ে প্রাচীন ও মৌলিক অপরাধ (আয়াত ৬:৪ ও নোট দেখুন)। *নিজেদের কোন অধর্ম।* তুলনা করুন ইয়ার ২:১৯; ৩:২২ আয়াত। *পাক-পবিত্র করবো।* তুলনা করুন ৩৬:২৫ আয়াত। *আমার লোক ... তাদের আল্লাহ্।* ১১:২০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৭:২৪-২৬ এই আয়াতগুলোর মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয়েছে বাদশাহ্ দাউদের সাথে সম্পাদিত নিয়ম (আয়াত ২৪), সিনাই পর্বতে স্থাপিত নিয়ম বা শরীয়ত (আয়াত ২৪) এবং হযরত ইব্রাহিমের সাথে সম্পাদিত নিয়ম (আয়াত ২৫) – যার সবগুলোই "শান্তির নিয়ম" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে (আয়াত ২৬)।

৩৭:২৪ আমার গোলাম দাউদ। ৩৪:২৩ আয়াতের মত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) আসন্ন মসীহী শাসনকর্তাকেও দাউদ বলা হচ্ছে, কারণ তিনি বাদশাহ্ দাউদের বংশধর হবেন এবং দাউদ ইসরাইল জাতির জন্য যা অর্জন করেছিলেন তা তিনিও অর্জন করবেন এবং তা পরিপূর্ণ করবেন। *বাদশাহ্।* ২২ আয়াতের নোট দেখুন। *পালক।* ৩৪:২৩ আয়াতের মত এখানেও আসন্ন শাসনকর্তাকে পালক বলা হয়েছে, যিনি তাঁর মেষপালের প্রতিপালন করেন (তুলনা করুন ইউহোন্না ১০ অধ্যায়, বিশেষ করে ১৬ অধ্যায়ে দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

পর্বতগুলোতে, তাদের একই জাতি করবো ও
একই বাদশাহ্ তাদের সকলের বাদশাহ্ হবেন;
তারা আর দুই জাতি হবে না, আর কখনও দুই
রাজ্যে বিভক্ত হবে না। ২৩ আর তারা নিজেদের
মূর্তি ও জঘন্য বস্তু দ্বারা এবং নিজেদের কোন
অধর্ম দ্বারা নিজেদের আর নাপাক করবে না; হ্যাঁ,
যেসব স্থানে তারা গুনাহ্ করেছে, তাদের সেসব
বাসস্থান থেকে আমি তাদেরকে নিস্তার করবো
এবং পাক-পবিত্র করবো; তাতে তারা আমার
লোক হবে এবং আমি তাদের আল্লাহ্ হব।
২৪ আর আমার গোলাম দাউদ তাদের উপরে
বাদশাহ্ হবেন; তাদের সকলের এক জনই
পালক হবে এবং তারা আমার অনুশাসন পথে
চলবে, আর আমার বিধিকলাপ রক্ষা করে
তদনুযায়ী আচরণ করবে। ২৫ আর আমি আমার
গোলাম ইয়াকুবকে যে দেশ দিয়েছি, যার মধ্যে
তোমাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করতো, সেই দেশে
তারা বাস করবে, তারা ও তাদের পুত্রপৌত্ররা
চিরকাল বাস করবে এবং আমার গোলাম দাউদ
চিরকালের জন্য তাদের নেতা হবেন। ২৬ আর
আমি তাদের জন্য শান্তির একটি নিয়ম স্থির
করবো; তাদের সঙ্গে তা চিরস্থায়ী নিয়ম হবে;
আমি তাদের বসাব ও বাড়াব এবং আমার পবিত্র
স্থান চিরকালের জন্য তাদের মধ্যে স্থাপন
করবো। ২৭ আর আমার আবাস তাদের উপরে
অবস্থান করবে এবং আমি তাদের আল্লাহ্ হব ও

[৩৭:২৫] উজা ৯:১২; আমোস ৯:১৫।
[৩৭:২৬] শুমারী ২৫:১২।
[৩৭:২৭] লেবীয় ২৬:১১।
[৩৭:২৮] হিজ ৩১:১৩।
[৩৮:২] পয়দা ১০:২।
[৩৮:৩] ইহি ৩৯:১।
[৩৮:৪] ২বাদশা

৩৭:২৫ আমার গোলাম ইয়াকুব। ২৮:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৭:২৬ শান্তির একটি নিয়ম। দেখুন আয়াত ২৪-২৬; ৩৪:২৫ ও নোট। *চিরস্থায়ী নিয়ম।* ১৬:৫৯-৬৩ আয়াতের নোট দেখুন। এই অংশটি পুরাতন নিয়মে ১৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যা দেখা যায় হযরত নূহের নিয়ম স্থাপনের সময়ে (পয়দা ৯:১৬), হযরত ইব্রাহিমের সময়ে (পয়দা ১৭:৭, ১৩, ১৯), বাদশাহ্ দাউদের সময়ে (২ শামু ২৩:৫) এবং "নতুন" নিয়ম বা চুক্তি স্থাপনের সময়ে (ইয়ার ৩২:৪০)। এর সাথে তুলনা করুন পীনহসের সাথে স্থাপিত নিয়ম (শুমারী ২৫:১২-১৩)। *আমার পবিত্র স্থান ... তাদের মধ্যে স্থাপন করবো।* যেমনটা তিনি এর আগে করেছিলেন। নবী ইহিস্কেলের ভবিষ্যৎ দিনে এই কথাগুলো পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, কারণ সে সময় এবাদতখানা পুনর্নির্মাণ হয়ে উঠেছিল কেন্দ্রীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (অধ্যায় ৪০-৪৮ দেখুন)। দেখুন আয়াত ২৭-২৮।

৩৭:২৭ তাদের আল্লাহ্ ... আমার লোক। জাকা ৮:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৮:১–৩৯:২৯ যুগের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, যখন বাদশাহ্ দাউদের রাজবংশ দ্বারা ইসরাইলের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধার (অধ্যায় ৩৭) বিশ্বের অন্যান্য পরাশক্তিগুলোকে একত্রিত করে তুলবে, যেন তারা আল্লাহ্‌র রাজ্যকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। জেরুশালেমের বিপক্ষে যে বিরাট বাহিনী আসবে তারা পরিণত হবে সারি সারি মৃতদেহে এবং তারা প্রতিজ্ঞাত দেশের মাঠগুলোতে পড়ে থাকবে, যা হানাদার বাহিনীর গোরস্থানে পরিণত হবে (অধ্যায় ৩৯ দেখুন)। প্রথমে রয়েছে ইয়াজুজের বিরুদ্ধে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী (৩৮:১-১৩, ১৪-২৩; ৩৯:১-১৬) এবং এর পরে রয়েছে একটি মহা ভোজের বর্ণনা যেখানে শত্রু সৈন্যদেরকে কোরবানীর পশুর ভাষায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (৩৯:১৭-২০)। সবশেষে ইসরাইল জাতির বন্দীত্ব ও পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার আলোকে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য: (১) তখন জাতিগণ জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ তাঁর নিজ জাতিকে রক্ষা করতে অক্ষম ছিলেন বলে যে তিনি তাদেরকে বন্দীদশায় যেতে দিয়েছিলেন তা নয়, বরং তারা তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিল বলে তিনি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলেন (৩৯:২১-২৪), এবং (২) ইসরাইল জাতির শাস্তি লাভের পর তাদেরকে পুনঃস্থাপন করার এই ঘটনাটি জাতিদেরকে দেখাবে যে, ইসরাইলের আল্লাহ্ প্রকৃত পবিত্র আল্লাহ্ (৩৯:২৫-২৯)।

৩৮:১ এই বক্তব্যটি অনেক সময় আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণের ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা ৩৮-৩৯ অধ্যায়ের ভূমিকায় একটি একক হিসেবে কাজ করেছে।

৩৮:২ মানুষের সন্তান। ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। *মুখ রাখ।* ২০:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন। *ইয়াজুজ।* সম্ভবত একজন নেতা বা বাদশাহ্ যার নাম শুধুমাত্র অধ্যায় ৩৮-৩৯ এবং প্রকা ২০:৮ আয়াতে পাওয়া যায়। অনেকেই বিভিন্ন শাসনকর্তার সাথে এই নামটিকে এক করার চেষ্টা করেছেন, বিশেষ করে গাইগিস, লিডিয়ার বাদশাহ্ (৬৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। সম্ভত ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র লোকদের রহস্যময় কিন্তু অপ্রকাশিত দুশমনদের বোঝানো হয়ে থাকে। *মাজুজ দেশীয়।* পয়দা ১০:২; ১ খান্দান ১:৫ আয়াতে মাজুজ হলেন যেফতের একজন সন্তান, কাজেই এটি একটি জাতি তথা গোষ্ঠীর নাম। ইহি ৩৯:৬ আয়াতে এই নাম দিয়ে একটি জাতিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যেহেতু নামের শুরুতে "মা" শব্দটি দিয়ে কোন জায়গা বোঝানো হয়ে থাকে, সে কারণে হয়তো মাজুজ নামটির অর্থ শ্রেফ "ইয়াজুজের দেশ"। বহু যুগ ধরে ইসরাইলীয়রা হামীয় ও সেমীয় জাতির শত্রুতা সহ্য করেছে; ভবিষ্যতের যে মিত্র-বাহিনীর কথা এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাদের একটি অন্যতম অংশ হচ্ছে যেফতের বংশধরেরা এবং তারাই এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে (তুলনা করুন পয়দা ১০ অধ্যায়)। *প্রধান শাসনকর্তা।* প্রধান সামরিক সেনাপতি। এনআইভি অনুবাদে অংশটির সম্ভাব্য অনুবাদ করা হয়েছে "রোশের শাসনকর্তা," এবং এটি যদি সঠিক হয় তাহলে রোশ সম্ভবত একটি অজ্ঞাত দেশ বা জাতির নাম। তবে এক্ষেত্রে নামটিকে বর্তমান "রাশিয়া"র সাথে মেলালে তা খুব যে কার্যকর ফল দেবে তা নয় এবং তা প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। *মেশক ও তূবল।* যেফতের এই বংশধরেরা (পয়দা ১০:২ ও নোট; ১ খান্দান ১:৫) সম্ভবত পূর্ব এশিয়া মাইনরের বাসিন্দা ছিল (তুলনা করুন ২৭:১৩; ৩২:২৬ আয়াত)। এরা উত্তর ইসরাইলের লোক ও স্থান (তুলনা করুন আয়াত ৬, ১৫; ৩৯:২)। আশেরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের যুগের মত এদের মূল আঘাতও আসবে উত্তর দিক থেকে।

৩৮:৩ আমি তোমার বিপক্ষ। ৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৮:৪ তোমাকে এদিক্ ওদিক্ ফিরাব। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। *তোমার আকড়া দিয়ে চোয়াল ছিদ্র করবো।* যেভাবে ২৯:৪ আয়াতে ফেরাউনকে বলা হয়েছে, সেভাবে ইয়াজুজকেও আল্লাহ্‌র সামনে পশু হিসেবে তুলনা করা হয়েছে।

তারা আমার লোক হবে। ২৮ তখন আমি যে
ইসরাইলের পবিত্রকারী মাবুদ, তা জাতিরা
জানবে, কেননা তখন আমার পবিত্র স্থান তাদের
মধ্যে চিরকাল থাকবে।

ইয়াজুজ-মাজুজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

৩৮ ১ মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২ হে মানুষের সন্তান,
মাজুজ দেশীয় ইয়াজুজ, মেশকের ও তূবলের
প্রধান শাসনকর্তার দিকে মুখ রাখ ও তার বিরুদ্ধে
ভবিষ্যদ্বাণী বল, ৩ তুমি বল, সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, হে ইয়াজুজ, মেশকের ও তূবলের
প্রধান শাসনকর্তা, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ;
৪ তোমাকে এদিক ওদিক ফিরাব ও তোমার
আকড়া দিয়ে চোয়াল ছিদ্র করবো, আর তোমাকে
ও তোমার সমস্ত সৈন্য, ঘোড়াগুলো ও পূর্ণ
সজ্জিত সমস্ত ঘোড়সওয়ারকে, ঢাল ও ফলকধারী
মহাসমাজকে, তলোয়ারধারী সমস্ত লোককে
বাইরে আনবো। ৫ পারস্য, ইথিওপিয়া ও পূট
তাদের সঙ্গী হবে; এরা সকলে ঢাল ও
শিরস্ত্রাণধারী; ৬ গোমর ও তার সকল সৈন্যদল,
উত্তর দিকের প্রান্তবাসী তোগর্মের কুল ও তার
সকল সৈন্যদল, এই নানা মহাজাতি তোমার সঙ্গী
হবে। ৭ প্রস্তুত হও, নিজেকে প্রস্তুত কর– তুমি ও
তোমার কাছে সমাগত তোমার সমস্ত সমাজ–
এবং তুমি তাদের রক্ষক হও। ৮ বহুদিন অতীত
হলে তোমাকে আহ্বান করা যাবে; ভবিষ্যতের
বছরগুলোতে তুমি একটি দেশ আক্রমণ করবে
যে দেশ তলোয়ার থেকে রেহাই পেয়েছে, যে
দেশে অনেক জাতি থেকে লোক সংগৃহীত হয়ে
ইসরাইলের চিরোৎসন্ন পর্বতগুলোতে আসবে;
তারা জাতিদের মধ্য থেকে বাইরে আনা হয়েছে
এবং তারা সকলেই নির্ভয়ে বাস করবে। ৯ কিন্তু
তুমি উঠবে, ঝঞ্ঝার মত আসবে, মেঘের মত
তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার সকল সৈন্যদল ও
অনেক জাতি সেই দেশ গ্রাস করবে।
১০ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, সেদিন নানা
বিষয় তোমার মনে পড়বে এবং তুমি অনিষ্টের
সঙ্কল্প করবে। ১১ তুমি বলবে, আমি সেই দেশের
বিরুদ্ধে যাত্রা করবো যার প্রাচীর-বিহীন গ্রাম
আছে, আমি সেই শান্তিযুক্ত লোকদের কাছে
যাব, তারা নির্ভয়ে বাস করছে; তারা সকলে
প্রাচীরহীন স্থানে বাস করছে; এবং তাদের অর্গল
বা কবাট নেই। ১২ তুমি লুট করবে ও দ্রব্য হরণ
করবে; আগে উৎসন্ন সেই বসতিস্থানগুলোর
বিরুদ্ধে এবং জাতিদের মধ্য থেকে সংগৃহীত,
আর পশু ও ধনপ্রাপ্ত এবং দুনিয়ার কেন্দ্রে
বসবাসকারী জাতির বিরুদ্ধে হাত বাড়াবে।
১৩ সাবা, দদান ও তর্শীশের বণিকরা এবং
সেখানকার সকল গ্রাম তোমাকে বলবে, তুমি কি
লুট করার জন্য আসলে? দ্রব্য হরণ করার জন্য
কি তোমার এই জনসমাজকে একত্র করলে?
সোনা ও রূপা নিয়ে যাওয়া, পশু ও ধন হরণ
করা, বিস্তর লুট করাই কি তোমার অভিপ্রায়?
১৪ অতএব, হে মানুষের সন্তান, তুমি ভবিষ্যদ্বাণী

১৯:২৮।
[৩৮:৫] পয়দা ১০:৬।
[৩৮:৬] পয়দা ১০:২।
[৩৮:৭] ইশা ৮:৯।
[৩৮:৮] ইয়ার ২৩:৬; ইহি ২৮:২৬; যোয়েল ৩:১।
[৩৮:৯] ইশা ২৫:৪; ২৮:২; প্রকা ২০:৮।
[৩৮:১০] জবুর ৩৬:৪; মীখা ২:১।
[৩৮:১১] ইয়ার ৪৯:৩১; জাকা ২:৪।
[৩৮:১৩] পয়দা ১০:৭।
[৩৮:১৪] লেবীয় ২৫:১৮; ইয়ার ১৬:১৫; জাকা ২:৫।
[৩৮:১৫] ইহি ৩৯:২; প্রকা ২০:৮।
[৩৮:১৬] লেবীয় ১০:৩।

৩৮:৫ ইথিওপিয়া। কূশ রাজ্য; উত্তর দিক থেকে আসা আক্রমণকারী বাহিনী (আয়াত ২ ও নোট দেখুন) দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাহিনীর সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছে। *পূট।* বর্তমান লিবিয়া।

৩৮:৬ গোমর। ইয়াজুজের আরেকটি উত্তর দেশীয় মিত্র (আয়াত ২ ও নোট দেখুন), যার নাম পয়দা ১০:৩ ও ১ খান্দান ১:৬ আয়াতে যেফতের একজন সন্তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস বহির্ভূত উৎস থেকে জানা যায় যে, এই জাতির উৎপত্তি ছিল মৃত সাগরের উত্তরে। *তোগর্ম।* ২৭:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। পয়দা ১০:৩ ও ১ খান্দান ১:৬ আয়াত অনুসারে তোগর্ম হচ্ছে গোমরের একজন বংশধর।

৩৮:৮ বহুদিন অতীত হলে ... ভবিষ্যতের বছরগুলোতে। ৩৪-৩৭ আয়াতে ইসরাইলের বর্ণিত ইসরাইলের পুনরুদ্ধার লাভের সমস্ত ঘটনা পরিপূর্ণতা লাভের পর।

৩৮:৯ মেঘের মত। ইয়ার ৪:১৩ আয়াতে নবী ইয়ারমিয়া একইভাবে উত্তর দিকে আসা আক্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন।

৩৮:১০ সেদিন। নবীদের কিতাবে এই ভাষাটি অত্যন্ত পরিচিতি ও বহুল ব্যবহৃত। এখানে এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইয়াজুজ কর্তৃক ইসরাইল আক্রমণের দিনটিকে। *নানা বিষয় তোমার মনে পড়বে।* বেহেশতী বিভিন্ন বিষয় (আয়াত ৪) এর সাথে এসেছে, যা পাক কিতাব অনুসারে প্রায়শই মানুষের কাজের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে (তুলনা করুন দ্বি.বি. ৩১:৩; ইশা ১০:৬-৭)। *অনিষ্টের সঙ্কল্প।* ইসরাইল আক্রমণের পরিকল্পনা (আয়াত ১২ দেখুন)।

৩৮:১১ সেই দেশের ... যার প্রাচীর-বিহীন গ্রাম আছে। এখানে এক অপরূপ শান্তি ও আদর্শ ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে, যখন আরও কোন প্রাচীরের প্রয়োজন হবে না। জাকা ২:৪-৫ আয়াত ও নোট দেখুন), যেখানে ধারণা করা হয়েছে মাবুদ আল্লাহ্‌ই স্বয়ং সকলের সুরক্ষা হয়ে থাকবেন (তুলনা করুন ৩৬:৩৫-৩৬ আয়াত)।

৩৮:১২ দুনিয়ার কেন্দ্র। "কেন্দ্র" শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে অনেক সময় "নাভি" বোঝানো হয়ে থাকে, যার মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্‌র সাথে এই দুনিয়ার একটি অপরিহার্য সংযোগ ও সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে (এই ধারণাটি ৫:৫ আয়াতেও দেখা যায়)। যেহেতু হিব্রু ভাষায় "দুনিয়া" শব্দটি দিয়ে "ভূমি" বোঝানো হতে পারে, সে কারণে ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে জেরুশালেম ইসরাইলেরও কেন্দ্রস্থল এবং এই দুনিয়ারও কেন্দ্রস্থল।

৩৮:১৩ সাবা। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল (আধুনিক ইয়েমেন), যা ব্যবসা বাণিজের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল (আইউব ৬:১৯; দেখুন ২৩:৪২; ২৭:২২; পয়দা ১০:২৮ ও নোট)। *দদান।* ২৫:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *তর্শীশ।* ২৭:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:১৬ পবিত্র বলে মান্য হবো। লেবীয় ১০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

বল, ইয়াজুজকে বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, সেদিন যখন আমার লোক ইসরাইল
নির্ভয়ে বাস করবে, তখন তুমি কি তা জানবে
না? ১৫ আর তুমি তোমার স্থান থেকে, উত্তর
দিকের প্রান্ত থেকে আসবে এবং অনেক জাতি
তোমার সঙ্গে আসবে; তারা সকলে ঘোড়ায় চড়ে
আসবে, মহাসমাজ ও পরাক্রমশালী সৈন্যসামন্ত
হবে। ১৬ আর তুমি মেঘের মত দেশ আচ্ছাদন
করার জন্য আমার লোক ইসরাইলের বিরুদ্ধে
যাত্রা করবে; ভাবী কালে এরকম ঘটবে; আমি
তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনবো, যেন
জাতিরা আমাকে জানতে পারে, কেননা তখন, হে
ইয়াজুজ, আমি তাদের দৃষ্টিগোচরে তোমার মধ্য
দিয়ে পবিত্র বলে মান্য হবো।

ইয়াজুজের শাস্তি

১৭ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি কি
সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে আমি আগেকার দিনে
আমার গোলামেরা দ্বারা, অর্থাৎ যারা সেই সময়ে
অনেক বছর যাবৎ ভবিষ্যদ্বাণী বলতো, সেই
ইসরাইলীয় নবীদের দ্বারা এই কথা বলতাম যে,
আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে আনাবো?
১৮ সেদিন যখন ইয়াজুজ ইসরাইল দেশের
বিরুদ্ধে আসবে, তখন আমার কোপাগ্নি আমার
নাসিকায় উঠবে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন। ১৯ কারণ আমি নিজের অন্তর্জ্বালায় ও
রোষানলে বলেছি, অবশ্য সেদিন ইসরাইল দেশে
মহাকম্প হবে। ২০ তাতে সমুদ্রের মাছ,
আসমানের পাখি, বনের পশু, ভূচর সরীসৃপ এবং
ভূতলস্থ সমস্ত মানুষ আমার সাক্ষাতে ভয়ে
কাঁপবে, পর্বতগুলো উৎপাটিত হবে, শৈলের
চূড়াগুলো পড়ে যাবে এবং সমস্ত প্রাচীর ভূমিসাৎ

[৩৮:১৯] ইশা ২৪:১৮; যোয়েল ২:১০; ৩:১৬; প্রকা ৬:১২।
[৩৮:২০] হিজ ১৫:১৪।
[৩৮:২১] ১শামু ১৪:২০; ২খান্দান ২০:২৩; হগয় ২:২২।
[৩৮:২২] হিজ ৯:১৮; জবুর ১৮:১২; প্রকা ১৬:২১।
[৩৮:২৩] ইহি ২০:৪২; ৩৬:২৩; ৩৭:৬।
[৩৯:১] প্রকা ২০:৮।
[৩৯:২] ইহি ৩৮:৪, ১৫।
[৩৯:৩] হোশেয় ১:৫; আমোস ২:১৫।
[৩৯:৪] ইয়ার ২৫:৩৩; ইহি ২৯:৫; ৩৩:২৭।
[৩৯:৬] ইহি ৩০:৮; প্রকা ২০:৯।
[৩৯:৭] ইশা ১২:৬; ৫৪:৫; ইহি ২০:৯; ৩৬:১৬, ২৩।
[৩৯:৯] জবুর ৪৬:৯।
[৩৯:১০] ইশা

হবে। ২১ আর আমি নিজের সকল পর্বতে তার
বিরুদ্ধে তলোয়ার আহ্বান করবো, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন; প্রত্যেকের তলোয়ার
তার ভাইয়ের বিরুদ্ধ হবে। ২২ আর আমি
মহামারী ও রক্ত দ্বারা বিচারে তার সঙ্গে ঝগড়া
করবো এবং তার উপরে, তার সকল সৈন্যদলের
ও তার সঙ্গী অনেক জাতির উপরে ভীষণ বৃষ্টি ও
বড় বড় শিলাবৃষ্টি, আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করবো।
২৩ আর আমি নিজের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশ
করবো, বহুসংখ্যক জাতির সাক্ষাতে নিজের
পরিচয় দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই
মাবুদ।

ইয়াজুজের সৈন্যবাহিনীর বিনাশ

৩৯ ১ আর, হে মানুষের সন্তান, তুমি
ইয়াজুজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বল,
তুমি বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, হে
ইয়াজুজ!, মেশকের ও তূবলের অধিপতি, দেখ,
আমি তোমার বিপক্ষ। ২ আমি তোমাকে এদিক
ওদিক ফিরাব, তোমাকে চালাব, উত্তর দিকের
প্রান্ত থেকে তোমাকে আনাবো এবং ইসরাইলের
পর্বতগুলোতে তোমাকে উপস্থিত করবো। ৩ আর
আমি আঘাত করে তোমার ধনুক তোমার বাম
হাত থেকে খসাব ও তোমার ডান হাত থেকে
তোমার তীরগুলো নিপাত করবো। ৪ ইসরাইলের
পর্বতগুলোতে তুমি, তোমার সকল সৈন্যদল ও
তোমার সঙ্গী জাতিরা মরে পড়ে থাকবে; আমি
তোমাকে খাবার হিসেবে সব জাতের হিংস্র পাখি
ও বন্য পশুদের দেব। ৫ তুমি মাঠে পড়ে থাকবে,
কেননা আমি এই কথা বললাম; এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন। ৬ আর আমি মাজুজের
মধ্যে ও নিশ্চিন্ত উপকূল-নিবাসীদের মধ্যে আগুন

৩৮:১৭ তুমি কি সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে ... ভবিষ্যদ্বাণী বলতো। সম্ভবত এখানে আল্লাহ্‌ ও তাঁর লোকদের বিরোধিতাকারী জাতিগণের প্রতি আল্লাহ্‌র বেহেশতী বিচার সাধিত হওয়ার বিষয়ে এর আগে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। (আয়াত ২ ও নোট দেখুন, "ইয়াজুজ")।

৩৮:১৯ মহাকম্প। আল্লাহ্‌র পরাক্রমশালী উপস্থিতির নিদর্শন, যিনি তাঁর ভূমিতে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করতে আসবেন।

৩৮:২০ প্রাণীজগতের এই বিবরণ প্রকৃতির একাত্মতার বিষয়টি নির্দেশ করে (দেখুন ১:৫ আয়াত ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ৯:২; ১ বাদশাহ্‌ ৪:৩৩; আইউব ১২:৭-৮ আয়াত ও নোট)।

৩৮:২১ তার বিরুদ্ধে তলোয়ার আহ্বান করবো। আল্লাহ্‌র বিচারের তলোয়ার (আয়াত ৫:২ ও নোট দেখুন)। *প্রত্যেকের তলোয়ার তার ভাইয়ের বিরুদ্ধ হবে।* ইসরাইলের শত্রুদের সাথে তাদের মিত্রতা স্থাপন তারই বিরুদ্ধে যাবে, যেভাবে যিহোশাফটের সময়ে সৈন্যরা এহুদা আক্রমণ করেছিল (২ খান্দান ২০:২২-২৩)।

৩৮:২২ বেহেশতী হাতিয়ারের এই বিবৃতি থেকে ধারণা করা যায় যে, আল্লাহ্‌ সরাসরি এতে অংশ নেবেন এবং কোন ধরনের দুনিয়াবী সৈন্য বাহিনীর সাহায্য তিনি নেবেন না।

৩৯:১-১৬ এখানেও ৩৮ অধ্যায়ের মত একই দৃশ্যপটের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যদিও কয়েকটি বিষয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যুক্ত করা হয়েছে।

৩৯:১ হে ইয়াজুজ! মেশকের ও তূবলের অধিপতি। ৩৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:২ উত্তর দিকের প্রান্ত থেকে। যেমনটা ৩৮:৬, ১৫ আয়াতে দেখা যায়।

৩৯:৩ ধনুক। তুলনা করুন ইয়ার ৬:২৩ আয়াত। ইসরাইলের দুশমনেরা তাদের ধনুক থেকে একটিও তীর নিক্ষেপ করার আগেই মাবুদ আল্লাহ্‌ তাদের নিরস্ত্র করবেন।

৩৯:৪ খাবার হিসেবে সব জাতের হিংস্র পাখি। এই বক্তব্যটি ১৭-২০ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩৯:৬ আগুন প্রেরণ করবো। ২০:৪৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৯:৭ আমার পবিত্র নাম আর নাপাক হতে দেব না। লেবীয় ১৮:২১ আয়াত ও নোট দেখুন। *পবিত্রতম।* লেবীয় ১১:৪৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৯:৯ সাত বছর। একটি প্রতীকী সংখ্যা, যার মধ্য দিয়ে আক্রমণকারী বাহিনীর আকৃতি এবং সবশেষে আল্লাহ্‌র

প্রেরণ করবো, তাতে তারা জানবে যে, আমিই
মাবুদ।
৭ আর আমি আমার লোক ইসরাইলের মধ্যে
আমার পবিত্র নাম জানাবো, আমার পবিত্র নাম
আর নাপাক হতে দেব না; তাতে জাতিরা জানবে
যে, আমিই মাবুদ, ইসরাইলের মধ্যে পবিত্রতম।
৮ দেখ, যা আসছে তা সিদ্ধ হবে, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন; এ সেদিন, যে দিনের
কথা আমি বলেছি।
৯ তখন ইসরাইলের সকল নগর-নিবাসী
লোকেরা বাইরে যাবে এবং ঢাল ও ফলক, ধনুক
ও তীর এবং লাঠি ও শূল, এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে
আগুন জ্বালাবে ও পুড়িয়ে ফেলবে; তারা সাত
বছর পর্যন্ত সেসব নিয়ে আগুন জ্বালাবে। ১০ তারা
মাঠ থেকে কাঠ আনবে না, বনের গাছ কাটবে
না; কেননা তারা সেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগুন
জ্বালাবে; তারা তাদের লুণ্ঠনকারীদের ধন লুট
করবে ও যারা তাদের সম্পত্তি অপহরণ
করেছিল, তাদের সম্পত্তি অপহরণ করবে; এই
কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

ইয়াজুজের কবরস্থান

১১ আর সেদিন আমি ইসরাইলের মধ্যে
ইয়াজুজকে কবরস্থান দেব, তা সমুদ্রের পূর্বদিকস্থ
পথিকদের উপত্যকা; এবং তা পথিকদের গতি
রোধ করবে; সেই স্থানে লোকে ইয়াজুজ ও তার
সমস্ত লোককে দাফন করবে এবং তার নাম
রাখবে গে-হামোন-ইয়াজুজ [ইয়াজুজের
লোকারণ্যের উপত্যকা]। ১২ দেশ পাক-পবিত্র
করার জন্য ইসরাইল-কুল তাদেরকে দাফন
করতে সাত মাস ব্যস্ত থাকবে। ১৩ আর দেশের
সকল লোক তাদের দাফন করবে এবং আমার
নিজের গৌরব প্রকাশ করার দিনে সেই কাজ
তাদের পক্ষে সুনামের হবে, এই কথা সার্বভৌম
মাবুদ বলেন। ১৪ আর যারা নিয়মিত কাজে
নিযুক্ত থাকবে, তাদেরকে তারা পৃথক করে
দেবে, তারা দেশ পর্যটন করবে, পর্যটনকারীরা
ভূমিতে অবশিষ্ট সকলকে দেশ পাক-পবিত্র
করার জন্য দাফন করবে; সপ্তম মাসের শেষে
তারা অনুসন্ধান করবে। ১৫ আর সেই
দেশপর্যটনকারীরা পর্যটন করবে; এবং যখন
কেউ মানুষের অস্থি দেখে, তখন তার পাশে
একটি চিহ্ন গাঁথবে; পরে যারা কবর দেয় তারা
গে-হামোন-ইয়াজুজে তার কবর দেবে।
১৬ আবার একটি নগরের নাম হামোনা
[লোকারণ্য] হবে; এভাবে তারা দেশ পাক-পবিত্র
করবে।
১৭ আর হে মানুষের সন্তান, সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, তুমি সব জাতের পাখিদেরকে এবং
সমস্ত বনপশুকে বল, তোমরা একত্র হয়ে এসো,
সর্বদিক্ থেকে আমার কোরবানীর ভোজে
সমবেত হও, কেননা আমি ইসরাইলের
পর্বতমালার উপরে তোমাদের জন্য একটি মহা

১৪:২; ৩৩:১; হবক ২:৮।
[৩৯:১১] ইশা ৩৪:৩।
[৩৯:১২] দ্বি:বি ২১:২৩।
[৩৯:১৩] ইহি ২৮:২২।
[৩৯:১৭] আইউ ১৫:২৩।
[৩৯:১৮] জবুর ২২:১২; ইয়ার ৫১:৪০।
[৩৯:১৯] লেবীয় ৩:৯।
[৩৯:২০] ইশা ৫৬:৯; ইয়ার ১২:৯; প্রকা ১৯:১৭-১৮।
[৩৯:২১] হিজ ৯:১৬; ইশা ৩৭:২০; ইহি

লোকদের বিরুদ্ধে এই মহা যুদ্ধের বিষয়ে চিহ্ন প্রকাশ করা হচ্ছে, যদিও অনেকে আক্ষরিক অর্থে সাত বছরে মনে করে থাকেন।

৩৯:১১ উপত্যকা। সম্ভবত যিষ্রিয়েল বা মেগিদ্দো, যা পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর থেকে পূর্ব দিকে জর্ডান নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। *সমুদ্র।* সম্ভবত ভূমধ্য সাগর।

৩৯:১২ সাত মাস। তুলনা করুন আয়াত ৯ ও নোট। *দেশ পাক-পবিত্র করার জন্য।* আনুষ্ঠানিক পাক পবিত্রকরণ নবী ইহিস্কেলের ধর্মতত্ত্বের একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান (২২:২৬; ২৪:১৩; ৩৬:২৫, ৩৩; ৩৭:২৩)। বিশেষ করে মৃতদেহ ছিল প্রচণ্ড অপবিত্র বিষয় (দেখুন লেবীয় ৫:২; ২১:১, ১১; ২২:৪; শুমারী ৫:২; ৬:৬-১২; ১৯:১৬; ৩১:১৯ আয়াত)।

৩৯:১৩ দেশের সকল লোক। ৭:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন, যদিও এখানে হয়তো একটি বিশেষ শ্রেণীর উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি।

৩৯:১৪ যারা নিয়মিত কাজে নিযুক্ত থাকবে। সাত মাস দাফন করার পালা শেষ হবার পর বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করা হবে, যারা দেশটির সম্পূর্ণ পাক পবিত্রকরণের কাজ তত্ত্বাবধান করবে। তারা লক্ষ্য করবে যেন একটিও মৃতদেহ দাফন না করা অবস্থায় না থাকে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও শুদ্ধতা অর্জনই তাদের উদ্দেশ্য।

৩৯:১৭-২০ এই আয়াতগুলো ৯-১৬ আয়াতকে কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে, যা কিছুটা ভিন্ন বক্তব্য প্রকাশ করে (ইশা ৩৪:৬ আয়াত ও নোট; ইয়ার ৪৬:১০; সফ ১:৭)। কোরবানীর রূপক বক্তব্যটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, মাবুদ আল্লাহ্ বিচারের মধ্য দিয়ে দেশটিকে পবিত্র করবেন, যেমনটি জেরিকোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি (ইউসা ৬:১৭ আয়াত দেখুন)।

৩৯:১৮ তোমরা বীরদের গোশ্‌ত খাবে। সাধারণত হিংস্র পশু ও পাখি যা করে থাকে তারই একটি নৃশংস বর্ণনা (এর আগের আয়াতটির নোট ও প্রকা ১৯:১৭-২১ আয়াত দেখুন)। *তারা সকলে বাশন দেশের ... ষাঁড়ের।* নিহতদের দেহকে তুলনা করা হচ্ছে কোরবানীর জন্য প্রচলিত পশুর দেহের সাথে। *বাশন।* গালীল সাগরের পূর্ব তীরে অবস্থিত উর্বর চারণ ভূমি, যা হৃষ্টপুষ্ট গাভীর জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল (দ্বি.বি. ৩২:১৪; জবুর ২২:১২; আমোস ৪:১ আয়াত দেখুন) এবং সেই সাথে ওক গাছের জন্যও বিখ্যাত ছিল (২৭:৬; ইশা ২:১৩ আয়াত দেখুন)।

৩৯:১৯ চর্বি ভোজন ... রক্ত পান করবে। এছাড়া এখানে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটি হল মাবুদের কোরবানীর ভোজ, যেখানে সাধারণত চর্বি ও রক্ত আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সংরক্ষণ করে রাখা হয় (দেখুন ৪৪:১৫; এর সাথে লেবীয় ৩:১৬; ১ শামু ২:১৫; ইশা ৩৪:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৯:২০ আমার মেজ। কোরবানীর জন্য বিশেষ কোরবানগাহ্। দেখুন ৪০:৩৮-৪৩ আয়াত এবং ৪১:২২ আয়াতে নতুন এবাদতখানার টেবিল বা মেজের বর্ণনা দেখুন।

৩৯:২১ আমার গৌরব। এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দৃশ্যমান উপস্থিতি (১:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে এই দৃশ্যমানতার কারণ হচ্ছে মানবীয় ইতিহাসে বেহেশতী হস্তক্ষেপ।

৩৯:২২-২৩ ইসরাইল-কুল জানবে ... জাতিরা জানবে। যেভাবে আল্লাহ্ নিজেকে ইসরাইল জাতির কাছে এবং অন্যান্য

কোরবানী করবো; তাতে তোমরা গোশ্‌ত খাবে
ও রক্ত পান করবে। ১৮ তোমরা বীরদের গোশ্‌ত
খাবে ও ভূপতিদের রক্ত পান করবে, তারা সকলে
বাশন দেশের হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া, ভেড়ার বাচ্চা, ছাগল
ও ষাঁড়ের। ১৯ আর আমি তোমাদের জন্য যে
কোরবানী প্রস্তুত করেছি, তাতে তোমরা তৃপ্ত না
হওয়া পর্যন্ত চর্বি ভোজন ও মাতাল না হওয়া
পর্যন্ত রক্ত পান করবে। ২০ আর আমার টেবিলে
ঘোড়া, রথ, বীর ও সব রকম যোদ্ধাদেরকে খেয়ে
তারা তৃপ্ত হবে; এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন।

ইসরাইলকে নিজের দেশে পুনঃস্থাপন

২১ আর আমি জাতিদের মধ্যে আমার গৌরব
স্থাপন করবো এবং আমি যে শাসন করবো ও
তাদের উপর যে উঠাব, তা সমস্ত জাতি দেখবে।
২২ আর সেই দিনে ও তারপরে ইসরাইল-কুল
জানবে যে, আমি মাবুদই তাদের আল্লাহ্‌।
২৩ আর জাতিরা জানবে যে, ইসরাইল-কুল
নিজের অপরাধের জন্য নির্বাসিত হয়েছিল, বস্তুত
তারা আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল, তাই
আমি তাদের দিক থেকে আমার মুখ
লুকিয়েছিলাম ও তাদেরকে বিপক্ষদের হাতে
তুলে দিয়েছিলাম, আর তারা সকলে তলোয়ারের
আঘাতে মারা পড়েছিল। ২৪ তাদের যেমন
নাপাকীতা ও যেমন অধর্ম, আমি তাদের প্রতি
তেমনি ব্যবহার করেছিলাম; আমি তাদের থেকে
আমার মুখ লুকিয়েছিলাম।
২৫ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
এখন আমি ইয়াকুবের বন্দীদশা ফিরাব, সমস্ত
ইসরাইল-কুলের প্রতি করুণা করবো এবং
আমার পবিত্র নামের পক্ষে উদ্যোগী হবে।
২৬ আর তারা নিজেদের অপমান ও আমার
বিরুদ্ধে কৃত নিজেদের সমস্ত সত্যলঙ্ঘনের ভার
বইবে, যখন তারা নির্ভয়ে তাদের দেশে বাস
করবে, আর কেউ তাদের ভয় দেখাবে না,
২৭ যখন আমি জাতিদের মধ্য থেকে তাদের
ফিরিয়ে আনবো ও তাদের দুশমনদের সমস্ত
দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করবো এবং
বহুসংখ্যক জাতির সাক্ষাতে তাদের মধ্য দিয়ে
পবিত্র বলে মান্য হবো। ২৮ তখন তারা জানবে
যে, আমিই তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ, কেননা আমি
জাতিদের কাছে তাদের নির্বাসিত করেছিলাম,
আর আমি তাদেরই দেশে তাদের একত্র করেছি,
তাদের মধ্যে কাউকেও আর সেখানে অবশিষ্ট
রাখবো না। ২৯ আর আমি তাদের দিক থেকে
আমার মুখ আর লুকাব না, কারণ আমি ইসরাইল-
কুলের উপরে আমার রূহ্‌ ঢেলে দেব, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

৩৮:১৬।
[৩৯:২৩] ইশা ১:১৫; ৫৯:২; ইয়ার ২২:৮-৯; ৪৪:২৩।
[৩৯:২৪] ২বাদশা ১৭:২৩; ইয়ার ২:১৭, ১৯; ৪:১৮; দানি ৯:৭।
[৩৯:২৫] ইয়ার ৩৩:৭।
[৩৯:২৬] ১বাদশা ৪:২৫; ইয়ার ৩২:৩৭।
[৩৯:২৭] ইহি ৩৭:২১।
[৩৯:২৮] জবুর ১৪৭:২।
[৩৯:২৯] দ্বি:বি ৩১:১৭।
[৪০:১] ২বাদশা :৭; ইয়ার ৩৯:১-১০; ৫২:৪-১১।
[৪০:২] হিজ ২৪:১০; দানি ৭:১, ৭।
[৪০:৩] ইহি ১:৭; প্রকা ১:১৫।
[৪০:৪] দ্বি:বি ৬:৬।
[৪০:৪] ইয়ার ২৬:২।

জাতির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন ইসরাইল জাতিকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে (হিজ ৬:৭; ৭:৫, ১৭; ১০:২; ১৪:১৮; ১৬:৬-৭, ১২; ইউসা ৩:১০; ৪:২৪ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইউসা ২:৯-১১; ৫:১ আয়াত), সেভাবে এখন ইসরাইল ও অন্যান্য জাতিরা দেখবে কীভাবে তিনি তাঁর লোকদেরকে তাদের গুনাহ্‌র জন্য বিচার করেন (আয়াত ২৭; ৬:৭ ও নোট দেখুন)।

৩৯:২৩ আমার মুখ লুকিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে (জবুর ১৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩০:৭; ইশা ৫৪:৮; ৫৭:১৭ আয়াত দেখুন)।

৩৯:২৪ তাদের যেমন নাপাকীতা ও যেমন অধর্ম। বিশেষ করে ২২ আয়াতে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তবে পুরো ৬-২৪ আয়াত জুড়েই তা দেখা যায়।

৩৯:২৫ ইয়াকুব। সমগ্র ইসরাইল জাতি, যেমনটা ২০:৫ আয়াতে দেখা যায়। *আমার পবিত্র নামের পক্ষে।* ২০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৯:২৬ তারা নিজেদের অপমান ... ভার বইবে। এর আগে যে লজ্জা ও ভয় তাদেরকে স্মরণ করতে হত (৬:৯; ২০:৪৩; ৩৬:৩১ আয়াত দেখুন) তা এখানে মুছে দেওয়া হয়েছে।

৩৯:২৭ তাদের মধ্য দিয়ে পবিত্র বলে মান্য হবো। আল্লাহ্‌ নিজেকে এক নতুন ও পবিত্রীকৃত জাতির মধ্য দিয়ে নতুনভাবে প্রকাশ করবেন (লেবীয় ১০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৯:২৮ তখন তারা জানবে যে, আমিই তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ। দেখুন আয়াত ২২-২৩ ও নোট।

৩৯:২৯ আমি ... আমার রূহ্‌ ঢেলে দেব। আল্লাহ্‌র জীবনদায়ী রূহের দান (দেখুন ৩৬:২৭; ৩৭:১৪; আরও দেখুন ২:২ আয়াতের নোট; যোয়েল ২:২৮)।

৪০:১-৪৭ বায়তুল মোকাদ্দস পুনঃস্থাপন।

৪০:১ পঞ্চবিংশ বছরে ... আরম্ভে মাসের দশম দিনে। ২৮শে এপ্রিল ৫৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *আমাদের নির্বাসনের।* ইহিস্কেল কিতাবে যতগুলো তারিখের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বন্দীদশা থেকে স্মরণ করা হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র এখানে এবং ৩৩:২১ আয়াতে বন্দীদশার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে (১:২ আয়াত দেখুন)। *বছরের আরম্ভে।* হিব্রু রোশ হাসানাহ্‌, সুপরিচিত ইহুদী নববর্ষ উদযাপন উৎসব। সাধারণত এটি শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে (সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে), কিন্তু যেহেতু পুরো কিতাবটিতে নবী ইহিস্কেল ভিন্ন ধরনের ও অত্যন্ত পুরাতন একটি ধর্মীয় দিনপঞ্জি ব্যবহার করেছেন, সে কারণে উপরে বসন্তকালের যে তারিখটি দেওয়া হয়েছে সেটি সঠিক (লেবীয় ২৩:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *মাবুদ আমার উপরে হস্তার্পণ করলেন।* ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:২ আল্লাহ্‌র দেওয়া দর্শনযোগে। নবী ইহিস্কেলের তিনটি প্রধান দর্শনের সবগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে (১:১; ৮:৩ আয়াত দেখুন)। *অতি উঁচু কোন একটি পর্বতে।* সিয়োন পর্বত, যা অন্যান্য নবীয়তী দর্শনের তুলনায় অত্যন্ত উঁচু স্থানে নিয়ে দেওয়া হয়েছে (১৭:২২; ইশা ২:২; মিকাহ্‌ ৪:১; জাকা ১৪:১০ আয়াত দেখুন)। এখানে উচ্চতা দিয়ে গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, যেমন আল্লাহ্‌র রাজত্বের বেহেশতী পাদপীঠ। *তার উপরে দক্ষিণ দিকে।* নগরীটি এর দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত ছিল, আর পর্বতটির অবস্থান ছিল উত্তর দিকে (তুলনা করুন জবুর ৪৮ অধ্যায়; দেখুন জবুর ৪৮:২ আয়াত ও নোট)।

নতুন এবাদতখানা-বিষয়ক দর্শন

৪০ ১ আমাদের নির্বাসনের পঞ্চবিংশ
বছরে, বছরের আরম্ভে মাসের দশম
দিনে, অর্থাৎ নগর নিপাতিত হবার পরে চতুর্দশ
বছরের সেই দিনে, মাবুদ আমার উপরে হস্তার্পণ
করলেন ও আমাকে সেই স্থানে উপস্থিত
করলেন। ২ তিনি আল্লাহ্‌র দেওয়া দর্শনযোগে
আমাকে ইসরাইল দেশে উপস্থিত করলেন ও
অতি উঁচু কোন একটি পর্বতে বসালেন; তার
উপরে দক্ষিণ দিকে যেন একটি নগরের গাঁথুনি
ছিল। ৩ তিনি আমাকে সেই স্থানে নিয়ে গেলেন,
আর দেখ, এক জন পুরুষ; তাঁর আভা ব্রোঞ্জের
আভার মত, তাঁর হাতে কার্পাসের একটি দড়ি ও
মাপবার একটি নল ছিল এবং তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে
ছিলেন। ৪ পরে সেই পুরুষটি আমাকে বললেন,
হে মানুষের সন্তান, আমি তোমাকে যা যা দেখাব,
সেসব তুমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কর, স্বকর্ণে শোন ও
আমি তোমাকে যা কিছু দেখাব তাতে মনোযোগ
দাও, কেননা তোমাকে সেসব দেখাবার জন্যই
তোমাকে এই স্থানে আনা হয়েছে; তুমি যা যা
দেখবে, তার সকলই ইসরাইল-কুলকে জানাবে।
৫ আর দেখ, এবাদতখানার বাইরে চারদিকে
একটি প্রাচীর, আর সেই পুরুষের হাতে মাপবার
একটি নল, তা ছয় হাত লম্বা, এর প্রত্যেক হাত
এক হাত চার আঙ্গুল পরিমিত। পরে তিনি
দেয়ালটি মাপলেন; তা চওড়ায় এক নল ও
উচ্চতায় এক নল। ৬ পরে তিনি পূর্বমুখী দ্বারে
আসলেন, তার সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন এবং দ্বারের

[৪০:৫] ইহি ৪২:২০।
[৪০:৬] ইহি ৮:১৬।
[৪০:৭] আয়াত ৩৬।
[৪০:১৪] হিজ ২৭:৯।
[৪০:১৬] আয়াত ২১-২২; ২খান্দান ৩:৫; ইহি ৪১:২৬।
[৪০:১৭] প্রকা ১১:২।
[৪০:১৯] ইহি ৪৬:১।

গোবরাটটি মাপলেন; তা চওড়ায় এক নল
পরিমিত; এবং অন্য কপাটটিও চওড়ায় এক নল
পরিমিত। ৭ আর প্রত্যেকটি কক্ষ লম্বায় এক নল
ও চওড়ায় এক নল পরিমিত; এক একটির
কক্ষের মধ্যে পাঁচ হাত ব্যবধান ছিল; এবং
দ্বারের বারান্দার পাশে এবাদতখানার দিকে
দ্বারের গোবরাট ছিল, এক নল পরিমিত। ৮ আর
তিনি এবাদতখানার দিকে দ্বারের বারান্দাটি
মাপলেন, তা এক নল হল। ৯ পরে তিনি দ্বারের
বারান্দা আট হাত এবং তার উপস্তম্ভগুলো দুই
হাত মাপলেন; দ্বারের বারান্দা এবাদতখানার
দিকে ছিল। ১০ আর পূর্বমুখী দ্বারের কক্ষ এক
পাশে তিনটি, অন্য পাশের তিনটি ছিল; তিনটির
মাপ একই ছিল; এবং এপাশে ওপাশে অবস্থিত
উপস্তম্ভগুলোও একই মাপের ছিল। ১১ পরে তিনি
দ্বারের প্রবেশস্থানের চওড়াটা মাপলেন; তা দশ
হাত পরিমিত আর দ্বারের লম্বা তের হাত
পরিমিত ছিল। ১২ আর বাসাগুলোর সম্মুখে এক
হাত পরিমিত প্রান্ত ছিল; এবং অন্য পাশের এক
হাত পরিমিত প্রান্ত ছিল; এবং প্রত্যেক বাসা এক
পাশে ছয় হাত পরিমিত এবং অন্য পাশে ছয়
হাত পরিমিত ছিল। ১৩ পরে তিনি এক কক্ষের
ছাদ থেকে অপর কক্ষের ছাদ পর্যন্ত দ্বারের চওড়া
মাপলেন, তা পঁচিশ হাত পরিমিত এবং এক
প্রবেশ-দ্বার অপর প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে ছিল।
১৪ পরে তিনি উপস্তম্ভগুলো ষাট হাত করে
ধরলেন; এবং প্রাঙ্গণ উপস্তম্ভগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত
হল, তার চারদিকে দ্বার ছিল। ১৫ আর

৪০:৩ ব্রোঞ্জের আভার মত। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষটি নেহায়েত সাধারণ মানুষ ছিলেন না। *তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন।* সম্ভবত বাইরের প্রাঙ্গণের দ্বারের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১৭-১৯ দেখুন)। *কার্পাসের একটি দড়ি।* যা সাধারণত দীর্ঘকায় কোন কিছু পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হত, যেমনটা ৪৭:৩ আয়াতে দেখা যায়। *মাপবার একটি নল।* সাধারণত কম দৈর্ঘ্যের কোন কিছু পরিমাপ করতে এটি ব্যবহৃত হত। এর উচ্চতা ছিল প্রায় ১০ ফুট ৪ ইঞ্চি।

৪০:৫ এবাদতখানার বাইরে চারদিকে একটি প্রাচীর। যা পবিত্র স্থান থেকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানটিকে পৃথক করেছে। *ছয় হাত লম্বা।* হাতের আদর্শ পরিমাপ অনুসারে (এক হাত সমান সাত প্রশস্থ হাত বা ২১ ইঞ্চি), যা পরিমাপের সংক্ষিপ্ত এককটির চেয়ে পুরাতন (ছয় প্রশস্থ হাত, বা আঠার ইঞ্চি)। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নবী ইহিস্কেল পুরাতন আদর্শ অনুসারে পরিমাপ করছিলেন (২ খান্দান ৩:৩ আয়াত দেখুন)।

৪০:৬ পূর্বমুখী দ্বারে। বাইরের প্রাঙ্গণের দ্বার। বাইরের প্রাঙ্গনের তিনটি দ্বার (পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ) ভেতরের প্রাঙ্গনের তিনটি দ্বারের মতই ছিল (আয়াত ৩২), যার সাথে রক্ষীদের জন্য ছয়টি কুঠরী ছিল (প্রতি পাশে তিনটি করে) এবং একটি করে বারান্দা ছিল (আয়াত ৮-৯)। মেগিদ্দো, গেষর ও হাৎসোরে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সময়কার কিছু নির্মাণ পরিকল্পনা আবিষ্কার করা হয়েছে যা এই দ্বারগুলোর নকশার সাথে মেলে (১ বাদশাহ্‌ ৯:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। বায়তুল মোকাদ্দসের পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশ করে কেউ নাপাক করতে চাইলে রক্ষীরা তাকে প্রতিহত করতো (উযা ২:৬২ আয়াত দেখুন)। *তার সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন।* বায়তুল মোকাদ্দসের দিকে যাওয়ার তিন স্তর বিশিষ্ট সিঁড়ির মধ্যে প্রথমটি। এটিতে মোট সাতটি ধাপ ছিল (আয়াত ২২); দ্বিতীয়টিতে (ভেতরের প্রাঙ্গণে) ছিল আটটি ধাপ (আয়াত ৩১); শেষটিতে (এবাদতখানা) ছিল দশটি ধাপ (আয়াত ৪৯ দেখুন) – সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে পবিত্রতার মাত্রার ক্রমাগত বৃদ্ধি বোঝানো হয়েছে।

৪০:৯ দ্বারের বারান্দা এবাদতখানার দিকে ছিল। ভেতরের প্রাঙ্গণের দ্বারের বারান্দাগুলোর অবস্থান ছিল উল্টো, যেগুলো এবাদতখানার বিপরীতে মুখ করা ছিল (আয়াত ৩৪)।

৪০:১০ পূর্বমুখী দ্বারের কক্ষ এক পাশে তিনটি। রক্ষীদের অবস্থানের জন্য নির্মিত কক্ষ, যার বিষয়ে ৭ আয়াতে বলা হয়েছে।

৪০:১৬ খেজুর গাছ। যেমনটা সোলায়মানের বায়তুল মোকাদ্দসেও দেখা গিয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ৬:২৯, ৩২, ৩৫ আয়াত দেখুন ও ৬:২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪০:১৭ ত্রিশটি কুঠরী। এই কক্ষ বা কুঠরীগুলোর সঠিক অবস্থান দেওয়া হয় নি। সম্ভবত এবাদতখানায় আগত দর্শনার্থী তথা সাধারণ মানুষের জন্য এই কক্ষগুলো রাখা হয়েছিল (ইয়ার ৩৫:২, ৪ আয়াত দেখুন এবং ইয়ার ৩৫:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

প্রবেশস্থানে দ্বারের অগ্রদেশ থেকে অন্তঃস্থ দ্বারের
বারান্দার অগ্রদেশ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাত ছিল।
১৬ আর দ্বারের ভিতরে সমস্ত দিকে কক্ষগুলোর ও
তার উপস্তম্ভগুলোর জালবদ্ধ জানালা ছিল এবং
তার মণ্ডপগুলোতেও ঐ একই রকম জানালা
ছিল; জানালাগুলো ভিতরে চারদিকে ছিল; এবং
উপস্তম্ভগুলোতে খেজুর গাছের আকৃতি ছিল।

বাইরের প্রাঙ্গণ

১৭ পরে তিনি আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে
আনলেন; আর দেখ, সেই স্থানে অনেক কুঠরী ও
চারদিকে প্রাঙ্গণের জন্য নির্মিত একটি প্রস্তরবাঁধা
ভূমি; সেই প্রস্তরবাঁধা ভূমির উপরে ত্রিশটি
কুঠরী। ১৮ সেই প্রস্তরবাঁধা ভূমি দ্বারগুলোর পাশে
দ্বারের লম্বা অনুযায়ী ছিল, এটি নিম্নতর প্রস্তরবাঁধা
ভূমি। ১৯ পরে তিনি দ্বারের নিম্নতম অগ্রদেশ
থেকে ভিতরের প্রাঙ্গণের অগ্রদেশ পর্যন্ত বাইরে
চওড়াটা মাপলেন, পূর্ব দিকে ও উত্তর দিকে তা
এক শত হাত।
২০ পরে তিনি বাইরের প্রাঙ্গণের উত্তরমুখী
দ্বারের লম্বা ও চওড়া মাপলেন। ২১ তার বাসা
এক পাশে তিনটি ও অন্য পাশে তিনটি এবং তার
উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলোর পরিমাণ প্রথম দ্বারের
পরিমাণের মত; লম্বায় পঞ্চাশ হাত ও চওড়ায়
পঁচিশ হাত। ২২ আর তার জানালা, মণ্ডপ ও
খেজুরাকৃতি সকল পূর্বমুখী দ্বারের পরিমাণ অনু-
রূপ ছিল, লোকেরা সাতটি ধাপ দিয়ে তাতে
আরোহণ করতো; তার সম্মুখে তার মণ্ডপ ছিল।
২৩ আর উত্তরদ্বার ও পূর্বদ্বারের সম্মুখে ভিতরের
প্রাঙ্গণের দ্বার ছিল; তিনি এক দ্বার থেকে অন্য
দ্বার পর্যন্ত মাপলেন এবং তা এক শত হাত হল।
২৪ পরে তিনি আমাকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে
গেলেন, আর দেখ, দক্ষিণ দিকে এক দ্বার; আর
তিনি তার উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলো মাপলেন, তার
পরিমাণ আগের পরিমাণের মতই। ২৫ আর
অন্যান্য জানালার মত চারদিকে তার ও তার
মণ্ডপগুলোর জানালা ছিল, লম্বায় পঞ্চাশ ও
চওড়ায় পঁচিশ হাত। ২৬ আর তাতে আরোহণ
করার সাতটি ধাপ ছিল ও সেগুলোর সম্মুখে তার

[৪০:২১] আয়াত ৭।
[৪০:২২] আয়াত ৪৯।
[৪০:২২] আয়াত ১৬, ২৬।
[৪০:২৩] আয়াত ১৯।
[৪০:২৪] আয়াত ৩২, ৩৫।
[৪০:২৫] আয়াত ৩৩।
[৪০:২৭] আয়াত ৩২।
[৪০:২৮] আয়াত ৩৫।
[৪০:২৯] আয়াত ৭।
[৪০:৩০] আয়াত ২১।
[৪০:৩১] আয়াত ২২।
[৪০:৩২] আয়াত ২৪।
[৪০:৩৩] আয়াত ৭।
[৪০:৩৪] আয়াত ২২।
[৪০:৩৫] ইহি ৪৪:৪; ৪৭:২।
[৪০:৩৬] আয়াত ৭।
[৪০:৩৭] আয়াত ২২।
[৪০:৩৮] ২খান্দান ৪:৬; ইহি ৪২:১৩।
[৪০:৩৯] লেবীয় ৪:৩, ২৮।
[৪০:৪২] হিজ ২০:২৫।

মণ্ডপ ছিল; এবং তার উপস্তম্ভে এক দিকে একটি
ও অন্য দিকে একটি, এরকম দু'টি খেজুরের
আকৃতি ছিল। ২৭ আর দক্ষিণ দিকে ভিতরের
প্রাঙ্গণের একটি দ্বার ছিল; পরে তিনি দক্ষিণমুখী
এক দ্বার থেকে অন্য দ্বার পর্যন্ত মাপলেন এবং
তা একশত হাত ছিল।
২৮ পরে তিনি আমাকে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে ভিতরের
প্রাঙ্গণের মধ্যে আনলেন; এবং আগের পরিমাণ
অনুসারে দক্ষিণ দ্বার মাপলেন। ২৯ আর তার
কক্ষ, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলো ঐ পরিমাণের অনু-
রূপ ছিল; এবং চারদিকে তার ও তার মণ্ডপের
জানালা ছিল; দ্বার লম্বায় পঞ্চাশ হাত ও চওড়ায়
পঁচিশ হাত ছিল। ৩০ আর চারদিকে মণ্ডপ ছিল,
তা পঁচিশ হাত লম্বাও পাঁচ হাত চওড়া। ৩১ আর
তার মণ্ডপগুলো বাইরের প্রাঙ্গণের পাশে এবং
তার উপস্তম্ভে খেজুর আকৃতি ছিল; এবং তার
উপস্তম্ভে খেজুর আকৃতি ছিল; এবং তার সিঁড়ির
আটটি ধাপ ছিল।
৩২ পরে তিনি আমাকে পূর্ব দিকে ভিতরের
প্রাঙ্গণের মধ্যে আনলেন; এবং ঐ পরিমাণ
অনুসারে দ্বার মাপলেন। ৩৩ তার কক্ষ, উপস্তম্ভ
ও মণ্ডপগুলো ঐ পরিমাণের অনুরূপ ছিল; এবং
চারদিকে তার ও তার মণ্ডপের জানালা ছিল,
লম্বায় পঞ্চাশ হাত ও চওড়ায় পঁচিশ হাত ছিল।
৩৪ আর তার মণ্ডপগুলো বাইরের প্রাঙ্গণের পাশে
ছিল এবং এদিকে ওদিকে তার উপস্তম্ভে খেজুর
আকৃতি ছিল এবং তার সিঁড়ির আটটি ধাপ ছিল।
৩৫ পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারে আনলেন; এবং
ঐ পরিমাণ অনুসারে তা মাপলেন। ৩৬ তার
কক্ষ, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলো এবং চারদিকে
জানালা ছিল; লম্বায় পঞ্চাশ ও চওড়ায় পঁচিশ
হাত ছিল। ৩৭ তার উপস্তম্ভগুলো বাইরের
প্রাঙ্গণের পাশে এবং এদিকে ওদিকে উপস্তম্ভে
খেজুর আকৃতি ছিল; এবং তার সিঁড়ির আটটি
ধাপ ছিল।
৩৮ দ্বারগুলোর উপস্তম্ভের কাছে দ্বারযুক্ত একটি
কুঠরী ছিল; সেখানে লোকেরা পোড়ানো-
কোরবানী ধুয়ে নিত। ৩৯ আর দ্বারের বারান্দায়

৪০:১৯ এক শত হাত। ১৭০ ফুটের বেশি (আয়াত ৫ ও নোট দেখুন); এটিই বাইরের প্রাঙ্গণের প্রশস্ততা এবং তা বাইরের প্রাচীরকে ভেতরের প্রাচীর থেকে পৃথক করেছিল।

৪০:২০ উত্তরমুখী দ্বার। এটি এবং দক্ষিণের দ্বার (আয়াত ২৪) দুটোই পূর্ব দ্বারের মত অভিন্ন ছিল (আয়াত ৬ ও নোট দেখুন)।

৪০:২২ সাতটি ধাপ। আয়াত ৬ ও নোট দেখুন।

৪০:২৮ দক্ষিণ দ্বার। ভেতরের প্রাচীরের দক্ষিণ দ্বার, যা বর্ণনা করা না হলেও ধারণা করা যেতে পারে। **আগের পরিমাণ অনুসারে।** দুই পাশের বাইরের প্রাচীরের পরিমাণ অনুসারে (আয়াত ৬ ও নোট দেখুন)।

৪০:৩৪ আটটি ধাপ। আয়াত ৬ ও নোট দেখুন।

৪০:৩৮ দ্বারগুলোর উপস্তম্ভের কাছে ... কুঠরী। ভেতরের দ্বারের বারান্দাগুলোর অবস্থান ছিল বাইরের প্রাঙ্গণমুখী, অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দসের বিপরীতমুখী। *পোড়ানো-কোরবানী ধুয়ে নিত।* সেখানে কোরবানীর পশুর ভেতরের অন্ত্র সহ অন্যান্য প্রত্যঙ্গ এবং পা ধুয়ে নেওয়া হত (লেবীয় ১:৯)।

৪০:৩৯ পোড়ানো-কোরবানী। সম্ভবত কোরবানী উৎসর্গের সবচেয়ে প্রাচীন ধরন। আস্ত প্রাণীটিকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী হিসেবে আগুনের উপরে উৎসর্গ করা হত (লেবীয় ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *গুনাহ্‌ কোরবানী ও দোষ-কোরবানী।* লেবীয় ৪-৭ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে (উক্ত অধ্যায়গুলোর নোট দেখুন)। মঙ্গল কোরবানী ছিল আরও বেশি উৎসবমুখর, যা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি

BACIB International Bible CHURCH

এদিকে দুই টেবিল, ওদিকে দুই টেবিল ছিল,
তার কাছে পোড়ানো-কোরবানী, গুনাহ্ কোরবানী
ও দোষ-কোরবানী পশু জবেহ্ করা হত। ৪০ আর
দ্বারের পাশে বাইরে উত্তরদ্বারের প্রবেশস্থানে
সিঁড়ির কাছে দু'টি টেবিল ছিল, আবার দ্বারের
বারান্দার পার্শ্ববর্তী অন্য পাশে দু'টি টেবিল ছিল।
৪১ দ্বারের পাশে এদিকে চারটি টেবিল, ওদিকে
চারটি টেবিল ছিল; সবসুদ্ধ আটটি টেবিল ছিল
যার উপরে কোরবানীর যন্ত্রপাতি রাখা হত।
৪২ আর পোড়ানো-কোরবানীর জন্য চারটি টেবিল
ছিল, তা মসৃণ করা পাথর দিয়ে তৈরি এবং দেড়
হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও এক হাত উঁচু
ছিল; পোড়ানো-কোরবানীর ও অন্য কোরবানীর
পশু যা দ্বারা জবেহ্ করা হত, সেসব অস্ত্র সেখানে
রাখা যেত। ৪৩ আর চার আঙ্গুল লম্বা আঁকড়া
চারদিকের দেয়ালে মারা ছিল এবং টেবিলগুলোর
উপরে উপহারের গোশ্‌ত রাখা যেত।
৪৪ আর ভিতরের দ্বারের বাইরে গায়কদের
কুঠরী অন্তঃপ্রাঙ্গণে ছিল, একটি ছিল, উত্তরদ্বারের
পাশে, সেটি দক্ষিণমুখী; আর একটি ছিল,
পূর্বদ্বারের পাশে, সেটি উত্তরমুখী। ৪৫ পরে তিনি
আমাকে বললেন, যে ইমামেরা এবাদতখানার
দেখাশোনার কাজ করে, এই দক্ষিণমুখী কুঠরী
তাদের হবে। ৪৬ আর যে ইমামেরা
কোরবানগাহ্‌র দেখাশোনার কাজ করে, এই
উত্তরমুখী কুঠরী তাদের হবে। এরা সাদোকের
সন্তান, লেবির সন্তানদের মধ্যে এরাই মাবুদের
পরিচর্যা করার জন্য তাঁর কাছে আসে। ৪৭ পরে
তিনি সেই প্রাঙ্গণ মাপলেন, তা একশত হাত লম্বা
ও একশত হাত চওড়া, চারদিকে সমান ছিল;
কোরবানগাহ্ এবাদতখানার সম্মুখে ছিল।

বায়তুল-মোকাদ্দসের পরিমাপ

৪৮ পরে তিনি আমাকে এবাদতখানার বারান্দায়
নিয়ে গিয়ে সেই বারান্দার উপস্তম্ভগুলো মাপলেন;
প্রত্যেকটি এদিকে পাঁচ হাত, ওদিকে পাঁচ হাত
পরিমিত; এবং দ্বারের চওড়া এদিকে তিন হাত,
ওদিকে তিন হাত পরিমিত ছিল। ৪৯ বারান্দাটি
লম্বায় বিশ হাত ও চওড়ায় এগার হাত ছিল;
এবং দশ ধাপ দিয়ে লোকে তাতে উঠতো; আর
উপস্তম্ভের কাছে এদিকে একটি স্তম্ভ, ওদিকে
একটি স্তম্ভ ছিল।

৪১ ১ পরে তিনি আমাকে এবাদতখানার
কাছে এনে উপস্তম্ভগুলো মাপলেন;
সেগুলোর চওড়া এদিকে ছয় হাত, ওদিকে ছয়
হাত ছিল, এ-ই তাঁবুর চওড়া। ২ আর
প্রবেশস্থানের চওড়া দশ হাত ও সেই
প্রবেশস্থানের পাশে এদিকে পাঁচ হাত, ওদিকে
পাঁচ হাত। পরে তিনি তার লম্বা চল্লিশ হাত ও
চওড়া বিশ হাত মাপলেন। ৩ পরে তিনি ভিতরে
প্রবেশ করে প্রবেশস্থানের প্রত্যেক উপস্তম্ভ দুই
হাত, প্রবেশস্থান ছয় হাত ও প্রবেশস্থানের চওড়া
সাত হাত মাপলেন। ৪ পরে তিনি তার লম্বা বিশ
হাত ও এবাদতখানার অগ্রদেশে তার চওড়া বিশ
হাত মাপলেন এবং আমাকে বললেন, এটি মহা-
পবিত্র স্থান।
৫ পরে তিনি এবাদতখানার দেয়াল ছয় হাত ও
চারদিকে এবাদতখানা বেষ্টনকারী প্রত্যেক
পাশের কুঠরীর চার হাত চওড়া মাপলেন।
৬ একতলার উপরে অন্য তলা, এভাবে তিন তলা
পর্যন্ত পাশের কুঠরীগুলো ছিল, তার একেক
তলায় ত্রিশ কুঠরী ছিল; এবং এবাদতখানার
সঙ্গে সংলগ্ন হবার জন্য চারদিকের সকল পাশে
অবস্থিত কুঠরীগুলোর জন্য এবাদতখানার গায়ে
একটি দেয়াল ছিল; তার উপরে সেসব নির্ভর
করতো, কিন্তু এবাদতখানার দেয়ালের মধ্যে
ঢুকানো ছিল না। ৭ আর উচ্চতা অনুসারে
কুঠরীগুলো উত্তরোত্তর প্রশস্ত হয়ে এবাদতখানা
বেষ্টন করলো, কারণ তা চারদিকে ক্রমশ উঁচু

[৪০:৪৫] ১খান্দান ৯:২৩।
[৪০:৪৬] শুমারী ১৮:৫।
[৪০:৪৬] ২শামু ৮:১৭; উজা ৭:২।
[৪০:৪৭] ইহি ৪১:১৩-১৪।
[৪০:৪৮] ১বাদশা ৬:২।
[৪০:৪৯] আয়াত ২২; ১বাদশা ৬:৩।
[৪০:৪৯] ১বাদশা ৭:১৫।
[৪১:১] আয়াত ২৩।
[৪১:২] ২খান্দান ৩:৩।
[৪১:৪] হিজ ২৬:৩৩; ইব ৯:৩-৮।
[৪১:৬] ১বাদশা ৬:৫।
[৪১:৭] ১বাদশা ৬:৮।

(দেখুন ৪৩:২৭; ৪৫:১৭; ৪৬:২, ১২ আয়াত ও নোট)।

৪০:৪৬ সাদোকের সন্তান। সাদোকের সন্তানদের সাথে লেবীয়দের পার্থক্য সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৪৪:১৫-৩১ আয়াত ও নোট।

৪০:৪৭ কোরবানগাহ্। ৪৩:১৩-১৭ আয়াতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৪০:৪৮–৪২:২০ নতুন বায়তুল মোকাদ্দসের বর্ণনা।

৪০:৪৮ বারান্দা। বাদশাহ্ সোলায়মানের বারান্দার মতই, কিন্তু আকৃতিতে সামান্য বড় (১ বাদশাহ্ ৬:৩ আয়াত দেখুন)।

৪০:৪৯ স্তম্ভ। বাদশাহ্ সোলায়মানের এবাদতখানায় এগুলোকে যাখীন ও বোয়স বলা হত (১ বাদশাহ্ ৭:২১ আয়াত দেখুন)।

৪১:১ প্রধান কক্ষ। অথবা এবাদতগৃহের অন্তর্ভুক্ত তিনটি কক্ষের সবচেয়ে বড় এবাদতের স্থান (দেখুন বাদশাহ্ ৬:৩-৫ আয়াত)। এই প্রধান কক্ষের মাপ এবং সোলায়মানের এবাদত গৃহের প্রধান কক্ষের মাপ ছিল অভিন্ন (দেখুন ১ বাদশাহ্ ৬:১৭ আয়াত)।

৪১:২ তিনি পবিত্র স্থানের ভিতর প্রবেশ করলেন। ইহিস্কেল নয়, কেবলমাত্র ফেরেশতা মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করলেন। লেবীয় ১৬ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, কেবল মাত্র মহা ইমাম ছাড়া অন্য কেউ মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তা কেবলমাত্র বছরে একবার (ইবরানী ৯:৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *সাত হাত চওড়া।* মহাপবিত্র স্থানের ভিতরে এক জনের প্রবেশের জন্য দরজার প্রবেশ স্থান সঙ্কীর্ণ করা হয়েছিল (৪০:৪৮, ১৪ হাত; ৪১:২, ১০ হাত; আর এখানে ৬ হাত)।

৪১:৪ মহা পবিত্র স্থান। হিজরত ২৬:৩১-৩৫; ২৭:১২-১৩; ১ বাদশাহ্ ৬:২, ২৩; ২ খান্দান ৩:৮; উযা ৬:১৫; জবুর ২৮:২; মথি ২৭:৫১; ইবরানী ৮:২; ১০:১৯-২০ আয়াত দেখুন।

৪১:৬ প্রত্যেক তলায় ৩০টি করে কুঠরী ছিল। এই ৯০টি কুঠরী সম্ভবত ইমামদের ভাণ্ডারগৃহ ছিল, সম্ভবত দশমাংশের জন্য (মালাখি ৩:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

হয়ে এবাদতখানা বেষ্টন করলো, এজন্য উচ্চতা
অনুসারে এবাদতখানার গায়ে উত্তরোত্তর প্রশস্ত
হল; এবং নিচের তলা থেকে মধ্য তলা দিয়ে
উপরের তলায় যাবার পথ ছিল। ৮ আরও
দেখলাম, এবাদতখানার মেজে চারদিকে উঁচু,
পাশে অবস্থিত কুঠরীগুলো ছয় হাত পরিমিত
সম্পূর্ণ এক এক নল। ৯ বাইরের দিকে অবস্থিত
কুঠরীগুলোর যে দেয়াল, তা পাঁচ হাত মোটা ছিল
এবং অবশিষ্ট শূন্য স্থান এবাদতখানার পাশে
অবস্থিত সেসব কুঠরীর স্থান ছিল।
১০ কুঠরীগুলোর মধ্যে এবাদতখানার চারদিকে
প্রত্যেক পাশে বিশ হাত চওড়া স্থান ছিল।
১১ আর পাশে অবস্থিত এই কুঠরীগুলোর দ্বার
সেই শূন্য স্থানের দিকে ছিল, তার একটি দ্বার
উত্তর দিকে, অন্য দ্বারটি দক্ষিণ দিকে ছিল; এবং
চারদিকে সেই শূন্য স্থানের চওড়া ছিল পাঁচ
হাত।
১২ আর খোলা স্থানের সম্মুখে পশ্চিম দিকে যে
গাঁথুনি ছিল, তার চওড়া সত্তর হাত ছিল এবং
চারদিকে সেই গাঁথনির দেয়ালটি পাঁচ হাত মোটা
ছিল; এবং তার লম্বা নব্বই হাত ছিল।
১৩ পরে তিনি এবাদতখানার লম্বা একশত হাত
এবং খোলা স্থানের, গাঁথুনি ও তার দেয়ালের লম্বা
একশত হাত মাপলেন। ১৪ আর পূর্ব দিকে
এবাদখানা ও খোলা স্থানের অগ্রদেশ একশত
হাত চওড়া ছিল।
১৫ আর তিনি খোলা স্থানের সম্মুখভাগে
অবস্থিত গাঁথনির লম্বা, অর্থাৎ ওর পিছনে যা
ছিল, তা এবং এদিকে ওদিকে ওর অপ্রশস্ত
বারান্দা একশত হাত মাপলেন এবং
এবাদতখানার ভিতরখানা ও প্রাঙ্গণের
বারান্দাগুলো মাপলেন। ১৬ চারদিকে গোবরাট,
জালবদ্ধ জানালা এবং অপ্রশস্ত বারান্দা ছিল, এক
একটি কপাটের সম্মুখে চারদিকে কাঠের
তিরস্করিণী ভূমি থেকে জানালা পর্যন্ত ছিল; আর
জানালাগুলো আচ্ছাদিত ছিল; ১৭ আর
প্রবেশস্থানের উপরের স্থান, অন্তর্গৃহ, বাইরের
স্থান ও সমস্ত দেয়াল, চারদিকে ভিতরে ও বাইরে
যা যা ছিল, সকলের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ
নির্ধারিত হল। ১৮ আর ওতে কারুবী ও খেজুরের
শিল্পকর্ম ছিল, দু'টা করে কারুবীর মধ্যে এক
একটি খেজুর গাছ এবং এক একটি কারুবীর
দু'টি করে মুখ ছিল। ১৯ বস্তুত এক পাশের
খেজুরের দিকে মানুষের মুখ এবং অন্য পাশের
খেজুরের দিকে সিংহের মুখ চারদিকে সমস্ত গৃহে
শিল্পীত ছিল। ২০ ভূমি থেকে দ্বারের উপরিভাগ
পর্যন্ত সেই কারুবী ও খেজুর শিল্পীত ছিল; এটি
এবাদতখানার দেয়াল। ২১ এবাদতখানার
দ্বারকাঠগুলো চারকোনা বিশিষ্ট এবং পবিত্র
স্থানের সম্মুখভাগের আকৃতিও সেই রকম ছিল।
২২ কোরবানগাহ্ কাঠের তৈরি, তিন হাত উঁচু ও
লম্বায় দুই হাত; এবং তার কোণ, পায়া ও শরীর
কাঠের ছিল। পরে তিনি আমাকে বললেন, এটি
মাবুদের সম্মুখস্থ টেবিল। ২৩ আর বায়তুল-
মোকাদ্দসের ও বায়তুল-মোকাদ্দসের দুই দ্বার ছিল
এবং এক এক দ্বারের দু'টা করে কবাট ছিল;
২৪ দু'টা করে ঘূর্ণি কবাট ছিল, অর্থাৎ এক দ্বারের
দুই কবাট ও অন্য দ্বারের দুই কবাট ছিল।
২৫ সেগুলোতে ও বায়তুল-মোকাদ্দসের সেই সব
কবাটে দেয়ালের শিল্পকর্মের মত কারুবী ও
খেজুর শিল্পীত ছিল। আর বহিঃস্থ বারান্দার
সম্মুখ ভাগে কাঠের ঝিলিমিলি ছিল।
২৬ বারান্দার দুই পাশে, তার এদিকে ওদিকে
জালবদ্ধ জানালা ও খেজুর আকৃতি ছিল।
এবাদতখানার পাশে অবস্থিত কুঠরী সকল ও
বারান্দার ছাউনিও এরকম ছিল।

ইমামদের কুঠরী

৪২ ১ পরে তিনি আমাকে উত্তর দিকস্থ
পথে বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন;
এবং খোলা স্থানের সম্মুখে ও গাঁথনির সম্মুখে

[৪১:১৪] ইহি ৪০:৪৭।
[৪১:১৫] ইহি ৪২:৩।
[৪১:১৬] ১বাদশা ৬:১৫; ইহি ৪২:৩।
[৪১:১৮] হিজ ৩৭:৭; ২খান্দান ৩:৭।
[৪১:১৯] ইহি ১০:১৪।
[৪১:২১] আয়াত ১।
[৪১:২২] হিজ ৩০:১।
[৪১:২৩] ১বাদশা ৬:৩২।
[৪১:২৪] ১বাদশা ৬:৩৪।
[৪১:২৬] আয়াত ১৫-১৬; ইহি ৪০:১৬।
[৪২:১] হিজ ২৭:৯; ইহি ৪১:১২-১৪।
[৪২:৩] ইহি ৪১:১৫।
[৪২:৪] ইহি ৪৬:১৯।

৪১:১৩ একশত। এই সামঞ্জস্যপূর্ণ একশ হাত উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৪১:১৬ চারদিকে ... কাঠ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সোলায়মানের এবাদত গৃহের মত (১ বাদশাহ্ ৬:১৫ আয়াত দেখুন)।

৪১:১৮ কারুবী। যারা রক্ষাকারী রূপে পরিচর্যা করে থাকেন (তুলনা করুন পয়দা ৩:২৪ আয়াত ও নোট)। এদের ১০ অধ্যায়ে বিরোধী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (১:৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন), এখানে কেবল দুটো মুখের কথা বলা হয়েছে – একটি মানুষের এবং একটি সিংহের (দেখুন ১ বাদশাহ্ ৬:২৯, ৩২, ৩৫ আয়াত)।

৪১:২২ কাঠের কোরবানগাহ্। যেভাবে পোড়ানো কোরবানীর কোরবানগাহ্ এবাদতগৃহের বাইরে স্থাপিত ছিল (৪৩:১৩-১৭) সেই ভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট কোরবানগাহ্ (চার পাশে ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৫ ফুট) মহা পবিত্র স্থানের বাইরে স্থাপিত ছিল। এটি টেবিল হিসেবে ব্যবহৃত হত, কোন সন্দেহ নেই যে এর উপরে দর্শন রুটি রাখা হত (হিজ ২৫:৩০; লেবীয় ২৪:৫-৯; ১ বাদশাহ্ ৭:৪৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। নবী ইহিস্কেল ধূপগাহ্ কিংবা প্রদীপ আসন সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নি যেভাবে সোলায়মানের এবাদত গৃহে দেখতে পাওয়া যায় এবং জমায়েত তাঁবুর সামনে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সমুদ্রপাত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না (১ বাদশাহ্ ৭:২৩) এবং একই ভাবে শরীয়ত সিন্দুকও অন্তর্ভুক্ত ছিল না (উযা ৬:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; ইয়ার ৩:১৬ আয়াত দেখুন)।

৪১:২৩ দুই দ্বার। এক একটি দ্বারের দুটি করে কবাট ছিল, যাতে প্রবেশ পথ আরও সংকীর্ণ হয়ে ওঠে।

৪২:১ এবাদতগৃহের প্রাঙ্গনের বাইরের কুঠরী। এই কুঠরীগুলো যে কাজে ব্যবহার করা হত তা ১৩-৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ১ বাদশাহ্ ৬ অধ্যায়ে সোলায়মানের এবাদতগৃহ সম্পর্কে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

উত্তর দিকস্থ কুঠরীতে নিয়ে গেলেন। ২ সেটি এক
শত হাত লম্বা এবং চওড়ায় ছিল পঞ্চাশ হাত;
এবং প্রবেশ দ্বার ছিল উত্তরমুখী। ৩ ভিতরের
প্রাঙ্গণের বিশ হাতের সম্মুখে এবং বাইরের
প্রাঙ্গণের প্রস্তরবাঁধা ভূমির সম্মুখে এক অপ্রশস্ত
বারান্দার অনুরূপ অন্য অপ্রশস্ত বারান্দা তৃতীয়
তালা পর্যন্ত ছিল। ৪ আর কুঠরীগুলোর সম্মুখে
ভিতরের দিকে দশ হাত চওড়া এক শত হাতের
একটি পথ ছিল এবং সকলের দ্বার উত্তর দিকে
ছিল। ৫ উপরিস্থ কুঠরীগুলো ক্ষুদ্র ছিল, কেননা
গাঁথনির অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত কুঠরী থেকে
এদের স্থান অপ্রশস্ত বারান্দার দরুন সংকীর্ণ
ছিল। ৬ কেননা তাদের তিন তলা ছিল, আর
প্রাঙ্গণ-স্তম্ভের মত স্তম্ভ ছিল না, এজন্য অধঃস্থিত
ও মধ্যস্থিত কুঠরীগুলোর চেয়ে উপরের
কুঠরীগুলো সঙ্কুচিত ছিল। ৭ আর বাইরে
কুঠরীগুলোর সমান্তরাল অথচ বাইরের প্রাঙ্গণের
পাশে কুঠরীগুলোর সম্মুখে একটি বেড়া ছিল, তা
পঞ্চাশ হাত লম্বা। ৮ কারণ বাইরের প্রাঙ্গণের
পাশে কুঠরীগুলোর লম্বা পঞ্চাশ হাত ছিল, কিন্তু
দেখ, এবাদতখানার আগে তা এক শত হাত
ছিল। ৯ বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে সেখানে গেলে
প্রবেশস্থান এই কুঠরীর নিচে পূর্ব দিকে পড়তো।
১০ প্রাঙ্গণের বেড়ার প্রশস্ত পাশে পূর্ব দিকে খোলা
স্থানের সম্মুখে এবং গাঁথনির সম্মুখে কুঠরী-শ্রেণী
ছিল।
১১ আর তাদের সম্মুখে যে পথ ছিল, তার
আকার উত্তর দিকস্থ কুঠরীগুলোর মত ছিল; তার
লম্বা অনুযায়ী চওড়া ছিল; আর তাদের সমস্ত
নির্গমস্থান, তাদের গঠনও দ্বারের অনুযায়ী ছিল।
১২ দক্ষিণ দিকের কুঠরীগুলোর দ্বারগুলোর মত
একটি দ্বার পথের মুখে ছিল; সেই পথ
সেখানকার বেড়ার সম্মুখে, যে আসত, তার পূর্ব
দিকে পড়তো।
১৩ পরে তিনি আমাকে বললেন, খোলা স্থানের
সম্মুখে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের যেসব কুঠরী
আছে, সেগুলো পবিত্র কুঠরী। যে ইমামেরা
মাবুদের কাছে উপস্থিত হয়, তারা সেই স্থানে
অতি পবিত্র দ্রব্যগুলো ভোজন করবে; সেই স্থানে
তারা অতি পবিত্র দ্রব্যগুলো এবং শস্য-উৎসর্গ,
গুনাহ্-কোরবানী ও দোষ-কোরবানী রাখবে,
কেননা স্থানটি পবিত্র। ১৪ যে সময় ইমামেরা
প্রবেশ করে, সেই সময়ে তারা পবিত্র স্থান থেকে
বাইরের প্রাঙ্গণে বের হবে না; তারা যে যে
পোশাক পরে পরিচর্যা করে, সেসব পোশাক
সেখানে রাখবে, কেননা সে সকল পবিত্র; তারা
অন্য পোশাক পরবে, পরে লোকদের স্থানে গমন
করবে।
১৫ ভিতরের গৃহের পরিমাপ সমাপ্ত করলে পর
তিনি আমাকে পূর্বমুখী দ্বারের দিকে বাইরে নিয়ে
গেলেন এবং তার চারদিক মাপলেন। ১৬ তিনি
মাপবার নল দিয়ে পূর্ব পাশ মাপলেন, মাপবার
নলে তা সবসুদ্ধ পাঁচ শত নল পরিমিত।
১৭ তিনি উত্তর পাশ মাপলেন, মাপবার নলে তা
সবসুদ্ধ পাঁচ শত নল পরিমিত। ১৮ তিনি দক্ষিণ
পাশ মাপলেন, মাপবার নলে তা পাঁচ শত নল
পরিমিত। ১৯ তিনি পশ্চিম পাশের দিকে ফিরে
মাপবার নল দিয়ে পাঁচ শত নল মাপলেন।
২০ এভাবে তিনি তার চারদিক মাপলেন; যা
পবিত্র ও যা সাধারণ, তার মধ্যে পার্থক্য করার
জন্য তার চারদিকে প্রাচীর ছিল; তা পাঁচ শত
নল দীর্ঘ ও পাঁচ শত নল চওড়া ছিল।

[৪২:৯] ইহি ৪৪:৫; ৪৬:১৯।
[৪২:১০] ইহি ৪১:১২-১৪।
[৪২:১৩] হিজ ২৯:৩১; লেবীয় ৬:২৯; ৭:৬; ১০:১২-১৩; শুমারী ১৮:৯-১০।
[৪২:১৪] লেবীয় ১৬:২৩; ইহি ৪৪:১৯।
[৪২:১৫] ইহি ৪৩:১।
[৪২:২০] ইহি ৪৫:২; প্রকা ২১:১৬।
[৪৩:১] ১খান্দান ৯:১৮; ইহি ৮:১৬; ৪২:১৫; ৪৪:১।
[৪৩:২] জবুর ১৮:৪; প্রকা ১:১৫।
[৪৩:৪] ইহি ১:২৮।
[৪৩:৪] ইহি ১০:১৯; ৪৪:২।
[৪৩:৫] ইশা ৬:৪।

৪২:১৩ ইমামেরা যারা মাবুদের কাছে উপস্থিত হয়। সাদোকের সন্তান (৪০:৬ আয়াত দেখুন, ৪৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন) মহাপবিত্র উৎসর্গীকৃত দ্রব্য ভোজন করেছিল। ইমামদের সাধারণ ভাবে পবিত্র স্থানে উৎসর্গীকৃত দ্রব্য সমূহের আংশিক খাওয়ার জন্য গ্রহণ করতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল (দেখুন লেবীয় ২:৩; ৫:১৩; ৬:১৫, ২৬, ২৯; ৭:৬, ১০)। লেবীয় ১১:৪৪ আয়াত ও নোট দেখুন; এছাড়া দেখুন লেবীয় কিতাবের ভূমিকা: ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু।

৪২:২০ পাঁচশত নল লম্বা ও পাঁচ শত নল চওড়া। আদর্শ এবাদতগৃহের সমগ্র স্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

৪৩:১-১২ নতুন বায়তুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র মহিমা পুনরায় ফিরে আসা।

৪৩:২ আমি মহিমা দেখলাম। ৪০-৪৮ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় (১:১-২৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ১:২৮)। এই সময় এবাদতগৃহ প্রস্তুত ছিল এবং সব কিছু ভাববাণীর মত করে প্রকাশ পেল। *পূর্ব দিক থেকে আসল।* যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বের হয়ে এসেছিল নবী ইহিস্কেল তা দেখতে পেলেন (১১:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। নবী ইহিস্কেলের কিতাবে আল্লাহ্‌র মহিমা সব সময়ই ক্রিয়াশীল ছিল (দেখুন ৪-৬ আয়াত; ৩:২৩; ৯:৩; ১০:৪, ১৮; ৪৪:৪)। *প্রবল জলস্রোতের শব্দের মত।* নবী ইহিস্কেল একই ভাবে দর্শনের মাধ্যমে এই সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তুলনা করুন ১:২৪; প্রকা ১:১৪, ১৫; ১৯:৬ আয়াত)। *ঐ স্থান তাঁর মহিমায় পূর্ণ হল।* আল্লাহ্‌র দৃশ্যমান মহিমা অত্যন্ত জোরালোভাবে এবং স্পষ্টভাবে বার বার বর্ণিত হয়েছে (দেখুন ১০:৪; লূক ২:৯; প্রকা ২১:১১, ২৩)।

৪৩:৩ আমি দর্শন দেখছিলাম। তবে এই দর্শনে কিছুটা পার্থক্য ছিল, কারণ কোন প্রাণী বা কোন চাকার বিষয় এখানে উল্লেখ নেই। *যখন তিনি নগর বিনাশ করতে এসেছিলেন।* দেখুন ৯ অধ্যায়। *কবার নদী।* ১:১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *আমি উবুড় হয়ে পড়লাম।* দেখুন আয়াত ১:২৮; ৩:২৩; ৯:৮; ১১:১৩; ৪৪:৪।

৪৩:৪ পূর্বমুখী দ্বারের পথ দিয়ে। আয়াত ২ ও নোট দেখুন।

৪৩:৫ পরে রূহ্ আমাকে উঠিয়ে আন্তঃপ্রাঙ্গণে আনলেন। সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে অবস্থানকারী রক্ষাকারী ফেরেশতা আল্লাহ্‌র রূহের মাধ্যমে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। নবী ইহিস্কেলকে আন্তঃপ্রাঙ্গণে আনা হলেও তিনি এবাদতগৃহের মধ্যে প্রবেশ করেন নি (তুলনা করুন ৩:১২ আয়াত ও নোট)। *এবাদতখানা মাবুদের প্রতাপে পরিপূর্ণ হল।* বাদশাহ্ সোলায়মানের এবাদতখানা প্রতিষ্ঠার সময় একই রকম পরিস্থিতির অবতারণা

বায়তুল-মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র মহিমা ফিরে আসা

৪৩ ১ পরে তিনি আমাকে পূর্বমুখী দ্বারের
কাছে আনলেন; ২ আর দেখ, পূর্ব দিক
থেকে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র মহিমা আসল; তাঁর
আওয়াজ জলরাশির শব্দের মত এবং তাঁর
প্রতাপে দুনিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ৩ আমি যে
দর্শন দেখেছিলাম, অর্থাৎ যখন তিনি নগরের
বিনাশ করতে এসেছিলেন, তখন যে দর্শন
দেখেছিলাম, এই দর্শনটিও সেই একই রকম,
আর কবার নদীর তীরেও একই রকম দর্শন
দেখেছিলাম; তখন আমি উবুড় হয়ে পড়লাম।
৪ আর মাবুদের মহিমা পূর্বমুখী দ্বারের পথ দিয়ে
গৃহে প্রবেশ করলো। ৫ পরে রূহ্‌ আমাকে উঠিয়ে
অন্তঃপ্রাঙ্গণে আনলেন; আর দেখ, এবাদতখানা
মাবুদের প্রতাপে পরিপূর্ণ হল।
৬ আর আমি শুনলাম, এবাদতখানার মধ্য
থেকে এক জন আমার কাছে কথা বলছেন, তখন
এক ব্যক্তি আমার পাশে দণ্ডায়মান হলেন।
৭ তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের সন্তান,
এটি আমার সিংহাসনের স্থান এবং এটি আমার
পা রাখার জায়গা, এই স্থানে বনি-ইসরাইলদের
মধ্যে আমি চিরকাল বাস করবো; এবং ইসরাইল-
কুল, তারা বা তাদের বাদশাহ্‌রা, নিজ নিজ জেনা
দ্বারা ও তাদের উচ্চস্থলীতে বাদশাহ্‌দের লাশ
দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র করবে না।
৮ তারা আমার গোবরাটের কাছে তাদের
গোবরাট ও আমার চৌকাঠের পাশে তাদের
চৌকাঠ দিত এবং আমার ও তাদের মধ্যে কেবল
একটি দেয়াল ছিল; আর তারা নিজেদের করা
জঘন্য কাজ দিয়ে আমার পবিত্র নাম অপবিত্র
করতো, এজন্য আমি নিজের জ্বলন্ত ক্রোধে
তাদেরকে গ্রাস করেছি। ৯ এখন তারা নিজেদের
জেনা ও নিজেদের বাদশাহ্‌দের লাশ আমার কাছ
থেকে দূর করুক, তাতে আমি চিরকাল তাদের
মধ্যে বাস করবো।
১০ হে মানুষের সন্তান, তুমি ইসরাইল-কুলকে
এই এবাদতখানার কথা জানাও, যেন তারা নিজ
নিজ অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়, আর তারা এর
সমস্ত স্থান পরিমাপ করুক। ১১ যদি তারা
নিজেদের কৃত সমস্ত কাজের জন্য লজ্জিত হয়,
তবে তুমি তাদেরকে এবাদতখানার আকার,
গঠন, নির্গমন-স্থান ও প্রবেশ-স্থানগুলো, তার
সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত অনুশাসন, তার সমস্ত
আকৃতি ও সমস্ত ব্যবস্থার কথা জানাও, আর
তাদের সাক্ষাতে লেখ; এবং তারা তার সমস্ত
আকৃতি ও সমস্ত অনুশাসন রক্ষা করে তদনুযায়ী

[৪৩:৭] লেবীয় ২৬:৩০; ইহি ২০:২৯, ৩৯।
[৪৩:৯] ইহি ৩৭:২৬-২৮।
[৪৩:১০] ইহি ১৬:৬১।
[৪৩:১১] ইহি ৪৪:৫।
[৪৩:১২] ইহি ৪২:২০।
[৪৩:১৩] হিজ ২০:২৪; ২খান্দান ৪:১।
[৪৩:১৫] ইশা ২৯:২।

ঘটেছিল (১ বাদশাহ্‌ ৮:১০-১১; হিজ ৪০:৩৪; ১ বাদশাহ্‌ ৮:১০ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইশা ৬:৪ আয়াত ও নোট)।

৪৩:৬ কোন একজন। আল্লাহ্‌, যার উদ্দেশ্যে সম্মান জানানো হয়েছে, যদিও তাঁর নাম এখানে উল্লেখ নেই, তিনি শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিত এবং মেঘের মধ্যে রক্ষিত হচ্ছিলেন।

৪৩:৭ আমার সিংহাসনের স্থান। ইশা ৪:৪ আয়াত দেখুন; জবুর ৪৭:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার পা রাখার জায়গা।* ১ খান্দান ২৮:২; জবুর ৯৯:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৩২:৭; ইশা ৬০:১৩ আয়াত ও নোট; মাতম ২:১ আয়াত দেখুন। *বনি ইসরাইলদের মধ্যে আমি চিরকাল বাস করবো।* ৩৭:২৬-২৮ আয়াতে উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা নতুনীকরণ করবেন (দেখুন আয়াত ৯; ১ বাদশাহ্‌ ৬:১৩; জাকা ২:১১)। *আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করেছে।* লেবীয় ১৮:২১ আয়াত ও নোট দেখুন। *জেনা।* হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসর্গ।* এটি হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উৎসর্গ অথবা পূর্বের বাদশাহ্‌দের স্মৃতি স্তম্ভকে নির্দেশ করে। চৌদ্দজন এহুদার বাদশাহ্‌কে জেরুশালেমে দাফন করা হয়েছিল এবং তা সম্ভবত এবাদতখানার কাছেই (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২১:১৮, ২৬; ২৩:৩০)।

৪৩:৮ তারা আমার গোবরাটের কাছে তাদের গোবরাট দিত। বাদশাহ্‌ সোলায়মানের এবাদতখানার চারপাশে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত স্থাপনা ছিল (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৭:১-১২ আয়াত)। আল্লাহ্‌র পবিত্র এবাদতখানা এবং পার্থিব জগতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য হল নবী ইহিস্কেলের কিতাবের প্রধান ধারণা (দেখুন আয়াত ১২; ৪৪:২৩)। *এই জন্য আমি তাদের গ্রাস করেছি।* লোকদের কলঙ্কপূর্ণ অস্থির কার্যকলাপ এবং তাদের বাদশাহ্‌দের ধ্বংস ডেকে আনার বিষয় ইহিস্কেল কিতাবের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে (দেখুন ৫:১১; ১৮:১০-১২; এবং বিশেষ করে ২২:১-১৫ আয়াত)।

৪৩:১২ এটা হল ব্যবস্থা। ৪০-৪২ অধ্যায়ে এই বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

৪৩:১৩-২৭ কোরবানগাহ্‌ এবং কোরবানগাহে পোড়ানো কোরবানী দান পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৪৩:১৩ কোরবানগাহ্‌। ৪০:৪৭ আয়াতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এই আয়াতে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যদিও উপকরণগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি, তবে হিজরত ২০:২৪-২৬ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মাটির তৈরি কোরবানগাহের অনুমোদন দেওয়া হলেও খোদাই করা পাথর দিয়ে এই কোরবানগাহ্‌ তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল (হিজ ২০:২৪-২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কোরবানগাহ্‌ ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি (১ বাদশাহ্‌ ৮:৬৪)। নবী ইহিস্কেলের কোরবানগাহ্‌ সোলায়মানের কোরবানগাহ্‌ থেকে আরও অনেক বেশি দীর্ঘ ছিল, এটি ছিল ২০ ফুটেরও বেশি লম্বা (এর সঙ্গে শিং যুক্ত করা হয়েছিল, আয়াত ১৫), ক্রমশ হ্রাসকৃত মাপের তিনটি সোপানে সজ্জিত ছিল, অনেকটা মিসরীয় পিরামিড অথবা ব্যাবিলনীয় জিংগারেটের মত: “অধস্থঃ সোপান” (আয়াত ১৪) দুই হাত উঁচু ছিল; উপস্থিত সোপান চার হাত উঁচু ছিল; “কোরবানগাহ্‌র মেঝ” চার হাত উঁচু ছিল (আয়াত ১৫)।

৪৩:১৫ উপরিস্থ কোরবানগাহ্‌। পুরাতন নিয়মের কেবল মাত্র এই আয়াতে এই শব্দের হিব্রু অর্থ প্রকাশ পেয়েছে এবং এর অর্থ হতে পারে “আল্লাহ্‌র পর্বত” অথবা “আল্লাহ্‌র সিংহ”। এটি ভিন্ন রূপে ইশাইয়া ২৯:১-২,৭ আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে (এই আয়াতসমূহের নোট দেখুন)। *চারটি শিং।* কোরবানগাহ্‌র মেঝের চার কিনারায় প্রত্যেকটিতে পাথর দৃশ্যমান ছিল। পূর্বের

BACIB International Bible CHURCH

কাজ করুক। ১২ এবাদতখানার ব্যবস্থা এই;
পর্বতের শিখরে চারদিকে তার সমস্ত পরিসীমা
অতি পবিত্র। দেখ, এ-ই সেই এবাদতখানার
ব্যবস্থা।

কোরবানগাহ্

১৩ হাতের মাপ অনুসারে কোরবানগাহ্‌র মাপ
এই। প্রত্যেক হাত এক হাত চার আঙ্গুল
পরিমিত। তার মূল এক হাত উঁচু ও এক হাত
চওড়া এবং চারদিকে তার প্রান্তে অবস্থিত কিনারা
এক বিঘত পরিমিত; এই কোরবানগাহ্‌র তল।
১৪ আর ভূমিতে অবস্থিত মূল থেকে অধঃস্থ
সোপানাকৃতি পর্যন্ত দুই হাত ও তার পরিসর এক
হাত; আবার সেই ছোট সোপানাকৃতি থেকে বড়
সোপানাকৃতি পর্যন্ত চার হাত ও তার চওড়া এক
হাত। ১৫ আর উপরিস্থ কোরবানগাহ্ চার হাত;
এবং কোরবানগাহ্ থেকে চারটি শিং উপরের
দিকে উঠে গেছে। ১৬ আর সেই কোরবানগাহ্
বারো হাত লম্বা ও বারো হাত চওড়া, চারদিকে
সমান হবে। ১৭ সোপানটি চার পাশে চৌদ্দ হাত
লম্বা ও চৌদ্দ হাত চওড়া এবং তার চারদিকে
অবস্থিত কিনারা অর্ধেক হাত পরিমিত এবং তার
মূল চারদিকে এক হাত পরিমিত হবে এবং তার
ধাপগুলো পূর্বমুখী হবে।
১৮ পরে তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের
সন্তান, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, সেই
কোরবানগাহে পোড়ানো-কোরবানীদান ও রক্ত
ছিটাবার জন্য যেদিন তা প্রস্তুত করা যাবে, সেই
দিনের জন্য তৎসংক্রান্ত অনুশাসন এই।
১৯ সার্বভৌম মাবুদ বলেন, সাদোক বংশজাত সে
লেবীয় ইমামেরা আমার পরিচর্যা করতে আমার
কাছে উপস্থিত হয়, তাদেরকে তুমি গুনাহ্-
কোরবানীর জন্য একটি যুবা ষাঁড় দেবে।
২০ পরে তার রক্তের কিছু পরিমাণ নিয়ে
কোরবানগাহ্‌র চারটি শিংয়ে, সিঁড়ির চার প্রান্তে
ও চারদিকে তার নিকালে সেচন করে
কোরবানগাহ্ পাক-পবিত্র করবে ও তার জন্য
কাফ্‌ফারা দেবে। ২১ পরে তুমি ঐ গুনাহ্‌র জন্য
ষাঁড় নিয়ে যাবে, আর সে পবিত্র এলাকার বাইরে
এবাদতখানার নির্ধারিত স্থানে তা পুড়িয়ে দেবে।
২২ আর তুমি দ্বিতীয় দিনে গুনাহ্-কোরবানী
হিসেবে একটি নিখুঁত ছাগল কোরবানী করবে;
তাতে ইমামেরা ষাঁড় দ্বারা যেমন করেছিল,
তেমনি কোরবানগাহ্ পাক-পবিত্র করবে। ২৩ ওর
পবিত্রকরণ সমাপ্ত হলে পর তুমি নিখুঁত একটি
যুবা ষাঁড় ও পালের নিখুঁত একটি ভেড়া
কোরবানী করবে। ২৪ তুমি তাদেরকে মাবুদের
সম্মুখে উপস্থিত করবে এবং ইমামেরা তাদের
উপরে লবণ ফেলে দিয়ে মাবুদের উদ্দেশে
পোড়ানো-কোরবানী উদ্দেশ্যে তাদেরকে
কোরবানী করবে। ২৫ এক সপ্তাহ কাল প্রতিদিন
তুমি গুনাহ্-কোরবানী হিসেবে এক একটি ছাগল
কোরবানী করবে; আর তারা নিখুঁত একটি যুবা
ষাঁড় ও পালের একটি ভেড়া কোরবানী করবে।
২৬ সপ্তাহ কাল তারা কোরবানগাহ্‌র জন্য
কাফ্‌ফারা দেবে, তা পাক-পবিত্র করবে ও
সংস্কার দ্বারা পবিত্র করবে। ২৭ সেসব দিন
অতীত হলে পর অষ্টম দিন থেকে ইমামেরা সেই

[৪৩:১৬] প্রকা ২১:১৬।
[৪৩:১৭] হিজ ২০:২৬।
[৪৩:১৮] লেবীয় ১:৫, ১১; ইব ৯:২১-২২।
[৪৩:১৯] ২শামু ৮:১৭; উজা ৭:২।
[৪৩:২০] লেবীয় ৪:৭।
[৪৩:২১] হিজ ২৯:১৪; ইব ১৩:১১।
[৪৩:২৩] হিজ ২৯:১; লেবীয় ২২:২০।
[৪৩:২৪] লেবীয় ২:১৩; মার্ক ৯:৪৯-৫০।
[৪৩:২৫] লেবীয় ৮:৩৩।
[৪৩:২৭] লেবীয় ৯:১।
[৪৪:১] ইহি ৪৩:১।
[৪৪:২] ইহি ৪৩:৪-৫।
[৪৪:৩] হিজ ২৪:৯-১১।

কোরবানগাহ্ অপরাধী ব্যক্তির শেষ আশ্রয় গ্রহণের স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হত (দেখুন হিজ ২১:১২-১৪; ১ বাদশাহ্ ১:৫০-৫১; ২:২৮-২৯ আয়াত)।

৪৩:১৭ কোরবানগাহের সোপান। হিজ ২০:২৬ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে এটি নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু এখানে মাপের কারণে আবশ্যক হয়েছে (আয়াত ১৬ ও নোট দেখুন)।

৪৩:১৮ পোড়ানো কোরবানী। ৪০:৩৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *রক্ত ছিটানো।* দেখুন হিজ ২৯:১৬; লেবীয় ৪:৬; ৫:৯ আয়াত।

৪৩:১৯ গুনাহ্ কোরবানী। লোকদের গুনাহের দোষ থেকে কোরবানগাহ্ পবিত্র করার জন্য (৪০:৩৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সাদোকের সন্তান।* ৪৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৩:২১ পবিত্র এলাকার বাইরে। এই সম্পর্কে নির্দেশ সমূহ পাওয়া যায় হিজ ২৯:১৪; লেবীয় ৪:১২, ২১; ৮:১৭; ৯:১১; ১৬:২৭ আয়াতে। এই কাজটি মসীহের নিজ জীবন কোরবানীর চিত্রের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত দেয় (ইবরানী ১৩:১১-১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৩:২২ পবিত্র করা। রক্ত ছিটানোর দ্বারা (আয়াত ২০ দেখুন)।

৪৩:২৭ মঙ্গল কোরবানী। সাত দিন ধরে পোড়ানো কোরবানী এবং গুনাহ্ কোরবানী দ্বারা পবিত্রকরণের পর আরও মঙ্গল কোরবানীর অনুষ্ঠান করার জন্য কোরবানগাহ্ প্রস্তুত হত, যেখানে লোকেরা তাদের পশুপাল থেকে নিখুঁত পশু নিয়ে আসতো কোরবানীর জন্য (লেবীয় ৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৪:১-৩১ ইমামদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৪৪:২ সেজন্য এটি রুদ্ধ থাকবে। এখানে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পূর্বমুখী দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবেন (৪৩:১-২), এই ভাবে এটি পবিত্র করা হয়েছিল। এর অন্য কারণ হতে পারে যে, আল্লাহ্ আর কখনও পূর্বের মত ত্যাগ করবেন না (১০:১৯; ১১:২৩) এবং অন্য কারণ হতে পারে যে, আর কখনও সূর্যের কাছে সেজদা করা সম্ভব হবে না (৮:১৬ আয়াত দেখুন)। জেরুশালেমের পূর্বমুখী দ্বার (বর্তমানে সোনালী দ্বার নামে অভিহিত) মুসলমানদের পবিত্র এলাকাটি (হারাম এস-শরীফ) পরবর্তী অবস্থার ফলস্বরূপ একই ভাবে বন্ধ রয়েছে।

৪৪:৩ শাসনকর্তা। শাসনকর্তার প্রথম উল্লেখ রয়েছে ৪০-৪৮ অধ্যায়ে (৩৪:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আহার করার জন্য।* সম্ভবত মঙ্গল কোরবানীতে তাঁর অংশ (দেখুন লেবীয় ৭:১৫; দ্বি.বি. ১২:৭ আয়াত; এছাড়া আরও দেখুন ইহি ৪৩:২৭ আয়াত ও নোট) যেহেতু শাসনকর্তা এই সম্মান লাভের অধিকারী তাই এটি এই অর্থ প্রকাশ করে, এটি কেবল মাত্র ইমামদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (২ খান্দান ২৬:১৬-২০)। *বারান্দার পথ দিয়ে।* বাইরের প্রাঙ্গনের মধ্য থেকে।

কোরবানগাহে তোমাদের পোড়ানো-কোরবানী ও
মঙ্গল-কোরবানী করবে, তাতে আমি
তোমাদেরকে গ্রাহ্য করবো; এই কথা সার্বভৌম
মাবুদ বলেন।

৪৪

১ পরে তিনি পবিত্র স্থানের পূর্বমুখী
বহির্দ্বারের দিকে আমাকে ফিরিয়ে
আনলেন; তখন সেই দ্বার রুদ্ধ ছিল। ২ পরে
মাবুদ আমাকে বললেন, এই দ্বার রুদ্ধ থাকবে,
খোলা যাবে না; এবং এটি দিয়ে কেউ প্রবেশ
করবে না; কেননা ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ এটি
দিয়ে প্রবেশ করেছেন, সেজন্য এটি রুদ্ধ
থাকবে। ৩ শাসনকর্তা বলে কেবল শাসনকর্তাই
মাবুদের সম্মুখে আহার করার জন্য এর মধ্যে
বসবেন; তিনি এই দ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে
ভিতরে আসবেন ও সেই পথ দিয়ে বাইরে
যাবেন।

নতুন এবাদতখানা সংক্রান্ত নিয়মাবলি

৪ পরে তিনি উত্তরদ্বারের পথে আমাকে
এবাদতখানার সম্মুখে আনলেন; তাতে আমি
দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, মাবুদের বায়তুল-
মোকাদ্দস মাবুদের প্রতাপে পরিপূর্ণ হল; তখন
আমি উবুড় হয়ে পড়লাম। ৫ মাবুদ আমাকে
বললেন, হে মানুষের সন্তান, মাবুদের বায়তুল-
মোকাদ্দসের সমস্ত বিধি ও সমস্ত অনুশাসনগুলোর
বিষয়ে যা যা আমি তোমাকে বলবো, তুমি তাতে
মনোযোগ দাও, স্বচক্ষে তা নিরীক্ষণ কর ও
স্বকর্ণে শোন এবং এই এবাদতখানায় প্রবেশ
করার ও পবিত্র স্থান থেকে বাইরে যাবার সমস্ত
অনুশাসনের বিষয়ে মনোযোগ কর। ৬ আর সেই
বিদ্রোহী দলকে, ইসরাইল-কুলকে বল, সার্বভৌম
মাবুদ এই কথা বলেন, হে ইসরাইল-কুল,
তোমাদের সকল জঘন্য কাজ যথেষ্ট হয়েছে।

[৪৪:৪] ইশা ৬:৪; ইহি ১০:৪; প্রকা ১৫:৮।
[৪৪:৫] ইহি ৪২:৯।
[৪৪:৬] ইহি ৩:৯।
[৪৪:৭] পয়দা ১৭:১৪; হিজ ১২:৪৮; লেবীয় ২২:২৫।
[৪৪:৮] লেবীয় ২২:২; শুমারী ১৮:৭।
[৪৪:৯] যোয়েল ৩:১৭; জাকা ১৪:২১।
[৪৪:১০] জবুর ৯৫:১০।
[৪৪:১১] শুমারী ৩:৫-৩৭; ১৬:৯; ১খান্দান ২৬:১২-১৯।
[৪৪:১২] ইয়ার ১৮:১৫।
[৪৪:১৩] ইহি ১৬:৬১।
[৪৪:১৪] ১শামু ২:৩৬; ২বাদশা ২৩:৯; ১খান্দান ২৩:২৮-৩২।
[৪৪:১৫] ২শামু ৮:১৭; উজা ৭:২।
[৪৪:১৬] লেবীয় ৩:১৬-১৭; ১৭:৫-৬; শুমারী ১৮:৫; ১শামু ২:৩৫; জাকা

৭ বস্তুত তোমরা খৎনা-না-করানো অন্তর ও খৎনা
-না-করানো মাংসবিশিষ্ট বিজাতীয় লোকদেরকে
আমার পবিত্র স্থানে থাকতে ও আমার সেই
এবাদতখানা নাপাক করতে ভিতরে আনয়ন
করেছ, তোমরা আমার উদ্দেশে খাবার, চর্বি ও
রক্ত কোরবানী করেছ, আর তোমরা আমার
নিয়ম ভঙ্গ করেছ, তোমাদের সকল জঘন্য কাজ
ছাড়াও তা করেছ। ৮ আর তোমরা আমার পবিত্র
বিষয়গুলোর রক্ষণীয় রক্ষা কর নি; কিন্তু
নিজেদের ইচ্ছামতে আমার পবিত্র স্থানের
রক্ষণীয়ের রক্ষক নিযুক্ত করেছ।
৯ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে যেসব বিজাতীয় লোক
আছে, তাদের মধ্যে খৎনা-না-করানো অন্তর ও
খৎনা-না-করানো মাংসবিশিষ্ট কোন বিজাতীয়
লোক আমার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে না।
১০ কিন্তু ইসরাইল যখন বিপথে গিয়েছিল, তাদের
মূর্তিগুলোর পিছনে চলার জন্য আমাকে ছেড়ে
বিপথে গিয়েছিল, তখন যে লেবীয়রা আমার
কাছ থেকে দূরে গিয়েছিল, তারা নিজ নিজ গুনাহ্
বহন করবে। ১১ তবুও তারা আমার পবিত্র
স্থানের পরিচারক হবে, এবাদতখানার সকল
দ্বারে পরিদর্শক ও এবাদতখানার পরিচারক হবে;
তারা লোকদের জন্য পোড়ানো-কোরবানী ও
অন্য কোরবানী করবে এবং তাদের পরিচর্যা
করতে তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে। ১২ তাদের
মূর্তিগুলোর সাক্ষাতে তারা লোকদের পরিচর্যা
করতো এবং ইসরাইল-কুলের অপরাধজনক বিঘ্ন
স্বরূপ হত; সেজন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার
হাত তুললাম, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন;
তারা নিজ নিজ গুনাহ্ বহন করবে। ১৩ আমার
উদ্দেশে ইমামের কাজ করতে তারা আমার কাছে

৪৪:৭ অন্তর খৎনা-না-করানো। রুহানিক ভাবে অযোগ্য।

৪৪:৯ খৎনা-না-করানো কোন বিজাতীয় ... আমার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে না। হযরত নহিমিয়া অম্মোনীয় (নহি ২:১০; দ্বি.বি. ২৩:৩) টোবিয়কে পদচ্যুত করার মধ্য দিয়ে এই বিধি নিষেধ কার্যকর করেন। তথাপি বিদেশীরা ইসরাইল কুলের স্বজাতীয় লোকদের মত হবে (দেখুন ৪৭:২২ আয়াত)।

৪৪:১০ লেবীয়রা। যখন ইসরাইলীয়রা বিপথে গিয়েছিল তখন লেবীয় বংশের কেউ কেউ ইমাম হিসেবে পরিচর্যা করেছিল (দ্বি.বি. ৩৩:৮-১১; কাজী ১৭:১৩)। এই উল্লেখটি ছিল রাজতন্ত্রের সময়ের বিশেষ করে পূর্ববর্তী বছরগুলোর সময়ের লোকদের মূর্তিপূজার জন্য নবী ইহিস্কেল পুনঃ পুনঃ সমালোচনা করেছিলেন (দেখুন ৬:৩-৬; ১৪:৩-১১; ১৬:১৮-২১; ২৩:৩৬-৪৯; ৩৬:১৭-১৮; ৩৭:২৩ আয়াত)।

৪৪:১১ লোকদের সামনে দাঁড়ানো। তুলনা করুন, মাবুদের সামনে দাঁড়ানো (দেখুন ১৫ আয়াত); লেবীয়রা তখনও সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

৪৪:১২ হাত তোলা। ২০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৪:১৫ সাদোক। হযরত হারুণের পুত্র ইলিয়াসের মধ্য দিয়ে হারুণ থেকে তাঁর লেবীয় বংশের চিহ্ন (১ খান্দান ৬:৫০-৫৩)। তিনি দাউদের অধীনে ইমাম হিসেবে অবিয়াথরের সঙ্গে পরিচর্যা করেছিলেন (২ শামু ৮:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৫:২৪-২৯; ২০:২৫ আয়াত দেখুন)। তিনি বাদশাহ্ সোলায়মানকে সমর্থন দিয়েছিলেন (এভাবে তিনি অবিয়াথরকে প্রতিরোধ করেছিলেন, যিনি স্বয়ং অদোনীয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন)। আর এই ভাবে তিনি তাঁর নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁর বংশধরেরা জেরুশালেমের এবাদতখানায় পরিচর্যা করার সুযোগ লাভ করেছিলেন (দেখুন ১ বাদশাহ্ ১ অধ্যায়)। পরে সাদোকের বংশের লোকদের ইমাম পদ থেকে অপসারিত করা হয়, কিন্তু কুমরান (মরু সাগরের গোটানো কিতাব) সমাজ তাদের প্রতি অনুগত হয়। *যারা আমার পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় দ্রব্য রক্ষা করতো।* ২২:২৬ আয়াতের সঙ্গে এর অমিল রয়েছে এবং ৮ অধ্যায়ে জোরালোভাবে এই অমিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৪০-৪৮ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, সাদোকের বংশধরদেরকে তাদের বিশ্বস্ততার জন্য বিশেষ বিবেচনা করা হয়েছিল (তুলনা করুন জাকা ৩:৭ আয়াত ও নোট)। **চর্বি ও রক্ত।** ৩৯:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৪:১৬ তারাই প্রবেশ করবে। সাদোকের বংশের ইমামদের মর্যাদা প্রদান এবং লেবীয়দের অবনমন ছিল ধর্মীয় আচার

আসবে না; এবং আমার পবিত্র দ্রব্যগুলোর,
বিশেষত আমার অতি পবিত্র দ্রব্যগুলোর কাছে
আসবে না, কিন্তু নিজেদের অপমান ও নিজেদের
কৃত জঘন্য কাজের ভার বহন করবে। [১৪] তবুও
আমি তাদেরকে এবাদতখানার সমস্ত সেবাকর্মে
ও তন্মধ্যে কর্তব্য সমস্ত কাজে এবাদতখানার
রক্ষণীয়ের রক্ষক করবো।

লেবীয় ইমামদের পরিচর্যা

[১৫] কিন্তু বনি-ইসরাইল যখন আমাকে ছেড়ে
বিপথে গিয়েছিল, তখন সাদোকের সন্তান যে
লেবীয় ইমামেরা আমার পবিত্র স্থানের রক্ষণীয়
দ্রব্য রক্ষা করতো, তারাই আমার পরিচর্যা করার
জন্য আমার কাছে আসবে এবং আমার উদ্দেশে
চর্বি ও রক্ত কোরবানী করার জন্য আমার সম্মুখে
দণ্ডায়মান হবে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
[১৬] তারাই আমার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে এবং
তারাই আমার পরিচর্যা করার জন্য আমার
টেবিলের কাছে আসবে ও আমার রক্ষণীয় রক্ষা
করবে। [১৭] ভিতরের প্রাঙ্গণের দ্বারে প্রবেশ করার
সময়ে তারা মসীনার পোশাক পরবে; ভিতরের
প্রাঙ্গণের সকল দ্বারে ও গৃহের মধ্যে পরিচর্যা
করার সময় তাদের শরীরে ভেড়ার লোমের
কাপড় উঠবে না। [১৮] তাদের মস্তকে মসীনার
পাগড়ী ও কটীদেশে মসীনার জাঙ্গিয়া থাকবে;
ঘাম হয় এমন কিছুই তারা পরবে না। [১৯] আর
যখন তারা বাইরের প্রাঙ্গণে, অর্থাৎ লোকদের
কাছে বাইরের প্রাঙ্গণে বের হবে, তখন নিজেদের
পরিচর্যার পোশাক-গুলো ত্যাগ করে পবিত্র
কুঠরীতে রেখে দেবে এবং অন্য কাপড় পরবে;
নিজেদের ঐ পোশাক দিয়ে লোকদেরকে পবিত্র
করবে না। [২০] তারা মাথা মুণ্ডন করবে না ও চুল
লম্বা হতে দেবে না, কেবল মাথার চুল ছোট করে
কাটবে। [২১] আর অন্তঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করার
সময়ে ইমামদের মধ্যে কেউই আঙ্গুর-রস পান
করবে না। [২২] তারা বিধবাকে কিংবা পরিত্যক্তা
স্ত্রীকে বিয়ে করবে না, কিন্তু ইসরাইল-কুলজাত
কুমারী কন্যাকে, কিংবা ইমামের বিধবাকে বিয়ে
করবে। [২৩] আর তারা আমার লোকদেরকে
পবিত্র ও সাধারণ বস্তুর প্রভেদ শিক্ষা দেবে এবং
পাক ও নাপাকের প্রভেদ জানাবে। [২৪] আর
ঝগড়া হলে তারা বিচারের জন্য উপস্থিত হবে;
আমার সকল শাসনানুসারে বিচার নিষ্পন্ন করবে;
এবং আমার সমস্ত ঈদে আমার শরীয়ত ও
আমার বিধিগুলো পালন করবে এবং আমার
বিশ্রামবারগুলো পবিত্র করবে। [২৫] তারা কোন
মৃত লোকের লাশের কাছে গিয়ে নিজেদের
নাপাক করবে না, কেবল পিতা বা মাতা, পুত্র বা
কন্যা, ভাই বা অনূঢ়া বোনের জন্য তারা নাপাক
হতে পারবে। [২৬] ইমাম পাক-পবিত্র হলে পর
তাকে সাত দিন অপেক্ষা করতে হবে। [২৭] পরে
যেদিন সে বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে পরিচর্যা
করার জন্য পবিত্র স্থানে অর্থাৎ অন্তঃপ্রাঙ্গণে
প্রবেশ করবে, সেদিন নিজের জন্য গুনাহ্-
কোরবানী করবে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন।
[২৮] আর তাদের একটি অধিকার হবে, আমিই
তাদের অধিকার; তোমরা ইসরাইলের মধ্যে
তাদেরকে কোন অধিকার দেবে না, আমিই

৩:৭। [৪৪:১৭] প্রকা ১৯:৮। [৪৪:১৮] হিজ ২৮:৪২। [৪৪:১৯] হিজ ৩৯:২৭-২৯; লেবীয় ৬:১০-১১। [৪৪:২০] লেবীয় ২১:৫; শুমারী ৬:৫। [৪৪:২১] লেবীয় ১০:৯। [৪৪:২২] লেবীয় ২১:৭। [৪৪:২৩] পয়দা ৭:২। [৪৪:২৪] লেবীয় ২৩:২। [৪৪:২৫] লেবীয় ২১:১-৪। [৪৪:২৬] শুমারী ১৯:১৪। [৪৪:২৭] শুমারী ৩:২৮। [৪৪:২৭] লেবীয় ৪:২৮; শুমারী ৬:১১। [৪৪:২৯] লেবীয় ৬:১৬। [৪৪:৩০] শুমারী ১৮:১২-১৩; ২খান্দান ৩১:৫। [৪৪:৩১] হিজ ২২:৩১। [৪৫:১] শুমারী

অনুষ্ঠান পবিত্র করার একটি অংশ, ৪০-৪৮ অধ্যায়ের যা একটি প্রধান বিষয়বস্তু। যোগ্যরাই পরিচর্যা করতে পেরেছিল। *আমার টেবিল।* হয় এই টেবিলে রুটি রাখা হত (৪১:২২ আয়াত ও নোট দেখুন) নতুবা বৃহৎ কোরবানগাহ্ যার উপর মাবুদের উদ্দেশে আনা খাদ্য সামগ্রী রাখা হত (আয়াত ৭)। *ভেড়ার লোম* (আয়াত ১৮ দেখুন)।

৪৪:১৮ পাগড়ী। নবী ইহিস্কেল একটি পাগড়ী পরেছিলেন (২৭:১৭ আয়াত দেখুন)।

৪৪:১৯ পোশাক খুলে ফেলবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পবিত্রতার স্বার্থে।

৪৪:২০ তারা মাথা মুণ্ডন করবে না। কারণ এটি হল শোকের অনুষ্ঠান (৭:১৮), যা শোককে নাপাক করে দেয় (দেখুন লেবীয় ২১:১-৫ আয়াত), অথবা তাদের চুল বৃদ্ধি পেতে দেওয়া। কারণ এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, শপথ বাক্য ইমামদের পরিচর্যা কাজ করা থেকে বাধা দিতে পারে (দেখুন শুমারী ৬:৫; প্রেরিত ২১:২৩-২৬ আয়াত)।

৪৪:২৩ পবিত্র এবং সাধারণ বস্তুর মধ্যে প্রভেদ। ইহিস্কেল কিতাবের অন্যতম প্রধান বিষয়। পবিত্র এবং নাপাক খাদ্যদ্রব্যের বিষয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কোরবানীর পশুর উপযুক্ততা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পবিত্রতা; হয় তা পরিশোধের জন্য করা হয়েছে (মিকাহ্ ৩:১১) অথবা উভয় একত্রে উপেক্ষা করা হয়েছে (দেখুন ইয়ার ২:৮; ইহি ২২:২৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। সুস্পষ্ট উদাহরণের জন্য দেখুন হগয় ২:১০-১৩ আয়াত। *নাপাক এবং পবিত্রতার মধ্যে পার্থক্য।* দেখুন লেবীয় ১১; দ্বি.বি. ১৪:৩-২১ আয়াত ও নোট।

৪৪:২৪ ইমামগণ কাজীদের মত দায়িত্ব পালন করবে। পূর্বকালের সময় থেকে এটি ছিল তাদের অন্যতম কাজ (১ শামু ৪:১৮ আয়াতের উপরে এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন; এছাড়া দেখুন ২ খান্দান ১৯:৮-১১ আয়াত)।

৪৪:২৫ মৃত লোক। মৃত লোকের স্পর্শের দ্বারা একজন মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে নাপাক হবে (লেবীয় ২১:১-৩; হগয় ২:১৩ আয়াত দেখুন)।

৪৪:২৮ কোন অধিকার দেবে না। ইমামদের যে নিজস্ব কোন জমি থাকবে না, সেই বিষয়টি এই উক্তি সমর্থন করেছে, শুমারী ১৮:২০, ২৩-২৪; দ্বি.বি. ১০:৯; ইউসা ১৩:১৪, ৩৩; ১৮:৭ আয়াতে।

৪৪:৩১ বিদীর্ণ বা স্বয়ং মৃত। লেবীয় ৭:২৪ আয়াত অনুযায়ী সমস্ত ইসরাইলীয়দের এই বিধি নিষেধ প্রযোজ্য ছিল।

৪৫:১–৪৬:২৪ ইসরাইলীয় মতবাদের বিন্যাসের আদর্শরূপ বর্ণনা।

৪৫:১ যখন তোমরা দেশ বিভাগ করবে। দেশের নব অর্জন এবং পুনর্বণ্টন স্বচক্ষে দেখতে না পাওয়ার কারণে এই কথা বলা হয়েছে। *মাবুদের উদ্দেশে নিবেদন।* দেশের মধ্যস্থলে

তাদের অধিকার। ২৯ শস্য-উৎসর্গ, গুনাহ্-
কোরবানী ও দোষ-কোরবানী তাদের খাদ্য হবে
এবং ইসরাইলের মধ্যে সমস্ত বর্জিত দ্রব্য তাদের
হবে। ৩০ আর সমস্ত প্রথমে পাকা শস্যাদির মধ্যে
প্রত্যেকের অগ্রিমাংশ এবং তোমাদের সমস্ত
উপহারের মধ্যে প্রত্যেক উপহারের সকলই
ইমামদের হবে; এবং তোমরা নিজ নিজ ছানা
ময়দার অগ্রিমাংশ ইমামকে দেবে, তা করলে নিজ
নিজ বাড়িতে দোয়া অবস্থিতি করাবে। ৩১ পাখি
হোক বা পশু হোক, স্বয়ং মৃত কিংবা বিদীর্ণ
কিছুই ইমামদের খাদ্য হবে না।

দেশ বিভাগ

৪৫ ১ আর যখন তোমরা অধিকারের জন্য
গুলিবাঁট করে দেশ বিভাগ করবে,
সেই সময়ে মাবুদের উদ্দেশে একটি পবিত্র
ভূমিখণ্ড উপহার হিসেবে নিবেদন করবে; তার
লম্বা পঁচিশ হাজার হাত ও চওড়া বিশ হাজার
হাত হবে; এর সমস্ত পরিসীমা পবিত্র হবে।
২ তার মধ্যে পাঁচ শত হাত লম্বা ও পাঁচ শত হাত
চওড়া, চারদিকে চতুষ্কোণ ভূমি পবিত্র স্থানের
জন্য থাকবে; আবার তার বহির্ভাগে চারদিকে
পঞ্চাশ হাত পরিমিত পরিসর থাকবে। ৩ ঐ
পরিমিত অংশের মধ্যে তুমি পঁচিশ হাজার হাত
লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া ভূমি মাপবে;
তারই মধ্যে পবিত্র স্থানটি মহা-পবিত্র স্থান হবে।
৪ দেশের এই অংশটি পবিত্র হবে; তা ইমামদের,
পবিত্র স্থানের পরিচারকদের, যারা মাবুদের
পরিচর্যার জন্য তাঁর কাছে আগমন করে তাদের
হবে; তা তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণের স্থান ও
পবিত্র স্থানের জন্য পবিত্র হবে। ৫ আবার পঁচিশ
হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া ভূমি
এবাদতখানার পরিচারক লেবীয়দের জন্য হবে,
বাস করার নগর তাদের অধিকারের জন্য হবে।
৬ আর নগরের অধিকারের জন্য তোমরা পবিত্র
উপহারের পাশে পাঁচ হাজার হাত চওড়া ও
পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ভূমি দেবে, এ সব
ইসরাইল-কুলের জন্য হবে। ৭ আবার পবিত্র
উপহারের এবং নগরের অধিকারের উভয় পাশে
সেই পবিত্র উপহারের সম্মুখে ও নগরের
অধিকারের সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের পশ্চিমে
ও পূর্ব প্রান্তের আগে এবং লম্বায় পশ্চিম সীমা
থেকে পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশগুলোর মধ্যে
কোন অংশের সমতুল্য ভূমি শাসনকর্তাকে
দেবে। ৮ দেশে এই স্থানটি ইসরাইলের মধ্যে
তাঁর অধিকার হবে; এবং আমার নিযুক্ত
শাসনকর্তারা আর আমার লোকদের উপরে
দৌরাত্ম্য করবে না, কিন্তু ইসরাইল-কুলকে নিজ
নিজ বংশানুসারে দেশের ভূমি ভোগ করতে
দেবে।
৯ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, হে
ইসরাইলের শাসনকর্তারা, এ-ই তোমাদের
যথেষ্ট হোক; তোমরা দৌরাত্ম্য ও বল প্রয়োগ
দূর কর, ন্যায় ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কর,
আমার লোকদেরকে অধিকারচ্যুত করতে ক্ষান্ত

৩৪:১৩।
[৪৫:২] ইহি ৪২:২০।
[৪৫:৪] ইহি ৪০:৪৬।
[৪৫:৫] ইহি ৪৮:১৩।
[৪৫:৬] ইহি ৪৮:১৫-১৮।
[৪৫:৭] ইহি ৪৮:২১।
[৪৫:৮] শুমারী ২৬:৫৩; ইহি ৪৬:১৮।
[৪৫:৯] ইয়ার ২২:৩; জাকা ৭:৯-১০; ৮:১৬।
[৪৫:১০] দ্বি:বি ২৫:১৫; মেসাল ১১:১; আমোস ৮:৪-৬; মীখা ৬:১০-১১।
[৪৫:১১] ইশা ৫:১০।
[৪৫:১২] হিজ ৩০:১৩; লেবীয় ২৭:২৫; শুমারী ৩:৪৭।

সমগ্র বর্গক্ষেত্র মাবুদের জন্য আলাদা করে রাখতে হবে। *২০,০০০ হাত।* নগরের এলাকার ৫,০০০ হাত হবে প্রকৃত চতুষ্কোণ। *সমগ্র পরিসীমা হবে পবিত্র।* মাবুদের উদ্দেশে পৃথক করে রাখা হবে এবং কোন জাতি এর অধিকারী হবে না।

৪৫:২ ৫০০ হাত অংশ চতুষ্কোণ চওড়া। এবাদত গৃহের পরিসীমা ৪২:১৬-২০ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। *উন্মুক্ত দেশ।* দেশে বসবাস করা হয় না এবং এমন ভূমি অধিক পবিত্র এবং কম পবিত্র ভূমির মধ্যে প্রাচীর স্বরূপ কাজ করেছিল, যদিও সমগ্র এলাকা পবিত্র ছিল (দেখুন ৪২:২০ আয়াত)।

৪৫:৩ অংশের পরিমাপ। পবিত্র ভূমির মধ্যবর্তী স্থানটি ছিল সুনির্দিষ্ট ভাবে এবাদতগৃহের জন্য।

৪৫:৪ ইমামদের জন্য ভূমি। তারা ঐ ভূমির অধিকারী হবে না (৪৪:২৮ আয়াত দেখুন), তবে তারা সেখানে বসবাস করতে পারবে।

৪৫:৫ লেবীয়দের বাস করার জন্য ছিল ঠিক উত্তরে সম পরিমাণ অংশ, যদিও তা পবিত্র এলাকার মধ্যে ছিল। অধিকারী হিসেবে ভূমি গ্রহণ করতে পারে এই ভয়ে লেবীয়রা সাদোকের সন্তানদের মধ্যে যারা ইমাম ছিল তাদেরকে প্রতিরোধ করেছিল।

৪৫:৬ নগর। প্রাচীন জেরুশালেম এবাদতখানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুন পবিত্র নগর অন্তর্ভুক্ত হয় নি, কিন্তু এবাদতখানার নিকটবর্তী ছিল।

৪৫:৬ পাঁচ হাজার হাত চওড়া। নগরের সবচেয়ে দক্ষিণ অংশটি ছিল প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্র এলাকা। এ সবের অধিকারী ছিল সমগ্র ইসরাইল জাতি। পূর্বকালের মত এসব কোন একটি বংশ কিংবা এক ব্যক্তির অধিকার ভুক্ত হবে না।

৪৫:৭ শাসনকর্তাকে ভূমি দেওয়া হবে। রাজ্যের উৎকৃষ্ট অংশ। পরবর্তী আয়াতে দেখা যায় (তুলনা করুন ৪৬:১৮) বাদশাহ্ আহাবের মত লোভী মানুষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য (১ বাদশাহ্ ২১ অধ্যায়) এ রকম উদারভাবে ভূমি বণ্টন করা হয়েছিল। সর্ব প্রকার কোরবানী উৎসর্গ করাও শাসনকর্তার কর্তব্য ছিল (আয়াত ১৭ দেখুন)।

৪৫:৯ ইসরাইলের শাসনকর্তারা! এই আয়াতের কথাগুলো ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নবী ইহিস্কেল পূর্বের যে তবলিগ করেছিলেন তার স্মারক (দেখুন ২২:৬ আয়াত)। *যা ন্যায় ও ন্যায্য।* ৩৩:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৫:১০ তোমাদের পরিমাপ যেন ন্যায্য হয়। ইসরাইল জাতি অতীতের মত কোন অন্যায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না। পুরাতন নিয়মে অনেক বার ওজন ও পরিমাপে প্রতারণা করার বিরুদ্ধে উল্লেখ করা হয়েছে (লেবীয় ১৯:৩৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ২৫:১৩-১৬; মিকাহ্ ৬:১০-১২ আয়াত দেখুন)।

৪৫:১১ একই মাপ। বাৎ-এর অর্ধাংশের চেয়ে কিছুটা বেশি। *হোমর।* প্রায় ছয় বাৎ।

৪৫:১৩ বিশেষ উপহার। ইমামদের দেওয়া উপহারের পার্থক্য স্বরূপ শাসনকর্তাকে দেওয়া উপহার (৪৪:৩০ আয়াত দেখুন)। শাসনকর্তা এই সব উপহার মাবুদকে উপহার দেওয়ার অংশ হিসেবে ব্যবহার করতেন (আয়াত ১৬ দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

হও, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

ন্যায্য পরিমাপ

১০ ন্যায্য পাল্লা, ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য বাৎ
তোমাদের হোক। ১১ ঐফার ও বাৎ-এর একই
মাপ হবে; বাৎ হোমরের দশ ভাগের এক ভাগ,
ঐফাও হোমরের দশ ভাগের এক ভাগ, এই
উভয়ের পরিমাণ হোমরের অনুরূপ হবে। ১২ আর
শেকল বিশ গেরা পরিমিত হবে; বিশ শেকলে,
পঁচিশ শেকলে ও পনের শেকলে তোমাদের মানি
হবে।

উপহারের জিনিস

১৩ তোমরা এই উপহার উৎসর্গ করবে; তোমরা
গমের হোমর থেকে ঐফার ষষ্ঠাংশ ও যবের
হোমর থেকে ঐফার ষষ্ঠাংশ দেবে। ১৪ আর
তেলের, বাৎ পরিমিত তেলের নির্দিষ্ট অংশ এক
কোর থেকে বাতের দশ ভাগের এক ভাগ; কোর
দশ বাৎ পরিমিত অথচ হোমরের সমান, কেননা
দশ বাৎ-এ এক হোমর হয়। ১৫ আর ইসরাইলের
জলসিক্ত ভূমিতে চরে, এমন ছাগল-ভেড়ার পাল
থেকে দুই শত ভেড়ার মধ্যে একটি ভেড়া দেবে;
লোকদের জন্য কাফ্‌ফারা করার জন্য তা-ই
শস্য-উৎসর্গের, পোড়ানো-কোরবানীর ও মঙ্গল-
কোরবানীর জন্য হবে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ
বলেন। ১৬ দেশের সমস্ত লোক ইসরাইলের
নেতাকে এই উপহার দিতে বাধ্য হবে। ১৭ আর
ঈদে, অমাবস্যায় ও বিশ্রামবারে, ইসরাইল-কুলের
সমস্ত উৎসবে, পোড়ানো-কোরবানী এবং খাদ্য ও
পেয়-নৈবেদ্য কোরবানী করা শাসনকর্তার কর্তব্য
হবে; তিনি ইসরাইল-কুলের জন্য কাফ্‌ফারা

[৪৫:১৫] লেবীয় ১:৪।
[৪৫:১৭] শুমারী ১০:১০।
[৪৫:১৮] লেবীয় ২২:২০; ইব ৯:১৪।
[৪৫:১৯] লেবীয় ১৬:১৮-১৯।
[৪৫:২০] লেবীয় ৪:২৭।
[৪৫:২১] হিজ ১২:১১।
[৪৫:২২] লেবীয় ৪:১৪।
[৪৫:২৩] শুমারী ২২:৪০; আইউ ৪২:৮।
[৪৫:২৩] শুমারী ২৮:১৬-২৫।
[৪৫:২৪] শুমারী ২৮:১২-১৩।
[৪৫:২৫] দ্বি:বি ১৬:১৩।
[৪৬:১] ১খান্দান ৯:১৮।
[৪৬:২] আয়াত ৮।
[৪৬:২] ইহি ৪০:৩৯।
[৪৬:৩] ইশা ৬৬:২৩।
[৪৬:৩] লূক ১:১০।

করার জন্য গুনাহ্‌-কোরবানী ও শস্য-উৎসর্গ
এবং পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী
করবেন।

পবিত্র দিনগুলো

১৮ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, প্রথম
মাসের প্রথম দিনে তুমি নিখুঁত একটি ষাঁড় নিয়ে
পবিত্র স্থান পবিত্র করবে। ১৯ আর ইমাম সেই
গুনাহ্‌-কোরবানীর রক্তের কিছু পরিমাণ নিয়ে
এবাদতখানার চৌকাঠে, কোরবানগাহ্‌র সিঁড়ির
চার প্রান্তে এবং ভিতরের প্রাঙ্গণের দ্বারের
চৌকাঠে দেবে। ২০ আর যে কেউ ভুলবশত
গুনাহ্‌ করে ও যে কেউ অবোধ, তার জন্য তুমি
মাসের সপ্তম দিনেও তেমনি করবে, এই ভাবে
তোমরা এবাদতখানার জন্য কাফ্‌ফারা দেবে।
২১ প্রথম মাসের চতুর্থ দিনে তোমাদের ঈদুল
ফেসাখ হবে, তা সাত দিনের উৎসব; খামিহীন
রুটি খেতে হবে। ২২ সেই দিনে শাসনকর্তা
নিজের জন্য ও দেশস্থ সকল লোকের জন্য
গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি ষাঁড় কোরবানী
করবেন। ২৩ সেই উৎসবের সারা সপ্তাহ ধরে
তিনি সাত দিনের প্রতিদিন নিখুঁত সাতটি ষাঁড় ও
সাতটি ভেড়া দিয়ে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানী করবেন এবং প্রতিদিন একটি করে
ছাগল দিয়ে গুনাহ্‌-কোরবানী করবেন। ২৪ আর
শস্য-উৎসর্গের জন্য ষাঁড়ের প্রতি এক ঐফা ও
ভেড়ার প্রতি এক ঐফা সুজি ও ঐফার প্রতি এক
হিন তেল দেবেন। ২৫ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ
দিনে, ঈদের সময়ে তিনি সাত দিন পর্যন্ত
সেরকম করবেন; গুনাহ্‌-কোরবানী ও পোড়ানো-

৪৫:১৫ কাফ্‌ফারা করার জন্য। হিজ ২৫:১৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; লেবীয় ১৬:২০-২২; ১৭:১১; রোমীয় ৩:২৫ আয়াতও দেখুন।

৪৫:১৬ দেশের সমস্ত লোক। আয়াত ২২ দেখুন; ৭:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৫:১৭ পেয় নৈবেদ্য। সাধারণত আঙ্গুরের রসকে বোঝানো হয়ে থাকে (শুমারী ১৫:৫; হোসিয়া ৯:৪), যদিও এখানে (আয়াত ১৪, ২৪) জলপাইয়ের তেল উল্লেখ করা হয়েছে, আঙ্গুরের রস নয়।

৪৫:১৮–৪৬:২৪ এই পুরো অংশটির সাথে পঞ্চকিতাবের বিধানের অনেক পার্থক্য রয়েছে, যে কারণে এ দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ইহুদী রব্বিদের বেশ মাথা ঘামাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৪৫:১৮ আয়াতে বায়তুল মোকাদ্দসের বার্ষিক পবিত্রীকরণের জন্য যে প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে লেবীয় ১৬ অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্ত করণের দিন সম্পর্কে কোন বিবেচনাই আনা হয় নি।

৪৫:১৯ ইমাম। মহা ইমাম।

৪৫:২০ যে কেউ ভুলবশতঃ গুনাহ্‌ করে ও যে কেউ অবোধ। শুমারী ১৫:২২-৩০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৫:২২ গুনাহ্‌-কোরবানী। ৪০:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৫:২৫ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনে, ঈদের সময়ে। অনেক দিক থেকে এটি অন্যান্য ঈদগুলোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। একে বলা হয়ে থাকে শস্য কাটার ঈদ (হিজ ২৩:১৬; ৩৪:২২) এবং কুটিরের উৎসব বা শরীয়ত তাঁবুর ঈদ (দ্বি.বি. ১৬:১৬; এর সাথে জাকা ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৬:১ ভিতরের প্রাঙ্গণের পূর্বমুখী দ্বারটি। বাইরের প্রাঙ্গণের পূর্বমুখী দ্বারটি সব সময়ের জন্য বন্ধ ছিল (৪৪:২ আয়াত দেখুন), কিন্তু ভেতরের প্রাঙ্গণের পূর্বমুখী দ্বারটি ঈদের দিনে খোলা থাকত।

৪৬:২ দ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে। ভেতরের প্রাঙ্গণের দ্বারের বারান্দাটি বাইরের প্রাঙ্গণের দিকে মুখ করে ছিল। *চৌকাঠের কাছে দণ্ডায়মান হবেন।* যেটি ধর্মীয় রীতি অনুসারে পাক সাফ করা হত (৪৫:১৯)। সেখান থেকে বাদশাহ্‌ ভেতরের প্রাঙ্গণের কোরবানগাহে পোড়ানের কোরবানী উৎসর্গ করতে দেখতেন, কিন্তু তাকে ভেতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেওয়ার বিধান ছিল না।

৪৬:৩ দেশের লোকেরা। ৭:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। সেই *দ্বারের প্রবেশস্থানে।* বাইরের প্রাঙ্গনে।

৪৬:৪ ছয়টি ভেড়ার বাচ্চা ও নিখুঁত একটি ভেড়া। শরীয়তী বিধানের সাথে পার্থক্যের একটি আরেকটি উদাহরণ (৪৫:১৮–৪৬:২৪)। শুমারী ২৮:৯ আয়াতে বিশ্রামবারে দুটি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোন ভেড়া কোরবানী করার কথা বলা হয় নি।

কোরবানী এবং শস্য-উৎসর্গ ও তেল উৎসর্গ
করবেন।

নানা রকম নিয়ম-নীতি

৪৬ ১ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
ভিতরের প্রাঙ্গণের পূর্বমুখী দ্বারটি
কাজের ছয় দিন বন্ধ থাকবে, কিন্তু বিশ্রামবারে
খোলা হবে এবং অমাবস্যার দিনেও খোলা হবে।
২ আর শাসনকর্তা বাইরে থেকে দ্বারের বারান্দার
পথ দিয়ে প্রবেশ করে দ্বারের চৌকাঠের কাছে
দণ্ডায়মান হবেন এবং ইমামেরা তাঁর পোড়ানো-
কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী সকল কোরবানী
করবে এবং তিনি দ্বারের গোবরাটে সেজ্‌দা
করবেন, পরে বের হয়ে আসবেন, কিন্তু সন্ধ্যা না
হলে দ্বার বন্ধ করা যাবে না। ৩ আর দেশের
লোকেরা সকল বিশ্রামবারে ও অমাবস্যায় সেই
দ্বারের প্রবেশস্থানে মাবুদের কাছে সেজ্‌দা করবে।
৪ মাবুদের উদ্দেশে শাসনকর্তাকে এই
পোড়ানো-কোরবানী করতে হবে, বিশ্রামবারে
নিখুঁত ছয়টি ভেড়ার বাচ্চা ও নিখুঁত একটি
ভেড়া। ৫ আর শস্য-উৎসর্গ হিসেবে ভেড়ার প্রতি
এক ঐফা সুজি এবং ভেড়ার বাচ্চাগুলোর জন্য
তাঁর হাতে যতটা উঠবে এবং ঐফার প্রতি এক
হিন তৈল। ৬ আর অমাবস্যার দিনে একটি নিখুঁত
ষাঁড় এবং ছয়টি ভেড়ার বাচ্চা ও একটি ভেড়া,
এরাও নিখুঁত হবে। ৭ আর শস্য-উৎসর্গ হিসেবে
তিনি বাছুরটির প্রতি এক ঐফা, ভেড়ার প্রতি এক
ঐফা সুজি ও ভেড়ার বাচ্চাগুলোর জন্য তাঁর
হাতে যতটা উঠবে এবং ঐফার প্রতি এক হিন
তেল দেবেন। ৮ আর নেতা যখন আসবেন, তখন
দ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং
সেই পথ দিয়ে বের হয়ে আসবেন।
৯ আর দেশের সকল লোক উৎসবের সময়ে
যখন মাবুদের সম্মুখে আসবে, তখন সেজ্‌দা
করার জন্য যে ব্যক্তি উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে
প্রবেশ করবে, সে দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়ে বের
হয়ে আসবে; এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণদ্বারের পথ
দিয়ে প্রবেশ করবে, সে উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে
বের হয়ে আসবে; যে ব্যক্তি যে দ্বারের পথ দিয়ে
প্রবেশ করবে, সে সেখানে ফিরে যাবে না, কিন্তু
নিজের সম্মুখস্থ পথ দিয়ে বের হয়ে আসবে।
১০ আর শাসনকর্তা তাদের মধ্যে থেকে তাদের
প্রবেশকালে প্রবেশ করবেন ও তাদের বের হয়ে
আসার সময় বের হবেন।
১১ আর উৎসবে ও ঈদে শস্য-উৎসর্গের সঙ্গে
একটি ষাঁড়ের জন্য এক ঐফা, একটি ভেড়ার
জন্য এক ঐফা সুজি ও ভেড়ার বাচ্চাগুলোর
জন্য তাঁর হাতে যতটা উঠবে এবং ঐফার প্রতি
এক হিন তেল লাগবে। ১২ আর শাসনকর্তা যখন
স্বেচ্ছাদত্ত দান মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানী বা মঙ্গল-কোরবানী হিসেবে কোরবানী
করবেন, তখন তাঁর জন্য পূর্বমুখী দ্বার খুলে
দিতে হবে। আর তিনি বিশ্রামবারে যেমন
করেন, তেমনি তার পোড়ানো-কোরবানী ও
মঙ্গল-কোরবানী করবেন, পরে বের হয়ে
আসবেন এবং তাঁর বের হবার পর সেই দ্বার বন্ধ
করা যাবে।
১৩ আর তুমি প্রত্যহ মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য এক বছরের নিখুঁত একটি
ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে; প্রত্যহ প্রাতে তা
কোরবানী করবে। ১৪ আর প্রত্যহ প্রাতে তার
সঙ্গে খাদ্য-উপহার হিসেবে ঐফার ষষ্ঠাংশ সুজি
ও সেই মিহি সুজি ময়ান দেবার জন্য হিনের তিন
ভাগের এক ভাগ তেল, এই শস্য-উৎসর্গ
মাবুদের উদ্দেশে উৎসর্গ করবে, এই বিধি
চিরস্থায়ী হবে। ১৫ এভাবে প্রত্যহ প্রাতে সেই
ভেড়ার বাচ্চা, নৈবেদ্য ও তেল কোরবানী করা
যাবে। এ হল নিয়মিত পোড়ানো-কোরবানী।
১৬ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, শাসনকর্তা

[৪৬:৫] আয়াত ১১। [৪৬:৬] আয়াত ১; শুমারী ১০:১০। [৪৬:৭] ইহি ৪৫:২৪। [৪৬:৮] ইহি ৪৪:৩। [৪৬:৯] হিজ ২৩:১৪; ৩৪:২০। [৪৬:১০] ২শামু ৬:১৪-১৫; জবুর ৪২:৪। [৪৬:১১] আয়াত ৫। [৪৬:১২] ইহি ৪৫:১৭। [৪৬:১২] লেবীয় ৭:১৬। [৪৬:১৩] জবুর ৫:৩। [৪৬:১৪] শুমারী ১৫:৬। [৪৬:১৫] হিজ ২৯:৩৮; শুমারী ২৮:৫-৬। [৪৬:১৭] লেবীয় ২৫:১০। [৪৬:১৮] লেবীয় ২৫:২৩; ইহি ৪৫:৮; মীখা ২:১-২। [৪৬:১৯] ইহি ৪২:৯।

৪৬:৫ ঐফা। শুমারী ২৮:৯ আয়াতের সাথে তুলনা করুন।
৪৬:৬ অমাবস্যার দিনে। মাসের প্রথম দিন। এর সাথে শুমারী ২৮:১১ আয়াতের তুলনা করুন।
৪৬:৭ শস্য-উৎসর্গ হিসেবে ... এক ঐফা। তুলনা করুন শুমারী ২৮:১২ আয়াত।
৪৬:৯ যে ব্যক্তি উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে প্রবেশ করবে। সম্ভবত জনতার ভিড় সামলানোর জন্য এমনটা করা হত। যদি তা হয় সেক্ষেত্রে নতুন এই যুগে ঈদের তথা উৎসবের দিনে পবিত্র এবাদতখানায় আবারও সাধারণ মানুষের উৎসবমুখর পদচারণার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।
৪৬:১২ স্বেচ্ছাদত্ত দান। যা বাদশাহ্‌র দান করা কর্তব্য ছিল।
৪৬:১৩ প্রত্যহ। তুলনা করুন শুমারী ২৩:৩-৮, যেখানে প্রতিদিন কোরবানীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সকালে ও সন্ধ্যায় একটি করে ভেড়ার বাচ্চা (১ খান্দান ১৬:৪০; ২ খান্দান ১৩:১১; ৩১:৩ আয়াত)। ভিন্ন ধরনের একটি রীতি দেখা যায় ২ বাদশাহ্‌ ১৬:১৫ আয়াতে, যেখানে সকালে পোড়ানো কোরবানী দেওয়া হত এবং সন্ধ্যায় শস্য কোরবানী দেওয়া হত।
৪৬:১৪ ঐফার ষষ্ঠাংশ সুজি ... তিন ভাগের এক ভাগ তেল। এর সাথে তুলনা করুন শুমারী ২৮:৫।
৪৬:১৬ তার পুত্রদের। এখানে নবী ইহিস্কেল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শাসনাধিকারের কথা বুঝিয়েছেন।
৪৬:১৭ মুক্তিবছর পর্যন্ত। অর্থাৎ জুবিলী বছর পর্যন্ত, তাত্ত্বিকভাবে প্রতি ৫০ বছর পর পর এই বছর আসে (দেখুন লেবীয় ২৫:৮-১৫, বিশেষ করে আয়াত ১৩ দেখুন)।
৪৬:১৮ শাসনকর্তা ... কিছু নেবেন না। ৪৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন।
৪৬:১৯-২৪ এই অংশটি ৪২:১৩-১৪ আয়াতের পরে বসলে যথোপযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে, যেখানে ইমামদের অন্যান্য কক্ষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোরবানী দেওয়ার বিধানের সাথে এই অংশটি উপসংহার হিসেবে খাপ খায়। ইমামদের এলাকাটি (আয়াত ১৯-২০) লেবীয়দের রান্না করার এলাকা থেকে পৃথক

যদি তার পুত্রদের মধ্যে কোন এক জনকে কিছু
দান করেন, তবে তা তার অধিকার হবে, তা তাঁর
পুত্রদের হবে; তা অধিকার বলে তাদের স্বত্ব
হবে। [১৭] কিন্তু তিনি যদি নিজের কোন গোলামকে
তার অধিকারের কিছু দান করেন, তবে তা
মুক্তিবছর পর্যন্ত তার থাকবে, পরে পুনর্বার
শাসনকর্তার হবে; কেবল তাঁর পুত্রেরা তাঁর
অধিকার পাবে। [১৮] আর শাসনকর্তা লোকদেরকে
দৌরাত্মপূর্বক অধিকারচ্যুত করার জন্য তাদের
অধিকার থেকে কিছু নেবেন না; তিনি নিজের
অধিকারের মধ্য থেকে তার পুত্রদেরকে অধিকার
দেবেন; যেন আমার লোকেরা নিজ নিজ অধিকার
থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে না যায়।
[১৯] পরে তিনি দ্বারের পাশে অবস্থিত প্রবেশের
পথ দিয়ে আমাকে ইমামদের উত্তরমুখী পবিত্র
কুঠরীশ্রেণীতে আনলেন; আর দেখ পশ্চিম দিকে
পিছনে একটি স্থান ছিল। [২০] তখন তিনি আমাকে
বললেন, এই স্থানে ইমামেরা দোষ-কোরবানী ও
গুনাহ্‌-কোরবানী রান্না করবে ও নৈবেদ্য ভাজবে;
যেন তারা লোকদেরকে পবিত্র করার জন্য তা
বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে না যায়।
[২১] পরে তিনি আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে এনে
সেই প্রাঙ্গণের চার কোণ দিয়ে গমন করালেন;
আর দেখ, ঐ প্রাঙ্গণের প্রত্যেক কোণে একটি
করে প্রাঙ্গণ ছিল। [২২] প্রাঙ্গণের চার কোণে চল্লিশ
হাত লম্বা ও ত্রিশ হাত চওড়া প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণ
ছিল। সেই চার কোণের প্রাঙ্গণগুলোর একই
পরিমাণ ছিল; [২৩] চারটির মধ্যে প্রত্যেকের চারদিকে
গাঁথনি-শ্রেণী ছিল এবং ঐ চারদিকের গাঁথনি-
শ্রেণীর তলে উনান পাতা ছিল। [২৪] তখন তিনি
আমাকে বললেন, এসব পাচকদের বাড়ি, এই
স্থানে এবাদতখানার পরিচারকেরা লোকদের
কোরবানীর জিনিস সিদ্ধ করবে।

বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বের হওয়া নদী

৪৭ [১] পরে তিনি আমাকে ঘুরিয়ে
এবাদতখানার প্রবেশস্থানে আনলেন,
আর দেখ, এবাদতখানার গোবরাটের নিচে
থেকে পানি বের হয়ে পূর্ব দিকে বইছে, কেননা
এবাদতখানার সম্মুখভাগ পূর্ব দিকে ছিল; আর
সেই পানি নিচে থেকে এবাদতখানার দক্ষিণ
পাশ দিয়ে কোরবানগাহ্‌র দক্ষিণে নেমে যাচ্ছিল।
[২] পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে বের
করলেন এবং ঘুরিয়ে বাইরের পথ দিয়ে, পূর্বমুখী
পথ দিয়ে, বহির্দ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; আর
দেখ, দক্ষিণ পাশ দিয়ে পানি চুঁইয়ে পড়ছিল।
[৩] সে ব্যক্তি যখন পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন, তখন
তাঁর হাতে একটি মানসূত্র ছিল; তিনি এক হাজ-
ার হাত মেপে আমাকে পানির মধ্য দিয়ে গমন
করালেন; তখন গোড়ালি পর্যন্ত পানি উঠলো।
[৪] আবার তিনি এক হাজার হাত মেপে আমাকে
পানির মধ্য দিয়ে গমন করালেন, তখন হাঁটু
পর্যন্ত পানি উঠলো। আবার তিনি এক হাজার
হাত মেপে আমাকে পানির মধ্য দিয়ে গমন
করালেন; তখন কোমর পর্যন্ত পানি উঠলো।
[৫] আবার তিনি এক হাজার হাত মাপলেন; তা
আমার অগম্য নদী হল; কারণ পানি বেড়ে
উঠেছিল, সাঁতার দেবার মত পানি, পায়ে হেঁটে
পার হওয়া যায় না, এমন নদী হয়েছিল।
[৬] তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষের
সন্তান, তুমি দেখলে? পরে তিনি আমাকে
পুনরায় ঐ নদীর তীরে নিয়ে গেলেন। [৭] আর
আমি যখন ফিরে গেলাম, তখন দেখ, সেই নদীর

[৪৬:২০] লেবীয় ৬:২৭।
[৪৭:১] জবুর ৪৬:৪; যোয়েল ৩:১৮; প্রকা ২২:১।
[৪৭:২] ইহি ৪০:৩৫।
[৪৭:৩] ইহি ৪০:৩।
[৪৭:৫] পয়দা ২:১০।
[৪৭:৭] আয়াত ১২; প্রকা ২২:২।
[৪৭:৮] দ্বি:বি ১:১; ৩:১৭।
[৪৭:৯] ইশা ১২:৩; ৫৫:১; ইউ ৪:১৪; ৭:৩৭-৩৮।
[৪৭:১০] ইশা ১৯:৮; মথি ৪:১৯।
[৪৭:১১] দ্বি:বি ২৯:২৩।

করা হয়েছিল (আয়াত ২১-২৪)।

৪৭:১-১২ বায়তুল মোকাদ্দস থেকে বের হয়ে আসা জীবনদায়ী পানির নদী।

৪৭:১ তিনি। বেহেশতী পথ নির্দেশক দূত তথা ফেরেশতা (৪০:৩), যিনি এখানে শেষ বারের মত আবির্ভূত হয়েছেন, যা নবী ইহিস্কেলের নতুন বায়তুল মোকাদ্দসের দর্শনের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। *এবাদতখানার প্রবেশস্থানে।* নবী ইহিস্কেল ভেতরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পানি। পরবর্তী অংশগুলো (আয়াত ১-১২) এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছে যে, এখানে সুস্থতা দানকারী ও জীবনের উপচয় দানকারী পানির কথা বোঝানো হয়েছে (জবুর ৩৬:৮; ৪৬:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে যোয়েল ৩:১৮; জাকা ১৩:১; ১৪:৮; প্রকা ২২:১-১২ আয়াত দেখুন)। আরও বড় প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে এই নদীটি ছিল আদন বাগান থেকে প্রবাহিত নদী (পয়দা ২:১০ আয়াত)।

৪৭:২ আমাকে উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে বের করলেন। কারণ পূর্ব দিকের দ্বারটি বন্ধ ছিল (৪৪:২ আয়াত দেখুন)।

৪৭:৫ আবার তিনি এক হাজার হাত মাপলেন। মোট চারটি আদর্শ পরিমাপের সমষ্টি (দেখুন ১:৫ আয়াতের নোট)। *পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায় না, এমন নদী।* নদীটি ক্রমাগতভাবে ভাটির দিকে প্রশস্ত ও গভীর হতে শুরু করেছে।

৪৭:৭ অনেক গাছ। আদন উদ্যানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে (পয়দা ২:৯ আয়াত)।

৪৭:৮ পূর্ব দিকস্থ অঞ্চলে বইছে। এর সাথে তুলনা করুন জাকা ১৪:৮ আয়াত। *অরাবা।* এখানে জেরুশালেম ও মৃত সাগরের মধ্যকার পনিশূন্য অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। *এর পানি উত্তম হবে।* হিব্রু ভাষায় প্রতীকীভাবে এর অর্থ হচ্ছে, সেই পানি সুস্থতা দান করবে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু (সমুদ্রস্তর থেকে ১,৩০০ ফুট নিচে) এবং সবচেয়ে লবণাক্ত (২৫ শতাংশ) এই জলাশয়টি এমন এক সমৃদ্ধ জীবনের উৎস হয়ে উঠবে যা "জীবন পানির নদী" এর আরোগ্যদায়ী ক্ষমতাকেই প্রকাশ করে (প্রকা ২২:১ আয়াত দেখুন)।

৪৭:৯ অসংখ্য জীবজন্তু। পয়দা ১:২০-২১ আয়াতের ভাবধারায় এখানে এক নতুন সৃষ্টির কথা বোঝানো হয়েছে।

৪৭:১০ ঐন্‌গদী। এই নামের অর্থ "ছাগ ঝর্ণা"; এটি মৃত সাগরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রবল স্রোত বিশিষ্ট একটি ঝর্ণা (দেখুন সোলায়মান ১:১৪ আয়াত)। *ঐন্‌-ইগ্লয়িম।* এই নামের অর্থ "দুই বাছুরের ঝর্ণা"। সম্ভবত এটি আইন ফেসখা, যা মৃত সাগরের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত, যদিও অনেকে মনে করেন এটি পূর্ব তীরে অবস্থিত।

৪৭:১১ তা লবণের জন্য নিরূপিত। সম্ভবত কোরবানীর জন্য

তীরে এপারে ওপারে অনেক গাছ ছিল।
৮ তখন
তিনি আমাকে বললেন, এই পানি পূর্ব দিক্‌স্থ অঞ্চলে বইছে, অরাবা সমভূমিতে নেমে যাবে এবং সমুদ্রের দিকে যাবে; যে পানি বের করা হয়েছে তা সমুদ্রে যাবে ও এর পানি উত্তম হবে।
৯ আর এই স্রোতের পানি যে কোন স্থানে বইবে
সে স্থানের অসংখ্য জীবজন্তু বাঁচবে; আর যার-পর-নাই প্রচুর মাছ হবে; কেননা এই পানি সেখানে গেছে বলে সেখানকার পানি উত্তম হবে; এবং এই স্রোত যে কোন স্থান দিয়ে বইবে, সেই স্থানের সকলই সঞ্জীবিত হবে।
১০ আর তার
তীরে জেলেরা দাঁড়াবে, ঐন্‌গদী থেকে ঐন্‌-ইগ্লয়িম পর্যন্ত জাল মেলে রাখাবার স্থান হবে; মহাসমুদ্রের মাছের মত বিভিন্ন জাতের মাছ জন্মে যার-পর-নাই প্রচুর হবে।
১১ কিন্তু তার বিল ও
জলাভূমির প্রতিকার হবে না; তা লবণের জন্য নিরূপিত।
১২ আর নদীর ধারে এপারে ওপারে
সব রকমের খাবার ফলের গাছ হবে, তার পাতা শুকিয়ে যাবে না ও ফল শেষ হবে না; প্রতিমাসে তার ফল পাকবে, কেননা তার সেচনের পানি পবিত্র স্থান থেকে বের হবে; আর তার ফল খাবারের জন্য ও পাতা সুস্থতার জন্য ব্যবহৃত হবে।

[৪৭:১২] প্রকা ২২:২। [৪৭:১২] পয়দা ২:৯; ইয়ার ১৭:৮; ইহি ৩৬:৮। [৪৭:১৩] শুমারী ৩৪:২-১২। [৪৭:১৪] পয়দা ১২:৭; দ্বিঃবি ১:৮; ইহি ৩৬:১২। [৪৭:১৫] শুমারী ৩৪:২। [৪৭:১৬] ২শামু ৮:৮। [৪৭:১৮] ইহি ২৭:১৮। [৪৭:১৯] দ্বিঃবি ৩২:৫১। [৪৭:২০] শুমারী ১৩:২১। [৪৭:২২] রোমীয় ১০:১২; ইফি ২:১২ -১৬; ৩:৬; কল

ইসরাইল দেশের নতুন সীমানা

১৩ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
ইসরাইলের বারো বংশকে যে দেশ অধিকার জন্য দেবে, তার সীমা এই; ইউসুফের দুই অংশ হবে।
১৪ আর তোমরা সকলে সমান অংশ
অধিকার বলে তা পাবে, কারণ আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই দেশ দেব বলে শপথ করেছিলাম; এই দেশ অধিকার হিসেবে তোমাদের হবে।
১৫ আর দেশের সীমা এই; উত্তর দিকে মহাসমুদ্র
থেকে সদাদের প্রবেশস্থান পর্যন্ত হিৎলোনের পথ;
১৬ হমাৎ, বরোথা, সিব্রয়িম, যা দামেস্কের
সীমার ও হমাতের সীমার মধ্যস্থিত; হৌরণের সীমার নিকটস্থ হৎসর-হত্তীকোন।
১৭ আর সমুদ্র
থেকে সীমা দামেস্কের সীমাস্থ হৎসোর-ঐনন পর্যন্ত যাবে, আর উত্তর দিকে হমাতের সীমা; এটা উত্তরপ্রান্ত।
১৮ আর পূর্বপ্রান্ত হৌরণ, দামেস্ক ও গিলিয়দের
এবং ইসরাইল দেশের মধ্যবর্তী জর্ডান; তোমরা

ব্যবহৃত লবণ যোগান দেওয়ার জন্য (৪৩:২৪ আয়াত)।

৪৭:১২ প্রতিমাসে তার ফল পাকবে। ৩৪:২৭; ৩৬:৩০ আয়াতে যে ওয়াদা করা হয়েছে তারই বর্ধিতায়ন (আমোস ৯:১৩ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন প্রকা ২২:২ আয়াত)।

৪৭:১৩-২৩ দেশটির সীমানা নতুন করে নিরূপণ করা হয়েছে।

৪৭:১৩ ইউসুফের দুই অংশ হবে। যেহেতু লেবীয় গোষ্ঠীর কোন অংশ ছিল না (৪৪:২৮), ইউসুফের যে দুই সন্তানকে ইয়াকুব গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ আফরাহীম ও মানাশা (পয়দা ৪৮:৫, ১৭-২০), তাদের উভয়ে একটি করে অংশ পেয়েছিল (৪৮:৪-৫)।

৪৭:১৪ কারণ আমি ... শপথ করেছিলাম। ইব্রামের সাথে যে চুক্তি করা হয়েছিল তার কথা এখানে বলা হচ্ছে (পয়দা ১৫:৯-২১ আয়াত নোট; ইহি ২০:৫; ৩৬:২৮ আয়াত দেখুন)।

৪৭:১৫ আর দেশের সীমা এই। এখানে বাদশাহ্‌ দাউদ ও সোলায়মানের সময়কার ইসরাইল জাতির সীমানার কথা বলা হয়েছে, তবে এখানে শুধুমাত্র জর্ডান অববাহিকা অঞ্চলটি অন্তর্ভুক্ত নেই (আয়াত ১৮ দেখুন) – যা কখনোই ওয়াদাকৃত দেশের সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখানে যে সীমানার কথা বলা হয়েছে তার সাথে শুমারী ৩৪:১-১২ আয়াতের বর্ণনার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। *হিৎলোনের পথ।* সম্ভবত এর অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের তীরে, যা বর্তমানে লেবাননের অন্তর্গত। *সদাদ।* শুমারী ৩৪:৮ আয়াতে এই নামটি দেখা যায়, কিন্তু এছাড়া স্থানটি সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

৪৭:১৬ হমাৎ। এই স্থানটি বর্তমানে লেবয় নামে পরিচিত, যা বালবেক থেকে ১৫ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এক সময় হমাৎ দক্ষিণ দিকগামী পথের জন্য একটি সুরক্ষা দুর্গ হিসেবে কাজ করতো। অনেক সময় এই স্থানটিকে লেবো হমাৎ বলা হয়ে থাকে। পাক কিতাবে প্রায়শ এই স্থানটিকে ইসরাইলের উত্তরের সর্বোচ্চ সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (দেখুন আয়াত ২০; ৪৮:১; শুমারী ১৩:২১; ৩৪:৮; ইউসা ১৩:৫; ১ বাদশাহ্‌ ৮:৬৫; ২ বাদশাহ্‌ ১৪:২৫; আমোস ৬:১৪ আয়াত)। বরোথা। সম্ভবত এটিই ২ শামু ৮:৮ আয়াতে উল্লিখিত বেরোথা, কিন্তু এছাড়া এই স্থানটি সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। *সিব্রয়িম।* সম্ভবত ২ বাদশাহ্‌ ১৭:২৪; ১৮:৩৪ আয়াতে উল্লিখিত সফর্বয়িম। *দামেস্ক।* অরামের (সিরিয়া) রাজধানী; ১৭ আয়াত অনুসারে এটি ইসরাইলের অংশ। *হমাৎ।* দামেস্ক থেকে ১২০ মাইল উত্তরে অরন্টোস নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগরী। *হৎসর-হত্তীকোন।* এই নামের অর্থ "মধ্যবর্তী সীমান্ত"। সম্ভবত এটি এবং ১৭ আয়াতের হৎসোর-ঐনন একই স্থান।

৪৭:১৮ পূর্ব সমুদ্র। অর্থাৎ মৃত সাগর; দেখুন যোয়েল ২:২০; জাকা ১৪:৮ আয়াত।

৪৭:১৯ তামর। এই নামের অর্থ " খেজুর বাগান" (দেখুন আয়াত ১৯; ৪৮:২৮); যার কথা পাওয়া যায় পয়দা ১৪:৭ (হৎসোন তামর) এবং ১ বাদশাহ্‌ ৯:১৮ আয়াতে (উক্ত আয়াতের এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন)। *কাদেশস্থ মরীবৎ।* বের শেবা থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, যার সাথে শুমারী ৩৪:৪ আয়াতের কাদেশ বর্ণেয়কে মেলানো হয়। *মিসরের স্রোতমার্গ।* ওয়াদি এল-আরিশ, যা মৌসুমী স্রোত বিশিষ্ট একটি গভীর নদী। এটি সিনাই পর্বতের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে গাজা নগরীর ৫০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে প্রবাহিত হয়েছে। এটি বাদশাহ্‌ সোলায়মানের রাজ্যের সীমানার দক্ষিণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে (১ বাদশাহ্‌ ৮:৬৫ আয়াত দেখুন)।

৪৭:২২ এরা বনি-ইসরাইলদের মধ্যে স্বজাতীয় লোকদের মত গণিত হবে। এখানে যে অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা ১৪:৭ আয়াতের বক্তব্যকেও অতিক্রান্ত করেছে। এখানে সেই একই সার্বজনীনতার কথা বলা হয়েছে যা ইশা ৫৬:৩-৮ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

উত্তর সীমা থেকে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত মাপবে; এটা
পূর্বপ্রান্ত।
১৯ আর দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণে তামর থেকে
কাদেশস্থ মরীবৎ জলাশয় মিসরের স্রোতোমার্গ ও
মহাসমুদ্র পর্যন্ত; দক্ষিণ দিকের এটা দক্ষিণপ্রান্ত।
২০ আর পশ্চিমপ্রান্ত মহাসমুদ্র; দক্ষিণ সীমা থেকে
হমাতের প্রবেশস্থানের সম্মুখ পর্যন্ত এটা
পশ্চিমপ্রান্ত। ২১ এভাবে তোমরা ইসরাইলের
বংশানুক্রমে নিজেদের মধ্যে এই দেশ বিভাগ
করবে। ২২ তোমরা নিজেদের জন্য এবং যে
বিদেশী লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাস করে
তোমাদের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাদের জন্য
তা অধিকার করার জন্য গুলিবাঁট দ্বারা বিভাগ
করবে; এবং এরা বনি-ইসরাইলদের মধ্যে
স্বজাতীয় লোকদের মত গণিত হবে, তোমাদের
সঙ্গে ইসরাইল-বংশগুলোর মধ্যে অধিকার পাবে।
২৩ তোমাদের যে বংশের মধ্যে যে বিদেশী লোক
প্রবাস করবে, তার মধ্যে তোমরা তাকে অধিকার
দেবে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।

ভূমির বিভাগ

৪৮ ১ বংশগুলোর নাম এই এই। উত্তরপ্রান্ত
থেকে হিৎলোনের পথের পাশ ও
হমাতের প্রবেশস্থানের কাছ দিয়ে হৎসর-ঐনন
পর্যন্ত দামেস্কের সীমাতে, উত্তর দিকে হমাতের
পাশে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দানের
একটি অংশ হবে। ২ আর দানের সীমার কাছে
পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত আশেরের একটি
অংশ। ৩ আশেরের সীমার কাছে পূর্বপ্রান্ত থেকে
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত নপ্তালির একটি অংশ।
৪ নপ্তালির সীমার কাছে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম
প্রান্ত পর্যন্ত মানশার একটি অংশ। ৫ মানশার
সীমার কাছে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত
আফরাহীমের একটি অংশ। ৬ আফরাহীমের
সীমার কাছে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত
রূবেণের একটি অংশ। ৭ আর রূবেণের সীমার
কাছে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত এহুদার
একটি অংশ।
৮ এহুদার সীমার কাছে পূর্বপ্রান্ত থেকে
পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত উপহার-ভূমি থাকবে; তোমরা
চওড়ায় পঁচিশ হাজার হাত ও পূর্বপ্রান্ত থেকে
পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বায় অন্যান্য অংশের মত
একটি অংশ উপহারের জন্য নিবেদন করবে ও
তার মধ্যস্থানে পবিত্র স্থান থাকবে। ৯ মাবুদের
উদ্দেশে তোমরা যে উপহার-ভূমি নিবেদন
করবে, তা পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার
হাত চওড়া হবে। ১০ সেই পবিত্র উপহার-ভূমি
ইমামদের জন্য হবে; তা উত্তর দিকে পঁচিশ
হাজার হাত লম্বা, পশ্চিম দিকে দশ হাজার হাত
চওড়া, পূর্ব দিকে দশ হাজার হাত চওড়া ও
দক্ষিণ দিকে পঁচিশ হাজার হাত লম্বা; তার মধ্য
স্থানে মাবুদের পবিত্র স্থান থাকবে। ১১ তা
সাদোক-সন্তানদের মধ্যে পবিত্রীকৃত ইমামদের
জন্য হবে, তারা আমার রক্ষণীয় দ্রব্য রক্ষা
করেছে; বনি-ইসরাইলদের ভ্রান্তির সময়ে
লেবীয়েরা যেমন ভ্রান্ত হয়েছিল, ওরা তেমন ভ্রান্ত
হয় নি। ১২ লেবীয়দের সীমার কাছে দেশের
উপহার-ভূমি থেকে গৃহীত সেই উপহার-ভূমি
তাদের হবে, তা অতি পবিত্র। ১৩ আর ইমামদের
সীমার সম্মুখে লেবীয়েরা পঁচিশ হাজার হাত লম্বা
ও দশ হাজার হাত চওড়া [ভূমি] পাবে; সবটুকুর

৩:১১।
[৪৭:২৩] দ্বি:বি ১০:১৯।
[৪৮:১] পয়দা ৩০:৬।
[৪৮:২] ইউসা ১৯:২৪-৩১।
[৪৮:৩] ইউসা ১৯:৩২-৩৯।
[৪৮:৪] ইউসা ১৭:১-১১।
[৪৮:৫] ইউসা ১৬:৫-৯।
[৪৮:৬] ইউসা ১৩:১৫-২১।
[৪৮:৭] ইউসা ১৫:১-৬৩।
[৪৮:৮] আয়াত ২১।
[৪৮:৯] ইহি ৪৫:১।
[৪৮:১০] ইহি ৪৫:৩-৪।
[৪৮:১১] ২শামু ৮:১৭।
[৪৮:১৩] ইহি ৪৫:৫।
[৪৮:১৪] লেবীয় ২৫:৩৪; ২৭:১০, ২৮।
[৪৮:১৬] প্রকা ২১:১৬।

৪৮:১-২৯ দেশটির ভূমি নতুনভাবে বণ্টন করার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৮:১ দান। ইতিহাসে এই গোষ্ঠীটি উত্তরের সর্বোচ্চ সীমান্ত অধিস্থানকারী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত (এ প্রসঙ্গে "দান থেকে বেরশেবা পর্যন্ত" উক্তিটি দেখুন, যার মধ্য দিয়ে উত্তরের ও দক্ষিণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করা হয়ে থাকে – উদাহরণস্বরূপ দেখুন কাজী ২০:১; ১ শামু ৩:২০ আয়াত)। রাহেলের দাসী বিল্‌হার গর্ভে দানের জন্ম হয়েছিল (পয়দা ৩৫:২৫ আয়াত দেখুন)। *হিৎলোনের পথের পাশ ... হমাতের পাশে।* ৪৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *হৎসর-ঐনন।* ৪৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:২ আশের। লেয়ার দাসী সিল্পার গর্ভে আশেরের জন্ম হয়েছিল (পয়দা ৩৫:২৬ আয়াত দেখুন)। দাসীদের গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোকে পবিত্র এবাদতখানা থেকে যতটা সম্ভব দূরে স্থান দেওয়া হয়েছিল (দেখুন দান, আয়াত ১; নপ্তালি, আয়াত ৩; গাদ, আয়াত ২৭)।

৪৮:৩ নপ্তালি। রাহেলের দাসী বিল্‌হার গর্ভে জন্ম হয়েছিল (আয়াত ২ ও নোট দেখুন)।

৪৮:৪ মানাশা। দেখুন আয়াত ৪৭:১৩ ও নোট।

৪৮:৫ আফরাহীম। দেখুন ৪৭:১৩ আয়াত ও নোট।

৪৮:৬ রূবেণ। লেয়ার প্রথম সন্তান (পয়দা ২৯:৩১ আয়াত দেখুন)।

৪৮:৭ এহুদা। লেয়ার সন্তান (পয়দা ৩৫:২৩ আয়াত দেখুন)। তাকে সবচেয়ে সম্মানজনক স্থানটি দেওয়া হয়েছিল, কারণ তার ভূখণ্ডটি দেশের কেন্দ্রস্থলে পবিত্র এবাদতখানাকে বেষ্টন করে রেখেছিল (আয়াত ৮), যেহেতু তার বংশেই মসীহী উত্তরাধিকারের ওয়াদা করা হয়েছিল (পয়দা ৪৯:৮-১২ আয়াত দেখুন এবং ৪৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৮:৮-২২ এই অংশটি মূলত ৪৫:১-৮ আয়াতের বর্ধিত অংশ (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৮:৯ দশ হাজার হাত চওড়া হবে। পবিত্র এবাদতখানার পুরো এলাকাটি চওড়ায় ছিল ২০,০০০ হাত (৪৫:১ আয়াত দেখুন)। এই আয়াতের পরিমাপ দিয়ে সম্ভবত ইমামদের বা লেবীয়দের অংশটুকু বোঝানো হয়েছে। সেপ্টুয়াজিন্টে (ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সংস্করণ) অবশ্য এই আয়াতটিতে ২০,০০০ হাত বলা হয়েছে।

৪৮:১১ সাদোক-সন্তানদের মধ্যে। যারা বিশ্বস্ত ছিল। ৪৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:১৪ তার কিছু বিক্রি করবে না, বা পরিবর্তন করবে না। যেহেতু তা ছিল মাবুদ আল্লাহ্‌র সম্পদ, সে কারণে তা বিক্রি করা বা পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

লম্বা পঁচিশ হাজার ও চওড়া দশ হাজার হাত
হবে। ১৪ তারা তার কিছু বিক্রি করবে না, বা
পরিবর্তন করবে না এবং দেশের [সেই] অগ্রিমাংশ
হস্তান্তরীকৃত হবে না, কেননা তা মাবুদের উদ্দেশে
পবিত্র।
১৫ আর পঁচিশ হাজার হাত লম্বা সেই ভূমির
সম্মুখে চওড়া অনুসারে যে পাঁচ হাজার হাত
অবশিষ্ট থাকে, তা সাধারণ স্থান বলে নগরের,
বসতির ও পরিসরের জন্য হবে; নগরটি তার
মধ্যস্থানে থাকবে। ১৬ তার পরিমাণ এরকম হবে;
উত্তরপ্রান্ত চার হাজার পাঁচ শত হাত, দক্ষিণপ্রান্ত
চার হাজার পাঁচ শত হাত, পূর্বপ্রান্ত চার হাজার
পাঁচ শত হাত ও পশ্চিমপ্রান্ত চার হাজার পাঁচ শত
হাত। ১৭ আর নগরের পরিসরভূমি থাকবে; উত্তর
দিকে দুই শত পঞ্চাশ হাত, দক্ষিণ দিকে দুই শত
পঞ্চাশ হাত, পূর্ব দিকে দুই শত পঞ্চাশ হাত ও
পশ্চিম দিকে দুই শত পঞ্চাশ হাত। ১৮ আর
পবিত্র উপহারভূমির সম্মুখে অবশিষ্ট স্থান লম্বায়
পূর্ব দিকে দশ হাজার হাত ও পশ্চিমে দশ হাজার
হাত হবে, আর তা পবিত্র উপহারভূমির সম্মুখে
থাকবে, সেই স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য নগরের কর্মচারী
লোকদের খাদ্যের জন্য হবে। ১৯ আর
ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্য থেকে নগরের
শ্রমজীবীরা তা চাষ করবে। ২০ সেই উপহারভূমি
সবসুদ্ধ পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও পঁচিশ হাজার
হাত চওড়া হবে; তোমরা নগরের অধিকারসুদ্ধ
চারকোনা বিশিষ্ট পবিত্র উপহারভূমি আলাদা করে
রাখবে।
২১ পবিত্র উপহারভূমির ও নগরের অধিকারের
দুই পাশে যেসব অবশিষ্ট ভূমি, তা শাসনকর্তার

[৪৮:১৮] ইহি ৪৫:৬।
[৪৮:২১] আয়াত ৮, ১০; ইহি ৪৫:৭।
[৪৮:২৩] ইউসা ১৮:১১-২৮।
[৪৮:২৪] পয়দা ২৯:৩৩; ইউসা ১৯:১-৯।
[৪৮:২৫] ইউসা ১৯:১৭-২৩।
[৪৮:২৬] ইউসা ১৯:১০-১৬।
[৪৮:২৭] ইউসা ১৩:২৪-২৮।
[৪৮:২৮] পয়দা ১৪:৭।
[৪৮:২৯] ইহি ৪৫:১।
[৪৮:৩৪] ২খান্দান ৪:৪; প্রকা ২১:১২-১৩।
[৪৮:৩৫] ইশা ১২:৬; ২৪:২৩; ইয়ার ৩:১৭; ১৪:৯; প্রকা ৩:১২।

হবে; অর্থাৎ– পঁচিশ হাজার হাত পরিমিত
উপহারভূমি থেকে পূর্বসীমা পর্যন্ত, ও পশ্চিম
দিকে পঁচিশ হাজার হাত পরিমিত সেই
উপহারভূমি থেকে পশ্চিমসীমা পর্যন্ত অন্য সকল
অংশের সম্মুখে শাসনকর্তার অংশ হবে এবং
পবিত্র উপহারভূমি ও এবাদখানার পবিত্র স্থান
তার মধ্যস্থিত হবে। ২২ আর শাসনকর্তার
অধিকারের অংশের মধ্যস্থিত লেবীয়দের অধিক-
ার ও নগরের অধিকার ছাড়া যা এহুদার সীমার
ও বিন্‌ইয়ামীনের সীমার মধ্যে আছে, তা
শাসনকর্তার হবে।
২৩ আর অবশিষ্ট বংশগুলোর এসব অংশ হবে;
পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিন্‌ইয়ামীনের
একটি অংশ। ২৪ বিন্‌ইয়ামীনের সীমার কাছে
পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত শিমিয়োনের
একটি অংশ। ২৫ শিমিয়োনের সীমার কাছে
পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ইষাখরের
একটি অংশ। ২৬ ইষাখরের সীমার কাছে পূর্বপ্রান্ত
থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সবূলূনের একটি অংশ।
২৭ সবূলূনের সীমার কাছে পূর্বপ্রান্ত থেকে
পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত গাদের একটি অংশ। ২৮ আর
গাদের সীমার কাছে দক্ষিণপ্রান্তের দিকে তামর
থেকে কাদেশস্থ মরীবৎ জলাশয় মিসরের,
স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্যন্ত দক্ষিণ সীমা
হবে। ২৯ তোমরা ইসরাইল-বংশগুলোর অধিক-
ারের জন্য যে দেশ গুলিবাঁট দ্বারা ভাগ করবে,
তা এই; এবং তাদের ঐ সমস্ত অংশ, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
৩০ আর নগরের এসব পরিসর হবে; উত্তর পাশে
পরিমাণে চার হাজার পাঁচ শত হাত। ৩১ আর

৪৮:১৯ ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্য থেকে। পবিত্র ভূমিটি ছিল জাতীয় সম্পদ, বাদশাহ্‌র একক অধিকার নয়।

৪৮:২৩ বিন্‌ইয়ামীন। রাহেলের সন্তান (পয়দা ৩৫:২৪)।

৪৮:২৪ শিমিয়োন। লেয়ার সন্তান (পয়দা ৩৫:২৩)।

৪৮:২৫ ইষাখর। লেয়ার সন্তান (পয়দা ৩৫:২৩)।

৪৮:২৬ সবূলূন। লেয়ার সন্তান (পয়দা ৩৫:২৩)।

৪৮:২৭ গাদ। লেয়ার দাসী সিল্পার গর্ভজাত সন্তান (আয়াত ২ ও নোট দেখুন)।

৪৮:২৮ তামর। ৪৭:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *কাদেশস্থ মরীবৎ জলাশয়।* ৪৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। *মিসরের স্রোতোমার্গ।* ৪৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:৩০-৩৫ নতুন জেরুশালেম নগরীর ১২টি দ্বার।

৪৮:৩১ রূবেণ ... এহুদা ... লেবি। রূবেণ (প্রথমজাত সন্তান হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে), এহুদা (মসীহী গোষ্ঠী) এবং লেবি (ইমামদের প্রতিনিধি বংশ) গোষ্ঠীগুলোর দ্বার এক সাথে উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। যেহেতু লেবি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সে কারণে আফরাহীম ও মানাশার প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে ইউসুফ নামে ১২তম দ্বারটি নামাঙ্কিত করা হয়েছে। দ্বারগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন প্রকা ২১:১২-১৪ আয়াত।

৪৮:৩৫ এখানে মাবুদ আছেন। পবিত্র নগরী সম্পর্কে অত্যন্ত দৃঢ় একটি বক্তব্য। এখানে মাবুদ শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি হচ্ছে ইয়াহ্‌ওয়েহ্ শামাহ্, যা সম্ভবত ইয়েরূশালেম নামটির একটি পরিবর্তিত রূপ, যা জেরুশালেম নগরীর হিব্রু উচ্চারণ। জেরুশালেম নগরীটির অন্যান্য নাম সম্পর্কে জানতে দেখুন ২৩:৪; ইশা ১:২৬; ২৯:১; ৬০:১৪; ৬২:২-৪, ১২; ইয়ার ৩:১৭; ৩৩:১৬; জাকা ৮:৩ আয়াত। নবী যোয়েলের কিতাবেও প্রায় একই ধরনের সমাপনী বক্তব্য দেখা যায় (যোয়েল ৩:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

হযরত ইহিস্কেলের বাধ্যতার প্রকাশ	
২:১	দাঁড়িয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র বার্তা গ্রহণ করেছিলেন।
৩:২৪-২৭	নিজেকে তাঁর ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন।
৩:২৭	বিশ্বস্তভাবে আল্লাহ্‌র বার্তা তবলিগ করেছিলেন।
৪:১	একটি মাটির ফলকে জেরুশালেমের চিত্র এঁকেছিলেন।
৪:৪,৫	৩৯০ দিন তাঁর বাম পাশে শুয়েছিলেন।
৪:৬	৪০ দিন তাঁর ডান পাশে শুয়েছিলেন।
৪:৯-১৭	রান্না করার নির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসরণ করেছিলেন।
৫:১-৪	তাঁর মাথা এবং দাঁড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন।
১২:৩-৭	নির্বাসন প্রর্দশন করার জন্য ঘর ত্যাগ করেছিলেন।
১৩:১	ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।
১৯:১	নেতাদেরকে নিয়ে একটি বিলাপ সঙ্গীত গেয়েছিলেন।
২১:২	ইসরাইল এবং এবাদতখানার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।
২১:১৯-২৩	ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র জন্য দুটি রাস্তায় চিহ্ন দিয়েছিলেন।
২৪:১৬,১৭	তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে বিলাপ করেন নি।